রামেশ্বরের

শিব-সঙ্কীর্ত্তন

বা

শিবায়ন

আমতা কলেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক

শ্রীযোগিলাল হালদার, এম-এ, কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৭

মূল্য—আট টাকা

© Calcutta University

Printed in India

Published by Sibendranath Kanjilal, Superintendent, Calcutta University Press, 48, Hazra Road, Calcutta. Printed by Sree Saraswaty Press Limited, 32, Upper Circular Road, Calcutta-9.

উৎসর্গ

ভারতের অন্যতম বরেণ্য নেতা

বঙ্গের সুসন্তান

অসীম শ্রদ্ধাস্পদ

স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের স্মৃতিতে

এই গ্রন্থ

সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

শ্রীযোগিলাল হালদার

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
ভূমিকা	...	...	৸৹
গণেশ্বর-বন্দনা	...	...	১
শিব-বন্দনা	...	...	৪
নারায়ণী-বন্দনা	...	...	৭
শ্রীচৈতন্য-বন্দনা	...	...	৯
সর্ব্বদেবের বন্দনা	...	...	১১
গ্রন্থের সূচনা	...	...	১৫
সূতের প্রতি প্রশ্ন	...	...	১৬
সূতের উত্তর দান	...	...	১৮
সৃষ্টিকালের দেবতা	...	...	২০
সৃষ্টি-বিবরণ	...	...	২১
পৃথিবীর উৎপত্তি	...	...	২২
দক্ষের যজ্ঞকথা	...	...	২৪
শিব-নারদ সংবাদ	...	...	২৬
দক্ষ-যজ্ঞে সতীর গমন-মানস	...	...	২৮
দক্ষ-যজ্ঞে সতীর গমন	...	...	২৯
পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ	...	...	৩৪
দক্ষসৈন্যের সহিত নন্দীর যুদ্ধ	...	...	৩৭
দক্ষসৈন্যের সহিত বীরভদ্রের যুদ্ধ	...	...	৩৯
দক্ষ-সৈন্য ধ্বংস	...	...	৪০
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস	...	...	৪৩
দক্ষের ছাগমুণ্ডধারণ	...	...	৪৪
হিমালয়ে গৌরীর জন্মলাভ	...	...	৪৬

বিষয়			পৃষ্ঠা
গৌরীর বাল্য খেলা	...	...	৪৭
গৌরীর বিবাহ-খেলা	...	...	৫০
বিবাহখেলার বরকন্যা বিদায়	...	...	৫২
গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ	...	...	৫৩
গৌরীর বিবাহের সম্বন্ধ	...	...	৫৫
হিমালয়ের বাড়ী শিবের আগমন	...	...	৫৭
মদন-ভস্ম	...	...	৫৯
রতি-বিলাপ	...	...	৬০
রতি-সরস্বতী সংবাদ	...	...	৬২
গৌরীর তপস্যা	...	...	৬৪
ছদ্মবেশী শিবের উপদেশ	...	...	৬৫
শিবমহিমা কীর্ত্তন	...	...	৬৮
শিবের বরবেশ	...	...	৭২
শিবের বরযাত্রা	...	...	৭৪
গৌরী-অধিবাস	...	...	৭৬
এয়োদের নাম	...	...	৭৮
স্ত্রী-আচার	...	...	৮০
রাণী মেনকার বিলাপ	...	...	৮২
শিবের দিব্যদেহ ধারণ	...	...	৮৬
শাশুড়ীদের জামাই-নিন্দা	...	...	৮৯
হিমালয়ের কন্যা-সম্প্রদান	...	...	৯১
হিমালয়ের যৌতুকদান	...	...	৯২
শিবের শ্বশুর বাড়ীতে বাস	...	...	৯৪
কোঁচিনীপাড়ায় শিব	...	...	৯৫
শিবের ভিক্ষাবৃত্তি	...	...	৯৭
কার্ত্তিক-গণেশের কলহ	...	...	১০০
গৌরীর রন্ধন	...	...	১০১

বিষয়			পৃষ্ঠা
শিবের ভোজন	...	...	১০৪
কৈলাসের শোভা বর্ণনা	...	...	১০৮
হরগৌরীর কলহ	...	...	১০৯
শিবের ঝুলি	...	...	১১২
হরগৌরীর রঙ্গ	...	...	১১৪
তত্ত্বকথা বর্ণন	...	...	১১৫
গৌরীর গুণ বর্ণনা	...	...	১২০
হরিনাম-মহিমা ও দিলীপ-কথা	...	...	১২১
রুক্মিণীর ব্রত-প্রসঙ্গ	...	...	১২৫
হরিনাম-মহিমা	...	...	১২৮
জীবন্তী উপাখ্যান	...	...	১২৯
বিষ্ণুদূত ও যমদূতের যুদ্ধ	...	...	১৩২
যম-দূত সংবাদ	...	...	১৩৫
রামনাম-মহিমা	...	...	১৩৭
শবর-কথা	...	...	১৩৯
শবরের বরলাভ	...	...	১৪২
রুক্মিণী হরণ-কথা	...	...	১৪৬
রুক্মিণীর বিবাহ-আয়োজন	...	...	১৪৭
রুক্মিণীর লিপি	...	...	১৪৯
শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভযাত্রা	..	...	১৫১
রুক্মিণীর বিবাহে নান্দীমুখ	...	...	১৫২
রুক্মিণীর বিলাপ	...	...	১৫৪
শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভ-আগমন	...	...	১৫৫
রুক্মিণীর বর প্রার্থনা	...	...	১৫৮
রুক্মিণীর রূপ	...	...	১৬০
রুক্মিণী-হরণ	...	...	১৬১
রাজগণের সহিত যাদবদের যুদ্ধ	...	...	১৬২

বিষয়			পৃষ্ঠা
রুক্মীর যুদ্ধ	...	...	১৬৪
রুক্মিণীসহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা	...	...	১৬৬
বাণরাজার কথা	...	...	১৬৮
বাণের যুদ্ধ প্রার্থনা	...	...	১৬৯
ঊষার স্বপ্নদর্শন ও অনিরুদ্ধকে আনয়ন		...	১৭০
ঊষা-অনিরুদ্ধের মিলন	...	...	১৭৩
রাজাকে সংবাদ-দান	...	...	১৭৫
দ্বারকায় শোক	...	...	১৭৭
বাণরাজার সহিত যাদবদের যুদ্ধ	...	...	১৭৯
হরিহরের যুদ্ধ	...	...	১৮১
মাহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধ	...	...	১৮২
মাহেশ্বর জ্বর কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তুতি	...	...	১৮৭
বাণ ও শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ	...	...	১৮৯
শিবের কৃষ্ণস্তব	...	...	১৯০
বাণকে আশীর্ব্বাদ-দান	...	...	১৯২
অনিরুদ্ধের বিবাহ	...	...	১৯৩
বৃকাসুর কথা	...	...	১৯৫
হরগৌরী সংবাদ	...	...	১৯৮
শিবরাত্রি-বিধি	...	...	২০০
ব্যাধের মৃগয়ায় গমন	...	...	২০২
ব্যাধের শিবপুজা	...	...	২০৩
ব্যাধের মৃত্যু	...	...	২০৪
শিবদূত ও যমদূতের যুদ্ধ	...	...	২০৬
ব্যাধের শিবলোক প্রাপ্তি	...	...	২০৭
যম-নন্দী সংবাদ	...	...	২০৮
শিবরাত্রি-ব্রত	...	...	২০৯
একাদশী-মাহাত্ম্য	...	...	২১০

বিষয়			পৃষ্ঠা
চাষের বিবরণ	...	...	২১৫
হরগৌরীর কলহ	...	...	২১৮
শূলের গুণ ও চাষের সজ্জা	...	...	২১৯
চাষের উদ্‌যোগ	...	...	২২১
চাষ-ভূমির পাট্টা	...	...	২২৩
শূলভঙ্গের চেষ্টা	...	...	২২৪
চাষের সজ্জা প্রস্তুত	...	...	২২৭
বীজ ধান্য সংগ্রহ	...	...	২৩০
শিবের চাষভূমিতে যাত্রা	...	...	২৩২
চাষ আরম্ভ	...	...	২৩৩
ভীম ভৃত্যের ভোজন	...	...	২৩৫
শস্যোৎপত্তি	...	...	২৩৭
নারদের কৈলাস গমন-উদ্‌যোগ	...	..	২৪০
নারদের কৈলাস-যাত্রা	...	...	২৪২
গৌরীকে মন্ত্রণা-দান	...	...	২৪৪
শিবের নিকট উঙানি মশা প্রেরণ	..	...	২৪৫
মাছি ডাঁশ প্রেরণ-সিদ্ধান্ত	...	...	২৪৭
মাছি ডাঁশ প্রেরণ	...	...	২৪৮
মশার উৎপাত	...	...	২৫০
ভীমের সহিত শিবের পরামর্শ	...	...	২৫১
জোঁকের উৎপাত	...	...	২৫৩
বাগদিনী-পালা আরম্ভ	...	...	২৫৫
ভীমের সঙ্গে বাগদিনীর কলহ	...	...	২৫৬
বাগদিনীর রূপ	...	...	২৫৯
বাগদিনীর পরিচয়	...	...	২৬১
শিবের জল সিঞ্চন	...	...	২৬৪
বাগদিনীকে শিবের অঙ্গুরী দান	...	...	২৬৭

বিষয়			পৃষ্ঠা
শিব-বাগদিনী সংবাদ	...	...	২৬৯
ছলনা করিয়া বাগদিনীর প্রস্থান	...	...	২৭২
শিবের কৈলাস গমন	...	...	২৭৩
হরগৌরীর মিলন-মন্ত্রণা	...	...	২৭৭
গৌরীর শঙ্খ পরিধান কথা	...	...	২৭৯
গৌরীকে ছলনা করিতে নারদের যুক্তি		...	২৮২
গৌরীকে শিবের ছলনা	...	...	২৮৩
ঝড়বৃষ্টি	...	...	২৮৫
কার্ত্তিক-গণেশের সঙ্গে গৌরীর কথা	...	...	২৮৬
ছদ্মবেশী হরের সঙ্গে গৌরীর সাক্ষাৎ	...	...	২৮৭
ছদ্মবেশীর সহিত গৌরীর কথাবার্ত্তা	.	...	২৮৮
গৌরীর আত্মপরিচয় দান	...	...	২৯০
ছদ্মবেশীর মায়ানদী সৃষ্টি	...	...	২৯৩
গৌরীর মায়ানদী উত্তরণ	...	...	২৯৫
ইন্দ্রের রথ প্রেরণ	...	...	২৯৭
গৌরীর পিতৃগৃহে আগমন	...	...	২৯৮
হিমালয়ের শারদীয়া পূজা	...	...	৩০০
শিবের শঙ্খ নির্ম্মাণ	...	...	৩০২
শিবের শাঁখারী-বেশ	...	...	৩০৪
শাঁখারীবেশী শিবের হিমালয় গৃহে গমন		...	৩০৫
শঙ্খের জন্য নারীদের গোলযোগ	...	...	৩০৭
গৌরী-শাঁখারী সংবাদ	...	...	৩০৮
শাঁখারীর সতীধর্ম্ম বর্ণনা	...	...	৩১৪
শাঁখাপরার উদ্‌যোগ	...	...	৩১৫
পদ্মার সঙ্গে গৌরীর যুক্তি	...	...	৩১৮
শাঁখাপরার জন্য গৌরীর সজ্জা	...	...	৩১৯
শঙ্খ পরিধান আরম্ভ	...	...	৩২১

বিষয়			পৃষ্ঠা
দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরিধান	...	...	৩২৩
শাঁখারী কর্ত্তৃক গৌরীর করমর্দ্দন	...	...	৩২৪
শাঁখারীর পুরস্কার	...	...	৩২৬
গৌরীর কালীমূর্ত্তি ধারণ	...	...	৩৩০
পুত্রদের সহিত শিবের ভোজন	...	...	৩৩১
বিশ্বকর্ম্মার কাঁচলি নির্ম্মাণ	...	...	৩৩৪
হরগৌরীর বাসর-সজ্জা	...	...	৩৩৭
হরগৌরীর বাসর	...	...	৩৩৮
বাসরে গৌরীর বাগদিনী-বেশ	...	...	৩৪০
হরগৌরীর বাসর সম্পূর্ণ	...	...	৩৪১
হরগৌরীর কৈলাস গমন	...	...	৩৪৩
পৃথিবীর শস্যবৃদ্ধি	...	...	৩৪৫
গীত সমাপন	...	...	৩৪৮

ভূমিকা

রামেশ্বরের জীবনী

রামেশ্বরের কাল—বঙ্গের কাব্য-কানন যে-সব কোকিলের স্বর-লহরীতে ঝঙ্কৃত হইয়াছে, শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা ও সত্যনারায়ণের কথা প্রণেতা মেদিনীপুরের অমর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের অন্যতম। বাঙ্‌লা-সাহিত্যে রামেশ্বরের দান তুচ্ছ নহে। যাঁহাদের অতুলনীয় দানে বাঙ্‌লা সাহিত্য পত্র-পুষ্প-সমন্বিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, রামেশ্বর তাঁহাদের পার্শ্বে স্থান পাইবেন। যে-যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই যুগের যুগধর্ম্ম পশ্চাতে ফেলিয়া স্বীয় কাব্যে তিনি নিষ্ঠা ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। যে সময় কদাচিৎ কোন স্বভাব-দাতা বা বিদ্যোৎসাহী মহাপুরুষ বঙ্গীয় সাহিত্যিকের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া মাভৈঃ বাণী উচ্চারণ করিতেন, সেই সময় বঙ্গের এক নিভৃত পল্লীর নিরালায় বসিয়া কবি রামেশ্বর তাঁহার ভবভাব্য ভদ্রকাব্য শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা রচনা করিয়াছিলেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য খুব প্রাচীন কবি নহেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে আমাদের দেশে ইতিহাস বা জীবনী লিখিবার কোন প্রথা ছিল না। তাই রামেশ্বরের জন্ম তারিখ বা তাঁহার কাব্য-রচনা-কাল সঠিকভাবে বলা যায় না। শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা ও সত্যনারায়ণের কথার মধ্যে তাঁহার বংশ-পরিচয়, নিবাস-স্থান প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। এই সমস্ত পরিচয় হইতে তাঁহার কাল স্থির করিতে হইবে।

সত্যনারায়ণের কথায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—

সাকিম বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম। (প্রথম বন্দনা)

অন্য স্থানে পিতা ও ভ্রাতার নামোল্লেখ করিয়াছেন—

রচিল লক্ষ্মণাত্মজ দ্বিজ রামেশ্বর।
সনাতনে শুদ্ধমতি শম্ভু মহোদয়॥ (সদানন্দ পালা)

কুচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারস্থ দ্বিজ রামেশ্বর কৃত শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা নামক হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যাইতেছে—

অজিতসিংহের তাত যশোমন্ত নরনাথ
রাজা রামসিংহের নন্দন।
সিদ্ধবিদ্যা রাজ-ঋষি তাহার সভায় বসি
রচে রাম গণেশ-বন্দন॥ ১৭॥

* * *

রামচন্দ্র মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর॥ ৩৪॥
তস্য সুত যশোমন্ত সিংহ সর্ব্ব গুণযুত
শ্রীযুত অজিতসিংহ তাত।
মেদিনীপুরের পতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাত॥ ৩৫॥
রাজা বলে ভৃগুরাম দানে কর্ণ রূপে রাম
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা জলন্ত আনল আভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সহ কবি॥ ৩৬॥
দেবপুত্র নৃপবরে শ্রবণে পাতক হরে
দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রমে কর্য্যা ঘর
বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন॥ ৩৭॥

কলিকাতা Asiatic Society of Bengal প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত ৫৪১২ নং 'রামেশ্বরের শিবের কীর্ত্তন' শীর্ষক পুথির মৎস্য-ধরা

পালায় পাওয়া যাইতেছে—

অজিতসিংহের তাত যশোমন্ত নরনাথ
রাজা রামসিংহের নন্দন।
শুদ্ধবিদ্যা রাজা-ঋষি তাহার সভায় বসি
রচে রাম শিবের কীর্ত্তন ॥

রামেশ্বর আপন কাব্য মধ্যে মেদিনীপুরের রাজা ও কর্ণগড়ের অধিবাসী যশোমন্তসিংহের বিদ্যোৎসাহিতা, দানশীলতা ও পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রামেশ্বর তাঁহারই অনুগৃহীত ছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে তিনি শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন।

এই যশোমন্তসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারই কালের সূত্র ধরিয়া আমরা রামেশ্বরের সময় নিরূপণে অগ্রসর হইব।

যশোমন্তসিংহ মেদিনীপুরের রাজা ও কর্ণগড় নিবাসী রাজা রামসিংহের পুত্র। এই যশোমন্তসিংহ ঢাকার ডেপুটি গভর্ণর সরফরাজ খানের প্রতিনিধি সৈয়দ ঘালিব আলির দেওয়ান হইয়া ঢাকায় গমন করেন। ইহা ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা বলিয়া আমাদের মনে হয়। সৈয়দ ঘালিব আলির শাসন সময়ে তৈজসপত্রের মূল্য অত্যধিক হ্রাস পায়। এই সময় টাকায় আট মণ হিসাবে চাউল বিক্রীত হইত। নবাব সায়েস্তা খাঁ ঢাকা সহরের পশ্চিম দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘোষণা করেন যে, যে নবাবের আমলে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইবে তিনি উক্ত দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিবেন। সায়েস্তা খাঁর এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী সৈয়দ ঘালিব আলি ঢাকা শহরের পশ্চিম দুয়ার উন্মুক্ত করেন।

ইহার অল্পকাল পরে সরফরাজ খান আপন জামাতা মুরাদ আলি খানকে ঢাকার প্রতিনিধি করিয়া পাঠান। মুরাদ আলির সহিত মতদ্বৈধ হওয়াতে যশোমন্তসিংহ পদত্যাগ করিয়া স্বগৃহে চলিয়া আসেন (১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে)।

এ সম্বন্ধে History of Bengal নামক সুবৃহৎ পুস্তকে পাওয়া যাইতেছে :—

On the transfer of Murshid quli II to Orissā after the death of Muhammad Taqi Khān, the deputy governorship of Dacca was formerly conferred on Sarfarāz Khān. Sarfarāz did not personally go to the seat of his government, but sent there, as his deputy, Sayyid Ghālib ali Khān. Jaswant Rāy, formerly a munshi in the government of Murshid quli Ja'far Khān and guardian-tutor of Sarfarāz, was appointed his diwān ;...... Trained in the art of government under Murshid quli Ja'far Khān, Jaswant Rāy, by the steady and conscientious discharge of his duties, succeeded in contributing to the peace and prosperity of the people of Dacca as well as in securing an increased revenue for the state.......But this happy state of things was not destined to continue long. Through the influence of Nafisā Begam, her son Murād Ali Khān, married subsequently to Sarfarāz's daughter, was promoted to the office of Deputy Governor of Dacca in supersesion of Ghālib ali Khān. Murad Ali promoted Rājballabh, a Vaidya by caste and so long a clerk in the Admiralty department, to the post of his peshkār. These were indeed unfortunate changes, as the new Deputy Governor, devoid of tact and the softer feelings, proved to be so oppressive that the chakla of Dacca was soon reduced to poverty and desolation, and Jaswant Rāy resigned his office in disgust.

History of Bengal—Vol. II—Edited by Sir Jadunāth Sarkār; [Ch. XXII—Changes in Dacca administration 1735] P. 427.

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার বরদাবাটী পরগণার মধ্যস্থ যত্নপুর নামক এক অখ্যাত পল্লীতে বাণীর সুসন্তান রামেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। রামেশ্বরের বাল্যক্রীড়া-নিকেতন এই যত্নপুর গ্রামও তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া অমরতা লাভ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের ন্যায় রামেশ্বরও ভাগ্যবিড়ম্বিত কবি। কবি ভারত-চন্দ্রের ন্যায় রামেশ্বরও স্বগ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র যেমন নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে । অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, রামেশ্বরও তেমনি রাজা যশোমন্তসিংহের আদেশে শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন। হেমৎসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তির চক্রান্তে রামেশ্বর যত্নপুর হইতে বিতাড়িত হন। স্বগ্রাম হইতে বিতাড়িত, ভাগ্য বিড়ম্বিত কবি কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে যে আশ্রিত-বৎসল মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করেন, তিনিই মেদিনীপুরাধীশ্বর রাজা রামসিংহ।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা যশোমন্তসিংহ কর্ম্মত্যাগ করিয়া ঢাকা হইতে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার অল্পকাল পরেই রাজা রামসিংহ স্বর্গারোহণ করিলে তদীয় সুযোগ্য পুত্র যশোমন্তসিংহ রাজ্যাধিকার করেন। রামেশ্বরও যশোমন্তসিংহের সভাপণ্ডিতের কাজ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় তিনি শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা আরম্ভ করেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কবি যখন যত্নপুরে বাস করিতেন তখন তিনি সত্যনারায়ণের কথা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সত্যনারায়ণের কথার মধ্যে কবি যে ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারি।

সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের পর ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রামেশ্বর শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা রচনা করেন। সুতরাং শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা এখন হইতে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে বলা চলে। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সত্যনারায়ণের কথা সম্পাদনায় ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন.—"যে হস্ত লিখিত পুথি হইতে পাঠ স্থির করিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত হয় তাহার প্রধান আদর্শপুস্তক সন ১১৬২ সালে লিখিত।" (ভূমিকা—৶০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দুইশত বৎসরেরও কিছুকাল পূর্ব্বে যে সত্যনারায়ণের কথা রামেশ্বর রচনা করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। বঙ্গবাসী প্রেসে ১৩১০ সালে শিবায়ন

গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। উহাতে তিনখানা হস্তলিখিত পুথির উল্লেখ আছে। একখানা শকাব্দ ১৬৭১, সন ১১৫৭; দ্বিতীয় খানা ১১৬১ সাল এবং তৃতীয় খানা ১১৮৩ সালের লেখা। সুতরাং কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য যে দুইশত বৎসরের আরও অধিক পূর্ব্বের লোক তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত (সন ১৩১০ সাল) শিবায়ন গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদক ৺ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আমাদের অবলম্বিত ১১৮৩ সালের লিখিত শিবায়ন গ্রন্থের শেষে উক্ত শ্লোকের পরে লিখিত আছে—

'শুন সাধুজন আগে করি নিবেদন।
লিখনের যত দোষ করিবে মোচন॥
দোষ ক্ষমা করিয়া পড়িবে নিজ গুণে।
শুদ্ধাশুদ্ধ না ধরিয়া পড়িবে সাধুজনে॥
মনের মানস পূর্ণ করিবে ভবানী।
তোমার মহিমাখানি কি বলিতে জানি॥
আপনার গুণে মাতা হইবে সদয়া।
পদ ছায়া দেহ মাতা দাসে করি দয়া॥
পুস্তক হইল পূর্ণ শিবের কীর্ত্তন।
হরগৌরী নাম মুখে বল সর্ব্বজন॥'

কিন্তু এই সকল লেখক শব্দজ্ঞানের অভাব বশতঃ যে সকল দোষ ঘটাইয়াছেন, তদপেক্ষা যাঁহারা এই সকল গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহাদের গ্রন্থে অধিক দোষ দৃষ্ট হয়। মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষেরা মুদ্রিত করিবার জন্য যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্‌গত বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন জন্য সেই সকল পুস্তক তাঁহারা পণ্ডিত-দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ গ্রন্থকারের লিখনের

প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আত্মবুদ্ধি ও আত্মরুচি অনুসারে পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।" (ভূমিকা দ্রষ্টব্য—পৃঃ ১)

রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"The song of Shiva by Rāmeswara written about 1750 A.D. is the only work of the Shaiva literature that is known to the people. Out of a very considerable number of Shaivait poems that have come to light quite recently, I have given extracts from the writings of the following :—

1—3. Three sets of manuals of Shaiva worship called the Gazan composed probably in the 10th century with subsequent interpolations and changes in them, collected from Maldah, Burdwan and Backergung Districts.

4.	Song of Shiva by	Rāmāi Pandit	..	10th century	
5.	,, ,,	Rām Krishna	..	17th	,,
6.	,, ,,	Jīvan Maitra	..	1744	A.D.
7.	,, ,,	Rāmeswara about		1750	A.D

(বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—Introduction p. 16)

৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নের ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শিবায়ন ঐ সময়ের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, ১৩৫৬ সাল, ২৬২ পৃঃ)

শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যের রচনা সম্বন্ধে ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"যশোবন্ত ১৬৫৬ শকে দেওয়ান হইয়াছেন, এবং মুদ্রিত পুস্তকের গণনানুসারে শিবসঙ্কীর্ত্তন ১৬৩৪ শকে সমাপ্ত হয়—এই ২২ বৎসরের

অন্তর ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। যেহেতু যশোবন্তের দেওয়ান হইবার ২২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খৃঃ অব্দে) শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।" (বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪২ সাল, ১৩০ পৃঃ)।

ন্যায়রত্ন মহাশয় কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহার উপযুক্ত যুক্তি বা প্রমাণ দেখান নাই। ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে যশোমন্তসিংহ রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া ঢাকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুতরাং তার পূর্ব্বে যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি রামেশ্বর শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা সুদূর কল্পনায়ও আনিতে পারি না।

শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যের মধ্যে গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে কবি নিজে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে মনে হয় কবি যে ভাবে এই কাল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে লিপিকরদের অনভিজ্ঞতার ফলে বা পাঠোদ্ধার করিতে না পারার ফলে লিপি ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। কবির কালের ভাষা বর্ত্তমানে এইরূপ পাওয়া যাইতেছে,—

সাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কৈল কোলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে ॥ ৩৪৮৬।
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হইল সারা।

এই শ্লোক হইতে কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না বা চেষ্টা করিয়াও কোন কাল নির্ণয় করা যায় না।

বংশ-পরিচয়—প্রাচীন কবিরা যেমন স্ব স্ব কাব্য মধ্যে আপন বংশ-পরিচয় সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কবি রামেশ্বরও এ বিষয়ে

পূর্ব্বসূরিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। স্বীয় বংশ পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন,—

ভট্ট নারায়ণ মুনি সন্তান কেশর কণী
যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃত কীর্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ ॥ ১৮১৬।
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী
অযোধ্যা নগর নিকেতন ॥ ১৮১৭।
পুর্ব্বে বাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিক তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত ॥ ১৮১৮।

রামেশ্বরের এই আত্মপরিচয় হইতে জানিতে পারা যায় যে, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ভট্টনারায়ণ বংশজ কেশর কণীর কুলে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের শূরবংশীয় রাজা আদিশূর হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন সৎ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইঁহাদের নাম—শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও দক্ষ। এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচ জন সৎ কায়স্থও আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম—মকরন্দ ঘোষ, দাশরথি বসু, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত। হিন্দুশাস্ত্রে ভট্টনারায়ণের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, এজন্য তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ "ভট্টাচার্য্য" উপাধি পাইয়াছিলেন। এই ভট্টনারায়ণের বংশেই রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহের নাম নারায়ণ চক্রবর্ত্তী। নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী।

গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর সুত লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী। লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তীর আত্মজ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। রামেশ্বরের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণ বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অধস্তন বংশধরেরা এই পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় ভট্টাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে বোধ হয় ঐ বংশের কোন ব্যক্তি কোন নবাবের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বা স্বকীয় প্রতিভাবলে রাজা বা জমিদার হন। ইহার ফলে তিনি আপনার ভট্টাচার্য্য উপাধি ত্যাগ করিয়া চক্রবর্ত্তী উপাধি গ্রহণ করেন। রামেশ্বর আবার নানা ভাষায় এবং নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া পূর্ব্বপুরুষের নষ্টগৌরব অর্জ্জন করেন। ইহারই ফলে তিনি আবার ভট্টাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করেন।

অন্যান্য পরিচয়—রামেশ্বরের মাতার নাম রূপবতী। তাঁহার এক সহোদর ছিল, তাঁহার নাম শম্ভুরাম। রামেশ্বরের দুই স্ত্রী ছিলেন, জ্যেষ্ঠা সুমিত্রা এবং কনিষ্ঠা পরমেশ্বরী। রামেশ্বরের পূর্ব্ব নিবাস ছিল যদুপুর। রামেশ্বরেরও প্রচুর বিষয় সম্পত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। বিষয়-সম্পত্তি লইয়া হেমৎসিংহের সহিত নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রামেশ্বর বিজয়ী হইতে পারেন নাই। তাহারই ফলে তিনি পূর্ব্বপুরুষের বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন এবং স্বগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া অতীব দুরবস্থায় পতিত হন। কক্ষচ্যুত উল্কার ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে কবি মেদিনীপুরাধিপতি রাজা রামসিংহের আশ্রয় লাভ করেন।

রাজা রামসিংহের রাজধানী ছিল কর্ণগড়। রামসিংহ ছিলেন রাজা রঘুবীরসিংহের বংশধর। কবি রামেশ্বর রঘুবীরের গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রঘুবীর সূর্য্যবংশীয় নরপতি রঘুর তুল্য প্রতাপশালী, ধার্ম্মিক এবং যুদ্ধবিশারদ ছিলেন। রাজা রামসিংহ ভাগ্যবিড়ম্বিত কবি রামেশ্বরকে আপন সভাপণ্ডিতের পদে বরণ

করিয়া লন। রাজা রামসিংহের রাজ্য বর্ত্তমান মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজার অধিকারে ছিল। কর্ণগড়ের দূরত্ব মেদিনীপুর সহর হইতে ন্যূনধিক তিন ক্রোশ।

কবি রামেশ্বর আপন কাব্য মধ্যে যে কৌশিকী নদীর নামোল্লেখ করিয়াছেন, উহার বর্ত্তমান নাম কাঁসাই নদী। এই কাঁসাই নদী মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া কুল কুল স্বনে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। ইহারই তটে রাজা রামসিংহ কবির বাসস্থান স্থির করিয়া দেন। কাঁসাই নদীর তীরস্থ কাপাসটিক্‌রী গ্রামে রাজা রামসিংহ কবির বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই কাপাসটিক্‌রী গ্রামে কবির মাতুলালয় ছিল বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। রাজা রামসিংহও বোধহয় সেইজন্য কবির বাসস্থান তাঁহার মাতুলালয়ে নিরূপণ করেন। কাঁসাই নদীর তীরস্থ প্রাকৃতিক শোভা অকবিকেও কবি করিয়া তুলিতে পারে। আর রামেশ্বরের মত স্বভাব কবির কবিত্ব শক্তি প্রকাশে ইহা যে বিশেষ সহায়তা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। স্নানার্থিনী পল্লী ললনার নদীতে আগমন, পল্লী বালকের সন্তরণ কবিকে মুগ্ধ করিত। নদীতীরস্থ শস্যক্ষেত্রে শস্য সংগ্রহরত কৃষকগণকে কবি মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। কাঁসাই নদীতে মাঝিরা যখন সারি গাহিয়া যাইত, কবি সেই সঙ্গীতামৃত আকণ্ঠ পান করিতেন।

রাজা যশোমন্তসিংহ আপন রাজধানী কর্ণগড়ে মহামায়ার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কবিও নাকি সময়ে সময়ে যোগাসনে বসিয়া শিব-মন্ত্র ধ্যান করিতেন। কিন্তু কবি শৈবমতে দীক্ষিত ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে মত ভেদ আছে।

শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যের মধ্যে কবি রামেশ্বর যেমন আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় দিতেও ত্রুটি করেন নাই। মনে হয় কাব্য মধ্যে এই সমস্ত পরিচয় দেওয়া তদানীন্তন

কালের কবিদের রীতি ছিল। ইহার ফলে ইতিহাসের একটি দিক আলোকিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ এই সমস্ত কাব্য হইতেই ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইতেছেন। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল না। কিন্তু এই প্রকারের কাব্য মধ্যে ইতিহাসের সমস্ত উপাদান আত্মগোপন করিয়া আছে। প্রাচীন কালের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা এই সমস্ত কাব্য মধ্যেই পাওয়া যাইতেছে।

শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যের মধ্যে কবি রামেশ্বর আত্মীয়-স্বজনের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কবির ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী পুত্র প্রভৃতির নাম জানিতে পারি। পার্ব্বতী, গৌরী ও সরস্বতী নামে কবির তিন ভগিনী ছিল। কবির ছয়জন ভাগিনেয় ছিল। ঐ ছয়জনের মধ্যে একজনের নাম দুর্গাচরণ। কবির একটি ভাগিনার পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যের মধ্যে কবির কোন পুত্রকন্যার নাম নাই। ইহাতে মনে হয় কবির প্রথমা স্ত্রী সুমিত্রার সন্তানাদি না হওয়ায় কবি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। কিন্তু এই দ্বিতীয়া স্ত্রী পরমেশ্বরীরও কোন সন্তানাদি হয় নাই। আত্মীয় স্বজনের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যের মধ্যে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

গৌরী পার্ব্বতী সরস্বতী স্বসাত্রয়।
দুর্গাচরণাদি করি ভাগিনেয় ছয়॥
ভাগিনার পুত্র কৃষ্ণরাম বন্দ্যো ঘটি।
এ সকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জ্জটি॥
সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়।
পরকালে প্রভু পদতলে স্থান দিও॥

(খ) পুথির শেষ অতিরিক্ত পাঠ।

রামেশ্বরের ধর্ম্ম—রামেশ্বর কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন ইহা লইয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ বলেন রামেশ্বর শক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্তসিংহের প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রস্তুত করিয়া উপাসনা করিতেন। মহামায়ার বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আদেশে তিনি শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্য রচনা করেন। এই মতের সমর্থন করিয়া রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কর্ণগড় মেদিনীপুরের তিন ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী। তথায় যশোবন্ত সিংহের বংশীয় কেহই নাই, কিন্তু ভগবতী মহামায়ার ভগ্নপ্রায় মন্দিরাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে পঞ্চমুণ্ডী (যোগাসন বিশেষ) প্রস্তুত করিয়া রামেশ্বর কবি জপ করিতেন। তাহাতে মহামায়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন এবং সেই বর প্রভাবেই তিনি শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।" (—বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পৃঃ—১২৯) আবার কাহারও কাহারও মতে রামেশ্বর শৈব ছিলেন। তিনি যশোমন্তসিংহ প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দিরে যোগাসনে বসিয়া শিব-মন্ত্র জপ করিতেন। এই মতের সমর্থনে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—"যশোবন্তের রাজধানী কর্ণগড় মেদিনীপুর সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এইখানে যশোবন্ত প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দির ছিল, তাহাতেই কবি রামেশ্বর যোগাসনে বসিয়া শিবমন্ত্র জপ করিতেন।"—(বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৯৭)

অতএব রামেশ্বরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত দুই জন সাহিত্যিকের মতভেদ দেখা যাইতেছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহাদের গ্রন্থে রামেশ্বরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। বস্তুতঃ রামেশ্বর হিন্দুধর্ম্মের কোন্ মতাবলম্বী ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা বড়ই

শক্ত। তিনি যেমন চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তা করিয়াছেন, তেমনি আবার নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয়ও দিয়াছেন। সুতরাং রামেশ্বরের কাব্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতস্থির করিতে গেলে হয়ত সুবিচার হইবে না। তাই ঐ সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সময়ে জনসাধারণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব ছিল, আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা ও সত্যপীরের কথা উভয় গ্রন্থেই ধর্ম্মসমন্বয়ের সুউচ্চ আদর্শ সুরক্ষিত হইয়াছে। সত্যপীরের কথায় কবি রামেশ্বর মুসলমান কলন্দরের রূপে বিষ্ণুর আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। কবির এই কল্পনায় প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে সুচিন্তিত ধারণার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের বিরাটত্ব, সর্ব্বভূতে স্থিতি এবং সর্ব্ব ধর্ম্মে সত্যের অনুসন্ধিৎসার পরিকল্পনা প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের চিন্তাপ্রসূত ফল। প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মে ধর্ম্মবিরোধের স্থান নাই। আর্য্যঋষির সুযোগ্য সন্তান ব্রাহ্মণ রামেশ্বর যদি মুসলমান ফকিরের দেহে বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পান, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। সত্যপীরের কথায় একস্থানে কবি রামেশ্বর লিখিয়াছেন,—

"অতঃপর বন্দিব রহিম রূপ রাম।"

অন্যস্থানে লিখিয়াছেন,—

"রাম রহিম দোয় নাম ধরে এক নাথ।"

অন্যত্র বলিয়াছেন,—

মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।"

মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্ম্মমতের দ্বন্দ্বের পরিচয় বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু অষ্টাদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে এই দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

অষ্টাদশ হইতে উনবিংশ শতকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্ম-সমন্বয়ের গানই গাহিয়াছেন। এই সমন্বয়ের গানে কবি রামেশ্বর যে কতদূর অগ্রণী ছিলেন, তাহা কবির সত্যপীরের কথায় উল্লিখিত হইয়াছে। কবির শিবসঙ্কীর্ত্তন পালাতেও তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কবি তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে দেবতাদের বন্দনা গান করিয়াছেন। প্রথমেই কবি গণেশ্বর বন্দনা করিয়াছেন। গণেশ্বর-বন্দনার পর শিব-বন্দনা, তারপর নারায়ণী-বন্দনা, পরে চৈতন্য-বন্দনা এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বদেব-বন্দনা গান করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও বিভিন্ন দেবচরিত্রের মধ্যে ঐক্য সন্ধান করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় চেষ্টার কল্যাণাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে কবি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কবি অন্নদামঙ্গলের মধ্য দিয়া এই কথা প্রচার করিতে চাহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এক বিশিষ্ট দেবতার উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখিয়া অন্য দেবতাকে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করে তাহার কোন পূজাই সার্থক হয় না। এই মতবাদের উপরই উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মসমন্বয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত-চন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবনিন্দার জন্য বিষ্ণুভক্ত ব্যাসকে বিষ্ণু নিজেই তিরস্কার করিয়াছেন,—

"যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবের যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবের যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥"

ধর্ম্মের দ্ব-[illegible]য় শাক্ত কবির মানসকুঞ্জে শ্যাম ও শ্যামা যে কিরূপ অভিন্নরূপে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শাক্ত কবি

রামপ্রসাদ সেনের শ্যামা সঙ্গীতেও পরিদৃষ্ট হইতেছে। শ্যামা মাকে সম্বোধন করিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"কালী, হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
নিজ তনু আধা, গুণাবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটী, এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥"

এই ধর্ম্মসমন্বয়ের সুর সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের সঙ্গীতেও ঝঙ্কৃত হইয়াছে। কবি গাহিয়াছেন,—

জান না রে মন, পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরই বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া,
ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়।"

ধর্ম্মসমন্বয়ের অগ্রদূত কবি রামেশ্বরের সত্যপীরের কথা এবং শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যের বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনার কথা ছাড়িয়া দিলেও কাব্যের মধ্যে কোথায়ও কবি অন্য ধর্ম্মমতের উপর বিন্দুমাত্রও কটাক্ষপাত করেন নাই। তিনি সকল দেবতাকে সমানভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। শিবসঙ্কীর্ত্তন পালার মধ্যে কবি লিখিয়াছেন,—

অতএব পরাৎপর অগ্রে পূজা গণেশ্বর
অপূর্ণ কার্য্যের পূর্ণকাম।
ভস্ম কর্যা ভব-ভয় ভুবনবিজয়ী হয়
যদি লয় গণেশের নাম॥ ১৪।

আবার শিব বন্দনায় কবি লিখিয়াছেন,—

জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় জগদীশ জগন্ময়
জগবীজ যোগেন্দ্র পুরুষ॥ ২৩।

সুতরাং গণেশ ও শিব বন্দনায় কবি যে মনোভাবের পরিচয়

দিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে কবির উদার মনোবৃত্তির ভাব সুপরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু কবি এইখানেই লেখনী বন্ধ করেন নাই। সর্ব্বদেবের বন্দনা গান করিয়া কবি তাঁহার উদার মনোভাবের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। এই সর্ব্বদেব বন্দনায় কবি গাহিলেন,—

ত্রিভুবনে যেখানে যে আছে দেবী দেবা।
সংক্ষেপে সবার পায় শত শত সেবা ॥ ১০৮।
বন্দিব গন্ধর্ব্ব সর্ব্ব গায়েনের পায়।
গীতবাদ্য সে রাগরাগিণী সমুদায় ॥
দৈত্য দানা প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ।
ডাকিন্যাদি সকলে আমার দণ্ডবত ॥ ১১০।

সর্ব্বদেব বন্দনায় কবি সর্ব্ব দেবতাকে বন্দনা করিয়া নিরস্ত হন নাই; গন্ধর্ব্ব, সর্ব্বগায়ক, গীত-বাদ্য, রাগ-রাগিণী, দৈত্য-দানা, প্রেত-ভূত, পিশাচ-প্রমথ, ডাকিন্যাদিকে আপনার প্রণতি জানাইয়াছেন। সর্ব্ব দেবদেবীর বন্দনা গান গাহিতে গাহিতে কবির হৃদয়-শতদল সুপ্রস্ফুটিত হইয়াছে, অতঃপর কবি গন্ধর্ব্ব, গায়ক, গীত-বাদ্য, রাগ-রাগিণী, দৈত্য-দানা, প্রেত-ভূত, পিশাচ-প্রমথ এবং ডাকিনী-গণকেও দেবতার আসনে বসাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অনুদার মনোভাবের ছায়ামাত্র মনের গোপন কোণে অবশিষ্ট থাকিলে কবির লেখনীতে কখনও উক্তরূপ-ভাষা লিখিত হইতে পারিত না।

কবি যে বৈষ্ণব মতকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহার বহু পরিচয় কবির কাব্য মধ্যে সুসন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে এই মরমী কবির ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হৃদয়ঙ্গম করিতে আদৌ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। স্বীয় কাব্য মধ্যে কবি উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন,—

"হরিভক্তি দেও রামেশ্বরে ॥" ৫০

চৈতন্য-বন্দনায় কবি আবার ঐ একই প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—

পর্য্যটন পৃথিবী করিয়া শেষকালে।
রামেশ্বরে ভক্তি দিয়া গুপ্ত নীলাচলে ॥ ৭২।

কাব্য মধ্যে কবি অন্যত্র গাহিয়াছেন,—

সত্য সত্য পুনঃ পুনঃ ঊর্দ্ধ হস্তে কই।
হয় নাই পরিত্রাণ হরিনাম বই ॥ ১২২২।
গলায় কাপড় বান্ধ্যা গড় কর‍্যা সাধি।
মুমুক্ষু বৈষ্ণব বিষ্ণু স্মর নিরবধি ॥ ১২২৩।

সর্ব্বশেষে কবি সরাসরি নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন,—

বিচারিয়া বলিল বৈষ্ণব রামেশ্বর ॥ ১২১৩।

অতএব দেখা যাইতেছে, ন্যায়রত্ন মহাশয় নিছক প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কবি রামেশ্বরকে শাক্ত মতাবলম্বী করিয়াছেন। আর যেহেতু রামেশ্বর লিখিয়াছেন,—

"চন্দ্রচুড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥"

সেই হেতু রামেশ্বর শৈব এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ইহা ছাড়াও তিনি প্রবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন।

রামেশ্বরের গ্রন্থের বিবরণ

গ্রন্থ রচনার কাল—কবি রামেশ্বরের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে জানিতে পারা গিয়াছে যে, কবি ১৭৩৫ খৃঃ অব্দের পর ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৫০ খৃঃ অব্দের মধ্যে শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা রচনা করেন। সুতরাং শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা এখন হইতে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে বলা চলে।

গ্রন্থের ভাষা—কবি রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যের ভাষা প্রাচীন কিংবা আধুনিক এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে জাগে। বঙ্গবাসী সংস্করণ ছাড়া শিবসঙ্কীর্ত্তন পালার কোন মুদ্রিত পুস্তকের সন্ধান আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও পাই নাই। বঙ্গবাসী সংস্করণের শিবায়নেরও বহুল প্রচলন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগার, কলিকাতাস্থ ভারতীয় জাতীয় পুস্তকাগার প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় গ্রন্থাগারে দুই একখানা বঙ্গবাসী সংস্করণের শিবায়ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১২৬০ সালে (১৭৭৫ শকে) সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয় প্রেসে রামেশ্বরের শিবায়ন মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের প্রতি ছত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া মুদ্রিত হওয়াতে রামেশ্বরের কৃত শিবসঙ্কীর্ত্তন পালার পুথির সহিত বিশেষ মিল নাই। রামেশ্বরের কৃত শিব-সঙ্কীর্ত্তন পালার পুথি যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায়, এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় এবং সাহিত্য পরিষতের পুথি-শালায় সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে তাহার কোনটিই সম্পূর্ণ নহে। একমাত্র কুচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত রামেশ্বর কৃত শিব-সঙ্কীর্ত্তন পালার সম্পূর্ণ পুথিটি পাওয়া গিয়াছে। কুচবিহারের পুথিটিই মৎ-সম্পাদিত শিবসঙ্কীর্ত্তন পালার অবলম্বন। অন্য সমস্ত পুথির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫০২ নং (আমি যাহাকে কঃ বিঃ [ক] পুথি নামে অভিহিত করিয়াছি) পুথির কয়েকখানি পৃষ্ঠা ছাড়া আর সবই আছে। অন্যান্য পুথির মধ্যে বেশীর ভাগ পুথির অবলম্বনীয় বিষয় মৎস্য ধরা পালা ও শঙ্খ পরা পালা। বিভিন্ন লোকে এই পুথিগুলি নকল করিলেও ইহাদের অক্ষরের ছাঁদ বর্ণাশুদ্ধি, অসমাপিকা ক্রিয়া এবং বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। কুচবিহারের পুথির অক্ষর দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আমার জন্য কুচবিহার পুথির একটি অনুলিপি আনাইয়া দিয়াছেন। উক্ত পুথির অক্ষরের ছাঁদ বাদ দিলে অন্যান্যগুলির সহিত উপর্য্যুক্ত পুথিগুলির সম্পূর্ণ মিল আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫০২ নং পুথির সহিত উহার পাঠান্তর মিলাইয়া আমি উক্ত পাঠান্তর যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। কুচবিহারের পুথির শেষ এইরূপ :—স-অক্ষরমিতান শ্রীকীর্ত্তিনারায়ণ দাস ও শ্রীভোলানাথ সেন ও শ্রীশিবনাথ সেন, সাং পাঁচদোলা স্বকীয় পুস্তক শ্রীরামবল্লভ পোদ্দার ও নদেপ্রেম নারায়ণ পোদ্দার সাং বুড়াইরহাটনগর। ইতি—সন ১১৮৮ তারিখ ২১শে আশ্বিন, রোজ বৃহস্পতিবার বেলা দেড় প্রহর থাকিতে শ্রীযুত শ্যামরাম পুরহী ও শ্রীনীলকণ্ঠ পুরহী শর্ম্মা সমক্ষে সমাপ্ত হৈল। শ্রীযুত রূপনারায়ণ রায়ের বাড়ীর বাহিরের টাঙ্গি ঘরে বসিয়া লিখা গেল॥ ইতি

বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক ৺ঈশান চন্দ্র বসু মহাশয় রামেশ্বর কৃত শিবসঙ্কীর্ত্তনের ভাষার উপর স্বেচ্ছায় কলম চালাইয়াছেন। ইহার ফলে শিবসঙ্কীর্ত্তনের প্রকৃত রূপটি লুপ্ত হইয়াছে। রামেশ্বরের ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক ভাষার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন, "আমরা প্রাচীন ধরণের হস্তাক্ষর যুক্ত অশুদ্ধময় পুঁথির দুষ্পাঠ্য লিখনের মধ্যে প্রকৃত শব্দ নির্ণয় করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। অসঙ্গতি স্থলে যে সঙ্গত পাঠ কোন না কোন পুস্তকে পাইয়াছি, তাহাই দিয়াছি।······শুদ্ধ লিখন জন্য হ্রস্ব দীর্ঘ বা তালব্য মূর্দ্ধণ্য দন্ত্য প্রভৃতি বর্ণের যে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে তাহাও যথা আবশ্যক করিয়াছি।

"বাঙ্গলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির উচ্চারণ দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন। সেগুলির উচ্চারণ মত লিখন ঠিক রাখা যায় না। "করিয়া" এই কেতাবী কথার চল্‌তি ভাষার লিখন "করে"। কিন্তু অসমাপিকা

ক্রিয়ার 'করে' কথার সহিত ইহার বর্ণগত ভেদ নাই। পরন্তু ঢাকা অঞ্চলের ঐ কথার উচ্চারণ 'কইরে' এই শব্দের কাছাকাছি, এবং মেদিনীপুর অঞ্চলের ঐ কথার উচ্চারণ 'কর‍্যা' এই শব্দের কাছাকাছি। এমন স্থলে আমরা কবিতার লিখনে 'করি' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করি। অর্থাৎ 'করিয়া' এই শব্দটির শেষে 'য়া' লোপ করিয়া দি। শিবায়নের পুঁথিতে অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি 'কর‍্যা' 'চল্যা' এইরূপে লিখিত ছিল। তাহা মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকদিগেরও উচ্চারণের ঠিক অনুরূপ নয়। এজন্য তাহার পরিবর্ত্তে আমরা 'করি', 'চলি' এইরূপ শব্দ নিবেশিত করিয়াছি। কথা সংক্ষেপ করিয়া লিখিবার সময় আমাদিগকে আদর্শ পুস্তকের কিছু কিছু ব্যত্যয় করিতে হইয়াছে। "হইল" এই কথার সংক্ষেপ উচ্চারণ "হল" বা "হোল" এইরূপ কোন কথার দ্বারা ঠিক প্রকাশ করা হয় না। এস্থলে হৈল কথা প্রয়োগ করিয়াছি।"

সম্পাদক মহাশয়ের উপরিউক্ত বিবৃতি হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা যাইতেছে যে, তিনি রামেশ্বরের ভাষা ঢালিয়া সাজিয়াছেন। কবি নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভাষায় বর্ণাশুদ্ধি ঘটিতে পারে না। লিপিকরদের অজ্ঞতার জন্যই শিবসঙ্কীর্ত্তনের পুথিতে বর্ণাশুদ্ধি দোষ ঘটিয়াছে। এই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া যদি সম্পাদক মহাশয় নিরস্ত হইতেন, তবে কবির প্রতি সুবিচারই হইত। 'করিয়া', 'বলিয়া' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার উচ্চারণ যদি 'কর‍্যা', 'বল্যা' প্রভৃতির কাছাকাছি হয় তবে 'কর‍্যা', 'বল্যা' প্রভৃতি ব্যবহার করিলেই ভাল হইত। যদি ঠিক উচ্চারণ ভাষায় না লেখা যায়, তবে যথাসম্ভব উহার নিকটবর্ত্তী উচ্চারণ ভাষায় ব্যবহার করা সঙ্গত নয় কি? যদি কোন বিশেষ সময়ের বিশেষ অঞ্চলের ভাষা জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল জাগে তবে তাহার জন্য আমরা কাহার আশ্রয় লইব? প্রাচীন বাঙলার

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই প্রাচীন সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। রামেশ্বরের কালকে আমরা আধুনিক পূর্ব্বকাল বলিতে পারি। সুতরাং প্রাচীন কালের ছাপ যে রামেশ্বরের কালে ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। অতএব রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যের ভাষা খুব প্রাচীন না হইলেও—ইহা যে আধুনিক নহে, ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

মৎসম্পাদিত শিবসঙ্কীর্ত্তন পালায় কেবল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে আমি বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়াছি মাত্র, অন্যত্র ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করি নাই।

শিবঠাকুর সম্বন্ধীয় ছড়া

'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' বলিয়া আমাদের দেশে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহার সার্থক প্রমাণ আমরা পাই শিবঠাকুর সম্বন্ধীয় প্রচলিত ছড়ার মধ্যে। এইরূপ ছড়া শৈব ভিক্ষুকগণ গান করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইত। এই সব ছড়া সমাজের উচ্চতর স্তরে প্রচলিত ছিল না। আবার এই ছড়াগুলি ধারাবাহিক ভাবে সাজাইলে পালার আকার ধরিবে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। বিচ্ছিন্ন ভাবে এই ছড়াগুলি শৈব ভিক্ষুকদের মুখে মুখে চলিত। অধুনা হুগলী জেলার তারকেশ্বর অঞ্চলে ভিক্ষুকদের মুখে তারকনাথ (শিবঠাকুর) সম্বন্ধীয় যে সব ছড়া গান শুনিতে পাওয়া যায়, শিবঠাকুর সম্বন্ধীয় উক্ত ছড়াগুলিও এই স্তরের। রংপুর জেলার নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকগণ শিবঠাকুর সম্বন্ধীয় ছড়া গান গাহিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে শৈব ভিক্ষুকগণ এই প্রকারের ছড়া গান গাহিত। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্পাদিত

"গোপীচাঁদের গান" নামক পুস্তকের ভূমিকায় এইরূপ ছড়া পাওয়া যাইতেছে।

চণ্ডী বলে শুন গোঁসাই জটিয়া ভাঙ্গেড়া।
তোমার সঙ্গে আত্ত করিলে লাগিবে ঝগড়া ॥
চার ছেইলার মাও হৈলাম তোর স্থাবের ঘরে।
দয়া করি চারখান শাঁখা নাই পিন্ধাইস্ মোরে ॥
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে অন্ন আন্ধি স্থাও তারে।
আমার হাত মুড়া গোঁসাই তা, নজ্জা নাগে তোরে ॥
শিব বলে, শুন চণ্ডী, দক্ষ রাজার বেটি।
শাঁখা দিবার না পাইম আমি জাক বাপের বাড়ী ॥
এ কথা শুনিয়া চণ্ডী আনন্দিত মন।
নাইওর লাগিয়া চণ্ডী করিল গমন ॥
কার্ত্তিক গণেশ নিল ডাইনে বামে সাজাইয়া।
অগ্নিপাটা শাড়ী নিল পরিধান করিয়া ॥
লাইওরক নাগিয়া চণ্ডী যায়ত চলিয়া।
পালঙ্কেতে বুড়া শিব আছে শুতিয়া ॥
নারদ মুনি ডাকে তাকে মামা মামা বলিয়া।
ওহে মামা, ওহে মামা, তুমি বড় আসিয়া ॥
পাকা স্থাড় পহর বেলা আছ পালঙ্কে শুতিয়া।
ঝগড়া লাগাইয়া চণ্ডী যায় গোসা হইয়া ॥
নারদ ভাইগ্না তাকে ডাকায় কান্দিয়া কাটিয়া।
ওহে মামী, ওহে মামী, কার্ত্তিক-গণেশের মাও ॥
এক পাও আগাইবা যদি মামী, কার্ত্তিকের মুণ্ডু খাও।
ফিরা পা আগাইবা যদি গণেশের মুণ্ডু খাও।
ফিরা পা আগাইবা মামী আমার মাথা খাও ॥
নারদ ভাইগ্নার বাক্যেত মহল ফিরিয়া গেল।
মহল যাইয়া চণ্ডী মাতা কামের ব্যাথা দিল ॥

ভূমিকা গোপীচাঁদের গান—পৃঃ ৩৬—৩৭

রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণে' শিবঠাকুরসম্বন্ধীয় বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। 'শূন্য পুরাণে' শিবঠাকুরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে রামাই পণ্ডিত লিখিয়াছেন।

"জখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ বুলেন ঈসর॥
রজনী পরভাতে ভিক্‌খায় লাগি ভাই।
কুথা এ পাই কুথা এ ন পাই॥
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরস গোসাঞি ভিক্‌খায়ে ভাত॥
আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
পুখরি কাঁদাএ লইব ভুমখানি।
আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পাণি॥
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ॥
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
কাপাস চসহ পভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোসাঞি কেওদা বাঘর ছড়॥
তিল সরিষা চাস কর গোসাঞি বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাএ॥
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোসাঞি পঞ্চামর্ত্তর আস॥
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দবব পাই যেন ধম্ম পুজার বেলা॥
এতেক সুবিধা হর মনেতে ভাবিল।
মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল॥

স্নুনার য়ে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল।
আগে পিছু লাগিলেও এ তিন গোজাল॥
আস জ্যোতি পাস জ্যোতি আণ্ডর বড় চিন্তা।
দুদিকে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিন্ধা॥
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।
গটা দশ কুআ দিআ সাজাইল মই॥
তাবর দুভিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।
চাস চসিতে চাই স্নুনার পাচন বাড়ি॥
মাঘমাসে গোঁসাঞি পিথিবী মাঙ্গলিল।
জতগুলি ভূম পরভু সকলি চসিল॥"

'গোরক্ষ-বিজয়ে'র মধ্যে একটি প্রাচীন শিবের গানের কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। এই 'গোরক্ষ-বিজয়ে'র ছড়া গানগুলি মধ্য যুগের বাঙ্গলার লোকসাহিত্যের একদিক আলো করিয়াছিল। উক্ত 'গোরক্ষ-বিজয়ে'র শিবের গানে শিবের নৈতিক চরিত্র এবং ভাঙ্ ও গাঁজার প্রতি তাঁহার আসক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাঙ্ খাইবে ধুতুরা খাইবে খাইবে ভাঙ্গের গুড়া।
পিরথিমি মজলে শিব না হইবে বুড়া॥
ভাঙ খাইবে ধুতুরা খাইবে খাইবে শতাবরি।
দিবারাত্রি থাক্‌বে ভুইন কুচনীয়ার বাড়ী॥
ষোলশ কুচনীর মধ্যে একলা ভুলানাথ।
আপেক্ষা না মিটুবে তব কামিনীর সাত॥
শ্মশানে মশানে থাক্‌বে মাখবে ভস্ম ছালি।
সগণে ডাকবে তবে পাগলা শিব বুলি॥
ভূত পেরেতের লগে একত্রে করবে বাস।
অঘোর সাগরে পইড়া থাক্‌বে বারমাস॥
বলদের কান্ধে উঠ্‌বে পিলবে বাঘের ছাল।
কুচনীর পাড়াতে থাক্যা কাটাইও কাল॥"

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান'ও কয়েক শতক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। মাণিকচন্দ্র রাজার এক বাঙ্গাল মন্ত্রী ছিল, এই বাঙ্গাল মন্ত্রী প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করিত। রাজা মাণিকচন্দ্র প্রজাদের উপর উক্ত বাঙ্গাল মন্ত্রীর অত্যাচার বন্ধ করার কোন চেষ্টাই করেন নাই। অসহায় প্রজাবৃন্দ অতঃপর তাহাদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী তাহাদের দেবতা শিবঠাকুরের নিকট নিবেদন করিল। আশুতোষ শিবও স্বীয় ভক্তবৃন্দের কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শিবঠাকুরের নিকট মাণিকচন্দ্র রাজার অত্যাচারিত প্রজাবৃন্দের প্রার্থনা ;—

চল যাই শিবের বরাবর কি আজ্ঞা বলে ভুলা মহেশ্বর।
যেত রায়ত পরামর্শ করিয়া গেল শিবের বরাবর ॥
শিব ঠাকুরের বৈলে তোলে ছাড়ে রাও (রব)।
ঘরে ছিল শিব ঠাকুর বাহিরে দিলে পাও ॥
শিবকে দেখিয়া রায়ত জন করে পরনাম।
গলে বস্ত্র বান্ধিয়া করে পরনাম ॥

অত্যাচারিত প্রজাবৃন্দের কাতর প্রার্থনায় ভোলা ভুলিয়া গেলেন। তিনি গৃহ মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—

জীও জীও রায়ত ধর্ম্ম দেউক বর।
যত গুটি সাগরের বালা এত আরিব্বল ॥ (আয়ুর বল)
কেনে কেনে রায়ত সকল আইলেন কি কারণ।
কেমন বুদ্ধি করি কেমন চরিচর।
অসতি রাজা হইল রাজ্যের ভিতর ॥
ধেয়ানে বুড়া শিব ধেয়ান কৈরা চায়।
ছয় মাসের পরমাই রাজার কপালে নাগাল পায় ॥

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় পৃঃ ২৯—৩০

চট্টগ্রামে 'মৃগলুব্ধ' নামে একখানি প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে। এই পুথি রচয়িতার নাম রতিদেব। এই পুথিখানির বয়স ১৫০ বৎসর বলিয়া অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র অনুমান করিয়াছেন। পুথি রচয়িতা রতিদেব পুথি মধ্যে আপনার মাতাপিতা প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থ মধ্যেও শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাসাবতার বলিয়া সুপরিচিত বৃন্দাবন দাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক। বৃন্দাবন দাসের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'চৈতন্য-ভাগবতে' তদানীন্তন বাঙ্‌লার সমাজের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত 'চৈতন্য-ভাগবত' হইতে জানিতে পারা যায় যে, ঐ সময়ও শৈব সন্ন্যাসীরা গ্রামে গ্রামে শিবের গীত গাহিয়া ভিক্ষা করিত।

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন ॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেঢ়ি নৃত্য করে ॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য জটাধর ॥
এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বোলে "মুঞি সে শঙ্কর ॥"
কেহো দেখে জটা, শিঙ্গা, ডমরু বাজায়।
'বোল বোল' মহাপ্রভু বোলয়ে সদায় ॥
সে মহাপুরুষ যত শিব গীত গাইল।
পরিপুর্ণ ফল তার একত্র পাইল ॥
সেই সে গাইল শিব নির-অপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল যার কান্ধে ॥
বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনি দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর ॥

কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
হরিধ্বনি সর্ব্বগণে মঙ্গল উঠিল ॥

(বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত"—বসুমতী পঞ্চম সংস্করণ, মধ্য খণ্ড, ৮ম অধ্যায়, পৃঃ ১৩৯)

শিবঠাকুর সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে বাঙ্গালী গৃহস্থের গার্হস্থ্য জীবনের এক মনোরম চিত্র রূপায়িত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালী কবির কল্পনাপ্রসূত। বাঙ্গালী কবি আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া অতি নিপুণতার সহিত শিবঠাকুরের গার্হস্থ্য জীবনের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। শত দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও বাঙ্গালী আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া শান্তিতে বাস করিতে ইচ্ছা করে। বাঙ্গালীর কন্যা ছিন্নকন্থা পরিধান করিয়া স্বামিগৃহে কঠোর পরিশ্রম করিতে কষ্ট বোধ করে না। প্রাণপণ পরিশ্রমে বিবিধ অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া স্বামিপুত্রের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে আপনার জীবনে সে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিল বলিয়া মনে করে। প্রতি সন্ধ্যায় শুভ্রশুচিবাস পরিধান করিয়া চতুর্দ্দিকের মঙ্গল শঙ্খধ্বনির মধ্যে সে আপন গৃহ-অঙ্গনস্থ তুলসীবেদীমূলে চম্পক বিনিন্দিত হস্তে যখন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়, সেই সঙ্গে সে স্বামিপুত্রের মঙ্গল কামনা করে। বাঙ্গালীর কন্যা তাহার কুমারী জীবনে শিবপূজা করিয়া শিবঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করে, সে যেন শিবের মত পতি লাভ করে। আখ্যায়িকা কাব্যের শিবঠাকুরের এই গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন, "তিনি (শিবঠাকুর) স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত গৃহী। যদিও তাঁহার আবাস কৈলাস বলিয়া উল্লিখিত হয় তথাপি অতি সহজেই অনুভব করা যায় যে, এই কৈলাস বাংলারই এক নিভৃত পল্লী ছাড়া আর কিছুই নহে। দুই পুত্র দুই কন্যা ও এক সর্ব্বংসহা পত্নী লইয়া এই পল্লীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস।"

(বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৬৮)। এই সম্বন্ধে সমালোচক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন,—"এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্ব্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য্য এবং তস্য ভার্য্যা পার্ব্বতীঠাকুরাণীর জীবন কাহিনী।" (বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা) পৃঃ ২৬-২৭।

পশ্চিম বাঙ্‌লায় শিবের গাজন অভিনব রীতিতে গীত হইয়া থাকে। পল্লীর শিবমন্দিরের অঙ্গনে চৈত্রসংক্রান্তির দিন এই গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিন দিন ধরিয়া এই গাজন উৎসব চলে। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা শিবঠাকুর সম্বন্ধে কতকগুলি ছড়া গাহিয়া থাকে। (বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়—১৫০-১৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

যশোহর জেলার সদর মহকুমা ও খুলনা জেলার সদর এবং সাতক্ষীরা মহকুমার গাজন উৎসব তত্রত্য জনসাধারণ বিশেষভাবে উপভোগ করিয়া থাকেন। চৈত্রসংক্রান্তির সাতদিন পূর্ব্ব হইতে গাজনের সন্ন্যাসীরা শিবঠাকুরের সম্বন্ধে বিভিন্ন ছড়া গাহিয়া থাকে। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন মূল সন্ন্যাসী থাকে, তাহার নির্দ্দেশ মত অন্য সন্ন্যাসীরা চলিয়া থাকে। এই মূল সন্ন্যাসীকে সাহায্য করিবার জন্য একজন সহকারী সন্ন্যাসী থাকে, তাহাকে "দোহার সন্ন্যাসী" বলে। সকল সন্ন্যাসী এই সাতদিন বিশেষ সংযমের সহিত দিন যাপন করে। সাতদিনের মধ্যে প্রথম চারদিন তাহারা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে এবং শেষের তিনদিন রাত্রিতে শিবপূজার পরে জলযোগ করিয়া কাটাইয়া দেয়। মূল ও দোহার সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য সব সন্ন্যাসী নৃত্য গীত করিয়া সকলকে আনন্দ দান করে। এই অঞ্চলের গাজন নৃত্য বিশেষ বিখ্যাত। অন্যান্য সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন গাজনের ছড়া গান করিয়া থাকে, অন্যান্য সকলে 'দোয়ারকি' করে। গাজনের ছড়াকে ঐ অঞ্চলে 'বালা' বলিয়া থাকে। ঢোল, কাঁসি ও ঢাক বাদ্যসহযোগে গাজনের নৃত্য-গীত সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে

সন্ন্যাসী ছড়া গান করে সে 'বালাদার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীদের মধ্য হইতে কয়েকজন "ভাঙড় শিবের" সাজ গ্রহণ করে, এজন্য তাহারা "ভাঙড়" নামে অভিহিত হয়। আর কতকগুলি সন্ন্যাসী "গৌরী"র সাজ পরিধান করে, এজন্য তাহারা "গৌরী" নামে অভিহিত হয়। শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ-নাশ, হিমালয়ে গৌরীর জন্ম, ভগবতীর তপস্যা, শিবের বিবাহ, শিবের কোঁচনীপাড়ায় প্রবেশ, শিবের ভিক্ষায় গমন ও ভগবতীর রন্ধন, শিবের চাষ, বাগ্‌দিনী-মিলন, ভগবতীর শঙ্খ পরিধান প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে ঐ সকল ছড়া রচিত হইয়াছে। উল্লিখিত অঞ্চল হইতে আমি বহু ছড়া সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ ছড়া যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৺যোগীন্দ্রনাথ নাথ ও ৺উমেশচন্দ্র নাথের নাম উল্লেখযোগ্য। ছড়ার ভণিতায় রচয়িতারা স্ব স্ব নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্যান্য কবির শিবায়ন

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে গাজন, ছড়া ও পালার মধ্য দিয়া নানারূপ পরিবর্ত্তনের পর শিবঠাকুরের কাহিনী অবশেষে আখ্যান-কাব্যের রূপ ধারণ করিয়াছে। যে সব কবি এই সকল আখ্যান-কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই দুইজন কবির শিবায়ন বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই দুই কবি ছাড়াও দ্বিজ কালিদাসের "কালিকা-বিলাস" নামক একখানি শিবমঙ্গল কাব্য আছে। (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-৫৫)। উক্ত গ্রন্থের নাম "কালিকা-বিলাস" হইলেও উহা প্রকৃত পক্ষে "শিবমঙ্গল কাব্য"। কবি কেন যে এই গ্রন্থের "কালিকা-বিলাস" এই নাম দিয়াছেন, তাহার কোন কারণ

খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। জোড়াতালি দিয়া ইহার একটা সমাধান নির্ণয় করারও কোন সার্থকতা নাই।

কবির জন্ম এবং উক্ত কাব্য রচনার কোন তারিখ নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। তবে তাঁহার কাব্যে আধুনিকতার সুস্পষ্ট ছাপ বর্ত্তমান আছে।

দ্বিজ হরিহরের পুত্র দ্বিজ মণিরাম (মতান্তরে শঙ্কর) "বৈদ্যনাথ মঙ্গল" নামে একখানি শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৩৮)। কবির পরিচয় বা কাব্য রচনার কোন তারিখ জানিতে পারা যায় না। তবে ইহাতে আধুনিকতার প্রভাব লক্ষিত হয়। দ্বিজ রামচন্দ্রের "হরপার্ব্বতী মঙ্গল" নামে একখানি কাব্য ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয়। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২৭ খণ্ড, পৃঃ ৩৮)। হরগৌরীবিলাস, হরিহরমঙ্গল, মহেশমঙ্গল নামক কয়েকখানি শিবমঙ্গল কাব্যের নাম 'লং'এর তালিকায় পাওয়া গিয়াছে। এই কাব্যগুলির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। (J. Long—Descriptive catalogue of Bengali works Vol. III, Calcutta, 1855)

শিবঠাকুর সম্বন্ধে আখ্যায়িকা কাব্যগুলির মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নই বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, রামেশ্বরের শিবায়ন জনসমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। রামেশ্বরের শিবায়নের পরেই রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্রের শিবায়নের নামই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রামকৃষ্ণ রায় "শিবায়ন" নামে একখানি সুবৃহৎ শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই শিবায়ন কাব্যখানি অতি অল্পদিন হইল সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কবির উপাধি ছিল "কবিচন্দ্র"।

শিবসঙ্কীর্ত্তন পালায় বর্ণিত বিষয়

একদিন দেবগণ এক সভায় সমবেত হইয়াছেন, এমন সময় প্রজাপতি দক্ষ সেই দেবসভা দর্শন করিতে আগমন করেন। প্রজাপতি দক্ষ সভায় আগমন করিবামাত্র শিব ব্যতীত আর সব দেবতা সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া প্রজাপতি দক্ষকে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু শিব স্বীয় শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষের প্রতি এই বিপরীত আচরণ প্রদর্শন করাতে দেবগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে শিব জানাইলেন যে, তিনি নারায়ণ ব্যতীত আর কাহাকেও সম্মান দেখাইলে সে অল্পায়ু হয়। এই ভয়ে তিনি আপন শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষকে উপস্থিত সভায় সমুচিত সম্মান দেখাইতে পারেন নাই। প্রজাপতি দক্ষ শিবের উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া ক্ষুণ্ণমনে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অচিরেই তিনি স্বগৃহে শিবহীন এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। দেবর্ষি নারদের নিকট শিব ও শিবানী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন। যজ্ঞদর্শন করিতে পিতৃগৃহে যাইবার জন্য সতী শিবকে বহু অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিব বিবাদ আশঙ্কা করিয়া সতীকে পিতৃগৃহে বিনা নিমন্ত্রণে যাইতে নিষেধ করিলেন। সতী শিবের নিষেধ না মানিয়া যজ্ঞ দর্শন করিবার আশায় এবং আপনার স্বামী মহেশ্বর শিবকে পিতা প্রজাপতি দক্ষ নিমন্ত্রণ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিবার জন্য পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। সতী যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলে প্রজাপতি দক্ষ শিবের অশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন। দেবগণ শিবনিন্দা শুনিয়া কর্ণে হস্ত প্রদান করিলেন। আর স্বামিপ্রাণা সতী স্বামীর নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন।

সতী দেহ ত্যাগ করিলে তাঁহার সঙ্গী নন্দী সতীর মৃতদেহ লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন। নন্দীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া শিব

মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। স্বীয় জটাজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রুদ্র মূর্ত্তিতে তিনি দক্ষের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন। শিবের অনুচরগণ এবং শিবজটা সমুদ্ভূত বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষের সেই যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন। বীরভদ্র দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া দিলেন। দেবগণের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া আশুতোষ শিব ছাগ-মুণ্ড কাটিয়া দক্ষের কবন্ধে যোজনা করিতে দেবগণকে উপদেশ দিলেন।

অতঃপর শিব সতীর প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় "সতী জাগ" "সতী জাগ" রবে মর্ম্মভেদী বিলাপ করিয়া সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সতীর অঙ্গ ছিন্ন হইয়া এক পঞ্চাশৎ পীঠস্থান হইলে শূলী শিব শ্মশানে হাড়মালা পরিধান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম মাখিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। আর এদিকে জগন্মাতা সতী নগাধিপতি গিরির ঔরসে মেনকার গর্ভে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

গৌরী পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ শৈশব হইতে শিবের সেবায় রত হইলেন। বিল্বদল চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া শিবকে প্রাণেশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। গৌরীর আন্তরিক অভিলাষ অবগত হইয়া গিরিরাজ শিবের সহিত গৌরীর উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। অতঃপর গৌরী গিরিরাজের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসে শিবের কুটিরে আসিয়া নূতন সংসার পাতিলেন।

দরিদ্রের সংসার, দিন আর চলে না। শিব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে সামান্য তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া আনেন, আর স্বামিপ্রাণা ধৈর্য্যশীলা গৌরী অতি যত্নে অন্ন ও নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া স্বামী ও পুত্রগণকে পরিতোষসহকারে ভোজন করান। গুণবতী সাধ্বী গৌরীর গৃহিণীপনাতে শিবের ভিক্ষালব্ধ ধনে বহুদিন চলিয়া গেল। আর মাত্র ছয় মাসের সঞ্চয় আছে; ইহার পরে

সংসারের কি অবস্থা হইবে এই চিন্তায় গৌরীর দেহলাবণ্য অন্তর্হিত হইল। সম্মুখে অকুল পারাবার, এই পারাবার পার হইবার জন্য গৌরী স্বামীকে ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাষ কার্য্যে মনোযোগী হইতে পরামর্শ দিলেন। স্বামীকে ইহাও বলিলেন যে, চাষী চাষলব্ধ ধনে সুখে শান্তিতে পরিজন প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়।

গুণবতী ভার্য্যার সুপরামর্শে শিব চাষের জন্য উদ্‌যোগী হইলেন। সর্ব্ব প্রথমে তিনি ইন্দ্রের নিকট হইতে চাষ-ভূমির পাট্টা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শিব চাষের সজ্জা প্রস্তুত করিয়া কুবেরের নিকট হইতে ভীম ভৃত্যের সাহায্যে বীজ ধান্য সংগ্রহ করিয়া আনিলেন।

মাঘমাসে প্রচুর বারিপাত হইল। ভীমের সাহায্যে শুভক্ষণে শিব জমিতে হলপ্রবাহ আরম্ভ করিলেন। চৈত্র মাসের মধ্যে শিব জমিতে চতুর্দ্দশবার চাষ দিলেন, পরে চাষ-ভূমিতে মাটি চূর্ণ করিবার জন্য তিনি জমিতে মই দিলেন। বৈশাখমাসে শুভক্ষণে শিব চাষ-ভূমিতে বীজ বপন করিলেন। শিবের জমিতে প্রচুর ফসল ফলিল। অতঃপর ধান ভানিতে ঢেঁকির প্রয়োজন হইল। শিবের নিজের ঢেঁকি ছিল না, তাই শিব নারদের নিকট হইতে ঢেঁকি চাহিয়া আনিলেন। শিবের অনুচর ভূতগণ ধান ভানিয়া প্রচুর চাউল উৎপাদন করিল। গৌরীর সাংসারিক দৈন্যের এইখানে যবনিকাপাত হইল। প্রাচুর্য্যের মধ্যে না থাকিলেও সাধারণ গৃহস্থের অনাড়ম্বর সরল সুন্দর জীবন যাপন করিবার সুযোগ এবার গৌরীর জীবনে মিলিল। সাংসারিক দৈন্যের এইখানে যবনিকাপাত হইলেও গৌরীর জীবনে এখনও শান্তি মিলিল না। "সংসারী জীবের জীবনে শান্তি নাই"—এই প্রবাদ বাক্য গৌরীর জীবনেও ফলিয়া গেল।

মর্ত্ত্যলোকে চাষের কাজে শিব এমনই উন্মত্ত হইয়াছেন যে কৈলাসে ফিরিবার চিন্তাও তাঁহার মনের কোণে একবারও উঁকি দেয় না। সাধ্বী স্ত্রী গৌরীর কথা তিনি যেন একেবারেই ভুলিয়া

বসিয়াছেন। কতকগুলি নারীও মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার সঙ্গিনী জুটিয়াছে। এই সঙ্গিনীদের মোহে আর চাষের ফসলের লোভে শিবের দিন ভালই কাটিতেছে। সাধ্বী নারী গৌরী আর দীর্ঘ দিন স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া নারদের পরামর্শে মর্ত্ত্যে উঁডানি মশা প্রেরণ করিলেন। শিব সর্ব্বাঙ্গে তৈল লেপন করিয়া উঁডানি মশার উপদ্রব হইতে নিজেকে রক্ষা করিলেন। অতঃপর গৌরী মর্ত্ত্যে মাছি ও ডাঁশ প্রেরণ করিলেন। শিব সকলের সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখিয়া মাছি ও ডাঁশের দংশন হইতে সকলকে রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মাছি ও ডাঁশের দংশনে হেল্যার গায়ে যে ঘা হইয়াছিল তাহাতে বহু কৃমি জন্মিয়াছিল। শিব কিয়ারি করিয়া এবং ঘায়ে রসুন তৈল দিয়া ক্ষতস্থান নিরাময় করিলেন। সুতরাং শিবকে কৈলাসে আনার জন্য গৌরী যে দুইটী পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন সে দুইটীই নিষ্ফল হইল। গৌরী তখন তৃতীয় পন্থা গ্রহণ করিলেন। তিনি মর্ত্ত্যলোকে বহু মশক প্রেরণ করিলেন। শিব মশার উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য খড় জ্বালিয়া ধূম উৎপাদন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মশকের উৎপাত বন্ধ হইল। তৃতীয় পন্থায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে গৌরী চতুর্থবারে বহু সংখ্যক জোঁক প্রেরণ করিলেন। শিব চূণ ও লবণ প্রয়োগ করিয়া জোঁক মারিয়া ফেলিলেন। এবারেও পার্ব্বতীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

সর্ব্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পার্ব্বতী বাগ্‌দিনীর বেশ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যে আগমন করিলেন। মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া তিনি শিবের ধান্যক্ষেত্রে মৎস্য ধরিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে শিবের ধান্য নষ্ট হইতে লাগিল, এজন্য ভীম ভৃত্যের সহিত ছদ্মবেশী শিবানীর কলহ আরম্ভ হইল। কিন্তু বাগ্‌দিনীর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে শিব তাঁহার কার্য্যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা করিলেন না, পরন্তু তাঁহাকে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শিবানী এমন ভাবে শিবকে স্বীয় পরিচয় দিলেন যে শিব তাঁহার সেই পরিচয়ে শিবানীকে চিনিতে পারিলেন না। এই পরিচয় প্রদান ব্যাপারে আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে ভারতচন্দ্রের "অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা" সময়ে পাটনীকে তাঁহার বিশেষণে সবিশেষ পরিচয় প্রদানের কথা। যাহা হউক, অতঃপর শিব কামার্ত্ত হইয়া বাগ্‌দিনীর প্রতি ধাবিত হন। বাগ্‌দিনী তাঁহাকে প্রথমতঃ নিরস্ত করিল। পরে শিব বাগ্‌দিনীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ধান্য ক্ষেত্রের জল সিঞ্চন করিয়া তাঁহার মাছ ধরিবার পথ সুগম করিয়া দিলেন। বাগ্‌দিনীকে অত্যধিক সন্তুষ্ট করিবার জন্য শিব তাঁহাকে অঙ্গুরী প্রদান করিলেন। ইহার পর শিবকে আলিঙ্গন দিবার সময় উপস্থিত হইলে ছদ্মবেশিনী শিবানী শিবের সহিত বচনবিদগ্ধতা আরম্ভ করিলেন। পরে গায়ের কাদা ধুইবার ছল করিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

বাগ্‌দিনীর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া শিব বুঝিলেন যে বাগ্‌দিনী তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর পার্ব্বতীর জন্য শিবের মন চঞ্চল হওয়ায় তিনিও কৈলাস যাত্রা করিলেন। কিন্তু স্বীয় গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলে এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। বাগ্‌দিনীর প্রতি আসক্ত হইয়া শিব তাহাকে অঙ্গুরী উপহার দিয়াছেন বলিয়া পার্ব্বতী শিবকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না। শিব এখন সম্মুখে অকূল পারাবার সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার এই বিপদের সময়ে দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হইলেন। পার্ব্বতী তখন নারদের নিকট শিবের কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত করিলেন।

হরপার্ব্বতীর দ্বন্দ্বের সুমীমাংসা হইয়া যাহাতে শীঘ্র উভয়ের পুনর্ম্মিলন ঘটে নারদের তাহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কলহ-প্রিয় নারদের মস্তিষ্কে একটি দুর্ব্বুদ্ধিও আসিল। উভয়ের কলহটি

যাহাতে আরও একটু ঘোরালো হয় সেই উদ্দেশ্যে নারদ পার্ব্বতীকে স্বামীর নিকট একজোড়া শঙ্খ চাহিতে পরামর্শ দিলেন। নারদের পরামর্শ মত গৌরী শিবের নিকট শঙ্খ পরিবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ভিখারী শিব পার্ব্বতীর সেই সাধ পূর্ণ করিতে আপনার অক্ষমতার কথা জানাইলেন।

শিবের এই অক্ষমতায় অভিমানিনী পার্ব্বতী অভিমানভরে পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন। শিব ইহাতে সমূহ বিপদ গণিলেন। কিন্তু নারদের পরামর্শে তিনি অকূলে কূল পাইলেন। নারদ শিবকে পরামর্শ দিলেন যে তিনি যেন শাঁখারির বেশে গিরিরাজ-পুরে উপস্থিত হন এবং সহস্তে গৌরীকে শঙ্খ পরাইয়া দেন। এই পন্থা অবলম্বন করিলে গৌরীর ক্রোধের উপশম হইবে এবং তিনি শিবের সহিত কৈলাসে ফিরিয়া আসিবেন।

ইহার পর এই ঘটনার যবনিকাপাত হইল। শিব শঙ্করের বেশে শঙ্খের ঝুলি স্কন্ধে লইয়া গিরিরাজপুরে উপস্থিত হইলেন। শঙ্করের বেশে ছদ্মবেশী শিবকে দেখিয়া শিবানীর মন মহা আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি মনোমত একজোড়া শঙ্খ বাছিয়া শঙ্করের নিকট উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর উত্তর করিলেন,—"অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্ম-সমর্পণ"। (৩০৮৯)।

শঙ্খের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিলেন—

পরিলে আমার শঙ্খ পতি নাহি ছাড়ে।
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় পরমায়ু বাড়ে ॥ ৩০৯৮।

*　　*　　*

স্বামীর সুভগা হয় সদা রয় কোলে।
পরিহাসে ভালবাসে উঠে বৈসে বোলে ॥ ৩১০৩।
শঙ্খ হাতে থাকিলে সংসারে কারে ভয়।
রোগ শোক সন্তাপ তিলেক নাহি রয় ॥

কান্তের সহিত কতকাল থাকে জীয়া।
এমন শঙ্খের গুণ শুধিবে কি দিয়া॥ ৩১০৫।

অতঃপর শিব স্বহস্তে প্রথমে শিবানীর বাম হস্তে পরে দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরাইয়া দিলেন। শিবানীর অভিমান দূরীভূত হইল এবং শিব সপরিবারে কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রামেশ্বরের কবি-প্রতিভা ও কাব্য-সমালোচনা

রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' মঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। রামেশ্বর তাঁহার কাব্যের নাম দিয়াছিলেন 'শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা', পরবর্ত্তী-কালে ইহার নাম হইয়াছে শিবায়ন। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে দেশবাসী রামায়ণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া রামায়ণেরই অনুকরণে ইহার নাম দিয়াছে 'শিবায়ন'। ইহার ফলে কবির দেওয়া নাম লুপ্ত হইয়া কবির কাব্য নব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মৎ-সম্পাদিত গ্রন্থ কবির দেওয়া 'শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা' নামেই অভিহিত হইল।

কবির কবি-প্রতিভা ও কাব্য-সমালোচনা করিতে হইলে আমদিগকে আমাদের পিছনে-পড়া দিনগুলিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বর্ত্তমানের মার্জিত রুচি, উচ্চ শিক্ষার আলোকে প্রদীপ্ত, সংস্কার মুক্ত, উদার-জনসংঘের সমাজ ও মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অনুদার জনগণের জীর্ণ সমাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অতীত দিনের কাব্য বিচার করিবার সময় সহৃদয়তার পরিচয় দিতে হইবে। আজ বঙ্গ সাহিত্য পত্র-পুষ্পসমন্বিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ ভারতীর যে সুসন্তানগণ এই সব বৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাব্য বিচার করিবার সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে।

রামেশ্বর তাঁহার কাব্যের ভণিতায় বহু স্থানে বলিয়াছেন—

চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৭২১।

এই উক্তির দ্বারা কবি রামেশ্বর তাঁহার কাব্যখানিকে ভদ্রকাব্য বলিয়া দাবি করিয়াছেন। রামেশ্বরের কাব্য যে সত্যই ভদ্রকাব্য একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। সাহিত্য বিচার করিবার সময় সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। সমাজের প্রকৃত অবস্থা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। এই প্রতিফলন যথাযথ হইলে সাহিত্য প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। রামেশ্বরের কাব্যে এই প্রতিফলন যথাযথ হইয়াছে, বরং সমাজ-চিত্র বর্ণনা করিবার সময় রামেশ্বর যথেষ্ট সংযম ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন।

ঐ যুগের সমাজ ও সাহিত্যের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন,—“মুসলমানী কেচ্ছার কলুষ স্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গ সাহিত্য কলুষিত হইয়াছিল।” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৫।) সমসাময়িক কবি ভারতচন্দ্রের “বিদ্যাসুন্দর” কাব্যের “বিপরীত বিহারারম্ভ”, “বিপরীত বিহার” প্রভৃতি অংশ নিতান্ত কুরুচিপূর্ণ হইলেও কাব্য এবং সাহিত্য হিসাবে বিদ্যাসুন্দরের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে একথা অবিসংবাদিত-ভাবে সত্য। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের “রাজার বিদ্যাগর্ভ শ্রবণ” অংশের সমালোচনা প্রসঙ্গে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—“ভারতচন্দ্রের যদি আর কোনো রচনাই না থাকিত, তথাপি সকল দিক বজায় রাখিয়া রাণীর এই একমাত্র পাকা গৃহিণীপনার বর্ণন দৃষ্টেই তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত। এমন স্বভাবসংযত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা এপর্য্যন্ত বাংলার কোন কবির লেখনী হইতে নির্গত হয় নাই। ইংরাজীতে পোপের ও সংস্কৃতে

বাল্মীকির রচনা যেরূপ মধুর, আমাদের বিবেচনায় বাংলাতে ভারতচন্দ্রের রচনাও সেইরূপ। এখনকার কবিগণদিগের অনেকে ভারতচন্দ্রের কবিত্বের প্রতি নানারূপ উক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যসভায় যে সিংহাসন লাভ করিয়াছেন, তাহার নিকট ঘেঁসিতে পারে, এরূপ লোক এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই—পরেও জন্মিবে কিনা সন্দেহ।" (বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৪।) "চন্দ্রকান্ত", কালীকৃষ্ণ দাসের "কামিনীকুমার" এবং রসিকচন্দ্র রায়ের 'জীবনতারা' এই কাব্যত্রয়কে নাই ধরিলাম। যদিও এই কাব্যগুলির ভাষা খুব মার্জ্জিত এবং যদিও এই কাব্যগুলিতে মধ্যে মধ্যে ভারতচন্দ্র অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের রচনা এত অশ্লীল যে ইহাদিগকে জাতীয় অধোগতির চরম নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

রামেশ্বরের কাব্য সত্যই ভদ্রকাব্য, কারণ উপর্য্যুক্ত কাব্যের তুলনায় তাঁহার কাব্যে অশ্লীলতা দোষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "শিবের কোঁচনী পাড়ায় প্রবেশ" এবং বাগদিনী প্রসঙ্গে যেটুকু অশ্লীলতা দোষ আছে, ঐটুকুতে ব্যাকুল হইয়া দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিলে পাঠক ধৈর্য্যহীনতার পরিচয় দিবেন মাত্র।

"শিবের কোঁচনী পাড়ায় প্রবেশ" প্রসঙ্গে রামেশ্বর লিখিয়াছেন—

কোঁচের নগরে হর করিল প্রবেশ।
ধরিল মন্মথ-অরি মন্মথের বেশ ॥ ৮৮৮।
বৃষাসনে ঈশান বিষাণে দিয়া ফুঁক।
আনন্দে গোবিন্দ গুণ গান পঞ্চমুখ ॥
ভিভিমি ডমরু ডাকে কাড়্যা লয় প্রাণ।
মোহে মহী মদন-মর্দ্দন মহেশান ॥

সুরসাল বাজে গাল নাচে ভালবিধু।
শিঙ্গা গায় দ্রুত আয় আয় কোঁচবধূ॥
আকর্ষণ হেতু মন হরি করি ধ্যান।
জপে মন্ত্র যুবতী-জীবনে পড়ে টান॥
বিকল হইয়া টুটে সকল কোঁচিনী।
শিব আইল আইল হইল মহাধ্বনি॥
ধাইল কোঁচিনী শুনি বিষাণ ঘোষণা।
মুকুন্দমুরলীরবে যেন গোপাঙ্গনা॥
কেহ কার নহে টুটা সবে রূপ রাশি।
ইন্দু মুখে বিন্দু ঘর্ম্ম মন্দমন্দ হাসি॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন-রঞ্জিত।
কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটি মূরছিত॥
বন্ধকীবিশেষ ভাষা নাসা তিন ফুল।
কুচকুম্ভ কদম্ব-কোরক সমতুল॥
দন্তাবলি কুন্দ-কলি ওষ্ঠ পক্ক বিম্ব।
ডমরু জিনিয়া মাঝ্যা ডাগর নিতম্ব॥
উন্নত যৌবন যুব-জীবনের চোর।
অঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গ ঘন ঘোর॥
যাহার দেহের দীপ্তি উত্তাপ রবির।
অদ্যাবধি তরাসে বিদ্যুৎ নহে স্থির॥
মুখবিধু দেখ্যা বিধি বিধু কর্য্যা ক্ষয়।
পুনঃ পুনঃ গঠে তবু তুল্য নাই হয়॥
এমত যুবতিগণ পাইয়া চন্দ্রচূড়।
বেড়িয়া বিহার করে পরম নিগূঢ়॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র।
কেহ করতালি দেই সবে এক তন্ত্র॥
কোঁচিনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান।
শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান॥ ৯০৪।

এই বর্ণনার মধ্যে আমরা পাইতেছি, শিব কোঁচিনী পাড়ায় প্রবেশ করিয়া পঞ্চমুখে আনন্দে গোবিন্দ গুণগান করিতেছেন। আর কোঁচিনী সকল তাঁহাকে বেড়িয়া কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ বাদ্য যন্ত্র বাজাইতেছে এবং কেহ করতালি দিতেছে। শিবের হরিগুণগানে কোঁচিনীদের যোগদানে অশ্লীলতার গন্ধ কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। গোবিন্দ গুণগান না করিয়া যদি শিব খেউড় বা টপ্পা গান করিতেন, শিধুপানে মত্ত হইয়া যদি তিনি কোঁচিনীদের সঙ্গে রতিরঙ্গে উন্মত্ত হইতেন, তবে সমালোচকদের নাসিকা কুঞ্চনে আমরা আপত্তি করিতাম না।

অপরপক্ষে রামেশ্বরের উক্ত বর্ণনা অনুপ্রাসবহুল হইলেও সুখপাঠ্য এবং সরস। ভাবও সরল। "মুকুন্দ মুরলী রবে যেন গোপাঙ্গনা", "ইন্দু মুখে বিন্দু ঘর্ম্ম মন্দমন্দ হাসি", "দন্তাবলি কুন্দকলি ওষ্ঠ পক্কবিম্ব", "মুখ বিধু দেখি বিধি বিধু করি ক্ষয়" ইত্যাদি বর্ণনা অনুপ্রাসবহুল হইলেও চমৎকার এবং সুখপাঠ্য।

"বাগ্‌দিনীর পরিচয়" প্রসঙ্গে রামেশ্বর বাগ্‌দিনীকে দিয়া বলাইয়াছেন,—

হাস্যা হাস্যা ঘেস্যা ঘেস্যা ছুতে যায় অঙ্গ।
বাগদিনী বলে আইমা এ আর কি রঙ্গ ॥ ২৫৭১।
বুড়া সুড়া মনুষ্যা হয়্যা কেমন কর সয়্যা।
মন মজিল পারা মাঠে পায়্যা পরের মায়্যা ॥
দেবদেব বলে মোরে দয়া কর সই।
বাগদিনী বলে আমি তেমন মায়্যা নই ॥
আপনাকে আঁট নাই পরের মাগ চাও।
এত যদি আম্বা আছে ঘর কেন না যাও ॥২৫৭৪।

উপর্য্যুক্ত বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখিতেছি যে শিবের শস্যক্ষেত্রে বাগ্‌দিনী আসিয়াছে। বাগ্‌দিনী অন্য কোন নারী নহে, ছদ্মবেশিনী পার্ব্বতী। বাগ্‌দিনীরূপিণী পার্ব্বতীকে শিব আদৌ চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার মায়াতে ধরা পড়িলেন। বাগ্‌দিনী অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী নারী। তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া শিব কামোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। শিব বাগ্‌দিনীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে বাগ্‌দিনী শিবকে বেশ দু কথা শুনাইয়া দিল। বাগ্‌দিনীর চরিত্র এখানে শরৎ শেফালিকার ন্যায় শুভ্র দীপ্তিতে ভাস্বর। এখানেও কোনরূপ অশ্লীলতার গন্ধ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বর্ণনা সহজ ও সরল।

রামেশ্বর তাঁহার কাব্যের ভণিতায় লিখিয়াছেন,—

মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥ ২৩৫৫।

অন্যত্র বলিয়াছেন,—

যশোমন্তসিংহে দয়া কর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥ ৩২২৫।

সুতরাং এই সমস্ত ভণিতা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, রামেশ্বর তাঁহার কাব্য মধুক্ষরা বলিয়া আর একটি দাবি করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা তাঁহার শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্য যথার্থ মধুক্ষরা কিনা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

রামেশ্বরের কাব্য পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে কবি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কবি যে অত্যন্ত অনুপ্রাস-প্রিয় ছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যের বহু স্থানে পাওয়া যায়। কদাচিৎ সুসমঞ্জস না হইলেও প্রায় সর্ব্ব স্থানেই অনুপ্রাস সকল বেশ মিষ্ট হইয়াছে। রামেশ্বরের কাব্য

অনায়াসসুন্দর সহজ, সরল এবং গ্রাম্যতা দোষ মুক্ত। ইহাতে চটকতার লেশ নাই। রামেশ্বরের কাব্যখানি চাষী গৃহস্থের পাঁচালী হইলেও, কবি ইহাকে গ্রাম্য পঙ্কিলতার কলুষমুক্ত করিয়া ভদ্র-কাব্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিবিড় অনুপ্রাস ভেদ করিয়া স্বাভাবিক হাস্যের দীপ্তিতে তাঁহার কাব্য ভাস্বর। বস্তুতঃ রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

শিবের লৌকিক কাহিনীর পরিকল্পনায় রামেশ্বর স্বকীয় মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। লৌকিক শিবচরিত্র বাস্তবধর্ম্মী। কিন্তু এই চিত্রচিত্রণে রামেশ্বরের সরস কবি-চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। রামেশ্বরের কাব্য যে কত সহজ এবং সরল তাহা তাঁহার কাব্যের বহু স্থান হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে আমরা শিবদুর্গার বাসরের অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

দর্পণ অর্পণ কর্য়া অপর্ণার করে।
দুদিকে দুই দাসী দুর্গার বেশ করে ॥ ৩৩৯৬।
বসন ভূষণ সব পর্য়াছেন আগে।
কেবল শৃঙ্গার বেশ করে শেষভাগে ॥
কুম্‌কুম্ চর্চ্চিত কর্য়া শ্রীমুখমণ্ডল।
সুন্দর করিয়া দিল সিন্দুর কজ্জল ॥
খোঁপা বান্ধে চাঁপা ঝাঁপার সহিত।
মোহন মল্লিকামালা মস্তকে বেষ্টিত ॥
কুন্দের কলিকা দিল কর্ণের উপর।
গলে দিল গড়্যা মালা বেড়ি তিন থর ॥
মধ্যে গড়্যা মল্লিকা মাধবী লতা তায়।
ভ্রমর ভ্রমরী কত উড়্যা বুলে বায় ॥
সুগন্ধ চন্দনে সায়্যা অঙ্গ বিলেপন।
পুষ্পরসে সুবাসিত করিল বসন ॥

যেই বেশে শঙ্করে মোহিল শঙ্খ পর‍্যা।
সম্ভাষিতে চলে নাথে সেই বেশ ধর‍্যা॥
সুবর্ণ সম্পুট ঝারি সহচরী সাথে।
ঝল্‌মল্ কর‍্যা ঝাটে পাল্য প্রাণনাথে॥
হাতে ধর‍্যা হার্দ্দ্য কর‍্যা বসাইল হর।
দুয়ারে কপাট দিয়া দাসী গেল ঘর॥
যেন রাসমণ্ডলে গোবিন্দ পায়্যা রাধা।
প্রেম আলিঙ্গন কর‍্যা পিয়ে মুখসুধা॥
যেন জানকী লয়্যা রাম রঘুবর।
সাবিত্রী সবিতা যেন শচী পুরন্দর॥ ৩৪০৭।

শিবসঙ্কীর্ত্তন পালায় লৌকিক চরিত্র অঙ্কনে রামেশ্বর অনিন্দ্য-সুন্দর বাস্তবতার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য মধ্যে মানব-রস অতি সুন্দরভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আমরা গৌরীর "বিবাহ-খেলার বরকন্যা বিদায়" অংশ হইতে প্রথমে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

বর কন্যা দোঁহে কৈল দোলা আরোহণ।
কান্দিয়া কন্যার মাতা কৈল সমর্পণ॥ ৪৮৬।
জামাতার হস্ত তুলিয়া নিল নিজ মাথে।
শাশুড়ীর কথা হৈল জামাতার সাথে॥
কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি॥
আঁঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর‍্যা ভাত।
প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ॥
ধরিয়া কন্যার গলা গদ গদ স্বরে।
বিরহে বলিল বাছা আইস গিয়া ঘরে॥
চান্দমুখে চুম্বন করিয়া তারপর।
চক্ষে জল দিয়া কান্দে কর‍্যা কলস্বর॥ ৪৯১।

উপরি-উক্ত বর্ণনার মধ্যে পল্লীর বালিকা বধূর পতিগৃহে যাত্রার এক করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বালিকা কন্যার পতিগৃহে যাত্রার সময় মাতার করুণ ক্রন্দন ধ্বনিতে যেন আকাশ বাতাস অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে। কবির এই বর্ণনার মধ্যে পল্লীর সরলতা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শাশুড়ী জামাতার হস্ত মাথায় রাখিয়া দিব্য করাইয়া লইতেছেন—যেন তাঁহার জামাতা তাঁহার কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করেন, আর জামাতা যেন কন্যার মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করেন। বিলাসিতার নাম গন্ধ নাই, সরল অনাড়ম্বর জীবনের প্রতিচ্ছবি ইহার অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পার্ব্বতীর গৃহস্থালী বর্ণনায় "শিবের ভোজন" অংশে রামেশ্বর আর একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। পার্ব্বতী সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের গৃহিণী। অতি নিপুণভাবে তিনি স্বামীর ঘর-সংসারের সমস্ত কর্ম্মনির্ব্বাহ করেন। সযত্নে তিনি—

চর্ব্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় তিক্ত কষায়ণ।
অম্ব মধু চতুর্ব্বিধ ব্যঞ্জনের গণ ॥ ৯৬২।

রন্ধন করেন। পরিপাটীরূপে অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া পরিতোষ সহকারে স্বামিপুত্রগণকে ভোজন করাইয়া থাকেন। স্বামিপুত্র-গণকে খাওয়াইতে তাঁহার কতই না আনন্দ। শ্রান্তি ক্লান্তি যেন তাঁহার কিছুই নাই।

যোত্র কর্য়া পুত্র দুটী বসে দুই পাসে।
পার্ব্বতী পুরট-পীঠে পুরহর বৈসে ॥ ৯৬৫।
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি ॥
তিনজনে একুনে বদন হৈল বার।
দুটী হাতে গুটী গুটী যত দিতে পার ॥

তিনজনে একেবারে বার মুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়॥
দেখ্যা দেখ্যা পদ্মাবতী বস্যা এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মুচকরিয়া হাসে॥
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্য হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়া খা॥
মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়্যা রয়।
শঙ্কর শিখায়্যা দেই শিখিধ্বজে কয়॥
রাক্ষস-ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিলা বেসারির পরে॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
দড় বড় দেবী আন্যা দিল ভাজা দশ।
খাইতে খাইতে গিরিশ গৌরীর গান যশ॥
সিদ্ধিদল কমল ধুতুরা ফুল ভাজা।
খাত্যা খাত্যা মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥
উৎকট চর্ব্বণে ফিরয়্যা ফুরাইল ওদন।
এককালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন॥
চটপট পিশিত মিশ্রিত কর‍্যা যুষে।
বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়্যা আসে॥
চঞ্চল চরণ সে নূপুর বাজে আর।
রুণুরুণু কিঙ্কিণীকঙ্কণ ঝনৎকার॥
দিতে দিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজলসকল কলেবর॥

ইন্দুমুখে মন্দমন্দ ঘর্ম্ম বিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥
খরবাহে সুপহে নর্ত্তকী যেন ফিরে।
সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে॥
হরবধূ অম্ব মধু দিতে আর বার।
খসিল কাঁচলি কুচে পয়োধর ভার॥
লাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ।
গব্য বিতরণ কৈল দিব্য হৈল শেষ॥ ৯৮৫।

শিবঠাকুরের সংসার যেন একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সংসার। সংসারে লোকও কম নহে। শিবঠাকুর, তাঁহার সর্ব্বংসহা স্ত্রী পার্ব্বতী, কার্ত্তিক-গণেশ দুইপুত্র, ভীম নামে এক ভৃত্য ও তিন দাসী—পদ্মা, জয়া, বিজয়া—এই আটজন। ভিক্ষালব্ধ ধনে দিন আর চলে না। কি করিলে দিন চলে, স্বামিস্ত্রীর মধ্যে এই পরামর্শ চলিতে লাগিল। সাধ্বী নারী পার্ব্বতী স্বামীকে চাষকার্য্যে মনোযোগী হইতে পরামর্শ দিলেন।

চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন॥ ২০৯০
চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়ে সাধে।
নরমে গরমে কয় ভয় নাই বাধে॥ ২০৯১।

সাধ্বী স্ত্রীর সুপরামর্শে শিবঠাকুর চাষ কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে চাষ-ভূমির পাট্টা গ্রহণ করাও হইল। শিবঠাকুর আপনার শূলভঙ্গ করিয়া চাষের সজ্জা প্রস্তুত করিয়া লইলেন। কিন্তু এর পরেও এক নূতন বিপদ দেখা দিল—বীজধান্যের জন্য। শিবঠাকুরের বীজধান্য ছিল না। তিনি পার্ব্বতীকে কুবেরের নিকট হইতে বীজধান্য কর্জ্জ করিয়া আনিতে বলিলেন।

পার্ব্বতী তাহাতে আদৌ রাজি হইলেন না। তিনি উত্তর করিলেন,—

চাষে বাসে কাজ নাই মাগ্যা খাব ভিখ।
মায়্যার করজ করা মরণ অধিক ॥ ২২২০।
মন্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা থাকে ঘরে।
ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে ॥
মন্দের করজ হৈলে মায়্যা দেয় টাল্যা।
কোণে থাকে কুলবধূ কথা কয় ছাল্যা ॥ ২২২২।

রামেশ্বরের কাব্যে শিবচরিত্র অপেক্ষা পার্ব্বতীর চরিত্র সুন্দরতর চিত্রিত হইয়াছে। গৌরীর বাল্যখেলা, গৌরীর-বিবাহ খেলা, গৌরীর গৃহস্থালীর বর্ণনা, ছদ্মবেশিনী বাগ্দিনী-লীলা, ভগবতীর শঙ্খ পরিধান প্রসঙ্গ প্রভৃতিতে পার্ব্বতীর চরিত্র চমৎকাররূপে ফুটিয়াছে। শিব-ঠাকুরের জীবন দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে হর-গৌরীর দাম্পত্য-জীবনে মাঝে মাঝে কলহের ঝোড়ো হাওয়া বহিয়া যায়, আবার মিলনের পূর্ণানন্দে তাঁহাদের জীবন ভরপুর হইয়া উঠে। দারিদ্র্য-পীড়িত স্বামী সর্ব্বংসহা স্ত্রীর "দুটি বাই শঙ্খ পরার" অতি সামান্য আশাও পূর্ণ করিতে অসমর্থ। "শঙ্খ পরিধান" অংশটি পড়িতে পড়িতে মনে হয় দারিদ্র্য-পীড়িত কবি আপন হৃদয়ের মর্ম্ম-কথা তথা বাঙ্লার নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দুঃখময় জীবনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয়, এই কাব্যে "শঙ্খ পরিধান" অংশটি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। কবিকঙ্কণের "ফুল্লরার বার-মাস্যায়" যেমন ফুল্লরার দুঃখ-সঙ্গীতের ধ্বনিটী নিবিড় করুণরসের মধ্য দিয়া ট্রাজেডি-সুলভ মহিমায় ভরিয়া উঠিয়াছে, শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যের শঙ্খ পরিধান অংশেও তেমনি শিবঠাকুরের নিকট ভগবতীর শঙ্খ

প্রার্থনার করুণ ধ্বনিটি ট্রাজেডির সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়াছে।

প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভুর পদতলে।
রুক্মিণী সে রুক্মনাথে শঙ্খ দিতে বলে ॥ ২৭৬৫।
গদগদ স্বরে বলে করে কাকুর্ব্বাদ।
পুর্ণ কর পশুপতি পার্ব্বতীর সাধ ॥
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটী বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু চাই নাই ॥ ২৭৬৭।

সাধ্বী নারী স্বামীর নিকট দুইটি শাখা মাত্র চাহিতেছেন, বিলাসিতার দ্রব্য নহে। তাহাও বিশেষ দায়ে ঠেকিয়া, কারণ শাঁখা এয়োতির চিহ্ন, নহিলে সধবা নারীর চলে না। হঠাৎ শাঁখা "বেড়ে গেলে" অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে সধবা নারী তৎক্ষণাৎ হাতে লাল সুতা বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব শাঁখা পরা চাই। হাতে শাখা না থাকিলে কাহারও সম্মুখে হাত বাহির করা যায় না। এই দুঃখের কথা স্বামী ছাড়া আর কাহার নিকট বলিবেন ?

লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাই কই ॥ ২৭৬৮।
তুল ভাটি পারা দুটী হস্ত দেখ মোর।
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর ॥ ২৭৬৯।
পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে।

কিন্তু নিরুপায় স্বামী পতিব্রতা স্ত্রীর এই সামান্য আবদারটুকুও রক্ষা করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু দারিদ্র্যের ভাবনায় জর্জ্জরিত স্বামী যেন কতকটা খিট্‌খিটে মেজাজের হইয়া পড়িয়াছেন। তাই স্ত্রীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট না করিয়া রূঢ় কথা বলিলেন—

ভিখারীর ভার্য্যা হয়্যা ভূষণের সাধ।
কেনে অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥ ২৭৮২।

বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥ ২৭৮৩।
সেইখানে শঙ্খ পর্য়্যা সুখ পাবে মনে।
জানিয়া জনক যাগে যাও নাই কেনে ॥ ২৭৮৪।

আজ যেন পার্ব্বতীরও মেজাজ ঠিক ছিল না। স্বামীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি অন্তরে শেলাঘাত অনুভব করিলেন। তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু স্বামীর প্রতি তাঁহার যে অচলা ভক্তি তাহার তিলমাত্র হ্রাস হইল না। তিনি স্বামীকে প্রণাম করিয়া পুত্র দুইটিকে লইয়া পিতৃগৃহে চলিলেন।

একথা ঈশ্বরী শুন্যা ঈশ্বরের মুখে।
শূন্য হৈল সব যেন শেল মাল্য বুকে ॥ ২৭৮৫।
দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটী পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ কর্য়্যা কাত্যায়নী যায় ॥
কোলে কৈল কার্ত্তিক গমনে গজানন।
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর গমন ॥ ২৭৮৭।

এইবার শিবঠাকুরের হুঁশ হইল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে পার্ব্বতীর প্রতি অকারণে তিনি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন। অনুতপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি গৌরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল লাভ না হওয়ায় শিবঠাকুর মাথার দিব্য ও পরে ভাই-এর দিব্য দিলে গৌরী কানে আঙ্গুল দিয়া চলিতে লাগিলেন। ইহার পর শিবঠাকুর গৌরীর দুটি হাতে ধরিয়া সাধিলেন এবং পরে রাস্তার উপর আড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু পার্ব্বতী কোন বাধা না মানিয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

নিদান দারুণ দিব্য দিল দেবরায়।
আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খায় ॥ ২৭৮৯।

করে কর্ণে চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী।
ভাষিল ভায়ের কিরা—ভবানীর প্রতি॥
ধায়্যা গিয়া ধূর্জ্জটি ধরিল দুই হাতে।
আড় হয়্যা পশুপতি পড়িলেন পথে॥ ২৭৯১।

কবি রামেশ্বর তাঁহার এই কাব্যে এই সকল চিত্র যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার একটি দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রামেশ্বর বাঙ্‌লার নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, সুতরাং তাঁহার কবিমানসের উপর এই সমাজের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে ছিল। সহজাত কবিত্বশক্তিবলে তাই তিনি এমন সহজ ও সরলভাবে বর্ণনা দিতে পারিয়াছেন। তিনি আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া যেন আমাদেরই একটি পরিবারের ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের হরগৌরী যেন আমাদেরই প্রতিবেশী, তাঁহাদের গৃহ সুদূর কৈলাসে নয়—আমাদেরই গৃহপার্শ্বে।

রামেশ্বরের কাব্যের দোষ—শিবসঙ্কীর্ত্তনের প্রধান দোষ হইল অনুপ্রাস বাহুল্য। কবি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া সংস্কৃত শব্দ-সাগর মন্থন করিয়া শব্দাড়ম্বরে তাঁহার কাব্য পূর্ণ করিয়াছেন। এত অধিক অনুপ্রাস সমাবেশ করিয়াছেন যে, অনেক সময় তাহা একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। কুমারসম্ভবাদি কাব্যের যে অনুবাদ তাঁহার কাব্য মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে কবির স্বতঃস্ফূর্ত্ত কবিত্ব প্রভার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। 'মদন-ভস্ম', ও 'রতিবিলাপে' 'কুমারসম্ভবে'র এবং 'উষা-অনিরুদ্ধ-মিলনে' 'বিদ্যাসুন্দরের' সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। ছন্দোবিষয়ে কবি তাহার কাব্যের কোনও উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। ছন্দের বর্ণবৈষম্য দোষও তাঁহার কাব্যে আছে। গতানুগতিকভাবে তিনি তাহার কাব্য লিখিয়াছেন পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে। কদাচিৎ একাবলী ও ভঙ্গ

ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। একটিও নূতন ছন্দ কবির হস্তে জন্মলাভ করে নাই। রামেশ্বরের এই কাব্যে করুণরসের অবতারণা করিবার প্রচুর অবসর থাকিলেও কবি এবিষয়ে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। "গৌরীর কৈলাস গমন" উপলক্ষে কবি বিশেষভাবে করুণরসের অবতারণা করিতে পারিতেন, কিন্তু সেখানে তিনি নীরব। "গৌরীর পিতৃগৃহে আগমন" এবং হিমালয়ের দুর্গোৎসব উপলক্ষেও করুণরসের অবতারণা করিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকিলেও কেন যে কবির দৃষ্টি এদিকে পড়ে নাই, তাহা আমরা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াও পাই না। অথচ তাঁহারই সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদ সেন "আগমনী" গান গাহিয়া যশস্বী হইয়াছেন। "রতি বিলাপ" এবং "রুক্মিণীর বিলাপে"ও তাঁহার কাব্য করুণরসে স্নিগ্ধ হইয়া উঠে নাই।

শিবসঙ্কীর্ত্তনে সমাজ

প্রধানতঃ কাব্য হইলেও এই গ্রন্থ মধ্যে আমাদের দেশের সেই সময়ের সমাজের চিত্র বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আজ যে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখদুর্গতি চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে, দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই সমাজের অভাব অভিযোগ থাকিলেও—তাহা অসহনীয় ছিল না। তাঁহারা স্ত্রীর সামান্যতম "শাঁখা পরার সাধ" পূর্ণ করিতে না পারিলেও স্ত্রীপুত্রের মুখে চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় তুলিয়া দিতে পারিতেন। পার্ব্বতী রন্ধন করিয়া স্বামিপুত্রকে যেভাবে পরিতোষসহকারে আহার করাইয়াছেন, সেইভাবে আহার করাইতে পারিলে বর্ত্তমানকালের নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা আপনাদিগকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতি সাধারণ পরিবারের ঘরেও মোটা ভাত, মোটা

কাপড়ের অভাব ছিল না। তবে ঐ সময় জিনিষপত্রের তুলনায় টাকাপয়সার অভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। আহার্য্য দ্রব্য সকলেই উৎপাদন করিতেন, সুতরাং ভোজনের সময় তাঁহারা পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিতে পারিতেন। কিন্তু টাকাপয়সা দিয়া যেসব জিনিষ কিনিতে হইত, তাহাতেই তাঁহাদের অসুবিধা হইত।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্ম বিবাহ প্রভৃতি উৎসবগুলির কোনটাকেই বাঙ্গালী আপনাদের ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সমস্ত উৎসবে তাঁহারা সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল শুধু আত্মীস্বজনের জন্য নহে, শুধু বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, অনাহূত রবাহূত সকলের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন। সন্তানের জন্ম-মঙ্গলের আনন্দে বাঙ্গালী গৃহস্থ তাহার জন্মদিনে সকলকে আহ্বান করিতেন। তাহার জন্ম উপলক্ষে আপন গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া সমস্ত মানুষকে স্মরণ করিতেন। এই উৎসব বাঙ্গালী আপন ব্যক্তিগত ঘটনায় পরিণত না করিয়া সার্ব্বজনীন উৎসবে পরিণত করিতেন। তাই শিবসঙ্কীর্ত্তনে দেখিতে পাই গৌরীর জন্ম উপলক্ষে হিমালয়ঃ—

দেখিয়া কন্যার মূর্ত্তি   হিমালয় কৃতকীর্ত্তি
আপনে জানিয়া করে দান।
লোচনে প্রেমের ধারা   কহে কেহ মোর পারা
ত্রিভুবনে নাহি ভাগ্যবান ॥ ৪২৯।
লইয়া বান্ধব জনে   বাদ্য গীত কোলাহলে
করিল কৌলিক মহোৎসব।
শ্রবণে কলুষ হরে   কর্ণের কৌশল করে
দ্বিজ রামেশ্বর মুখরব ॥ ৪৩০।

বিবাহ উৎসবকেও তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজ কেবলমাত্র পতিপত্নীর আনন্দ-মিলনের ঘটনা বলিয়া জানে নাই। এখানেও তাহারা সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিয়া বিবাহ সভা আনন্দ মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। কন্যার পিতা স্বয়ং প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া বরযাত্রগণকে বিবাহ সভায় লইয়া আসিতেন। বন্ধুগণকে লইয়া উৎসবাদি সম্পন্ন করিতেন। আবার কন্যার মাতা নিজে এয়োগণকে লইয়া "জল-সহিতে" যাইতেন।

বরযাত্রী শব্দ শুন্যা স্তব্ধ হিমালয়।
আপনি মধ্যস্থ সঙ্গে আগে হয়্যা লয়॥ ৭১৯।
*　　*　　*　　*
আনন্দ দুন্দুভি কর‍্যা লয়্যা বন্ধুগণে।
গৌরী-অধিবাস গিরি করে শুভক্ষণে॥ ৭২২।
*　　*　　*　　*
ওথা নৃত্য বাদ্যগীত কর‍্যা কোলাহল।
শত এয়ো সহিতে মেনকা সহে জল॥ ৭৩৭।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে বঙ্গদেশে কৌলিক প্রথার খুব বাড়াবাড়ি ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। কুলীনের ছেলেকে কন্যার মাতা অশেষ প্রকারে তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইতেন। কন্যা মোটা ভাত এবং মোটা কাপড় পাইলে কৃতার্থ হইবে, জামাইকে একথা বলিতে শাশুড়ী বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। কুলীনের বয়স্ক সন্তানকে নয় বৎসর বয়স্কা কন্যা দান করিয়া কন্যার মাতা পিতা গৌরীদানের পুণ্য অর্জ্জন করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না। দরিদ্র কুলীনের সন্তানকেও রাজারা কন্যাদান করিতে পারিলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতেন। ইহাতে জামাইএর সম্মান বাড়িত।

জন্ম ও বিবাহের দশকর্ম্ম বিধি বর্ত্তমানে বাঙ্গালী সমাজে প্রচলিত থাকিলেও তদানীন্তন কালের কন্যার বিবাহের ঠিক পূর্ব্বে

সন্ধ্যাকালে মেয়েরা যে "জল-সায়" অনুষ্ঠানটি সাড়ম্বরে সম্পন্ন করিতেন, তাহা আর এখন পূর্ব্বের মত হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে এই "জল-সায়" অনুষ্ঠানটির নাম "গঙ্গাবরণ"। কিন্তু এই অনুষ্ঠান সেখানেও আর আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয় না।

শিবসঙ্কীর্ত্তনে হাস্যরস

প্রাক্‌বঙ্কিমযুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্যরসের নিতান্ত অভাব ছিল বলিয়া বিদগ্ধ সমালোচকগণ অভিযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই অভিযোগ অসত্য নহে। সেই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে প্রকারের হাস্যরস প্রচলিত ছিল তাহা অশ্লীল ভাঁড়ামিরই নামান্তর। বাঙ্গালা সাহিত্যে বাচাল বিদূষকের ভাঁড়ামি কখনও উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে নাই। উজ্জ্বল শুভ্র হাস্যরসের গুণে বিষয়ের গভীরতার গৌরব ম্লান হয় না, বরং তাহার সৌন্দর্য্য এবং মনোহারিতা বাড়ে, তাহার প্রাণময়তা ও গতিবেগ বেশ জোরালোভাবে ফুটিয়া উঠে।

ইংরাজি সাহিত্যের Humour বলিতে যাহা বুঝায় তাহার ঠিকমত প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় না থাকিলেও সেইভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে ভারতচন্দ্র প্রভৃতিতে আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু তাহা অমার্জ্জিত, সুরুচি-বিগর্হিত এবং ভাঁড়ামির পর্য্যায়ভুক্ত। আমরা হাস্যরসকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। (১) বিশ্রব্ধ ও সরস সংলাপাত্মক (২) মৃদু ব্যঙ্গাত্মক এবং (৩) রূঢ় ব্যঙ্গাত্মক।

এই বিশ্রব্ধ ও সরস সংলাপাত্মক হাস্যরসই ইংরাজি সাহিত্যের Humour এর পর্য্যায়ভুক্ত এবং আমাদের মতে ইহাই নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্যরস। এই হাস্যরসে ভাঁড়ামির নাম গন্ধ থাকে না, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাহাকেও আঘাত করা হয় না। ইহা

মাৰ্জ্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন। নির্ম্মল হাস্যরসের অবতারণা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই উচ্চস্তরের হাস্যরসের জন্য সুসঙ্গতি ছাড়াও সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমানির্ণায়ক সহজাত সূক্ষ্ম বোধশক্তি রামেশ্বরের প্রতিভায় প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাই নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্যরসে তাঁহার কাব্য ভাস্বর। শিবঠাকুর কার্ত্তিক ও গণেশকে লইয়া আহার করিতেছেন, গৃহিণী পার্ব্বতী তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতেছেন। কিন্তু ভাত দিয়া ব্যঞ্জন আনিবার আর বিলম্ব সহিতেছে না, এর মধ্যেই তিন জনে খাইয়া শেষ করিয়া দিতেছেন, আর গৃহিণী গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছেন। এই দৃশ্যে অতি বড় বেরসিকও হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না।

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চ মুখ পতি ॥ ৯৬৬।
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
দুটি হাতে গুটী গুটী যত দিতে পার ॥
তিন জনে একেবারে বার মুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়িপানে চায় ॥
দেখ্যা দেখ্যা পদ্মাবতী বস্যা এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মুচকরিয়া হাসে ॥
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্যা হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে ॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়্যা খা ॥ ৯৭১।

পার্ব্বতীর শঙ্খ পরার প্রসঙ্গে শিবঠাকুরের লাঞ্ছনায় হাস্যরস চমৎকার দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। শিবঠাকুরকে পাথারে ফেলিয়া

যখন পার্ব্বতী পর্ব্বতের গৃহে যাত্রা করিলেন, তখন বৃদ্ধ স্বামীর লাঞ্ছনা বেশ উপভোগ্য।

দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটী পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ কয়্যা কাত্যায়নী যায় ॥ ২৭৮৬।
কোলে কৈল কার্ত্তিক গমনে গজানন।
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর গমন ॥
গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পিছু পিছু।
শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু ॥
নিদান দারুণ দিব্য দিল দেবরায়।
আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খায় ॥
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী।
ভাবিল ভায়ের কিরা ভবানীর প্রতি ॥
ধায়্যা গিয়া ধূর্জ্জটি ধরিল দুই হাতে।
আড় হয়্যা পশুপতি পড়িলেন পথে ॥
যাও যাও যত ভাব জানা গেল বল্যা।
ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল চল্যা ॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারি পানে চায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায় ॥
রামেশ্বর বলে ঋষি আর দেখ কি।
পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি ॥ ২৭৯৪।

কৃষি-ব্যবস্থা

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে কৃষিকার্য্য সম্মানজনক বৃত্তি বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইত। অভিজাত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও কৃষিকার্য্যের প্রচলন ছিল। অভিজাত গৃহস্থ স্বয়ং কৃষি ক্ষেত্রে বাস করিতেন এবং ফসল সংগ্রহ করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিতেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বৎসরের মধ্যে ছয় হইতে আট

মাস কৃষিক্ষেত্রে স্ত্রীপুত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া বাস করিতে হইত। তিনি নিজে গোপালন করিতেন। পাছে হালের গরুর কোন প্রকার অযত্ন হয় এই ভয়ে তিনি ভৃত্যের উপর গোচারণের ভার না দিয়া নিজেই গরু চরাইতেন। ইহাতে তাঁহার সম্মানের কিছুমাত্র লাঘব হইত না। কৃষিকার্য্য তখনও দেবকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং কৃষিকার্য্যের তখন একপ্রকার বিশিষ্ট মর্য্যাদা ছিল।

মাঘমাসের শেষ ভাগে বারিবর্ষণ হইলে শুভক্ষণে চাষ আরম্ভ হইত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কৃষিকার্য্য দেবকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত; সুতরাং শুভক্ষণ না পাইলে চাষ আরম্ভ হইবার উপায় ছিল না। কালের পরিবর্ত্তনে আজ আর দিনক্ষণের প্রয়োজন হয় না। যে সময় বৃষ্টি হইবে, সেই সময় চাষ আরম্ভ হইবে। কারণ কৃষিকার্য্য আজ আর দেবকার্য্য নয়, আজ কৃষিকার্য্য অশিক্ষিত মূর্খ অবহেলিত কৃষকের বৃত্তি—চাষার কাজ। আজ যে কৃষিকাজ করে, সে অবজ্ঞার পাত্র—চাষা। আজকাল কেহ কেহ মুখে কৃষিকার্য্যের সুখ্যাতি করিলেও, কৃষকের প্রতি যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আন্তরিক শ্রদ্ধা নাই, তাহা তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা উচ্চাঙ্গের কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁহারাও চাকুরির জন্য সরকারের শরণাপন্ন হন।

শিবের চাষ সম্বন্ধে রামেশ্বর লিখিয়াছেন—

মনে জান্যা মঘবান্ মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘশেষে মেঘ বরষিলা॥ ২২৬৬।
দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
হৈল হালপ্রবাহ শিবের শুভক্ষণে॥ ২২৬৭।

তখন জল সেচনের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের নিকটে নদী থাকিত, অথবা নদী হইতে খাল কাটিয়া আনা হইত। সময়ে সুবৃষ্টি না হইলে ঐ সকল নদী বা খাল হইতে

ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা হইত। বৃষ্টির জল খালে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। কৃষিক্ষেত্রেও আলি বাঁধিয়া বৃষ্টির জল রক্ষা করা হইত।

দুদণ্ডে ছাড়িয়া হাল হাল্যা গেল ঘরে।
বান্ধ-আল বৈকালে বান্ধিল একপরে ॥ ২২৬৯।

দ্বিপ্রহরে কৃষাণ চাষ ছাড়িয়া আহার করিতে গেলে গৃহস্থ নিজেই হালের গরু চরাইতেন। তখন গো-চিকিৎসার কোন সরকারী ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু জনসাধারণ গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না।

হাল ছাড়্যা হাল্যা যবে করে জল পান।
হেল্যাকে চরান শিব হয়্যা সাবধান ॥ ২৩০৬।
দিন দশে দুহেল্যার কান্ধ গেল রস্যা।
ধুতুরার রস তাতে শিব দিল ঘস্যা ॥ ২৩০৭।

কৃষি সম্বন্ধে তখনকার লোক বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন। কোন্ দিন হল-কর্ষণ করিতে নাই, নিষিদ্ধ দিনে কর্ষণ করিলে কি ক্ষতি হয়—তাহা তাঁহারা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

হেল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হল্য মো।
কালে কালে কৈল হাল কামাঞের যো ॥ ২৩০৮।
সেই সেই কালে যার হয় হল-যোগ।
ধরা শস্য হরে ধান্যে ধরে নানা রোগ ॥
বৃষ কান্দে বাসব বরিষে নাই বাড়া।
তেঞি হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষী ছাড়া ॥ ২৩১০।

নিষিদ্ধ দিনে হল-প্রবাহ বন্ধ থাকিলেও কৃষাণের কাজ বন্ধ থাকে না। সেদিন কৃষাণ কৃষিক্ষেত্র মধ্যস্থ আগাছা পরিষ্কার করে।

হাল কামাঞের দিন হর দেন বল্যা।
গাছি মায়্যা হড়াগাছি পাড়ে রাখে তুল্যা ॥ ২৩১১।

চৈত্র মাসের মধ্যে চাষ সম্পূর্ণ হইত। মই দিয়া মাটি সমান করা হইত। চাষের জমির উত্তর দিক সামান্য উঁচু করা হইত এবং

দক্ষিণ দিক প্লব রাখা হইত। ইহার পর জমিতে সার দিয়া বৈশাখের শুভক্ষণে বীজ বপন করা হইত।

চৈত্রমাস গেল সব চাষ হল্য পুর্ণ।
মাঠ কর্য়া মই দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ॥ ২৩১২।
উচু নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।
উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিণ দিগভ্যম॥
বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।
সার দিয়া সার্য়া সব ভূমি বাতে বুনে॥ ২৩১৪।

ইহার পর ক্ষেত্রে যে ফসল ফলিত সেই ফসল দেখিয়া গৃহস্থ আপন ঘর-সংসারও ভুলিয়া যাইত। ফসলের মায়ায় কৃষিক্ষেত্রই তাঁহার আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইত।

ধান্য দেখ্যা পুণ্যবতী ধন্য ধন্য করে।
সার্থক শিবের চাষ সাবাস শঙ্করে॥ ২৫০৭
এই পাকে প্রভু মোকে পাসরিয়া আছে।
প্রিয় ধান্য পোতা গেলে পিটা ফেলে পাছে॥ ২৫০৮।

শঙ্খ ও কাঁচলি

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে বাঙ্‌লা দেশে নারী-সমাজে যেসব স্বর্ণালঙ্কারের প্রচলন ছিল, তন্মধ্যে হার, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী এবং নূপুর প্রধান। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইলেও হার, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, নূপুর এবং কাঁচলি দিতে হইত। ইহা ছাড়া উপযুক্ত বসন এবং আসবাবপত্র নিশ্চয়ই দিতে হইত। কন্যাকে বসন এবং ভূষণ ব্যতীত শঙ্খ, কাঁচলি, কুম্‌কুম্, সিন্দুর, কজ্জল এবং বিবিধ পুষ্পে সুসজ্জিত করা হইত। এই সময়কার শঙ্খ ও কাঁচলিতে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা হইত, তাহা বর্ত্তমান সময়ে ধারণাতীত। বাঙ্‌লা দেশের বাহিরে সাত সমুদ্র তের নদীর পারেও

যেমন ঢাকাই মসলিনের সমাদর হইয়াছিল, মনে হয় উপযুক্ত বণিকের সুদৃষ্টি যদি এই দুইটি জিনিষের উপর পড়িত, তাহা হইলে ইহাও সেখানে সমাদর লাভ করিতে পারিত। বাঙ্‌লা দেশে ঢাকাই শাখার একটি বিশিষ্ট স্থান এখনও আছে, কিন্তু সেই সময়কার সেইরূপ কাঁচলির প্রচলন আমাদের নারী-সমাজে আর নাই। কাঁচলি দেখিতে পাওয়া যায় শুধু আমাদের দেবী-প্রতিমা এবং প্রাচ্য চিত্রের সজ্জার মধ্যে। আমার মনে হয় আমাদের দেশের মেয়েরা যখন কাঁচলি ব্যবহার করিতেন, মারাঠী এবং পাঞ্জাবী মেয়েরা ঠিক সেই সময়েই ওড়্‌না ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের সেই ওড়্‌নার প্রচলন তাঁহারা এখনও রাখিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মেয়েরা আগেকার দিনের কাঁচলির ব্যবহার ছাড়িয়াছেন।

রামেশ্বর শঙ্খ ও কাঁচলির অপূর্ব্ব বর্ণনা দিয়াছেন। শঙ্খের বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

যোগেন্দ্র পুরুষ যোগ পথে দিয়া দৃষ্টি।
দিব্য দুটি বাই-শঙ্খ করিলেন সৃষ্টি ॥ ৩০১০।
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন কৈল তায়।
স্থাবর জঙ্গম চরাচর সমুদায় ॥
আগে আঁকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মধ্যে মহেশ্বর।
রক্ত পীতাম্বরে শঙ্খ সাজিল সুন্দর ॥
বিষ্ণু চতুর্বিংশতি বিচিত্র চিত্র তায়।
গোপ গোপী গো-পাল্যা গোকুল সমুদায় ॥
কোথাহ পুতনা বধ শকট-ভঞ্জন।
কোনখানে কৈল হরি মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
কোনখানে উদূখলে বান্ধা দামোদর।
যমল-অর্জ্জুন ভঙ্গ রঙ্গ তারপর ॥
ব্রজরায় বাছুর চরায় বৃন্দাবনে।
বৎস অঘ বকাসুর বধ কোনখানে ॥

কোনখানে ধরি হরি গিরি গোবর্দ্ধন।
কোথা কেশী বধ কৈল কালীয় দমন॥
কোথা বন-ভোজন কোথা বস্ত্র চুরি।
কদম্বের ডালে কৃষ্ণ তলে গোপনারী॥
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড বৃন্দাবনে বাস।
কংস ধ্বংস কৈরা কৈল দ্বারকা নিবাস॥
রচিত রুক্মিণী আদি রূপসীর মণি।
যত যদু বংশের সহিত যদুমণি॥
পিসিকে দেখেন কৃষ্ণ পাণ্ডবের ঘরে।
মহাভারতের কথা লিখি তারপরে॥
কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ চতুরঙ্গ দলে।
অর্জ্জুন-সারথী কৃষ্ণ যুঝে রণস্থলে॥
চণ্ডীর-চরিত্র-চিত্র হয়্যাছে সুন্দর।
শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ মহিষ শঙ্কর॥
কৈলাসে কলহ করা্যা কাত্যায়নী হরে।
গৌরী গোঁসা করা্যা গেল গিরীন্দ্রের ঘরে॥
মাধব শাঁখারী লয়্যা শঙ্খের চুপড়ি।
শাশুড়ীর সহিত করা্যাছে হুড়াহুড়ি॥
বিচিত্র শঙ্খের চিত্র বর্ণিবার নয়।
সোমসূর্য্য সহিত সকল রত্নময়॥ ৩০২৬।

দুই গাছি বাই-শঙ্খের উপর এত সব কারুকার্য্য করা হইত। আজকাল আমরা এই কারুকার্য্যের কথা চিন্তাও করিতে পারি না। অবশ্য বর্ত্তমানকালের ঢাকাই শাঁখা বাঙলা দেশের নারীসমাজের আদরের দ্রব্য হইলেও তখনকার বাই-শঙ্খের উক্তরূপ কারুকার্য্য নিশ্চয় বর্ত্তমানে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। শঙ্খ পরিধানের ফলাফল সম্বন্ধে রামেশ্বর লিখিয়াছেন,—

শঙ্খ হাতে থাকিলে সংসারে কারে ভয়।
রোগ শোক-সন্তাপ তিলেক নাহি রয়॥ ৩১০৪।

কান্তের সহিত কতকাল থাকে জীয়া।
এমন শঙ্খের গুণ শুধিবে কি দিয়া॥ ৩১০৫।

সেই সময় মেয়েরা কাঁচলি ব্যবহার করিতেন বক্ষাবরণস্বরূপে। কাঁচলির কারুকার্য্যও চমৎকার। কাঁচলির বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

বিচিত্র বসনে বেশ চতুর্দ্দশ পুরী।
পূর্ব্বাপরে শোভা করে উদয়াস্ত গিরি॥ ৩৩৫৯।
সোমসূর্য্য উভয় উদয় হয় তায়।
তার মাঝে বিরাজে তারকা সমুদায়॥
শক্রধনুসহ সৌদামিনী মেঘমালে।
বৃন্দাবনে লীলা খেলা লেখে তার তলে॥
কালিন্দীর কূলে কত লিখে তরুলতা।
নানা জাতি পুষ্পের নির্ম্মাণ হৈল তথা॥
ভ্রমর ভ্রমিয়া বুলে ফুলে মধু খায়।
মন্দ মন্দ হৈল গন্ধ মলয়ার বায়॥
সকল শাখীর শাখা শোভা পাল্য ফলে।
লক্ষ লক্ষ পক্ষী বৃক্ষে বৃক্ষে বুলে॥
রাধা কৃষ্ণ রচে রাসমণ্ডলের মাঝে।
যত কৃষ্ণ তত গোপী চতুর্দ্দিকে সাজে॥
হেমমাঝে মাঝে কত সাজে মরকত।
গোবিন্দ সহিতে গোপী সাজিল তেমত॥
পরস্পর প্রেম কর‍্যা পসারিয়া বাহু।
শরতের শশী যেন গ্রাস করে রাহু॥
অনঙ্গ-তরঙ্গ-অঙ্গ উলঙ্গের ঘটা।
চুম্বনে চলিত হৈল চন্দনের ফোঁটা॥
অধরে উঠিল কার চন্দনের রাগ।
খঞ্জন-লোচনে গেল অঞ্জনের দাগ॥
কার কুচে করার্পণ কার কণ্ঠদেশে।
কোথাহ রমণী শ্রান্ত হৈল রাসরসে॥

কৃষ্ণ কোলে কেহ শুল্য কেহ দিল ঠেস।
ঘর্ম্ম মুছে মুখচান্দে কেহ বান্ধে কেশ ॥
গোপী-কৃষ্ণ নাচে গায় কর‍্যা হাতাহাতি।
কোনখানে বিলক্ষিত বিপরীত ক্ষিতি ॥
স্বর্ণসূত্র স্যুচে চিত্র রচে নানামত।
মাঝে কত সাজে চুনী মরকত ॥
দপ্ দপ্ দিব্য রত্ন দীপকের প্রায়।
দীপ্ত করে অন্ধকারে দীপে নাহি দায় ॥
বিচিত্র কাঁচলি চিত্র করিয়া কামিলা।
বন্দনা করিয়া মাথে বিশ্বনাথে দিলা ॥ ৩৩৭৫।

দি-বও

সমস্ত মঙ্গল কাব্যের মত শিবসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যেও আমরা যুদ্ধের দামামাধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে কবি মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের রাজপথ গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসে মঙ্গল-কাব্যের রীতি অনুসৃত হইয়াছে, কিন্তু রুক্মিণী হরণের পর হইতে যে সব যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে রঘুর দিগ্‌বিজয়, পাণ্ডুর এবং ভীমের বিজয়-অভিযানের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। এই যুদ্ধবর্ণনাগুলি পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে কবি রামেশ্বর অতি যত্ন সহকারে বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের মহাভারত পড়িয়াছিলেন।

কবি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন মাহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধ বর্ণনায়। ঊষা-অনিরুদ্ধের মিলনের পর বাণ রাজার সহিত যাদবদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। এই যুদ্ধের অনিবার্য্য পরিণতিতে আমরা হরি-হরের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করি। হরি-হরের যুদ্ধে যে সব অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা প্রাচীন মহাকাব্য দুইখানি হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐ অস্ত্রগুলি লইয়া গবেষণা

করিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন ভারতীয়েরা আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহারে কতদূর দক্ষ ছিলেন। আধুনিক জগৎ পরমাণবিক যুদ্ধের ভয়ে সন্ত্রাসিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন ভারত যে পরমাণবিক ও জীবাণু যুদ্ধে সুদক্ষ ছিল তাহা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। মাহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধ আমাদিগকে অতি আধুনিক কালের জীবাণু যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

সসৈন্যে অসুররাজ বাণ দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে পরাস্ত হইলে বাণের উপাস্য দেবতা ত্রিলোচন মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মহেশ্বর ত্রিশিরা নামক দুর্জ্জয় মাহেশ্বর জ্বর সৃষ্টি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সৈন্য ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন। মহেশ্বর জ্বরের প্রভাবে ত্রিভুবন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অতঃপর ঐ মাহেশ্বর জ্বরের বিনাশ মানসে শ্রীকৃষ্ণও বৈষ্ণব জ্বরের সৃষ্টি করিলেন। বৈষ্ণব জ্বরের অমিত শক্তিতে মাহেশ্বর জ্বর ধ্বংস হইল। এই দুই জ্বরের যুদ্ধ বর্ণনায় কবি রামেশ্বর লিখিয়াছেন,—

ত্রিলোচন ভাব্যা বাণ কোপে অতিশয়।
মাহেশ্বর জ্বর সৃষ্টি করিল দুর্জ্জয় ॥ ১৭৯০।
ত্রিশিরা তাহার নাম তিন শির দেখি।
তরুণ তপন যেন তেজোময় আঁখি ॥
আকাশ পাতাল যুড়্যা দাণ্ডাইল জ্বর।
তার তেজে ত্রিভুবন কাঁপে থর থর ॥
তাকে দেখ্যা তপন-তাপিত হয়্যা হরি।
সৃজিলা বৈষ্ণব জ্বর যেন মেরু গিরি ॥
মহাবল কেবল যুগল জ্বর যুঝে।
মাথায় মাথায় পায় পায় ভুজে ভুজে ॥
মাহেশ্বর মৃত প্রায় বৈষ্ণবের বলে।
বিশীর্ণাঙ্গ হয়্যা ভঙ্গ দিল রণস্থলে ॥ ১৭৯৫।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহাদের নিকট হইতে আমি অপরিমেয় সাহায্য ও সমর্থন লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম, এ., পি. এচ. ডি. মহাশয়কে স্মরণ করিতেছি। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত এই কার্য্যে ব্রতী হইবার সুযোগই আমার হইত না। আমি তাঁহার অকৃতী ছাত্র হইলেও যে ভাবে তিনি আমাকে কর্ম্মে সাহায্য ও উৎসাহদান করেন, তাহাতে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করি। তাঁহার নিকট আমার যে অপরিমিত ঋণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহা লঘু করিতে চাহি না। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতে হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কুচবিহার রাজলাইব্রেরী হইতে তিনি এই গ্রন্থের হস্তলিখিত পুথির অনুলিপি আনাইয়া আমাকে এই গ্রন্থ সম্পাদনের সুযোগ দিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে কার্য্য সমাধা হইলে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নাই।

এই গ্রন্থখানি আমি যাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছি, প্রৌঢ়বয়সে পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার নিকট আমি নানাভাবে ঋণী। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সেই ঋণভার লাঘব করিব না। দেশের সেবায় তিনি আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আমি তাঁহার স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে সুযোগ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই অবসরে আমি কুচবিহার

কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ সেন মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাদির এবং পাঠান্তরের জন্য গৃহীত পুথির একটি তালিকা দিয়াছি। যথাস্থানে ইহাদের উল্লেখও করিয়াছি। এখানে উক্ত গ্রন্থাদির গ্রন্থকারগণের নিকট আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের এবং কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির শিবসঙ্কীর্ত্তন পালার সমস্ত পুথি আমি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। এই পুথিগুলি পাঠ করিবার সুযোগ দিয়া উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. মহাশয় ভূমিকার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগের অন্যতম করণিক শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র মহাশয় পাঠান্তর মিলাইবার কার্য্যে আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন। ছাত্রপ্রতিম শ্রীমান্ পীযূষকান্তি মহাপাত্র, এম. এ. মুদ্রণ-সংশোধন কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। উভয়ের নিকট আমি ঋণ-স্বীকার করিতেছি। শ্রীসরস্বতী প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ মাত্র একমাসের মধ্যে এই গ্রন্থের দ্রুত-মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

সর্ব্বশেষে আমার বিনীত নিবেদন, এই গ্রন্থ সম্পাদন করিতে গিয়া যে সব ভ্রম বা ত্রুটি করিয়াছি, তাহা আমার অক্ষমতারই জন্য। সুধী-সজ্জন আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা করি।

১০৪।বি, দেবেন্দ্রচন্দ্র দে রোড্
কলিকাতা-১৫
রথযাত্রা, ১৩৬৪ সাল

শ্রীযোগিলাল হালদার

সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাদির বিবরণ

১। সত্যপীরের কথা—রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য

২। পুথি—Asiatic Society of Bengal.

৩। পুথি—University of Calcutta.

৪। পুথি—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

৫। History of Bengal II—Sir Jadunath Sarkar.

৬। রামেশ্বরের শিবায়ন—বঙ্গবাসী সংস্করণ (সন ১৩১০ সাল)

৭। বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়—৺দীনেশচন্দ্র সেন

৮। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—৺রামগতি ন্যায়রত্ন

৯। রামায়ণ—কৃত্তিবাস

১০। অন্নদা-মঙ্গল—ভারতচন্দ্র

১১। শ্যামা-সঙ্গীত—রামপ্রসাদ সেন

১২। শ্যামা-সঙ্গীত—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৩। An advanced History of India—R. C. Mojumder & H. C. Roy Chowdhury & K. Dutt.

১৪। স্কন্দ পুরাণ—বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৮ সাল

১৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৺দীনেশচন্দ্র সেন

১৬। গোপী-চাঁদের গান—শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

১৭। শূন্য পুরাণ—রামাই পণ্ডিত

১৮। গোরক্ষ-বিজয়—শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল (বিশ্বভারতী সংস্করণ)

১৯। মাণিকচন্দ্র রাজার গান—(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে)

২০। চৈতন্য-ভাগবত—বৃন্দাবন দাস

২১। Descriptive catalogue of Bengali works—III (Calcutta, 1855)—J. Lang.

২২। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১৩৪৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা

২৩। অবলম্বিত পুথি—কুচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারের পুথি

২৪। পাঠান্তরের জন্য গৃহীত পুথি :—

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫০২ নং পুথি

(খ) " " ৫২৮৯ "

শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা

গণেশ্বর-বন্দনা

নমো গণেশায় শিবরামায় নমো
বিঘ্নেশ্বরায় নমঃ ॥
মঙ্গল সম্ভব গান আরম্ভি শম্ভুর গুণ
হেরম্বে হইয়া দণ্ডবৎ।
সিদ্ধিদাতা গণেশ্বর স্মৃতিমাত্র সভাকার
হর বিঘ্ন পূর মনোরথ ॥ ১।
বিধাতা পুরুষ তুমি বিষ্ণুনাভিজন্মভূমি
রজোগুণে করিব বরণ।
গজবক্ত্র গৌরীপুত্র চারিমুখ নাহি মাত্র
সাবিত্রীর শাপের কারণ ॥ ২।
সাবিত্রী শাপিল কেন, আত্মকথা বলি শুন
সৃষ্ট্যারম্ভে ব্রহ্মাণী নিয়মে।
শুভক্ষণ যায় বয়্যা সুরগণের যুক্তি লয়্যা
গোয়ালিনী বসাইল বামে ॥ ৩।
হও কৃপা গোয়ালিনী যুবতী উন্নত স্তনী
বৈস্যাছে ব্রহ্মার কাছে ঠেস্যা।
দেখিয়া দারুণ সভা কোপে কাঁপে বেদমাতা
চারিমুখে স্বরে শাপে আস্যা ॥ ৪।

যেন যুক্তি দিয়া ধর্ম্ম, করাইলে নীচ কর্ম্ম
নীচ পূজ্য হবে তেকারণে।
হরি হবে গোপনাথ খাবে গোয়ালের ভাত
গোধেনু রাখিবে বৃন্দাবনে॥ ৫।
ব্রহ্মারে শাপিল তবে তথা তুমি বিধি লবে
যেন মোরে করিলে হেলন।
অভিশাপ হইল যদি সৃষ্টি আল্যা বৈসে বিধি
ভয়ে ভঙ্গ দিল দেবগণ॥ ৬।
কত দিবসের পরে আশ্বাসিয়া বিধাতারে
হরগৌরী দিলা সৃষ্টিভার।
দেহান্তরে পুত্রভাবে অগ্রেতে অর্চ্চনা পাবে
শুন্যা সুখে কৈল অঙ্গীকার॥ ৭।
প্রভাত কালের ভানু সমান সুন্দর তনু
সুন্দরীর শিল্পতা-সম্ভব।
দেখিতে দেবতা চলে বাদ্যগীত কুতূহলে
মহেশ মন্দিরে মহোৎসব।
সবে উপায়ন দিয়া উমা-পুত্রে দেখে গিয়া
শনি মাত্র নাঞি আইসে ডরে॥ ৮।
খোঁড়া কেন আইসে নাই নিত্য দেবতার ঠাঁঞি
ভগবতী অভিমান করে॥ ৯।
লোক দ্বারা শুন্যা শুন্যা শনি আইল ভয় পাইয়া
সর্ব্বথা না চাএ শিশুপানে।
মহামায়া কুতূহলে শিশু সঁপি তার কোলে
চলে কার্ত্তিকের অন্বেষণে॥ ১০।
পাপগ্রহ দৃষ্টে হেথা উড়ে গণেশের মাথা
শিশু ফেল্যা পলাইল শনি।

দেখি ব্যগ্র শিব-শক্তি দেবগণে করে যুক্তি
জীয়াল্য গজেন্দ্র শির আনি ॥ ১১ ।
ভগবতী বলে ব্যর্থ জীল গজমুখ পুত্র
কে করিবে ইহার অর্চ্চনা ।
সুরগণে যুক্তি করে অগ্রে পূজা গণেশ্বরে
পশ্চাতে অন্যের আরাধনা ॥ ১২ ।
বিনয়ে করিলে যেবা করিবে অন্যের সেবা
কার্য্য সিদ্ধি না হইবে তার ।
মহাবিঘ্ন হর যাগে নির্জীব বর্জিত ভাগে
যক্ষ-রাক্ষসের অধিকার ॥ ১৩ ।
অতএব পরাৎপর অগ্রে পূজা গণেশ্বর
অপূর্ণ কার্য্যের পূর্ণকাম ।
ভস্ম কর্যা ভব-ভয় ভুবন বিজয়ী হয়
যদি লয় গণেশের নাম ॥ ১৪ ।
সর্ব্ব চেষ্টা পরিত্যক্ত জন্মাবধি হরিভক্ত,
প্রধান পুরুষ পুরাতন ।
পরম বৈষ্ণবী মাতা পরম বৈষ্ণব পিতা
আনন্দ উদয় অনুক্ষণ ॥ ১৫ ।
স্তুতিবাক্য যুগ্য কিছু জানি নাহি আমি শিশু
আসরে উরহ নিজগুণে ।
হরগৌরী গুণ-গান অধিষ্ঠাতা হয়্যা শুন
অনুগ্রহ কর্যা ভক্তজনে ॥ ১৬ ।
অজিত সিংহের তাত যশোমন্ত নরনাথ
রাজারামসিংহের নন্দন ।
সিদ্ধি বিদ্যা রাজঋষি তাহার সভায় বসি
রচে রাম গণেশ বন্দন ॥ ১৭ । [১]

জয় গজানন জয় জয় গজানন।
খর্ব্ব বর্ণ সর্ব্বতনু আনন্দ বন্দন ॥ ১৮।
বেদাস্থর পূর্ণ ব্রহ্ম বলেন তোমারে।
পর পূর্ব্ব অন্য সর্ব্ব নির্ব্বাচিতে নারে ॥ ১৯।
নমো হে পার্ব্বতী পুত্র পশুপতি প্রাণ।
হরসুত হরবিঘ্ন কর পরিত্রাণ ॥ ২০।
মহেশ মহিম নরে (?) ঝাপ (?) দিল আমি।
অনুকূল হয়্যা কূল দেখাইবে তুমি ॥ ২১।
নায়ক গায়ক সুখে রাখিবে হে নাথ।
দ্বিজ রামেশ্বর পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত ॥ ২২। [১ক]

শিব-বন্দনা

জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় জগদীশ জগন্ময়
জগদ্বীজ যোগেন্দ্র পুরুষ ॥ ২৩।
দুইটী পায় দণ্ডবৎ হই।
দীনে দিতে পদছায়া দুষ্টেরে করিতে দয়া
দয়ামর নাই তোমা বই ॥ ২৪।
বারাণসে ব্যাধ ছিল ব্যাধবৃত্তে বনে গেল
চন্দ্রচূড় চতুর্দ্দশী দিনে।
ব্যগ্র হয়্যা ব্যাঘ্রভয় বিল্ববৃক্ষে বৈস্যা রয়
তারে তার‍্যা নিলা নিজগুণে ॥ ২৫।
রাক্ষস রাবণ দুষ্ট মুনি মাংস খায়্যা পুষ্ট
শিব সেব্যা সেহ[১] সিদ্ধকাম[১]।
সীতা হরি নেয় ঘরে ক্রোধ করি তবু তারে
অন্তকালে[২] পাওয়াইলে[২] রাম ॥ ২৬।

১—১ সিদ্ধ তার কাম (ক) ২—২ পশ্চাৎ পাবাইলে (ক)

ধূর্জ্জটি করিয়া ধ্যান দশশত বাহু বাণ,
বান্ধ্যা ছিল বাসুদেবের নাতি।
বাসে বস্যা বিষ্ণু পায়্যা বিশিষ্ট বৈষ্ণব হয়্যা
করিলেক কৈলাস বসতি ॥ ২৭।
সমুদ্র মন্থন কালে হলাহলে সব জ্বলে
সুরাসুর দেব[১] কম্পমান।
সেকালে সদয় হয়্যা সুরগণে সুধা দিয়া
আপনে করিলা বিষপান ॥ ২৮।
দাসে দিয়া দিব্য সুখ আপনি ভিক্ষান্নভুক,[২]
কে কহিবে গুণের গরিমা।
সিন্ধু কালি পত্র ক্ষিতি যদি[৩] লিখে সরস্বতী
তবু অন্ত না পায়[৪] মহিমা ॥ ২৯।
বৃকাসুরে বর দিয়া বুলিলে ব্যাকুল হয়্যা
বিষ্ণু আস্যা বাঁচাইল তায়।
যদি হস্ত দিত মাথে দুষ্ট হাতে নষ্ট যাতে
অধমের কি হৈত উপায় ॥ ৩০।
প্রাণপণে অন্য দেবে যদি চিরকাল সেবে
তবে[৫] কদাচিত লভে বর[৫]।
গান বাদ্য বিল্বপাতে ভুলাইয়া ভোলানাথে
নেহাল[৬] হইল কত নর ॥ ৩১।
নিন্দিলে[৭] দুঃখের দশা বন্দিলে বন্দনা খসা[৭]
সেবিলে সুখের নাহি লেখা।

১ সং (ক) ২ ভিখারী (ক) ৩ লৈআ (ক) ৪ হয় (ক)
৫—৫ তবু সিদ্ধ না হ'ল ভৈরব (ক) ৬ নিহাল (ক)
৭—৭ বন্দিলে বন্দনভূষা :
নিন্দিলে দক্ষের দশা (ক)

সেবা ফলে জনে জনে কাম্য[১] দিলে ত্রিভুবনে
অর্জ্জুনে কৃষ্ণের কৈলে সখা ॥ ৩২ ।
শুকদেবে কৈলে রক্ষা নারদেরে দিলে দীক্ষা
হরিভক্তি দিলে বৃত্রাসুরে।
তুমি ত্রিলোকের গুরু জ্ঞানদাতা কল্পতরু
উর প্রভু আমার বাসরে[২] ॥ ৩৩।
রামচন্দ্র মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর[৩]।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর ॥ ৩৪ ।
তস্য সুত যশোমন্ত সিংহ সর্ব্বগুণ যুত
শ্রীযুত অজিত সিংহ তাত।
মেদিনীপুরার পতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ ॥ ৩৫ ।
রাজা রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ, রূপে রাম[৪]
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা[৫] জ্বলন্ত আনল আভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সহ কবি[৬] ॥ ৩৬ ।
দেবপুত্র[৭] নৃপবরে শ্রবণে পাতক হরে—
দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রমে[৮] কর‍্যা ঘর
বিরচিল শিব সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৭ । [২]

১ রাজ্য (ক) ২ আসরে (ক) ৩ নরধীর (ক)
৪ কাম (ক) ৫ শোভা (ক) ৬ সৎকবি (ক)
৭ দেবীপুত্র (ক) ৮ তদাশ্রয়ে (ক)

নারায়ণী-বন্দনা

নমো নমো নারায়ণী সদানন্দ স্বরূপিণী
পদ্মযোনি সহায়িনী শিবা।
তুমি হেতু সবাকার বিরাটের মূল যার
নিমেষেতে[১] সনে[১] রাত্রিদিবা ॥ ৩৮।
প্রকাশিয়া গুণত্রয় কর সৃষ্টি স্থিতিলয়
আরোপিয়া অনন্ত[২] পুরুষে।
সংসারে কৌতুকাগারে শিশু যেন ক্রীড়াকরে
সেবে তুয়া দেবতা মানুষে ॥ ৩৯।
তুমি শালগ্রাম শিলা ভারতে করিলে লীলা
প্রকৃতি পুরুষ নানা ছলে।
মৃণাল[৩] মোহিনী হয়্যা গোকুলে পুংস[৪] পায়্যা
মুরলী বাজাল্যে তরুমূলে ॥ ৪০।
আপনি গোপিনী বেশে বশ হয়্যা কৃষ্ণরসে
রাস কৈলে ব্রহ্মরতিরসে।
বিস্তারিয়া গুণ-কোষ পাল্যে মহা পরিতোষ,
আত্মারাম আপনার সনে[৫] ॥ ৪১।
কেহ বলে রাধাশ্যাম, কেহ বলে সীতারাম,
কেহ বলে শঙ্কর-ভবানী।
ভূতলে ভকত ধন্য যাহার ভজন[৬] জন্য[৬]
এক মূর্ত্তি অনন্তরূপিণী ॥ ৪২।

১—১ নিমেষে প্রমাণে (ক)
২ অনাদ্য (ক)
৩ মথনে
৪ গোবিন্দ (ক)
৫ গুণে (ক)
৬—৬ ভকত পুণ্য (ক)

আগম শাস্ত্রের উক্তি হইল পুরুষ শক্তি
প্রধানতা প্রতিপন্ন[১] স্বরে[১]।
শক্তি সনে হইল জড় পুরুষে প্রভুত্ব বড়
শক্তিহীন চলিতে না পারে ॥ ৪৩।
শক্তিরূপা জগত্রয়[২] জানে যেহি মহাশয়
হরিভক্তি লভে অনায়াসে।
শীঘ্র[৩] যোগ সিদ্ধি কর‍্যা সংসার সাগর তর‍্যা
মুক্ত হৈয়্যা যায় কর্ম্মপাশে ॥ ৪৪।
তুমি না ভাঙ্গিলে ধান্ধা কর্ম্মপাশে থাকে বান্ধা
লোচন থাকিতে সেহ অন্ধ।
অনেক পুণ্যের ফলে তোমাতে ভকতি হৈলে
ভদ্র[৪] দেখে ভাঙ্যা দেহ ধন্দ ॥ ৪৫।
যে কিছু সকল তুমি সকলের জন্মভূমি
পুরুষ প্রকাশ ত্যুয়া গুণে।
অজ্ঞান জানিতে[৫] নারে, তোমা অনাদর করে
অধঃপাতে যাবার কারণে ॥ ৪৬।
জগদেকার্ণব[৬] করি সাঁপে শোয়াইলে হরি
হেমবতী হরিলে চেতন।
বিষ্ণু[৭] কর্ণমলোদ্ভূত[৭] বিধিরে বধিতে ধৃত[৮]
ধায় মধুকৈটভ দুর্জ্জন ॥ ৪৭।

১—১ প্রীত পঞ্চস্বরে (ক)
২ জগন্ময় (ক)
৩ সিদ্ধ (ক)
৪ ভক্তি (ক)
৫ বুঝিতে (ক)
৬ যোগে দিগম্বর (ক)
৭—৭ কর্ণমূলোদ্ভূত (ক)
৮ ভূত (ক)

ভঙ্কিতে আইল উগ্র 		দেখি ব্রহ্মা ভয়ে ব্যগ্র
প্রসুপ্ত দেখিয়া জনার্দ্দনে।
বিষ্ণুনাভি কর্যা স্থিতি 		যোগনিদ্রা ভগবতী[১]
তবে হরি যুঝে তার সনে ॥ ৪৮।
পঞ্চ সহস্র[২] বৎসর 		বাহু যুদ্ধ ঘোরতর
জয় পরাজয় বিবর্জ্জিত।
বিষ্ণুরে করিলে স্নেহ 		অসুরে জন্মালে[৩] মোহ
সাবধানে[৪]. বধিলে ত্বরিতে ॥ ৪৯।
বিধি বিষ্ণু আদি কর্যা 		সঙ্কটে শরীর ধর্যা,
তোমা না তুষিলে কেবা তরে।
তোমার মহিমা হর 		মনোবাক্য অগোচর
হরিভক্তি দেও রামেশ্বরে ॥ ৫০। [৩]

শ্রীচৈতন্য-বন্দনা

বন্দিব চৈতন্য চান্দ সঙ্গীতের গুরু।
কেবল করুণাময় কলি-কল্পতরু ॥ ৫১।
ভুবন তারিতে ভক্তিরূপী[৫] নারায়ণ[৫]।
নবদ্বীপে শচীর উদরে অধিষ্ঠান ॥ ৫২।
শুভক্ষণে গোরাচান্দ পাইয়া প্রকাশ।
অবনীর অজ্ঞান-তিমির কৈল নাশ ॥ ৫৩।
গোকুলে গোবিন্দ যেন বাড়ে দিনে দিনে।
বাল্য-লীলা করে, শিলা গলে[৬] গোরাগুণে ॥ ৫৪।

১ কৈল স্তুতি (ক) 		২ শত (ক) 		৩ করিলে (ক)
৪ বরদানে (ক) 		৫—৫ ভক্তিরূপী ভগবান্ (ক)
৬ তারা (ক)

পুরন্দর মিশ্র পিতা পরম বৈষ্ণব।
সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ শিশুগণ[১] সব ॥ ৫৫।
দ্বাদশ বালক হইল দ্বাদশ গোপাল।
হরিরসে নাচে বাজে খোল করতাল ॥ ৫৬।
নদ্যা হৈল গোকুল গোবিন্দ হৈল গোরা।
নবদ্বীপের নরনারী গোপ গোপী তারা ॥ ৫৭।
ত্রিভঙ্গ গৌরাঙ্গ গদ গদ হল্যা ভাবে।
রয়্যা রয়্যা রাধা রাধা ডাকে উচ্চ রবে ॥ ৫৮।
কিশোর বয়সে হরিনামের[২] লহরী।
কোটী কাম কমনীয় রূপের মাধুরী ॥ ৫৯।
জয়[৩] জয় নরনারী হেরি গোরাচান্দে।
পশুপাখী প্রেম দেখি ফুকারিয়া কান্দে ॥ ৬০।
বরিষে চৈতন্য মেঘে হরিরস ধারা।
প্রেমবন্যা পৃথিবী প্লাবিত কৈল সারা ॥ ৬১।
চাতক চতুর ভক্তি চঞ্চুপুট পুরি।
সাদরে সবাকে ডাকে প্রিয় প্রিয় করি ॥ ৬২।
পরিপূর্ণ হইলা সবে প্রেমামৃত পানে।
পাপী পিপীলিকা কিছু পাইল নাহি কেনে ॥ ৬৩
যখন প্রেমের রস[৪] পূর্ণ হইল সারা।
ছিল পাপ পর্ব্বতে আশ্রয় কর্য়া তারা ॥ ৬৪।
প্রভু চারু[৫] চরিত্রে পবিত্র কর্য়া[৫] লোক।
শেষে হয়্যা সন্ন্যাসী শচীরে দিলে শোক ॥ ৬৫।
নদীয়ার লোক কান্দে গোরাচান্দ বেড়্যা।
রাম বনবাস যেন যান দেশ ছাড়্যা ॥ ৬৬।

১ সমর্পিলা (ক) ২ রসের (ক) ৩ জয় (ক)
৪ বন্যা (ক) ৫—৫ চরিত্রে পবিত্র হৈল (ক)

মিশ্র পুরন্দর কান্দে যেন দশরথ।
কৌশল্যা কান্দেন যেন শচী তেন[১] মত ॥ ৬৭।
কান্দে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হইয়া বিকল।
চলিল চৈতন্য চান্দ ছাড়িয়া সকল ॥ ৬৮।
নিত্যানন্দ ভাই সঙ্গে গোড়াইয়া যান।
রামের লক্ষ্মণ যেন প্রাণের সমান ॥ ৬৯।
তারে তত্ত্ব কহিলেন আলিঙ্গন দিয়া।
সংসার বিস্তার কর ভক্তবৃন্দ লয়্যা ॥ ৭০।
নিতাই নিবৃত্ত হল্য কান্দিতে কান্দিতে।
চলিল চৈতন্য তীর্থ পবিত্র করিতে ॥ ৭১।
পর্য্যটন পৃথিবী করিয়া শেষকালে।
রামেশ্বরে ভক্তি দিয়া গুপ্ত নীলাচলে ॥ ৭২। [8]

সর্ব্বদেবের-বন্দনা

নারায়ণে নমস্কারি নমস্কার নরে।
নরোত্তমে নমস্কার করি তার পরে ॥ ৭৩।
দেবী সরস্বতী প্রতি নতি অতিশয়।
বন্দিব কবীন্দ্র বেদব্যাস পদদ্বয় ॥ ৭৪
গড় কর‍্যা গৌরীর নন্দন গণনাথে।
আদ্যা শক্তি বন্দ আদি পুরুষের সাথে ॥ ৭৫।
মূলাধারে কমলিনী সহস্রারে গুরু।
পরম্পরা পরমপরমেষ্ঠী পদ চারু ॥ ৭৬।
আনন্দে ভৈরব বন্দ ভৈরবীর সাথ।
দেব্য সিদ্ধ মানবোর্দ্ধ পদে প্রণিপাত ॥ ৭৭

১ সেই (ক)

আদি বৃক্ষ বন্দিব পল্লব যার দশ।
একায়ন দ্বিফল ত্রিমূল[১] চারিরস ॥ ৭৮ ।
পঞ্চবিধি ষড়াত্মা[২] শোভন নব লক্ষ[৩]।
অষ্টশাখা উত্তম দ্বিখগ আদি বৃক্ষ ॥ ৭৯ ।
বিশ্ব বীজ বিরাটে বন্দনা বহুতর।
যাহা হৈতে স্থাবর জঙ্গম চরাচর ॥ ৮০ ।
হরিহর হিরণ্যগর্ভেরে হয়্যা নতি।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী বন্দ মহেশী মহতী ॥ ৮১ ।
প্রণতি করিয়া পিতা মাতার চরণ।
প্রণমিব পিতৃলোক প্রজাপতিগণ ॥ ৮২ ।
শৌনকাদি ঋষি[৪] বন্দ বেদ আদি শাস্ত্র।
ইন্দ্র আদি দেব বন্দ বজ্র আদি অস্ত্র ॥ ৮৩ ।
গঙ্গা আদি তীর্থ বন্দ তুলস্যাদি বৃক্ষ।
অনন্তাদি সর্প বন্দ গরুড়াদি পক্ষ ॥ ৮৪ ।
বার তিথি নক্ষত্র করণ যোগ যত।
অহর্নিশি ত্রিসন্ধ্যা কুট্যাদি[৫] সংখ্যা কৃত ॥ ৮৫
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির পায় নতি।
সর্ব্ব যুগ সদা দেহ শ্যামচান্দে মতি ॥ ৮৬ ।
অষ্টবসু নবগ্রহ দশ দিকে সুর।
একাদশ রুদ্র বন্দ দ্বাদশ ভাস্কর ॥ ৮৭ ।
ষোড়শ মাতৃকা ষড়ানন ষষ্ঠী দেবী।
মনসা দেবীরে দণ্ডবৎ হয়্যা সেবি ॥ ৮৮ ।
ত্রিদশ তেত্রিশ কোটি বন্দ একেবারে।
দশদিকে দশ দেব বন্দ তারপরে ॥ ৮৯

১ ত্রিশূল (ক) ২ ষড়আত্মা (ক) ৩ অক্ষ (ক)
৪ মুনি (ক) ৫ তুট্যাদি (ক)

এক ব্রহ্ম কার্য্য হেতু হৈলে নানা মত।
বিবরিয়া বন্দনা করিব কত কত ॥ ৯০ ।
পূর্ব্বভাগে প্রণমিব ইন্দ্রের চরণ।
অগ্নিকোণে অগ্নি বন্দ দক্ষিণে শমন ॥ ৯১ ।
নৈঋ্ঁতে নৈঋ্ঁত বন্দ পশ্চিমে জলেশ।
বায়ুত্তরে বায়ু বন্দ ঈশানে মহেশ ॥ ৯২ ।
ঊর্দ্ধে ব্রহ্মা অধো অনন্ত কূর্ম্মের উপর।
বজ্র আদি অস্ত্র বন্দ[১] দিগদিগন্তর[১] ॥ ৯৩।
অসিতাঙ্গ আদি অষ্ট ভৈরবের পায়।
অষ্টাঙ্গে লোটায়্যে বন্দ অষ্ট মাতৃকায় ॥ ৯৪ ।
অষ্টাদশ মহাবিদ্যা বন্দ বারেবার।
বন্দ চতুর্বিংশতি বিষ্ণুর অবতার ॥ ৯৫ ।
স্বয়ং ভগবান বন্দ কৃষ্ণ পরাৎপর।
যাহার কটাক্ষে কোটী বিধি পুরন্দর ॥ ৯৬।
গোপ-গোপী-গোপাল-গোকুল গোবর্দ্ধন।
বন্দ নন্দ যশোদা আর বৃন্দাবন ॥ ৯৭ ।
দ্বারকায় দৈবকী নন্দনে দণ্ডবৎ।
সীমন্তিনী ষোড়শ সহস্র একমত ॥ ৯৮ ।
অযোধ্যায় জানকী লক্ষ্মণ রঘুনাথ।
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দ ভক্তবৃন্দ সাথ ॥ ৯৯ ।
ভদ্রদাতা বলভদ্র সুভদ্রার সাথে।
নীলাচলে লোটায়্যা বন্দিব লোকনাথে ॥ ১০০ ।
সিন্ধুতটে বন্দ সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
বারাণসে গিরিশ গয়াএ গদাধর ॥ ১০১ ।

১—১ বিন্দ বন্দ তারপরে

বন্দিব বদরীনাথ বদরিকাশ্রমে।
মাধব[১] বন্দিব মহোদধির[১] সঙ্গমে॥ ১০২
কামরূপী কামাখ্যা বন্দিব যোড় করে।
উড়িয়ানে উমা যোগেশ্বরী জলন্ধরে॥ ১০৩।
পূর্ণ শৈলে বন্দ অন্নপূর্ণার চরণ।
বৈদ্যনাথ আদিসিদ্ধ সাধ্য পীঠগণ॥ ১০৪।
দণ্ডেশ্বরী মহামায়া বন্দ বস্তুপুরে।
রাজরাজেশ্বরী দশভুজা যার[২] ঘরে[২]॥ ১০৫।
বটুক যোগিনী ক্ষেত্রপাল সর্ব্বভূত।
ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বন্দ দণ্ডী অবধূত॥ ১০৬।
চৈতন্য চান্দের বন্দ চরণকমল।
নিত্যানন্দ আদি বন্দ বৈষ্ণব সকল॥ ১০৭।
ত্রিভুবনে যেখানে যে আছে দেবদেবা।
সংক্ষেপে সবার পায় শত শত সেবা॥ ১০৮।
বন্দিব গন্ধর্ব্ব সর্ব্ব গায়েনের[৩] পায়।
গীত বাদ্য সে রাগরাগিণী সমুদায়॥ ১০৯।
দৈত্যদানা প্রেতভূত পিশাচ প্রমথ।
ডাকিন্যাদি সকলে আমার দণ্ডবত॥ ১১০।
ইষ্টপদাম্বুজে কর্য্যা আত্ম সমর্পণ।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে গীতে দেহমন॥ ১১১। [৫]

ইতি সর্ব্ব দেববন্দনা সমাপ্ত।

১—১ সঙ্কেত মাধব বন্দ সাগর
২—২ রাজপুরে (ক)
৩ গায়কের (ক)

তৎপর গীতের আরম্ভ

গ্রন্থের-সূচনা

জয় শিব ব্রহ্ম সনাতন।
শিব গোবিন্দের অঙ্গ শক্তি সনে সদা সঙ্গ
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব জীবন॥ ১১২।
অভেদ যে[1] তিন দেবে তেমত[2] যগুপি[2] সেবে
তবে ভবার্ণবে হবে পার।
আর যত ভাব কালী উর্দ্ধ হস্তে আমি বলি
অন্যথা[3] নিস্তার নাই তার॥ ১১৩।
অতএব শুদ্ধ ভাবে শ্রদ্ধা কর্য্যা[4] শুন সবে
শিবের মহিমা অদ্ভুত।
যে কথা নৈমিষারণ্যে দীর্ঘ শাস্ত্র দীর্ঘ পুণ্যে
শৌনকাত্তে শুনাইল সূত॥ ১১৪।
আর বৃদ্ধ পরম্পরা যে কিছু বল্লেন তারা
তাহার করিয়া সারোদ্ধার।
গাইব সঙ্গীত রসে সীমানা থাকিব তোষে
অনায়াসে তরিব সংসার॥ ১১৫।
আশুতোষ উমাপতি অর্চ্চনা করিয়া যদি[5]
অষ্টাহ মঙ্গল কেহ শুনে।
সেজন জীবনমুক্ত সর্ব্বপাপপরিত্যক্ত
সর্ব্বাভিষ্ট সিদ্ধি অল্প দিনে॥ ১১৬।
হরি ভক্তি সিদ্ধি হয় নাহি থাকে কোন[6] ভয়
পরিচয় নানা উপাখ্যান।

১ এ (ক) ২—২ এক মনে যদি (ক) ৩ সর্ব্বথা (ক)
৪ করি (ক) ৫ তথি (ক) ৬ যম (ক)

আরাধিয়া গৌরীহর রামেশ্বর মাগে বর
যশোমন্ত সিংহের কল্যাণ ॥ ১১৭ । [১]

স্থতের-প্রতি প্রশ্ন

একদিন মুনিগণ পরহিত আশে।
ধ্যান গোষ্ঠ করিলেন স্থরম্য নৈমিষে ॥
সেই স্থানে কুতূহলে হরিগুণ গায়্যা।
ব্যাস শিষ্য স্থত আল্য শিষ্যবৃন্দ লয়্যা ॥ ১১৮।
সর্ব্বার্থ পারগ স্থতে দেখ্যে তপোধন।
শৌনকাদি সর্ব্বে উচ্চা করিলা বন্দন ॥ ১১৯।
তেনিহ[১] তা সভারে হইলা দণ্ডবত।
কুতূহল সকল পরম ভাগবত ॥ ১২০।
সম্মান করিয়া স্থতে সর্ব্ব ঋষিগণ।
মধ্যে মহাবৃদ্ধকে দিলেন বরাসন ॥ ১২১।
সর্ব্ব শিষ্যগণ যুত স্থপবিত্র[২] স্থতে।
সবিনয় শ্লোক[৩] জিজ্ঞাসেন জোড় হাতে ॥ ১২২।
মহামুনি আপনি সকল স্থগোচর।
কলিকালে কি করি[৪] কৃতার্থ হবে নর ॥ ১২৩।
কলিতে কলুষ যত যত দুরাচার।
হরিভক্তি কেমনে উপায় হবে তার ॥ ১২৪।
বেদবিদ্যা বিহীন বিশেষ নাহি জ্ঞান।
নির্ধন কলিতে যেন অন্নগত প্রাণ ॥ ১২৫।
নানা পীড়া পৃথিবীতে[৫] মৃত্যু অল্পকালে।
স্থকৃতি প্রয়াস সাধ্য সর্ব্ব শাস্ত্র বলে ॥ ১২৬।

১ তিনি (ক) ২ স্থপবিষ্ট (ক) ৩ সনকাদি (ক)
৪ করিয়া (ক) ৫ পীড়িত (ক)

পুণ্য[১] হল্যে শূন্য কল্যে[১] পাপ হল্যে পুণ্য।
দুরাশয় সকল প্রলয় হয় তূর্ণ॥ ১২৭।
অল্পশ্রমে অল্পধনে অল্পদিনে যথা।
মহা মহা পুণ্য লভে কহে হেন কথা॥ ১২৮।
পাপ পুণ্য যে করে যাহার উপদেশে।
ফলভাগী সে তাহার সর্ব্বলোকে[২] ঘোষে॥ ১২৯।
পুণ্যবাদী পাপহীন সরল হৃদয়[৩]।
কেশব সেসব জন জানিবে নিশ্চয়॥ ১৩০।
জ্ঞান পায়্যা পরে যে না করে বিতরণ।
জ্ঞানরূপী হরি তারে প্রসন্ন না হন॥ ১৩১।
জ্ঞানরত্ন রত্নদিয়া যত্ন কর্য্যা পরে।
জ্ঞানরূপ[৪] ধরি হরি পরিত্রাণ করে॥ ১৩২।
তুমি মুনি শ্রেষ্ঠ ব্যাস শিষ্য বেদবিৎ।
তোমার সাক্ষাতে কি বলিব পরহিত॥ ১৩৩।
শুনিয়া শৌনক মুখে সূত তপোধন।
সাধুবাদ কর্য্যা তারে কল্যা আলিঙ্গন॥ ১৩৪।
তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য।
লোকহিত অভিলাষী অতএব ধন্য॥ ১৩৫।
বলি শুন সূত যাতে তরিব সংসার।
বিশেষতঃ বৈষ্ণব জনার উপকার॥ ১৩৬।
যেমন জিজ্ঞাসা মোরে করিলা আপনে।
এমনি যেমনি জিজ্ঞাসিল দ্বৈপায়নে॥ ১৩৭।
সত্যবতীসুত গুরু সর্ব্ব ধর্ম্মময়।
কি করিলে কলির মানুষে মুক্ত হয়॥ ১৩৮।

১—১ পুণ্যকে শূন্য কৈল (ক)
২ শাস্ত্রে (ক) ৩ সদয় (ক) ৪ নর (ক)

স্থত বলে শৌনকাদি শুন সাবধানে।
রামেশ্বরে বলে হর-পার্ব্বতী চরণে ॥ ১৩৯ । [২]

স্থতের উত্তর দান

জয়মুনির[১] কথা শুনি তুষ্ট হল্যা[১] ব্যাস।
আরম্ভে মঙ্গল[২] কথা যাতে পাপ[৩] নাশ ॥ ১৪০ ।
শুনহে জয়-মুনি[৪] মুনিশ্রেষ্ঠ তপোধন।
ধন্য তুমি ধরণীতে ধর্ম্মে তব মন ॥ ১৪১ ।
সৎকথা শ্রবণে মতি হয় যার ২।
তেহো তেহো স্বয়ং বিষ্ণুভাবে[৫] নমস্কার॥ ১৪২ ।
সৎকথা শ্রবণ হৈতে হয় হরে[৬] ভক্তি।
হরিভক্তি হৈলে জ্ঞান জ্ঞান হৈলে মুক্তি ॥ ১৪৩ ।
বিষ্ণুকথা শ্রবণে অরুচি হয় যার।
তারে সৃষ্টি কর্য়া বিধি করে ক্ষিতিভার ॥ ১৪৪ ।
বিষ্ণুকথা শ্রবণে বৈষ্ণব হন হৃষ্ট।
তারে মিথ্যা যে বলে সে প্রধান পাপিষ্ঠ ॥ ১৪৫ ।
যে দিন কৃষ্ণের কথা কিছুই না শুনি।
সেদিন দুর্দ্দিন সত্য জানিবে জয়-মুনি[৭] ॥ ১৪৬ ।
যেখানে কৃষ্ণের কথা হয় উপস্থিত।
সেখানে গোবিন্দ দেববৃন্দের সহিত ॥ ১৪৭ ।
অচ্যুত উদার কথা উপস্থিত হল্যে।
গঙ্গাযমুনাদি তীর্থ সেই[৮] স্থলে মিলে[৮] ॥ ১৪৮ ।

১—১ জৈমিনি কথা শুন্যা হৈলা হৃষ্ট (ক)
২ অপূর্ব্ব (ক)
৩ আন্ত (ক)
৪ জৈমিনি (ক)
৫ তারে (ক)
৬ হরি (ক)
৭ জৈমিনি (ক)
৮—৮ হয় সেই স্থলে (ক)

ইহাতে যে বিঘ্ন করে অন্য কথা কয়।
কোটী ব্রহ্মহত্যার পাতক তার হয় ॥ ১৪৯।
অতএব সাবধানে শুন দ্বিজোত্তম[১]।
সুরসাল সৎকথা[২] প্রসঙ্গ[২] উত্তম ॥ ১৫০।
কতবার সংসার সংহার হয়্যা গেছে।
একমাত্র[৩] সনাতন সর্ব্বকালে আছে ॥ ১৫১।
সংসার কৌতুকাগার করিবার তরে।
একমাত্র অরূপ[৪] অশেষ রূপ ধরে ॥ ১৫২।
সূক্ষ্ম হতে স্থূল কিন্তু মায়া মূল[৫] তার।
আচ্ছাদিয়া অজ্ঞান বিজ্ঞান অন্ধকার ॥ ১৫৩।
অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি আত্মা নাহি জানে।
ঘরে হিয়া কর‍্যা খুজ্যা মরে বনে বনে ॥ ১৫৪।
চুম্বক দেহের আত্মা দেহ সহকার।
অন্ধে কি দেখিতে পায় কণ্ঠে রত্নহার ॥ ১৫৫।
বিজ্ঞান প্রদীপ দীপ্ত না হয় যাবৎ।
জন্ম মৃত্যু দুঃখ[৬] তার[৬] না ঘুচে তাবৎ ॥ ১৫৬।
ব্রহ্মারে বলি বিষ্ণু বৈষ্ণব তাকর।
ভগবৎ ভক্ত হইয়া[৭] ভবসিন্ধু তর ॥ ১৫৭।
অতএব হরিভক্তি তরিবার মূল।
হরিনামে কেবল কলিতে অনুকূল ॥ ১৫৮
তারপর করে যদি ক্রিয়া যোগসার।
ত্রিভুবনে[৮] তাহার তুলনা নাহি আর ॥ ১৫৯।

১ হে উত্তম (ক) ২—২ যত কথা শুনিতে (ক)
৩ এক ব্রহ্মা (ক) ৪ অপরূপ (ক) ৫ রূপ (ক)
৬—৬ সুখ দুঃখ (ক) ৭ কর‍্যা (ক) ৮ কলিকালে (ক)

পুরাণ শ্রবণ বিনা কিছুই না হয়।
পুণ্যদাতা পুরাণ পরমানন্দময় ॥ ১৬০।
মূল হইতে বলি শুন পুরাণের সার।
মধুকৈটভের মাংসে পৃথিবী[১] সঞ্চার ॥ ১৬১।
প্রলয়ের কালে রসাতল গেল মহী।
বরাহ উদ্ধার করে ধরে কূর্ম্ম অহি ॥ ১৬২।
কল্পভেদে এমন হইয়াছে কতবার।
আদি সৃষ্টি সুধাবৃষ্টি শুন সারোদ্ধার ॥ ১৬৩।
মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৬৪। [৩]

সৃষ্টি-কালের দেবতা

সৃষ্টির প্রথম কালে মহাবিষ্ণু মহাজলে
ভাসিয়া কৌতুক হইল মনে।
সুশিক্ষার অভিলাষে সৃজন পালন আশে
তিন মূর্ত্তি হইলা আপনে ॥ ১৬৫।
রজোগুণে সৃষ্টি কর্ম্মা দক্ষিণাঙ্গে হইল ব্রহ্মা
বামাঙ্গে বাহির হইলা হরি।
যত-গুণে হৈল তবে[২] সকল পালক[৩] ভাবে[৩]
শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী ॥ ১৬৬।
মহারুদ্র মধ্যভাগে সংহারের ভার লাগে
তমোগুণে মহাতেজময়।
পুরুষের জন্ম জান্যা আদ্যাশক্তি সুখমান্যা
তেনিহ হইলেন মূর্ত্তিত্রয় ॥ ১৬৭।

১ মহীর (ক) ২ তার (ক) ৩—৩ আপন ভার (ক)

ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবা তিনে তিন পাল্য শোভা
এক ব্রহ্মা কার্য্য হেতু তিন।
ইহাতে যে ভেদ করে ভাল নাঞি বাসি তারে
বৃথা মরে সে জ্ঞানহীন॥ ১৬৮।
যে কিছু সকল ভগবান।
তিন কার্য্য তিন জনে রাখিয়া কৌতুক মনে
সেহিখানে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥ ১৬৯।
প্রভু আজ্ঞা পায়্যা বিধি সৃজিল পৃথিবী আদি
মহাযোগে মহাপঞ্চভূত।
দ্বিজ রামেশ্বর কন সৃষ্টি করে ত্রিভুবন
শৌনকাদি শুনে[১] কৈলে[১] সূত॥ ১৭০। [8]

স্বষ্টি বিবরণ

দ্বিপদী

ভুজন সৃজন করিল বিধি।
সপ্ত স্বর্গ কৈল ভূলোক আদি॥ ১৭১।
পাতাল সকল সৃজিল হেলে।
অতল বিতল সুতল তলে॥ ১৭২।
তল তলাতল সে রসাতল।
সপ্ত পাতাল হেটেতে জল॥ ১৭৩।
কমঠ উপরে করিয়া ভর।
ধরিল ধরণী ধরণীধর॥ ১৭৪।
মহীর মাঝারে মোহন তনু।
সৃজন করল তরল সাণু॥ ১৭৫।

১—১ সনে শুনে (ক)

জাম্বুন তুর্জ্জন জম্বুর দ্বীপে।
অমর নগর ভাম্বুর[১] রূপে ॥ ১৭৬।
অমর ভূধর করিল কত।
চমর মন্দর কন্দর যত ॥ ১৭৭।
হেলে তপোবন সৃজিল বিধি।
বিবিধ বিবুধ বিবিধ নদী ॥ ১৭৮ ॥
সপ্তদ্বীপে সপ্তসাগর বেড়া।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ সকল বাড়া ॥ ১৭৯।
সেসব সাগর দ্বীপের নাম।
পুরাণ প্রমাণ রচেন রাম ॥ ১৮০। [৫]

পৃথিবীর উৎপত্তি

জম্বুর দ্বিগুণ দ্বীপ প্লক্ষদ্বীপ হয়।
প্লক্ষের দ্বিগুণ দ্বীপ শাল্মলী[২] কয় ॥ ১৮১।
শাল্মলী[৩] দ্বিগুণ দ্বীপ[৪] হয়[৪] পরিসর।
কুশের দ্বিগুণ ক্রোঞ্চদ্বীপ মনোহর ॥ ১৮২।
ক্রোঞ্চের দ্বিগুণ শাকদ্বীপ মহাস্থান[৫]।
শাকের দ্বিগুণ দ্বীপ পুষ্কর আখ্যান ॥ ১৮৩।
এহি সপ্তদ্বীপ সর্ব্বভোগ সমন্বিত।
নানা রসায়ন সব নানা গুণযুত ॥ ১৮৪।
হিমাদ্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে।
সমস্ত ভারতবর্ষ বলেন ইহারে ॥ ১৮৫।

১ ভাস্কর (ক)
২ সাম্বুলোকে (ক)
৩ সাম্বুর (ক)
৪—৪ কুশদ্বীপ (ক)
৫ দিব্যস্থান (ক)

আর যত ভোগভূমি কর্ম্মভূমি এই।
শুভাশুভ কর্ম্মের প্রচুর ফল দেই ॥ ১৮৬।
ভাগ্যফলে ভূতলে মনুষ্য জন্ম হয়।
ধন্য তারা করে যারা ধর্ম্মের সঞ্চয় ॥ ১৮৭।
সেসব কেশবোপম ধর্ম্মে যার মতি।
কর্ম্মভূমে কুকর্ম্ম করিলে অধোগতি ॥ ১৮৮।
অতএব ধর্ম্ম কর ধর‍্যা নর দেহ।
কর্ম্মভূমে কুকর্ম্ম করিও নহে কেহ ॥ ১৮৯।
সপ্তদ্বীপ সুবেষ্টিত সাগর সকল।
লবণেক্ষু সুধা সর্পী দধিদুগ্ধজল ॥ ১৯০।
যোগেন্দ্র পুরুষ ব্রহ্মা যোগে দিয়া দৃষ্টি।
স্থাবর[১] জঙ্গম[১] চরাচর কৈল সৃষ্টি ॥ ১৯১।
দেবতা মানুষ আদি পশুপক্ষী কর‍্যা।
সকল সৃজিল বিধি সপ্তদ্বীপ ভর‍্যা ॥ ১৯২।
দক্ষ আদি প্রজাপতি হৈল দিবারাতি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি ॥ ১৯৩।
ব্রাহ্মণ বদনে হৈল ক্ষত্রিয় বাহুস্থলে।
বৈশ্য হৈল উরুদেশে শূদ্র[২] পদতলে ॥ ১৯৪।
অষ্ট[৩] দিব্য দুহিতা দক্ষের হৈল ঘরে।
ধব হৈল ধর্ম্মাদি[৪] ধারণ কৈল তারে ॥ ১৯৫।
সতী নামে সুতা শিবে দিতে অতঃপর।
দক্ষ-যজ্ঞ ভঙ্গ রঙ্গ রচে রামেশ্বর ॥ ১৯৬।
* পালা হৈল পূর্ণ আশীর্ব্বাদ অতঃপর।
শ্রীযুত অজিত সিংহে রক্ষ মহেশ্বর ॥ ১৯৭।

১—১ সাগর সঙ্গম (ক) ২ নর (ক) ৩ দৃষ্ট (ক) ৪ ব্রহ্মাদি (ক)
*(ক) পুথিতে পরবর্ত্তী ছয় পংক্তি নাই।

রাজারাণী রাজকার্য্য রাজ্যের সহিত।
কল্যাণে রাখিবে দিবে যার যে বাঞ্ছিত ॥ ১৯৮।
নায়ক গায়ক সুখে রাখুন শঙ্কর।
হরের পিরীতে হরি বল সর্ব্বনর ॥ ১৯৯। [৬]

অত্রাদি পালা সমাপ্ত।

॥ দ্বিতীয় পালা আরম্ভ ॥

দক্ষের যজ্ঞকথা

ব্রহ্মপুত্র ভৃগু সত্র[১] মার‍্যা[১] হৈল স্থির।
[২]রাজসূয়ে রাজে[২] যেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥ ২০০।
সভা কর‍্যা বসিল সকল সুরগণ।
দেবসভা দেখিতে দক্ষের আগমন ॥ ২০১।
প্রজাপতি প্রচণ্ড সূর্য্যের সম তেজা।
শিব বিনে সবাই সম্ভ্রমে কৈল পূজা ॥ ২০২।
দক্ষের দারুণ দুঃখ দাক্ষায়ণী[৩] নাথে[৩]।
দিতে গালি দেবগণ শুধাইল তাথে ॥ ২০৩।
সজ্জন সভায় হেদে সজ্জন সভায়।
মহতের মান ভঙ্গ মরণের প্রায় ॥ ২০৪।
নিকৃষ্টের কন্যা হৈলে প্রকৃষ্টে প্রদান।
সেহ করে সভাস্থলে শ্বশুরের[৪] মান[৪] ॥ ২০৫।
কুলে শীলে রূপেগুণে দক্ষ কিসে খাঁটি।
যে তুমি জামাতা হৈয়্যা সম্ভ্রমে না উঠি ॥ ২০৬।

১—১ সুত না (ক) ২—২ রাজপুত্র সাজে (ক)
৩—৩ দেখ্যা আদি নাথে (ক) (?) ৪—৪ শ্বশুরে প্রণাম (ক)

জাতধর্ম্ম যজে লোক জামাতার[১] মূল[১]।
জায়ার জনক জনকের সমতুল ॥ ২০৭।
তবে কেন ত্রিলোচন তারে নাঞি নতি।
বিবুধের বিবরণ বলে পশুপতি ॥ ২০৮।
নারায়ণ বিনে যারে নমস্কার করি।
অল্পায়ু সে হয় পাছে অতএব ডরি ॥ ২০৯।
শিবের সংবাদ শুন্যা সুরগণে হাসে।
দুঃখী হৈয়া গেল দক্ষ আপনার বাসে ॥ ২১০।
সুধর্ম্ম সভায় যেন পায়্যা অপমান।
সম্বোধনে সুখ নাঞি শুখাইয়া যান ॥ ২১১।
তেমতি দক্ষের দশা হৈল উপস্থিত।
দুঃখানলে দেহ জ্বলে দেখি বিপরীত ॥ ২১২।
বিশ্বনাথে বেটী দিয়া বলে কদুত্তর।
নিবারিতে নারদ আসিল তার ঘর ॥ ২১৩।
দেবঋষি দক্ষে দুটী ভাগ্যে[২] হৈল দেখা।
পরস্পর প্রেম প্রমোদের নাহি লেখা ॥ ২১৪।
বসিলেন বটে বড় ব্যথিতের সনে।
মলিন হয়্যাছে বড় সুখ নাহি মনে ॥ ২১৫।
মানভঙ্গ মনস্তাপ মৈলে নাই মিটে।
নারদের নিকটে নিশ্বাস ছাড়্যা উঠে ॥ ২১৬।
দক্ষের দেখিয়া দুঃখ দেবঋষি কয়।
কি কারণে মনস্তাপ কর মহাশয় ॥ ২১৭।
ছিলে সব দেব সভা দেখ্যাছ তপোধন।
মরণ অধিক দুঃখ মস্তক খণ্ডন[৩] ॥ ২১৮।

১—১ জায়া তা'র মূল (ক) ২ ভায়ে (ক) ৩ মুণ্ডন (ক)

আপনেহি অন্তর্য্যামী আমি কব কি।
ভঙ্গ হইল মান ভূতনাথে দিয়া ঝি॥ ২১৯।
নারদে বলেন তার প্রতিকার কর।
মন্দধীর মত মিছা মনস্তাপে মর॥ ২২০।
যে যেমন করে তাকে করিতে[১] উচিত।
তুমি যজ্ঞ কর তেনি বস্যা গান গীত॥ ২২১॥
শিব না পূজিলে যদি অন্য পূজা নাই।
সকল শিবের[২] বিধি বিধাতার ঠাঞি॥ ২২২।
আপনি বিধাতা তুমি[৩] বিধাতার বেটা।
আমন্ত্রণ কর্য়া আন যত[৪] দেবের[৪] ঘটা॥ ২২৩।
তুমি না পূজিলে তবে গেল ফুলজল।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে তবেই মঙ্গল॥ ২২৪। [৭]

শিব-নারদ সংবাদ

এই উপদেশ দিয়া গেল দেবঋষি।
মুনির মন্ত্রণা দক্ষ মনে বড় খুশী॥ ২২৫।
যতনে করিল যথাযোগ্য যজ্ঞশালা।
মণ্ডিত করিয়া মণি মুকুতার মালা॥ ২২৬।
প্রজাপতি পরিপূর্ণ কর্য়া আয়োজন।
দেব-দেব বিনা দেবে দিলা নিমন্ত্রণ॥ ২২৭।
ব্রহ্মঋষি দেবঋষি রাজঋষি যত।
আনিল অসংখ্য তার নাম নিব কত॥ ২২৮।
দৈবাত দক্ষের ঘরে ঘটা হইল বড়।
ইন্দ্র চন্দ্র বৃন্দারক বৃন্দ হৈল জড়॥ ২২৯।

১ তেমন (ক) ২ নিষেধ (ক)
৩ তাহে (ক) ৪—৪ অমরের (ক)

দক্ষের আদেশে আল্যা লক্ষ লক্ষ মুনি।
আকাশে উঠিল বিলক্ষণ বেদধ্বনি॥ ২৩০।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
গায়ন গন্ধর্ব্ব সর্ব্ব কিন্নর কিন্নরী॥ ২৩১।
দক্ষ ঘরে ভারে ভারে লইয়া যৌতুক।
যতেক জামাতা আইল করিয়া কৌতুক॥ ২৩২
বিধি বিষ্ণু শিব বিনা সবে উপস্থিত।
যজনে বসিলা দক্ষ লয়্যা পুরোহিত॥ ২৩৩।
বলে স্বস্তি বাচন বসিয়া বরাসনে।
কৈলাসে নারদ তথা কহে ত্রিলোচনে॥ ২৩৪।
শ্বশুরের ঘরে যজ্ঞে যাও নাই মামা।
বিশ্বনাথ বলে বাপু বলে নাই আমা॥ ২৩৫।
কি বল কি বল বল্যা কর্ণে দিল হাত।
বৃথা যজ্ঞ করে বল্যা বলিল নির্ঘাত॥ ২৩৬।
মূলে মার্য্যা কুঠার পল্লবে ঢালে জল।
শিবের কি ক্ষতি ক্ষতি দক্ষের কেবল॥ ২৩৭।
কিন্তু অন্য কন্যারা আস্যাছে বাপ ঘর।
দাক্ষায়ণী গেলে দেখা হৈত পরস্পর॥ ২৩৮।
সাধ কর্য্যা সীমন্তিনী পর্য্যা পাটখান।
উৎসবের[১] উৎসাহ হয়্যা বাপ ঘরে যান॥ ২৩৯
কথনীয় কয় কত প্রীত হয় তাতে।
দিন দুই দেখাশুনা নায়রের সাথে॥ ২৪০।
দারুণ দক্ষের দেহে দয়া নাই পারা।
এমত দুহিতা স্নেহ দূর করে কারা॥ ২৪১।

১ উৎসবে (ক)

সতীকে শুনায়্যা কথা[১] সব কথা বল্যা।
দেবঋষি দক্ষযজ্ঞ দরশনে আইলা ॥ ২৪২ ।
দক্ষের দুহিতা দ্বারের পাশে রয়্যা।
শুনিলেন সব কথা সাবধান হইয়া[২] ॥ ২৪৩ ।
যাব[৩] জনকের যাগে যুক্তি কর্য্যা মনে।
ধরণী লোটায়্যা ধরে ধূর্জ্জটি চরণে ॥ ২৪৪ ।
গদ গদ স্বরে বলে[৪] করে কাকুর্ব্বাদ।
পূর্ণ[৫] কর পশুপতি পুর-স্ত্রীর[৫] সাধ ॥ ২৪৫ ।
* চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
* ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ২৪৬ । [৮]

দক্ষযজ্ঞে সতীর গমন-মানস

পড়িয়া প্রভুর পায় পতিব্রতা গড়ি যায়,
বিদায় মাগেন প্রাণনাথে।
যাইব জনকালয়, কৃপা কর দয়াময়,
পদধূলি গুলি লই মাথে ॥ ২৪৭ ।
গুরু-পিতা-নৃপস্থানে যাবে[৬] বিনা আবাহনে[৬]
তেঞি যাব জনকের যাগে।
বাবাকে বিস্তর কয়্যা পূজাব তোমারে (?)[৭]
যজ্ঞভাগ দেয়াইব আগে ॥ ২৪৮ ।
নতুবা করিব ভঙ্গ পাপিজাত[৮] পাপঅঙ্গ
জনমি শৈলের ভবনে।

১ শিব (ক) ২ হয়্যা (ক) ৩ যাত্যে (ক)
৪ হরে (ক) ৫—৫ রামেশ্বর বলে হর পুর মম (ক)
* (ক) পুথিতে নাই।
৬—৬ যাত্যে পারি অনাহ্বানে(ক) ৭ লয়্যা(ক) ৮ পাপ (ক)

তপস্যা করিব তথি পশুপতি হবে পতি
দরশন দিবে তপোবনে ॥ ২৪৯ ।
ইন্দ্র আদি যত প্রাজ্ঞ দেখি শিবহীন যজ্ঞ
দক্ষের চিন্তিয়া অকল্যাণ ।
আহা মোর বাপ ঘরে অনাদর মহেশ্বরে
পাপিনী রাখ্যাছি কেন প্রাণ ॥ ২৫০ ।
করিয়া দুষ্কর কর্ম্ম স্থাপন করিব ধর্ম্ম
মর্ম্মকথা কহিলেন সব ।
সতীর সংবাদ শুনি সমাকুল শূলপাণি
রহিলেন হইয়া নীরব ॥ ২৫১ ।
দেখিয়া সাধ্বীর ভাব ভাবিলেন ভূতনাথ
কেবল[১] কৈলাস[১] অন্ধকার ।
সম্ভ্রমে সতীরে তুলি নিষেধ করেন শূলী
বিনয় করিয়া বারম্বার ॥ ২৫২ ।
অনাদরে না যাও নাইয়রে ।
গেলে পাবে পরিতাপ সভায় তোমার বাপ
অপভাষা বলিবে আমারে ॥ ২৫৩ ।
সহিতে নারিবে তুমি বিপরীত দেখি আমি
শিবের করিবে সর্ব্বনাশ ।
দয়া কর্যা রামেশ্বরে তুমি বস্যা থাক ঘরে
শোভা কর্যা শিবের কৈলাস ॥ ২৫৪ । [৯]

দক্ষযজ্ঞে সতীর গমন

পশুপতি অনুমতি সতী নাহি পায়্যা ।
চলিলা পিতার প্রতি কোপবতী হয়্যা ॥ ২৫৫ ।

১—১ কৈলাস হইবে (ক)

যেন কেহ কার প্রাণ লয়্যা যায় কাড়্যা।
চলিলেন চন্দ্রমুখী চন্দ্রচূড় ছাড়্যা ॥ ২৫৬।
প্রদক্ষিণ প্রণিপাত হয়ে প্রাণনাথে।
বেগবতী যান সতী কেহ নাই সাথে ॥ ২৫৭।
ব্যগ্র হৈয়া উগ্র আর অগ্রে নাই কিছু।
নফর নন্দীরে নাথ পাঠাইলা পিছু ॥ ২৫৮।
এমনি একত্র হৈয়্যা নন্দীর সহিত।
মনস্বিনী মায়ের সাক্ষাতে[১] উপস্থিত ॥ ২৫৯।
পাকশালে প্রসূতি পুরুট-পীঠে বস্যা।
প্রাণতুল্য প্রিয় ছালী[২] প্রণমিল আস্যা ॥ ২৬০
অন্য কন্যা সকল বেড়্যাছে[৩] সভে[৪] মায়।
সম্ভ্রমে সম্ভাষ সবে করিলেন তায় ॥ ২৬১।
সতীকে না দেখিয়া সভার ছিল দুঃখ।
সভে জীল সতীর দেখিয়া চান্দমুখ[৫] ॥ ২৬২।
আস্যা বৈলা আশ্বাসি আশিস কৈল সবে।
জিজ্ঞাসিল মঙ্গল মধুর মুখরবে[৬] ॥ ২৬৩।
গলা ধর্য়া কান্দ্যা চান্দমুখে চুমু খায়্যা।
জীল যেন জননী জীবনদান পাইয়া ॥ ২৬৪।
অনিবারা প্রেমধারা পরিপ্লুতা সতী।
জানিল জননী ভাল জনক দুর্ম্মতি ॥ ২৬৫।
মাসী-পিসী-খুড়ী-জ্যেঠী দেখিয়া সভায়।
মান কর্য়া কন পরে অভাগিনী মায় ॥ ২৬৬।

---

১ মন্দিরে (ক)
২ ছাল্যা (ক)
৩ বস্যাছে (ক)
৪ লয়্যা (ক)
৫ শশী (ক)
৬ মধু (ক)

যতেক বান্ধব আইল জনকের যাগ।
সতী সুতা কেন পিতা কৈল পরিত্যাগ॥ ২৬৭।
যজ্ঞেশ্বর জামাতাকে যজ্ঞে নাহি আন্যা।
বৃথা যজ্ঞ করে পিতা কার কথা শুন্যা॥ ২৬৮।
বলিব বাবার কাছে মনে আছে যত।
জননী বিদায় দেহ জনমের মত॥ ২৬৯।
সকল সংসার লয়্যা সুখে কর ঘর।
মনে কর সতী সুতা মৈল অতঃপর॥ ২৭০।
জননী এমনি তবে শুন্যা সতীমুখে।
শোকাজ্ঞান হৈলা যেন শেল মাল্য বুকে॥ ২৭১।
মাসী-পিসী-জ্যেঠী-খুড়ী যত যত মায়্যা।
গলা ধর্যা কান্দে চান্দমুখে চুমু খায়্যা॥ ২৭২।
প্রণতি করিয়া সতী সভাকারে কন।
হাসিয়া বিদায় দেহ কান্দ কি কারণ॥ ২৭৩।
আশিস্ করিও মনে রাখিও সভাই।
প্রতি জন্মে পশুপতি পতি যেন পাই॥ ২৭৪।
ইহা বল্যা সভাকারে করিয়া বন্দন।
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর গমন॥ ২৭৫।
সত্বরে সুন্দরী গিয়া নন্দীর সহিত।
যজ্ঞশালে দক্ষের সাক্ষাতে উপস্থিত॥ ২৭৬।
সুরসভা দেখিয়া যে সুসম্ভ্রমে রয়।
বাপকে বন্দনা কর্যা বসিলা[১] নির্ভয়[২]॥ ২৭৭।
ক্রোধোত্তরে[৩] দক্ষ তারে করে আশীর্ব্বাদ।
ক্ষিপ্তপতি শুদ্ধমতি হউক অচিরাৎ॥ ২৭৮।

১ বলিলা (ক) ২ সভায় (ক) ৩ ক্রোধভরে (ক)

আশীর্ব্বাদে বিষাদ ভাবিয়া কন সতী।
বিশ্বনাথে বাবার বিরূপ কেন মতি ॥ ২৭৯।
জ্ঞান-সিন্ধু শিবকে অজ্ঞান বলে ক্ষেপা।
মোহে মত্ত হইয়া তত্ত্ব ভুল্যা গেলা বাপা ॥ ২৮০।
যজ্ঞেশ্বর জামাতাকে যজ্ঞে আনে নাই।
বৃথা যজ্ঞ কর কেন বেদ-মান নাই ॥ ২৮১।
দক্ষের হইল দুঃখ দুহিতার বোলে।
দেবদেবে দেই দোষ[১] দ্বিগুণ উথলে ॥ ২৮২।
পূর্ব্ব দুঃখ পড়ে মনে পাসরিতে নারে।
সতীকে শুনায়্যা সদাশিবে নিন্দা করে ॥ ২৮৩।
অমঙ্গল সকল লক্ষণ তার শুন।
মহাদেব নাম কিন্তু মহাপ্রেত যেন ॥ ২৮৪।
ভূত-প্রেত-প্রমথ-অসুর[২] লয়্যা সঙ্গ।
শ্মশানে শবের পারা সদাই উলঙ্গ ॥ ২৮৫।
ভুজঙ্গভূষণ অঙ্গ চিতাভস্ম গায়।
দেব মাঝে সে কি সাজে দেখ্যা ডর পায় ॥ ২৮৬।
অস্থূলের পুত্র বেটা নির্ম্মূলের নাতি।
তিন কুল খায়্যা মড়া চিরে দিবা রাতি ॥ ২৮৭।
বিধির ঘটনে বিষ খায়্যা নাই মৈল।
সতীর কপালে পতি[৩] পাপমতি ছিল ॥ ২৮৮।
বেদপথ ছাড়ি তার মত স্বতন্তর।
এই মত আর কত কব[৪] দুরোত্তর[৫] ॥ ২৮৯।
শিব নিন্দা শুন্যা সভে কর্ণে দিল হাত।
সতীর অন্তরে শেল বাজিল নির্ঘাত ॥ ২৯০।

১ গালি ২ অসৎ (ক) ৩ সেই (ক)
৪ বলে (ক) ৫ কদুত্তর (ক)

বাপকে বিনয় বাক্য বলিলেন তবু।
ভোলানাথে ভুল্যা কথা কথ্য[১] নাই কবু[২] ॥ ২৯১।
শুদ্ধসত্ত্ব সদাশিব সকলের সার।
বিধি বিষ্ণু পুরন্দর পূজা করে যার ॥ ২৯২।
জ্ঞানদাতা গঙ্গাধর নির্ব্বাণের গুরু।
বিশ্ববীজ বিশ্বনাথ বাঞ্ছাকল্পতরু ॥ ২৯৩।
আত্মারাম সূক্ষ্মধাম সদানন্দময়।
আর সব দেবে[৩] তানে[৩] মহাদেব কয় ॥ ২৯৪।
অশ্বমেধ যজ্ঞ যেন যজ্ঞের প্রধান।
ত্রিভুবনে তীর্থ নাই গঙ্গার সমান ॥ ২৯৫।
সমুদ্র যেমন সব সরিতের সার।
সেই মত শিবাধিক শৈব নাহি আর ॥ ২৯৬।
জন্ম জরা জিনিল যোগেন্দ্র মহাশয়।
অপূর্ণ কামের পূর্ণ কাম পদদ্বয় ॥ ২৯৭।
মহোদধি মসী[৪] যদি মহী হয় পত্র।
সুরতরু লেখনী সারদা কর‍্যা যোত্র ॥ ২৯৮।
সর্ব্বকাল লেখে বাদ করে নাই কভু।
শিবের মহিমা সীমা হয় নাই তবু ॥ ২৯৯।
এমনি শিবের নিন্দা করিলে যে হয়।
নন্দী[৫] বল আমার বলিতে বিধি নয় ॥ ৩০০।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৩০১। [১০]

১ কয়্য (ক) ২ বাপু (ক)
৩—৩ দেবতারা (ক) ৪ মহী (ক) ৫ মন্দ (ক)

পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ

শিবের সেবক নন্দী জানে[১] নানা[২] সন্ধি।
ব্যাখ্যা কর‍্যা বলিল বেদান্তবেদ আদি ॥ ৩০২ ।
কল্পকল্পান্তরে কথা পুরাণের মত।
দক্ষ লক্ষ্য কর‍্যা কহে শুনে সভাসদ ॥ ৩০৩ ।
পূর্ব্বে শচী সহিতে সেবিত শিবে শক্র।
বৃন্দারক বৃন্দ তাতে হইলেন বক্র ॥ ৩০৪ ।
বলে ইনি দেবরাণী তুমি দেবরাজ।
দিগম্বর দেখে মায়্যা ভাল নহে কাজ ॥ ৩০৫ ।
বৃষধ্বজে বৈলা বস্ত্র পরাত্যে যে পার।
তবে যাইয়া শচী লইয়া শিব সেবা কর ॥ ৩০৬ ।
জায়া ছাড়্যা যাবা যে জঞ্জাল দেবরাজ।
কাপড় পরিতে বা করেন কোন লাজ ॥ ৩০৭ ।
গৌণ হয়্যা গেল নাই গীর্ব্বাণের ভূপ।
জানিয়া যোগেন্দ্র কোপে হৈলা লিঙ্গরূপ ॥ ৩০৮ ।
বিনাশিতে বিশ্ব আর বিবুধের পুর।
খিঙ্গ হয়্যা লিঙ্গ বড় বাড়ে দূর দূর ॥ ৩০৯ ।
আইল আইল শব্দ হইল অধঃ ঊর্দ্ধ আড়ে।
দিনে দিনে দ্বাদশ যোজন কর‍্যা বাড়ে ॥ ৩১০ ।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন।
অধঃ কাঁপে অনন্ত উপরে সুরগণ ॥ ৩১১ ।
ত্রিভুবনে শব্দ হৈল পালা পালা পালা।
দেবনারী দেখ্যা বলে আই মা কি জ্বালা ॥ ৩১২ ।

১ সর্ব্ব (ক) ২ শাস্ত্রে (ক)

ভয় করি সুরনারী পলাইয়া যায়।
ঠেকিল ঠাকুর গিয়া সভাকার গায় ॥ ৩১৩ ।
লোকালোক পর্ব্বত পৃথিবী প্রান্তভাগে।
পলাইতে পথ নাহি পরিত্রাণ মাগে ॥ ৩১৪ ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড ফাড়্যা হয় একাকার।
ডরে কন[১] দেবগণ রাখ এইবার ॥ ৩১৫ ।
চক্ষে যেনা দেখে যে কানে নাহি শুনে।
বিবুধের বাদ হৈল বিষমের [২] সনে ॥ ৩১৬ ।
নিবারিতে নারিয়া নির্জ্জর পাল্য ডর।
পার্ব্বতীকে[৩] নতি করে[৩] রাখ অতঃপর ॥ ৩১৭ ।
কাত্যায়নী বলে কেন কর হেন কাজ।
শচী দেখে শিশ্ন তাতে তোমাদের লাজ ॥ ৩১৮ ।
লিঙ্গ হয়্যা লিঙ্গের লঘুতা কেন কর।
জ্ঞান নাই যে[৪] মজা[৪] কানে পড়্যা মর ॥ ৩১৯ ।
সত্য কৈল সুরগণ শঙ্করীর ঠাঁঞি।
লিঙ্গ পূজা না হৈলে অন্যপূজা নাই ॥ ৩২০ ।
যোনিরূপে জগন্মাতা লিঙ্গেরে[৫] ভেতরে[৫] ।
[যজে] অজে[৬](?) যব প্রমাণ নির্ভয় হৈয়া তরে[৬] ॥ ৩২১ ।
জয় দিয়া যত্ন কর‍্যা পূজে সুরবধূ।
কেহ ঢালে ঘৃত-দধি কেহ ঢালে মধু ॥ ৩২২ ।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে নাচে সুরগণ।
সেহি কালে কহিল সকল নিরূপণ ॥ ৩২৩ ।

১ কাঁপে (ক) ২ বিশ্বনাথ (ক)
৩—৩ পার্ব্বতীর পায় পড়ে (ক)
৪—৪ যেমন যা (ক) ৫—৫ লিঙ্গে তবে বেড়ে (ক)
৬—৬ যবে যব যোজন প্রমাণ হৈয়া বাড়ে (ক)

লিঙ্গরূপে মহেশ্বর চরাচর গুরু।
অগতির গতি অতি বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥ ৩২৪ ।
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সভার সেব্য শিব।
বিশেষতঃ বন্দিবেন বৈষ্ণবের জীব ॥ ৩২৫ ।
হরিহর হৈমবতী তিন তনু এক।
ভক্ত জনার্থ মূর্ত্তি কল্পনা অনেক ॥ ৩২৬।
গঙ্গাধরে নিন্দা করে গোবিন্দের দাস।
পরধর্ম্ম কোথা তার পূর্ব্বধর্ম্ম নাশ ॥ ৩২৭।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য না পূজিয়া হরে।
চণ্ডালতা পায় যদি অন্য পূজা করে ॥ ৩২৮।
রুদ্র না পূজিলে শূদ্র শূকরের প্রায়।
সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত অধোগতি যায় ॥ ৩২৯।
যে পাপিষ্ঠ দেশে লিঙ্গ পূজা নাহি হয়।
বিষ্ঠাগর্ত্ত সে দেশ দেবের গম্য নয় ॥ ৩৩০ ।
তবে কেন বিপরীত দক্ষের[১] সভায়।
দেবতা লবেন পূজা দিন লাগ্যাছে প্রায় ॥ ৩৩১
অনিন্দ্যের[২] নিন্দা[২] আনন্দ কর্যা শুনে।
তপ্ত-তৈল যম ঢাল্যা দেয় তার কানে ॥ ৩৩২ ।
দেবতা হৈয়া শিব নিন্দা শুন সভে।
দণ্ড[৩] ভয় দুঃখ পায়্যা দেশ ত্যাগী হবে ॥ ৩৩৩ ।
শিবনিন্দা করে আরে এত বড় বুক।
পাগল দক্ষের হবে ছাগলের মুখ ॥ ৩৩৪ ।
এতেক শুনিয়া সতী করে অনুতাপ।
হায় হায় হেন পাপী হৈল কেন বাপ ॥ ৩৩৫ ।

১ দেবের (ক) ২—২ লিঙ্গের নিন্দাকে যে (ক) ৩ দৈত্য (ক)

পাপ হৈতে জন্ম নিনু জান্যা পাপভাগ।
যোগাসনে যোগিনী জীবন কৈল ত্যাগ ॥ ৩৩৬।
হাহাকার চমৎকার ত্রিভুবনময়।
রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত ভূমিকম্প হয় ॥ ৩৩৭।
মার মার শব্দ কর‍্যা মহাকাল ছুটে।
রামেশ্বর বলে দক্ষ পড়িল সঙ্কটে ॥ ৩৩৮। [১১]

দক্ষ সৈন্যের সহিত নন্দীর যুদ্ধ

দেখিয়া সতীর নাশ রুষিল শিবের দাস
মহাকাল মাতাইল যজ্ঞ।
কে যুঝিবে তার সনে প্রলয় ভাবিয়া মনে
দেবগণ উঠ্যা দিল ভঙ্গ ॥ ৩৩৯।
ঘন ডাকে মার মার ত্রিভুবন চমৎকার[১]
একেলা আকুল প্রজাপতি।
উঠিল নিশ্বাস ছাড়্যা অভিচার মন্ত্র পড়্যা
যজ্ঞকুণ্ডে দিলেন আহুতি ॥ ৩৪০।
উঠে সেনা লক্ষ লক্ষ দক্ষের হইয়া পক্ষ
নন্দীর সহিতে করে রণ।
মহাকোলাহল কর‍্যা আকর্ণ পূর্ণিত[২] কর‍্যা[৩]
চতুর্দ্দিকে বাণ বরিষণ ॥ ৩৪১।
সুমেরু পর্ব্বতে[৪] যেন জলধর বরিষেণ
নন্দীর উপরে করে[৫] শর।
কেহ মারে শেল টাঙ্গী ডাবুষ পট্টিশ সাঙ্গী
পরশু কুঠার তোমর ॥ ৩৪২।

১ অন্ধকার (ক) ২ সন্ধান (ক) ৩ পুর‍্যা (ক)
৪ শিখরে (ক) ৫ খর (ক)

শিব শূলে মহাকাল কাট্যা ফেলে অস্ত্রজাল
লাফ দিয়া উঠে শূন্য পথে।
নির্ভয়ে মারিয়া লাথি চূর্ণ করে রথরথী
অশ্বগজ প্রতি শতে শতে ॥ ৩৪৩।
মহাবীর মহাকোপে বড় বড় রথ লোফে
কুঞ্জর দেখিয়া করে গ্রাস।
ভৈরব শিবের ভক্ত ঘাড় ভাঙ্গ্যা খায় রক্ত
দেখিয়া দক্ষের হৈল ত্রাস ॥ ৩৪৪।
সৃষ্টি করি মহামনা পুনঃ পুনঃ সৃজে সেনা
পুনঃ[১] পুনঃ যত[১] হত হয়।
মন্ত্র বলে চলে তূর্ণ পৃথিবী হৈল পূর্ণ
অশ্বগজ রথ রথীময়[২] ॥ ৩৪৫।
অসুর নিশ্বাস বাড়ে সকল পর্ব্বত পড়ে
ভরে ক্ষিতি করে টলমল।
চৌদিকে অসুর সাজে বিজয় দুন্দুভি বাজে
উথলিল সমুদ্রের জল ॥ ৩৪৬।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঘন ঘন উল্কাপাত
ঝঞ্ঝাবাত[৩] রক্ত বরিষণ।
তাহাতে নন্দীর কোপ ত্রিভুবন হৈল লোপ
চতুর্দ্দিকে শুনি[৪] ঝনঝন[৪] ॥ ৩৪৭।
প্রলয় ভাবিয়া মনে আসিয়া নন্দীর কানে
নারদ কহিয়া দিল পিছু।
অভিচারে অভিচার শিব বিনে[৫] প্রতিকার
তোমা হতে হবে নাই কিছু ॥ ৩৪৮।

১—১ যত যত রণে (ক) ২ পশুময় (ক) ৩ ঝন্ ঝন্ (ক)
৪—৪ শুনিয়ে গর্জ্জন (ক) ৫ নিন্দা (ক)

মহাকাল মহামতি বুঝিয়া কার্য্যের গতি
শরে[১] জ্বর জ্বর হৈয়া[২] অঙ্গ।
শিবে দণ্ডবৎ হৈয়া সতীর শরীর লৈয়া
মহাবীর রণে দিল ভঙ্গ ॥ ৩৪৯।
শিবের সাক্ষাতে গিয়া সতীর শরীর দিয়া
শুনাল্য সকল বিবরণ।
কোপে জটা ছিঁড়ে রুদ্র তাতে জন্মে[৩] বীরভদ্র
দক্ষ যজ্ঞ নাশের কারণ ॥ ৩৫০।
দাণ্ডাইল শূল ধরি যেমন ভাঙ্গর গিরি
ডাকে যেন প্রলয়ের মেঘ।
রুদ্র বীর্য্য-সমুদ্ভব রুদ্রের লক্ষণ সব
রুষ্ট রক্ত-চক্ষু বায়ুবেগ ॥ ৩৫১।
কেবল সংহার মূর্ত্তি কহে আমি তব ভৃতি
কি করিব কহনা ত্বরিত।
দিল অনুমতি হর দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ কর
ধৃত[৪]-তুষ্ট-সেনার সহিত ॥ ৩৫২।
গড় কর্য়া গিরিনাথে গিয়া শিব সেনা সাথে
গর্জ্জিল দক্ষের যজ্ঞশালে।
দ্বিজ রামেশ্বর কয় দক্ষের হইল ভয়
দিল আজ্ঞা চতুরঙ্গ দলে ॥ ৩৫৩। [১২]

দক্ষ সৈন্যের সহিত বীরভদ্রের যুদ্ধ

যুঝে দক্ষ নিজ পক্ষ চতুরঙ্গ সেনা।
হয়-হস্তি-রথ-রথী ধৃত[৫] বীরবানা ॥ ৩৫৪

১ শোকে (ক) ২ হৈলা (ক) ৩ উঠে (ক)
৪ ভূত (ক) ৫ যত (ক)

ক্ষুরধার তরোয়ার[১] শেল-শূল-টাঙ্গী।
ডাবুষ-পট্টিশ-খড়্গা খট্টাঙ্গ[২] যে টাঙ্গী[২] ॥ ৩৫৫।
সবলোক ভাবে শোক সুরনাথ কম্পে।
মহাঘোর[৩] বীরবর মহানাদ[৩] দম্পে ॥ ৩৫৬।
বাজে শঙ্খ সুররঙ্গ ভোরঙ্গ ভেরী[৪]।
রণশিঙ্গা সানিরঙ্ক রণকিনী তুরী ॥ ৩৫৭।
ঢাক-ঢোল-দামা-খোল করতাল কাড়া।
সুমৃদঙ্গ মুখচঙ্গ জগঝম্প পড়া[৫] ॥ ৩৫৮।
বীণা আদি যত বাদ্য কত বাদ্য বাজে।
কৃত নৃত্য ধৃত বান হান হান গাজে ॥ ৩৫৯।
রণভুক্ অভিমুখ দুই ঠাট বাড়ে।
দ্বিজরাম নিজ কাম হরিভক্তি বাড়ে ॥ ৩৬০। [১৩]

দক্ষসৈন্য ধ্বংস

দক্ষ পক্ষ বিপক্ষ দেখিয়া দড়বড়।
দুই দলে সমর লাগিল কড়মড় ॥ ৩৬১।
বীরভদ্র সহিত সকল বীর[৬]-সেনা।
কোটি কোটি ভূত-প্রেত কোটি কোটি দানা ॥ ৩৬২।
দাপদুপ করে কোনখানে নাহি কেহ।
কোনখানে আকাশ পাতাল মুড়্যা দেহ ॥ ৩৬৩।
আগুদলে যুঝে বীরভদ্র মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করিছে টলমল ॥ ৩৬৪।

১ সে তোমর (ক)
২—২ অষ্টাঙ্গ সেরাঙ্গী(ক)
৩—৩ সার্দ্ধসহ বৃতদেহ ছুটে বীর (ক)
৪ সে ভেরী (ক)
৫ জোড়া (ক)
৬ শিব (ক)

দুন্দুভি বাজনা বাজে নাচে বীরমণি।
চতুর্দ্দিকে ভুড় ভুড় দূর দূর শুনি ॥ ৩৬৫।
মহাশব্দ[১] হইল মার মার হান হান[১]।
কাট কাট কর‍্যা কোটি কোটি ছাড়ে বাণ ॥ ৩৬৬।
কেহ[২] মারে শেল শূল কুঠার তোমর।
ডাবুষ পট্টিশ টাঙ্গি ছত্রিশ আতর ॥ ৩৬৭।
আকর্ণ সন্ধান পুর‍্যা বৃষ্টি করে শর।
আচ্ছাদিল আকাশ পুরিল দিগন্তর ॥ ৩৬৮।
ঠনাঠন্[৩] ঝনাঝন্[৩] চতুর্দ্দিকময়।
দুইদলে কাটাকাটি রক্তে নদী বয় ॥ ৩৬৯।
অষ্ট কুলাচল কাঁপে দশ দিক্‌পাল।
চক্রাবর্ত্তে ফিরে মহী সঞ্চারিল কাল ॥ ৩৭০।
লেকাচোখা ছিল দুই ভোকা সেনাপতি।
রথের সহিত ধর‍্যা গিলিলেক রথী ॥ ৩৭১।
ধব ধব করিয়া ধাইল ধূলামড়া।
চপ[৪] চপ চাবিয়া খাইছে[৪] হাতী ঘোড়া ॥ ৩৭২।
বেতাল বিক্রম করে মারে মালসাট।
মুখে ফেল্যা মাতঙ্গ চাবায় কট্‌কট্ ॥ ৩৭৩।
প্রমথ্য[৫] গোমুখ সব হয়্যা সমবায়[৫]।
খাদা[৬] খাদা পদাতিকে খেন্ত্যা[৬] খেন্ত্যা খায় ॥ ৩৭৪।

১—১ মার মার শব্দ হৈল মার মার হান (ক) ২ ক্রোধে (ক)
৩—৩ চঞ্চল ঝঞ্চনা শুনি (ক)
৪—৪ চপ চপ চিবাইয়া চলে (ক)
৫—৫ প্রথমে গোমুখ সে প্রলয় সমুদায় (ক)
৬—৬ ঘোড়া পদাতিক সব খেদি খেদি (ক)

কিচি কিচি করে দানা সূচিপারা মুখ।
আঁঠু পাত্যা রক্ত খায় বিদারিয়া বুক ॥ ৩৭৫ ।
কুলাপারা মুখ[১] তার[১] মূলাপারা দাঁত।
হাতী ঘোড়া ধর্‍্যা চিরে বাহির করে আঁত ॥ ৩৭৬
সিংহ ব্যাঘ্র মেষ মূষা মার্জ্জারের মত।
মুখপাতি মহারথী গিলে শত শত ॥ ৩৭৭ ।
ভুজে ভুজে কেহ যুঝে কেহ পায় পায়।
গলাগলি কর্‍্যা কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৭৮ ।
ধাম ধূম কেহ করে মারে ভাল মতে।
কেহ কারে ধর্‍্যা লইয়া যায় শূন্য পথে ॥ ৩৭৯ । *
একহস্ত গেছে কেহ আছে এক পায়।
সকুণ্ডল মুণ্ড কার গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৮০ ।
চাপানের[২] চাপনে[২] বারাল্য কার আঁত।
চড়ে চক্ষু কর্ণ উড়ে পড়ে কার দাঁত ॥ ৩৮১ ।
অশ্বগজ রথপতি পরস্পর লড়্যা।
একের উপর আর ঢেরি[৩] গেল পড়্যা ॥ ৩৮২ ।
রুদ্র অবতার বীরভদ্র মহাবল।
সমরে সংহার করে চতুরঙ্গদল ॥ ৩৮৩ ।
দক্ষসেনা হৈল যেন তৃণ দারুময়।
ভস্ম রাশি কৈল বীরভদ্র ধনঞ্জয় ॥ ৩৮৪ ॥
অভিচার সংহার করিয়া যথোচিত।
দড়বড় দক্ষের সাক্ষাতে উপস্থিত ॥ ৩৮৫ ।

১—১ নখ কার (ক) ২—২ চাপড়ের চাপটে (ক)
৩ সব (ক)
* এই লাইন ও পরবর্ত্তী তিন লাইন (ক) পুঁথিতে নাই

চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৩৮৬। [১৪]

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস

থর থর কাঁপে দক্ষ রক্ষ রক্ষ কয়।
গরুড় দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ভয় ॥ ৩৮৭।
বীরভদ্র বলে বেটা বড় অব্রাহ্মণ।
নিরঞ্জন নিন্দা কর এখন কেমন ॥ ৩৮৮।
দুষ্কৃতি দেখিয়া সে দুহিতা গেল[১] তোর।
শুখাল্য সতীর শোকে সদাশিব মোর ॥ ৩৮৯।
এই[২] কয়্যা সেই কোপে দেই পাকনাড়া[২]।
উত্তরীয় বসনে বান্ধিল পিছ মোড়া ॥ ৩৯০।
বধে নাই ব্রাহ্মণ করিয়া[৩] করে ডর।
অভিশাপ নন্দীর ভরিল তারপর ॥ ৩৯১।
সংসারে দেখাতে শিব নিন্দুকের ফল।
কাটিয়া দক্ষের মাথা হাসে খল খল ॥ ৩৯২।
ফেলাইয়া পাবকে প্রস্রাব কৈল তায়।
মূত্র ভর্য্যা যজ্ঞকুণ্ড উছলিয়া যায় ॥ ৩৯৩।
শুনায়্যা সকল লোকে সাবধান করে।
শিবহীন যজ্ঞ হইলে এহি ফল ধরে ॥ ৩৯৪।
গোসা কর্য্যা হোতাকে স্রুবের মাল্য বাড়ি।
চড়ায়্যা উড়াল্য দাঁত উপাড়িল দাড়ি ॥ ৩৯৫।
সদস্যেরে বান্ধ্যা মারে করে বাড় বাড়।
আহা আহা উহু উহু মরি মরি ছাড় ॥ ৩৯৬।

১ মৈল (ক)
২—২ কথা এই বল্যা কোপে দেই বাহু (ক) ৩ বলিয়া(ক)

কেহ ডরে স্তব করে শুন্যা বীর হাসে।
মলয়জ মাখিল মনের অভিলাষে ॥ ৩৯৭ ।
গলা ভর্য্যা পর্য্যা মালা গাএতে[১] চন্দন।
সংহারিল যে ছিল যজ্ঞের আয়োজন ॥ ৩৯৮ ।
শিবলোক লাগাইয়া লুটাল্য ভাণ্ডার।
ঘর[২] দ্বার ভাঙ্গাইয়া[২] কৈল চুরমার ॥ ৩৯৯ ।
দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ কর্য্যা শঙ্করের দাস।
সেনাগণ সঙ্গে রঙ্গে চলিলা কৈলাস ॥ ৪০০ ।
নানাবিধ[৩] বাদ্য বাজে সুমঙ্গল[৩] ধ্বনি।
ঢাক ঢোল কাঁসর দগড় বীণা বেণী ॥ ৪০১ ।
বীরভদ্র বিশ্বনাথে করিয়া বন্দন।
করপুটে সকল কহিল বিবরণ ॥ ৪০২ ।
শুন্যা সুখে শিব তাকে দিলা আলিঙ্গন।
নানা ধনে সেনাগণে কৈলা বিসর্জ্জন ॥ ৪০৩ ।
আপনে সতীর শোকে হইলা বিকল।
শঙ্কর বৈরাগ্যে যান ছাড়িয়া সকল ॥ ৪০৪ ।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৪০৫ । [১৫]

দক্ষের ছাগ-মুণ্ড ধারণ

পড়িয়া রহিল পুরী রূপার কৈলাস।
শূন্য হইল শিবলোক সকল নৈরাশ ॥ ৪০৬ ।
সতীর শরীর শিব বান্ধিয়া গলায়।
সতী জাগ সতী জাগ ডাকে উচ্চরায় ॥ ৪০৭ ।

১ গাময় (ক) ২—২ ভাঙ্গিয়া ভাণ্ডার ঘর (ক)
৩—৩ বিবিধ বাদ্যের শব্দ বাজনার (ক)

বনিতা বিরহে বিশ্বনাথ দিগম্বর।
বাউলের মত বুল্যা বুলে নিরন্তর ॥ ৪০৮।
দেখে নাই চক্ষে কিছু শুনে নাই কানে।
বলে নাই বাক্য কিছু সতী সতী বিনে ॥ ৪০৯।
ভূতনাথ শয়ন ভক্ষণ কর‍্যা ত্যাগ।
সদাই সতীরে স্মরে করে অনুরাগ ॥ ৪১০।
সেই বপু বয়্যা বিভু ভ্রমিল ভারত।
অঙ্গভঙ্গ হয়্যা হৈল পীঠ পঞ্চশত ॥ ৪১১।
সরে মাস পড়ে হাড় ছাড়ে নাই শূলী।
মালা গাথ্যা গলায় পরিল হাড়গুলি ॥ ৪১২।
চিতাভস্ম গায় মাখ্যা করিল সন্ন্যাস।
সতীর স্মরণে কৈল শ্মশানে নিবাস ॥ ৪১৩।
অচল হইয়া ভাবে অচল-নন্দিনী।
দক্ষ হেতু দেবগণ সেবে শূলপাণি ॥ ৪১৪।
আশুতোষ পরিতোষ হয়্যা দিল বর।
ছাগমুণ্ড হয়্যা দক্ষে রক্ষ অতঃপর ॥ ৪১৫।
সুরগণ শুন্যা কন তাতে নাই কাজ।
প্রজাপতি ছাগমুণ্ড ইহা বড় লাজ ॥ ৪১৬।
ঈশ্বর বলেন ইহা না হইলে নয়।
সেবক শাপিল সে কি অন্যমত হয় ॥ ৪১৭।
যে মুখের কথায় সতীর গেল দেহ।
সে মুখ দেখিতে সাধ কর‍্য নাই কেহ ॥ ৪১৮।
ঈশ্বরাজ্ঞা ভারি হইল কৈল সেহিরূপ।
জীল দক্ষ কর্ম্মদোষে হইল ছাগমুখ ॥ ৪১৯।
ত্রিলোচন তপস্যায় রহিলেন এথা।
অতঃপর শুন পার্ব্বতীর জন্মকথা ॥ ৪২০।

রামেশ্বর রচিল রসিক রসোদয়।
হর প্রীতে হরি বল হৌক পাপক্ষয়॥ ৪২১। [১৬]

দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত॥

তৃতীয়পালা আরম্ভ

হিমালয়ে গৌরীর জন্মলাভ

উত্তরে করিয়া স্থিতি আছেন নগাধিপতি
হিমালয় দেবতা প্রচণ্ড।
পয়োনিধি পূর্ব্বাপরে পৃথক করিয়া তারে
পৃথিবীর যেন মানদণ্ড॥ ৪২২।
সুমেরু থাকিতে উচ্চ তাহারে করিয়া বৎস
পৃথু কৈল পৃথিবী দোহন।
সর্ব্ব শৈল হৈয়া জড় ব্যাপার করিল বড়
হৈল রত্ন মহৌষধিগণ॥ ৪২৩।
অনন্ত রত্নের প্রভু কোন দোষ নাই কভু
সবে মাত্র হিমের আলয়।
এক দোষ গুণরাশি নাশে নাই যেন শশী
শশে ভাসে শোভা সমুচ্চয়॥ ৪২৪।
দক্ষে বাম হৈতে ধাতা যার যাগে জগন্মাতা
শৈব দেখ্যা জন্মিলেন শিবা।
তার ভাগ্য ত্রিভুবনে তুলনা কাহার সনে
কহিব তাহার যশ কিবা॥ ৪২৫।
মেনকা তাহার জায়া সুমতি সুন্দর কায়া
তপস্যা তাহার কব কি।
যাহার জঠরে সর্ব্বে সে ধনী যাহার গর্ভে
জগতজননী হৈল ঝি॥ ৪২৬।

শুভক্ষণে সেই ধন্যা পরম সুন্দরী কন্যা
গিরিরাজ গৃহে অবতার।
সুরনর-নাগলোক ঘুচিল সবার শোক
ত্রিভুবন জয় জয়কার ॥ ৪২৭।
আনন্দ ছুন্দুভি বাজে স্বর্গবিদ্যাধর নাচে
পুণ্যগন্ধ বহেন পবন।
অবতীর্ণ গিরিসুতা অবনি মঙ্গলদাতা
ইন্দ্র কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ ৪২৮।
দেখিয়া কন্যার মূর্ত্তি হিমালয় কৃতকীর্ত্তি
আপনে জানিয়া করে দান।
লোচনে প্রেমের ধারা কহে কেহ মোর পারা
ত্রিভুবনে নাহি ভাগ্যবান ॥ ৪২৯।
লইয়া বান্ধব জনে বাদ্যগীত কোলাহলে
করিল কৌলিক মহোৎসব।
শ্রবণে কলুষ হরে কর্ণের কৌশল করে
দ্বিজ রামেশ্বর মুখরব ॥ ৪৩০। [১৭]

গৌরীর বাল্য-খেলা

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শশধর।
বসন্তেরে শোভা করে যেন জোৎস্নান্তর ॥ ৪৩১।
পর্ব্বত পুণ্যাহ পাইয়া পাঁচ মাস কালে।
কর্ণভেদ কন্যার করিল কুতূহলে ॥ ৪৩২।
পুষ্যায় পরমানন্দে পরিপাটি করি।
সাতমাসে শিশুকে ওদন দিল গিরি ॥ ৪৩৩।
গৌরী নাম রাখিল গিরীন্দ্র গুণবান।
গুণকর্ম্ম ভেদে হৈল অনন্ত আখ্যান ॥ ৪৩৪।

কিশোরী কালেতে কত কান্তি কলেবর।
উপমা করিতে কিছু নাহি চরাচর ॥ ৪৩৫।
যেখানে যে সাজে যত ভাঙ্গিয়া ভাণ্ডার।
গিরীন্দ্র গৌরীর গায় দিল অলঙ্কার ॥ ৪৩৬।
পায় দিল পাটামল পাসুলির পাঁতি।
মহামণি মুকুতা মণ্ডিত কত ভাতি ॥ ৪৩৭।
গুম্ফের উপর যে গঠিত গোটা মল।
দপদপ করে দুটী চরণ কমল ॥ ৪৩৮।
কটিদেশে কিঙ্কিণী করিছে কলরব।
ঘাঘরের উপরে ঘটার ঘটা সব ॥ ৪৩৯।
বিচিত্র কাঁচলি বান্ধা বুকের উপর।
উড়ুগণ আলো কর্য্যাছেন নিরন্তর ॥ ৪৪০।
কণ্ঠদেশে কত রত্ন শোভা করে হার।
মণির মোহন মালা মূল্য নাহি যার ॥ ৪৪১।
সুবলিত ভুজে সাজে সুবর্ণের চুড়ি।
সূর্য্য রহিলেন যেন সৌদামিনী বেড়ি ॥ ৪৪২।
রজতের কঙ্কণ রহিল তার কোলে।
হাটক জড়িত হীরা দপ্ দপ্ জ্বলে ॥ ৪৪৩।
আগে সাজে পঁউছি পশ্চাতে বাজুবন্দ।
দিব্যরূপ্যা পাটখোপা দেখিতে সুছন্দ ॥ ৪৪৪।
সকল অঙ্গুলিগুলি অঙ্গুরী ভূষিত।
মরকত চুণী মণি মাণিক্য ভূষিত ॥ ৪৪৫।
দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দুই দর্পণের ছাব।
রবিশশী উভএ কর্য্যাছে আবির্ভাব ॥ ৪৪৬।
বাহুমাঝে তাড় সাজে বিরাজে পদ্মিনী।
বিচিত্র কুণ্ডল কর্ণে বিশ্ব বিমোহিনী ॥ ৪৪৭।

নব ঢাকি উপরে বউলি বিলক্ষণ।
রতনে জড়িত বিশ্বকর্ম্মার গঠন ॥ ৪৪৮।
দুদিকে দুগুণ মুক্তা মধ্যখানে চুণী।
সুবর্ণের নথ নাকে ভুবনমোহিনী ॥ ৪৪৯।
সুন্দর কপালে দিল চন্দনের বিন্দু।
তার সনে তারাগণে আগুলিল ইন্দু ॥ ৪৫০।
কজ্জলে উজ্জ্বল কর‍্যা কুরঙ্গ লোচন।
অপাঙ্গে অনঙ্গ বাণ করে বরিষণ ॥ ৪৫১
সুকুঞ্চিত কেশের সুন্দর কর‍্যা বেণী।
দীপ্ত করে উপরে দীপিকা চূড়ামণি ॥ ৪৫২।
হেমরূপ্যা পাট খোপা দোলে পৃষ্ঠদেশে।
বরিখে আনন্দ সিন্ধু মন্দ মন্দ হাসে ॥ ৪৫৩।
দশনে বিজলি খেলে চলে গজগতি।
মোহন করিতে চান মহেশের মতি ॥ ৪৫৪।
এহি[১] বেশে বিমলা[১] বাপের বাসে খেলে।
এক[২] দিনের কথা[২] শুন বিল্বমূলে ॥ ৪৫৫।
চতুষ্পথে চঞ্চলা চপল ছাল্যা সাথে।
যেন ব্রজবালক বেড়িল ব্রজনাথে ॥ ৪৫৬।
সবার সমান বেশ সবে শিশুমতি।
বিরাজে সবার মধ্যে প্রধান পার্ব্বতি ॥ ৪৫৭।
যারে যে বলেন তারা করে সেই কর্ম্ম।
একদিন দেখাইল সংসারের ধর্ম্ম ॥ ৪৫৮।
ধূলার পগার দিল ধূলার প্রাচীর।
ধূলার ভক্ষণ দিব্য ধূলার মন্দির ॥ ৪৫৯।

১—১ বিনোদিনী বিমোহিনী (ক)
২—২ এক দিবসের রঙ্গ (ক)

ভাড় টাটী বাটা বাটী পরিপূর্ণ ঘর।
রান্ধা বাড়া খাবা দাবা করে অতঃপর[১] ॥ ৪৬০
নগসুতার আজ্ঞার বাহির কেহ নয়।
যশোময়ী[২] যারে যে করেন[২] সেই হয় ॥ ৪৬১।
পর্ব্বত প্রভুর পুত্রী পাঁচ লোকে মানে।
ভালমন্দ সবার বিচার তার স্থানে ॥ ৪৬২।
তাঁকে যে না মানে তারে আনে কানে ধর্যা।
বিপত্তি[৩] করিয়া তাকে রাখে বন্দি[৩] কর্যা ॥ ৪৬৩
বেটাবেটী মাটীর করিয়া মনোহর।
বিবাহ সম্বন্ধ বন্ধ ভণে রামেশ্বর ॥ ৪৬৪। [১৮]

গৌরীর বিবাহ-খেলা

লক্ষ্মীনামা কন্যা যার বইসা তার ঘরে।
নারায়ণ পুত্র যার ডাকাইল তারে ॥ ৪৬৫।
হৈমবতী বলে হ্যাদে নারাণ্যার মা।
নারাণ্যা ব্যাটার বিভা কোথা দিলা বা ॥ ৪৬৬।
হয় নাই হৈমবতী আস্তে কত ঠাঁঞি।
উমা বলে এতদিনে আমি জানি নাই ॥ ৪৬৭।
আইবড় এতবড় বেটা তোর ঘরে।
কেমন করিয়া দেখ্যা পেটে ভাত জরে ॥ ৪৬৮।
ধীর বটে বেটা তাই আছে স্থির হয়্যা।
পাপী হইলে পালাইত পূর্ব্ব[৪] ধন লয়্যা ॥ ৪৬৯।

১ নিরন্তর (ক) ২—২ যশোমতী যাহারে যে বলে (ক)
৩—৩ বিপাকে বান্ধিয়া মারে ব্যতিব্যস্ত (ক)
৪ পরবধূ (ক)

ছল ছল দুটী[1] আঁখি[1] ছাওয়ালের বাদে।
গৌরী বিনা গতি নাই গড় কর‍্যা সাধে ॥ ৪৭০ ।
পড়িয়া রহিল পার্ব্বতীর পদতলে।
কাতরেক[2] কণা লই[2] কৃপা কর‍্যা বলে ॥ ৪৭১ ।
আজি তোর বেটার বিভা দেব আমি।
সকল সখীরে শীঘ্র ডাক্যা আন তুমি ॥ ৪৭২ ।
ঘটা কর‍্যা আপনে ঘটক শিরোমণি।
নারায়ণে বিভা দিল লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥ ৪৭৩ ।
বরযাত্র কন্যাযাত্র বসাইয়া ঘরে।
আপনে অভয়া অন্ন বিতরণ করে ॥ ৪৭৪ ।
সবাকার সম্মুখে পাতিয়া কচুপাত।
ধরণীর ধূলা তাতে আন্যা দিল ভাত ॥ ৪৭৫ ।
শাক দিল শাকমুরি[3] সজিনার পাতা।
সূপ দিল তপ্তবালি ত্রিভুবন মাতা ॥ ৪৭৬ ।
বড়ি ভাজা বিতরণ বদরীর বীজ।
কলামূলা ভাজা দিল কাট্যা কাঁটাসিজ ॥ ৪৭৭ ।
পুঁঠি মৎস্য ভাজা দিল ভাল খোলা কুচি।
সফরীতে সবার সুন্দর হবে রুচি ॥ ৪৭৮ ।
বৃহৎ সুসিদ্ধ দিল রোহিতের মুড়া।
চিন্তিনি[4] অম্বল দিল ঢেমনের চূড়া ॥ ৪৭৯ ।
পুকুরের পঙ্ক আন্যা দধি দিল টান্যা।
স্পর্শমাত্র কর‍্যা মুখে সব দিল পেল্যা ॥ ৪৮০ ।
বড় খায়্যা বাম হস্ত বুলাইল পেটে।
অগস্তের নাম কর‍্যা হাঁটু ধর‍্যা উঠে ॥ ৪৮১ ।

১—১ আঁখি ছকি (ক)
২—২ কাতরে করুণাময়ী (ক)
৩ শাকেশ্বরী (ক)
৪ তেঁতুল (ক)

পার্ব্বতীর পাক প্রশংসিলা যত ছাল্যা।
মিছু মিছু খায়্যা মিছু মিছু আচাইলা ॥ ৪৮২।
পিপুলের পাতা আন্যা পান দিল পিছু।
পূর্ণ হইল পেট আর বাকি নাই কিছু ॥ ৪৮৩।
দিবসে রজনী কর‍্যা নিন্দাইল তবে।
তখনি প্রভাত হইল কাকমত[১] রবে ॥ ৪৮৪।
বরকন্যা বিদায়ের বিধি তারপর।
বিশ্ব বিভাবিনী[২] খেলে বলে রামেশ্বর ॥ ৪৮৫। [১৯]

বিবাহ-খেলার বরকন্যা বিদায়

বর কন্যা দোঁহে কৈল দোলা আরোহণ।
কান্দিয়া কন্যার মাতা কৈল সমর্পণ ॥ ৪৮৬।
জামাতার হস্ত তুলিয়া[৩] নিল নিজ মাথে।
শাশুড়ীর কথা হৈল জামাতার সাথে ॥ ৪৮৭।
কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি ॥ ৪৮৮।
আঁঠু ঢ্যাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর‍্যা ভাত।
প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ ॥ ৪৮৯।
ধরিয়া কন্যার গলা গদ গদ স্বরে।
বিরহে বলিল বাছা আইস[৪] গিয়া ঘরে ॥ ৪৯০।
চান্দমুখে চুম্বন করিয়া তারপর।
চক্ষে জল দিয়া কান্দে কর‍্যা কলস্বর ॥ ৪৯১।
কহে আরে কার বাছা কেবা লইয়া যায়।
পার্ব্বতী আপনি পরিবোধ করে তায় ॥ ৪৯২ ।*

১ ডাক (ক) ২ বিমোহিনী (ক) ৩ তুল্যা (ক) ৪ আস্য (ক)

* ৪৯২ শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।

কার বাছা কেবা মিছা সংসার এমনি।
মহামোহে মিছা মজ ভজ শূলপাণি ॥ ৪৯৩।
বিহান বিহান কর‍্যা প্রেম আলিঙ্গন।
মনে রাখ্য বলিয়া করিল বিসর্জ্জন ॥ ৪৯৪।
এহি[১] রূপে[১] রঙ্গিণী রচিয়া কন্যাবরে।
ক্ষিতিধর ক্ষেমঙ্করী[২] তথি[২] খেলা করে ॥ ৪৯৫।
চান্দের বিবাহ দিল রোহিণীর সাথে।
দিল রাধা গোবিন্দে জানকী রঘুনাথে ॥ ৪৯৬।
ব্রহ্মারে সাবিত্রী দিল তুর্গা দিল হরে।
দময়ন্তী দিল নলে শচী পুরন্দরে ॥ ৪৯৭।
রেবতীরে বিবাহ করিল বলরাম।
রুক্মিণী[৩] রূপসী পাইল[৪] নবঘনশ্যাম ॥ ৪৯৮।
কোথা[৫] হনে আস্যা কোথা[৫] বিভা কর‍্যা যায়।
কার ঘরে কন্যা বরে করেন বিদায় ॥ ৪৯৯
কার ঘরে বধূ আইসে কার ঘরে বেটী।
কোথাহ মেলানি ভার কোথা বাটাবাটি ॥ ৫০০।
এইরূপে অভয়া অশেষ খেলা খেলে।
রামেশ্বর অতঃপর বিবরিয়া বলে ॥ ৫০১। [২০]

গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ

খেলে লুকলুকানি(ক) আপনি হয়্যা বুড়ি।
একচোরে সভাকারে[৬] করে তাড়াতাড়ি ॥ ৫০২

১—১ রসময়ী (ক) ২—২ সুতা ক্ষেমঙ্করী (ক) ৩ লক্ষ্মী (ক)
৪ পাল্য (ক) ৫—৫ কেহ কেহ কৌতুকে (ক)
(ক) লুকলুকানি—লুকাচুরি। ৬ মেল্যা (ক)

লুকাইল[১] খুজ্যা দেখ্যা[১] ধরে সব ঠাঁঞি।
বুড়িরে না ছুঁইলে কার পরিত্রাণ নাই ॥ ৫০৩ ।
যাবৎ বুড়ির পদস্পর্শ নাহি করে।
পুনঃ পুনঃ ধায়্যা ধায়্যা পুনঃ পুনঃ মরে[২] ॥ ৫০৪ ।
চক্ষু চাপিয়া[৩] ছাড়্যা দিলে পড়্যা যায় ভঙ্গ।
খল খল হাসে বুড়ি বৈসা দেখে রঙ্গ ॥ ৫০৫
খেলে দশ পঁচিশ ছ কড়া লয়্যা কড়ি।
দান ধর্ম্ম ফেলে[৪] দান ফেলে বুড়ি বুড়ি ॥ ৫০৬ ।
সাতঘরী সুন্দরী সুন্দর খেলা করে।
বুড়ি বুড়ি কড়ি কত কড়া দিয়া হরে ॥ ৫০৭ ।
মিছা[৫] মুঠা করা কার[৫] গুণাগার কর‍্যা।
করে কর ধর‍্যা কিল মারে শ্বাস ধর‍্যা ॥ ৫০৮ ।
দুই চাইর সখীসহ[৬] হয়্যা সমবায়[৭]।
খেল্যা ফুল ঘুসিংহ[৮] পুখুর দিল[৯] তায় ॥ ৫০৯ ।
আঁটুল বাটুল খেলে পসারিয়া পা।
আর কত লীলা খেলা কত কব তা ॥ ৫১০ ।
প্রকাশ হইল পূর্ব্ব জন্মসংস্কার।
সকল ছাড়িয়া শিব সেবা কৈল সার ॥ ৫১১ ।
চন্দনে চর্চ্চিত[১০] কর‍্যা শ্রীফলের দল।
প্রাণনাথে পূজা করে চক্ষে ঝরে জল ॥ ৫১২ ।

১—১ খেন্ত্যা খেন্ত্যা খুজ্যা খুজ্যা (ক)
২ ধরে (ক)
৩ চাপ্যা (ক)
৪ বুঝ্যা (ক)
৫—৫ মিছা মিছা নটা করে (ক)
৬ কভু (ক)
৭ সহৃদয় (ক)
৮ ঘুসিঙ্গ (ক)
৯ দেহ (ক)
১০ বেষ্টিত (ক)

নানা উপহার দিয়া করে দণ্ডবৎ।
পূর্ণ কর প্রভু পার্ব্বতীর মনোরথ ॥ ৫১৩।
রূপগুণ দেখিয়া ভাবেন পিতামাতা।
কুশ শীল কন্যা যোগ্য বরপাব কোথা ॥ ৫১৪।
ত্রিভুবন ভাবে নগ নির্ব্বাচিতে নারে।
নারদ আসিয়া উপদেশ দিল তারে ॥ ৫১৫।
বিষ্ণুর বল্লভা রামা রত্নাকরে ছিলা।
মহোদধি মাধবে অর্পণ কর্য়া দিলা ॥ ৫১৬।
জনকের ঘরে যেন রাঘবের সীতা।
তেমতি তোমার ঘরে হরের বনিতা ॥ ৫১৭।
সুমতি হইয়া সুতা শিবে[১] দিবে দান।
মুক্ত হবে মনে কিছু[২] না ভাবিও[২] আন ॥ ৫১৮।
তোমার তনয়া[৩] হবে হরঅর্দ্ধতনু।
ত্রিভুবনে ভাগ্যবান নাহি তোমা বিনু ॥ ৫১৯।
নগেন্দ্র আনন্দ হৈল নারদের বোলে।
পুলকিত পর্ব্বত প্লাবিত প্রেমজলে ॥ ৫২০।
গদ গদ স্বরে হরে করে অঙ্গীকার।
কহে রামেশ্বর কথা হৈল সারোদ্ধার ॥ ৫২১। [২১]

গৌরীর বিবাহের সম্বন্ধ

ঘটা কর্য়া ঘটকে পূজিল গিরিরাজ।
আস্যা যায়্যা[৪] আপনে সম্পূর্ণ[৫] কর[৬] কাজ ॥ ৫২২।
অচলের কথা কভু[৭] চলিবার[৭] নয়।
পূর্ব্বের সবিতা যদি পশ্চিমে উদয় ॥ ৫২৩।

১ হরে (ক) ২—২ তুমি মান্য নাই (ক) ৩ দুহিতা (ক)
৪ গিয়া (ক) ৫ প্রসন্ন (ক) ৬ কর্য়া (ক) ৭—৭ অন্যথা কভু (ক)

ইহা জান্যা আপনে থাকিবে অনুকূল।
নারদ বলেন শুন ভবিতব্য মূল ॥ ৫২৪ ।
বিভা জন্ম মৃত্যু ভোগ বশ কার নয়।
যাহা হইতে যখন যেখানে যাহা হয় ॥ ৫২৫ ।
তথাপি তাহাতে সুচেষ্টিত আছি আমি।
কন্যার মায়ের সাথে কথা কহ তুমি ॥ ৫২৬ ।
পুরস্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বিবাহেতে বাড়ে।
বর দেখ্যা দেই দোষ ঘটকের ঘাড়ে ॥ ৫২৭ ।
অতএব এইকালে আমার সাক্ষাতে।
দুইজনে ভার দেও ভর দিব তাথে ॥ ৫২৮ ।
নারদের কথা শুন্যা হিমালয় হাসে।
মুনিকে লইয়া গেল মেনকার পাশে ॥ ৫২৯ ।
দেবঋষি দেখিয়া মেনকা উল্লসিত।
প্রণমিয়া পদ্মিনী পূজিল যথোচিত ॥ ৫৩০ ।
বরাসনে বসাইয়া বিধুমুখী কয়।
আজি হতে গিরীন্দ্রের গৃহে শুভোদয় ॥ ৫৩১ ।
নারদে বলেন তবে উপক্রম হৈল।
শিবের শ্বাশুড়ী হৈতে পারিবেত বল ॥ ৫৩২ ।
হিমালয় হরে বিভা দিতে চান ঝি।
তুমি বল আমি তাথে তবে মন দি ॥ ৫৩৩ ।
ঋষির বচনে রাণী রাজা পানে চায়।
হিমালয় কয় বিলক্ষণ দেহ সায় ॥ ৫৩৪ ।
শশিমুখী ভাষে সেই শিব নামা কেবা।
হিমালয় কয় নিত্য যার কর সেবা ॥ ৫৩৫ ।
রাণী বলে কি বল সে শিবে দিবে ঝি।
তবে আর একথার জিজ্ঞাসিবা কি ॥ ৫৩৬

নারদে বলেন কথা কই অতঃপর।
তুই এক দিবসে তুয়ারে দেখ বর ॥ ৫৩৭ ।
দেবগণ ইহাতে হইবে অনুকূল।
হিমালয় কয় তুমি সকলের মূল ॥ ৫৩৮ ।
ঘটক বিদায় হয় কয় শিবস্থানে।
অতঃপর আপনি এখানে আর কেনে ॥ ৫৩৯ ।
জাহ্নবীর তীরে পুণ্যভূমি হিমালয়।
সেখানে সমাধি হৈলে শুভকর্ম্ম হয় ॥ ৫৪০ ।
নিবেদন করিয়া নারদ গেল চল্যা।
রামেশ্বর বলে হর হিমালয় আল্যা ॥ ৫৪১ । [২২]

হিমালয়ের বাড়ী শিবের আগমন

স্নান কর‍্যা গঙ্গায় গিরীন্দ্র গৃহে যাত্যে।
মধ্যপদে[১] হৈল দেখা মহাদেব সাথে ॥ ৫৪২ ।
প্রণমিয়া পর্ব্বত প্রভুর পদবৃন্দ[২]।
রতন পাইয়া যেন রঙ্কের আনন্দ ॥ ৫৪৩ ।
চরণে ধরিয়া বলে চল চল শূলী।
পুরী হোক পবিত্র প্রভুর[৩] পদধূলী ॥ ৫৪৪ ।
যত্ন করে যোগীরে[৪] যুগিয়া ভাবে মনে।
হৈমবতী হরে দেখা হবে শুভক্ষণে ॥ ৫৪৫ ।
চটপট চন্দ্রচূড় চলে তার ঘরে।
গঙ্গাধরে গিরিরাজ গোড়াইতে নারে ॥ ৫৪৬ ।
প্রবেশ করিয়া পুরী চারিপাশ চান।
নবতুর্গা[৫] দেখা দিয়া রাখ মোর প্রাণ ॥ ৫৪৭ ।

১ মধ্যপথে (ক) ২ দ্বন্দ্ব (ক) ৩ পদুক (ক)
৪ যোগেন্দ্রে (ক) ৫ তুর্গা কথা (ক)

সতি সতি বলিয়া শিঙ্গায় দিল ফুক।
শুন্যা হৈল পার্ব্বতীর পাঁচ হাত বুক ॥ ৫৪৮।
মেনকার মনে জাগে মুনীন্দ্রের ভাষ।
সম্ভ্রমে সংবাদ শুন্যা হৈল একপাশ ॥ ৫৪৯।
হিমালয় হরে দিয়া হেম-সিংহাসন।
অভয় চরণে করে আত্মসমর্পণ ॥ ৫৫০
প্রাণপণে পূজিয়া প্রভুর পাদপদ্ম।
পুনঃ পুনঃ বলে সর্ব্ব শুদ্ধ হৈল অদ্য ॥ ৫৫১।
জন্মহৈল সফল সন্তাপ হৈল দূর।
দয়া কর‍্যা দিন কত থাক মোর পুর ॥ ৫৫২।
সেবা কর‍্যা সংসার সাগর হই পার।
পুটাঞ্জলি পর্ব্বত বলিছে বারম্বার ॥ ৫৫৩।
পার্ব্বতী পার্থিব[1] পূজা প্রতিদিন করে।
সিদ্ধ-হৌক সাধ তান সাক্ষাৎ শঙ্করে ॥ ৫৫৪।
দাসী হয়্যা দিবেন পূজার উপহার।
হর বলে হৌক তাকে দেখি একবার ॥ ৫৫৫।
তপস্বীর তনয়া তপের তত্ত্ব জানে।
তথাপি যে যেমন দেখিলে মন মানে ॥ ৫৫৬।
হর্ষ হৈয়া হিমালয় গিয়া দড়বড়।
গৌরী আনি[2] গঙ্গাধরে করাইল গড় ॥ ৫৫৭।
তৃপ্ত হয়্যা পঞ্চানন কন পঞ্চমুখে।
জন্ম আয়তে[3] জাতক[3] জীয়া থাক সুখে ॥ ৫৫৮।
হর্ষ হৈয়া হরগৌরী দেখে পরস্পর।
প্রকাশে আনন্দ সিন্ধু ভাসে রামেশ্বর ॥ ৫৫৯। [২৩]

১ পতির (ক)   ২ আজ্ঞা (ক)   ৩—৩ আয়তি হৈয়া (ক)

মদন-ভস্ম

তৃপ্ত হৈল ত্রিলোচন তপস্যায়[1] দিল[1] মন
পরিচর্য্যা[2] করেন পার্ব্বতী।
হিমালয় উপবনে ভাগীরথী সন্নিধানে
সুরম্যে[3] সুন্দর হৈল স্থিতি ॥ ৫৬০।
তথা দেবাসুর[4] হৈল[4] রণ।
গৃহ শূন্য হৈতে হর গৃহে স্থিতি নাহি কার
তারকে তাপিত ত্রিভুবন ॥ ৫৬১ ।*
দক্ষ সনে মরে জীল অমরে অশক্য হৈল
অহর্নিশি পড়ে মহামার।
স্থান ভ্রষ্ট হয়্যা সবে ব্রহ্মার স্মরণ লভে
বলে রক্ষা কর এহিবার ॥ ৫৬২ ।
ধেয়ানে দেখিয়া ধাতা অদ্যাবধি জগন্মাতা
জগৎপিতা না হৈল মিলন।
ভিন্ন ভাবে দুই জনে রহিলেন তপোবনে
দেবতার দুঃখ তেকারণ ॥ ৫৬৩ ।
তারক অন্যের বধ্য নয়।
শিব বিভা হৈলে তথি গৌরীপুত্র সেনাপতি
তেঁহো তারে বধিবে নিশ্চয় ॥ ৫৬৪ ।
শুনিয়া সকল কথা শক্র হৈল হেঁট মাথা
বিধাতা বলেন চিন্তা কি।
মুচকুন্দ রাখ্যা রণে বিভা দেহ ত্রিলোচনে
অচল অর্পিয়া দিবে ঝি ॥ ৫৬৫ ।

১—১ তপস্যা ত্যাজিয়া (ক) ২ পরিহর (ক)
৩ সরমে (ক) ৪—৪ সুরাসুরে মহা (ক)
* এই পংক্তি এবং পরবর্ত্তী তিন পংক্তি অন্য পুঁথিতে নাই

শুনি ইন্দ্র মহানন্দে ভার দিল মুচকুন্দে
রণে রাজা রহে যেন রাম ॥
গজে[১] কর‍্যা গজকেতু[১] হর তপোভঙ্গ হেতু
সত্বরে বিদায় হৈল কাম ॥ ৫৬৬ ।
মদন মোহিতে হরে ফুল ধনু করে ধরে
মারে পঞ্চাননে পঞ্চবাণ ।
উগ্র তপ হৈল ভঙ্গ ভস্ম অনঙ্গের অঙ্গ
হর কোপানলে গেল প্রাণ ॥ ৫৬৭ ।
পার্ব্বতী পাইল ডর প্রবেশিলা বাপ ঘর
স্থানান্তরে স্থাণু কৈলা স্থিতি ।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে ভস্মভর্ত্তা করি[২] কোলে
কামের কামিনী কান্দে রতি ॥ ৫৬৮ । [২৪]

রতি-বিলাপ

কান্দে রতি কপালে করিয়া[৩] করাঘাত ।
হর কোপানলে হত্যা হৈলে প্রাণনাথ ॥ ৫৬৯ ।
কান্ত কান্ত করিয়া[৪] কান্দেন কলস্বরে ।
ডুকরে ডাহুকি যেন ডাহুকের তরে ॥ ৫৭০ ।
ধৈরয না ধরে ধনী ধরণী লোটায় ।
ধরিয়া[৫] ধবের গলে গড়াগড়ি যায় ॥ ৫৭১ ।
হা নাথ রমণ শ্রেষ্ঠ রাজীব লোচন ।
রতিরে রাখিয়া গেলা রসের মদন ॥ ৫৭২ ।
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ কোনখানে আছ ।
আমি মরি তোমার বদলে তুমি বাঁচ ॥ ৫৭৩ ।

১—১ গড় কর‍্যা জয় (ক) ২ কর‍্যা (ক)
৩ মার‍্যা (ক) ৪ করিআ (ক) ৫ ধরিআ (ক)

হরকোপানলে ভস্ম হৈল বরতনু।
ধরণীতে ধূলায় লোটায় ফুলধনু ॥ ৫৭৪ ।
হাস্য লাস্য সে কটাক্ষ কোথা গেল হায়।
ভাবিতে রতির বুক বিদরিয়া যায় ॥ ৫৭৫ ।
দারুণ দেবের দণ্ড দুঃখ কর কাকে।
যৌবনে জীবন গেল জম্ভারির পাঁকে ॥ ৫৭৬ ।
ইন্দ্র দিল আরতি রতিকে কাল হৈল।
তোমা হেন পতি মল্য রতি কেন জীল ॥ ৫৭৭ ।
অভাগীরে আর কেবা আদরিবে অন্য।
সোহাগ সম্মান সুখ সব হৈল শূন্য ॥ ৫৭৮ ।
কি কর্য়া কাটিব কাল কার মুখ চায়্যা।
কি করিব কোথা যাব কান্ত[1] কান্ত কর্য়া[1] ॥ ৫৭৯
পদ্মহীন সরো যেন শশিহীন নিশি।
স্বামিহীন সীমন্তিনী হৈল[2] তব দাসী[2] ॥ ৫৮০
প্রবেশিব পাবকে প্রভুর পদলোভে।
কুণ্ড জ্বাল কুণ্ড জ্বাল হরি বল সবে ॥ ৫৮১
আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া শিয়রে বৈসে সতী।
ইন্দ্রআদি দেবতা আমার কর গতি ॥ ৫৮২
সস্ত্রীক সকল সুর শোকাতুর হয়্যা।
চক্ষে ধারা চিন্তে তারা চান্দমুখ চায়্যা ॥ ৫৮৩
মাল্য মলয়জ দিয়া মুখে দেই মিঠা।
দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু ক্ষীর খণ্ড পিঠা ॥ ৫৮৪
সিন্দুর কজ্জল দিয়া বসন ভূষণ।
কতজনে করে পাখা চামর ব্যজন ॥ ৫৮৫

১—১ কান্তের লাগিয়া (ক) ২—২ সেইরূপ বাসি (ক)

কত নারী গলে ধরি মরি মরি বল্যা।
কর্পূর তাম্বুল তার মুখে দিল তুল্যা॥ ৫৮৬
বাদ্য গীত হুলাহুলি দিয়া জয় জয়।
নতি হৈয়া সতীর[১] আশিস্ সবে লয়[১]॥ ৫৮৭
স্নান দান তর্পণ করিয়া গঙ্গা জলে।
চিকুরে চিরুণী সব[২] সিন্দুর কপালে॥ ৫৮৮
সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া গিয়া চড়ে চতুর্দ্দোলে।
বাসবের বুক বিদরিল সেইকালে॥ ৫৮৯
সরস্বতী সাজিল সতীকে দিতে জ্ঞান।
রামেশ্বর কয় রতি পায় পরিত্রাণ॥ ৫৯০ [২৫]

রতি-সরস্বতী সংবাদ

হাতে ধরি[৩] হাস্য করি[৪] হরিপ্রিয়া কন।
রহ রতি পাবে পতি যাবে কেন[৫] ধন[৫]॥ ৫৯১।
জ্বালাবার[৬] যোগ্য তোর যৌবন না হয়।
দিব উপদেশ দেহ দেখ্যা দয়া হয়॥ ৫৯২
অন্য সতী পুড়্যা পতি পায় সতিলোক।
এই দেহে সেই পতি শিব দিব তোক॥ ৫৯৩।
কাম তো কৃষ্ণাংশ সেই[৭] শিব[৭] কোপে জল্যা।
যদুকুলে রুক্মিণী জঠরে জন্ম নিলা॥ ৫৯৪।
সেই শিশু সর্ব্ব[৮] জন্ম সম্বরের অরি[৮]।
কয়্যা দিব নারদ কুমার হবে চুরি॥ ৫৯৫।

১—১ সতীরে করে অশেষ বিনয় (ক)　২ দিল (ক)
৩ ধর্য়া (ক)　৪ কর্য়া (ক)　৫—৫ কি কারণ (ক)
৬ এই জলার (ক)　৭—৭ কপর্দ্দীর (ক)
৮—৮ জন্মিলেন সম্বরের অরি (ক)

অকস্মাৎ সূতি-শালে শিশু হৈলে হারা।
কান্দিব রুক্মিণী দেবী কুকরীর[১] পারা ॥ ৫৯৬।
সমুদ্রে সম্বর শিশু ফেলিবেন হটে।
রহিবেন রতিনাথ রাঘবের পেটে ॥ ৫৯৭
ধীবর সে মৎস্য ধর‍্যা ভেটিবে সম্বরে।
মায়াবতী হৈয়া রতি রহ তার ঘরে ॥ ৫৯৮।
রহিবে অধর্ম্ম[২] হয়্যা রন্ধনের শালে।
পাবে পতি প্রবীণ পাটীল কাটা গেলে ॥ ৫৯৯ ।*
দয়া কর‍্যা দণ্ড তোমা দিব সেইক্ষণে।
প্রভুভাবে পালন করিহ প্রাণপণে ॥ ৬০০।
রাত্রিদিন রহিবেন রন্ধনের শালে।
যদুচান্দ[৩] যৌবন পাবেন অল্পকালে ॥ ৬০১।
বাড়াবেন বনিতা বিক্রম[৪] অতিশয়।
তথাপি তোমার মনে না হবে নির্ণয়[৫] ॥ ৬০২।
দৈত্য গৃহে দেবঋষি দিব পরিচয়।
তখনি তাহাতে তুমি পাইবে নিশ্চয় ॥ ৬০৩।
স্মর নাম স্মরিলে সংসার মোহ যায়।
কোলে করে কামিনী কেমনে প্রাণ[৬] পায় ॥ ৬০৪।
পুত্রভাবে পতিভাব হৈলে তারপর।
ক্রোধ কর‍্যা তোমারে কি[৭] বল[৭] কহুত্তর ॥ ৬০৫।

১ কুররীর (ক)   ২ অধ্যক্ষ (ক)
* এই পংক্তি ও পরবর্ত্তী তিন পংক্তি অন্য পুথিতে নাই।
৩ যদুনাথ (ক)   ৪ বিভ্রম (ক)
৫ প্রত্যয় (ক)   ৬ কান্ত (ক)
৭—৭ করেন (ক)

তখন তাহার তত্ত্ব তারে দিব কয়্যা।
হরিবেক[১] অরি প্রাণ[১] ক্রোধবান[২] হয়্যা ॥ ৬০৬।
বলাহক তখন বিদ্যুৎবৎ হয়্যা।
অম্বরচারিণী যাবে সম্বরারি[৩] লয়্যা ॥ ৬০৭।
রুক্মিণী বেড়িয়া যথা সখী[৪] সব[৪] বস্যা।
তার পুত্রবধূ তথা উতরিবে আস্যা ॥ ৬০৮।
বাসুদেব বলিয়া সবার হবে ভ্রম।
রুক্মিণীর বিচারেই সব[৫] অবতম[৫] ॥ ৬০৯।
সেকালে সে শিশু হারা স্মরিলেন[৬] মনে।
দেখিতে দেখিতে ক্ষীর ক্ষরিবেক স্তনে ॥ ৬১০।
দ্রুত আসি দেব-ঋষি দিবে পরিচয়।
গোবিন্দমন্দিরে হবে আনন্দ উদয় ॥ ৬১১।
এমতি শুনিয়া রতি সরস্বতী মুখে।
মায়াবতী হৈয়া রতি স্থিতি কৈল সুখে ॥ ৬১২।
ত্রিপুরা তপস্যা করে হরের কারণ।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ত্রিলোচন ॥ ৬১৩। [২৬]

গৌরীর তপস্যা

সুকুমারী সুশোভনা শশিমুখী সুলোচনা,
হর লাগি হৈল তপস্বিনী।
ত্যজি মা বাপের কোল না শুনি কাহার বোল
পুণ্যারণ্যে রহে একাকিনী ॥ ৬১৪।

১—১ হরিবে অবনী ভার (ক) ২ ক্রোধ যুক্ত (ক)
৩ অম্বর (ক) ৪—৪ রূপবতী (ক)
৫—৫ ঈষৎ তরতম (ক) ৬ সঙরিবে (ক)

নিত্য ত্রিপুরণ[১] স্নান   ব্যাঘ্রাজিন পরিধান
বিভূতি-ভূষণ সব[২] তনু।
ভূষিত রুদ্রাক্ষ মালে   অর্দ্ধ চন্দ্র ফোটা ভালে
মৌনব্রত ধর‍্যা ভাবে স্থাণু॥ ৬১৫।
যোগ শাস্ত্র অনুসারে   সকলি ত্যজিল দূরে
শীর্ণ-পর্ণ রহিল আহার।
তাহা ত্যাগ হৈল যবে   অপর্ণা[৩] আখ্যান[৩] তবে
পবন ভক্ষণ কৈল সার॥ ৬১৬।
শীতেতে[৪] আকণ্ঠ[৪] জলে   নিদাঘে[৫] পঞ্চাগ্নি[৫] জ্বালে
বৃষ্টিকালে ভিজে অনুক্ষণ।
ভুরু মধ্যে দৃষ্টি রাখি   অর্দ্ধ[৬] পথে[৬] উর্দ্ধমুখী
ভাবে গৌরী হরের চরণ॥ ৬১৭।
মহামন্ত্র জপে মনে   ধ্যান করে ত্রিলোচনে
লোচনে চল্যাছে[৭] প্রেমধারা।
ভাসে দ্বিজ রামেশ্বর   চঞ্চল হৈল হর
চণ্ডীরে[৮] দেখিতে হৈল ত্বরা॥ ৬১৮। [২৭]

ছদ্মবেশী শিবের উপদেশ

ত্রিলোচন ত্রিকালজ্ঞ তপস্বীর বেশে।
কৃপা হয়্যা[৯] কন কথা কুমারীর পাশে॥ ৬১৯।
তোমার[১০] তপস্যা দেখ্যা তৃপ্ত হইল[১০] আমি।
কহ কহ কার তরে কষ্ট পাও তুমি॥ ৬২০।

১ সে ত্রিসন্ধ্যা (ক)   ২ বর (ক)   ৩—৩ অপর্ণাখ্যা (ক)
৪—৪ শীতে কণ্ঠাগত (ক)   ৫—৫ গ্রীষ্মে বহ্নে অগ্নি (ক)
৬—৬ উর্দ্ধ পদে (ক)   ৭ বয়াছে (ক)   ৮ দেবীরে (ক)
৯ কর‍্যা (ক)   ১০—১০ তোমার বালাই লয়্যা মরে যাই (ক)

জনক জননী ছাড়্যা যোগিনীর বেশে।
আহা মরি এত কষ্ট এমন বয়সে ॥ ৬২১।
কিশোরীর কষ্ট দেখ্যা কমনীয় কায়।
বুড়া বামুনের বুক বিদরিয়া যায় ॥ ৬২২।
ব্যথিত ব্রাহ্মণে দেখ্যা বিধুমুখী বলে।
বাসনা কর্য়াছি বড় ভাগ্যে যদি ফলে ॥ ৬২৩।
বামন হইয়া হাত বাড়ায়্যাছি চাঁন্দে।
আপনে আশিস্ কর প্রাণ যদি[১] কান্দে ॥ ৬২৪
পশুপতি পাব পতি পুষ্ট কর্য়া পুণ্য।
কেবল কঠিন[২] তপ করি এহি জন্য ॥ ৬২৫।
হু হু কর্য়া হাসিল ব্রাহ্মণ ইহা শুন্যা।
বাসনা কর্য়াছ বর দিগম্বর[৩] জান্যা ॥ ৬২৬।
সে শিবকে সমর্পিবে সোনাপারা দে।
হাতে তুল্যা বিষ খাত্যে বল্যা দিল কে ॥ ৬২৭
শিবের সংবাদ কিছু শুন নাই পারা।
বিশদ[৪] বরণ[৪] বড় বিপরীত ধারা ॥ ৬২৮।
ভক্ষণ ভাঙ্গের গুঁড়া ভস্ম বিভূষণ।
সদাই শবের[৫] পারা শ্মশানে গমন[৫] ॥ ৬২৯।
প্রেত ভূত প্রমথ্য পিশাচ লয়্যা সঙ্গ।
গায়ের যোগিয়া গন্ধে যম দিল ভঙ্গ ॥ ৬৩০।
গর্জ্জে সাপ গলায় গাময় হাড়মালা।
জটায় জাহ্নবী জায়া কুম্ভীরের জ্বালা ॥ ৬৩১।
করে ব্রহ্ম[৬]-কপাল কপালে দাবানল।
মদন মরিল পুড়্যা হইয়া বিকল ॥ ৬৩২।

১ মোর (ক) ২ কঠোর (ক) ৩ বিদগধ (ক) ৪—৪ বিকট বদন (ক)
৫—৫ ক্ষেপার পারা শ্মশানে শয়ন (ক) ৬ সিদ্ধ (ক)

কোমলাঙ্গী কেমনে তিষ্ঠিবে[১] তার কোলে।
জীয়ন্ত জ্বলিবে[২] যেন[২] জ্বলন্ত অনলে ॥ ৬৩৩।
শুনিতে সুন্দর শিব সেবিতে[৩] সুন্দর।
দেখিতে সে দরিদ্র দারুণ দিগম্বর ॥ ৬৩৪।
গঙ্গারে গৌরব কর‍্যা ধর‍্যাছিল শিরে।
গড় কর‍্যা গেল তেঁহো[৪] রত্নাকর নীরে ॥ ৬৩৫।
লক্ষ্মীছাড়া ললাটে লাগিয়া[৫] শশধর।
অর্দ্ধভাবে[৬] অপূর্ণ আছেন নিরন্তর ॥ ৬৩৬ ॥
দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাহি আর।
যতদিন সঞ্চয়[৭] সকল যায় মার[৮] ॥ ৬৩৭।
নির্গুণ নিষ্কাম বাম[৯] পথে অবস্থিতি।
কে জানে কি জাতি[১০] কার পুত্র কার নাতি ॥ ৬৩৮।
বুড় কত কালের কহিতে নারে কেহ।
চল্যা যাইতে[১১] টল্যা পড়ে অতি বৃদ্ধ দেহ ॥ ৬৩৯।
বড় বল্যা বাসনা কর‍্যাছ বুড়া বরে।
ভিক্ষ্যা মাঙ্গ্যা খায় ভুজি[১২] ভাঙ্[১২] নাই ঘরে ॥ ৬৪০।
জ্বলিবে জঠরানলে জীবে কত[১৩] কাল।
একমুখে[১৪] পঞ্চমুখ বিষম জঞ্জাল[১৪] ॥ ৬৪১।
কি দেখ্যা পড়্যাছ ভুলে ভূপতির ঝি।
বল মোরে[১৫] ভাল বরে আমি তোরে[১৫] দি ॥ ৬৪২।

১ রহিবে (ক) ২—২ পুড়িবে কেন (ক) ৩ শুনিতে (ক)
৪ সেই (ক) ৫ লাগ্যাছে (ক) ৬ উর্দ্ধভাবে (ক)
৭ থাকিলে (ক) ৮ পার (ক) ৯ আর (ক)
১০ জানি (ক) ১১ খাত্যে (ক) ১২—১২ সেই কিছু (ক)
১৩ যত (ক) ১৪—১৪ পঞ্চমুখে কৃষ্ণকথা শুনিবে রসাল (ক)
১৫—১৫ বিলক্ষণ বর আমি আন্যা (ক)

কাত্যায়নী[১] বলে[২] কিছু কবে[৩] নাই[৩] আর।
গড় করি গোসাঞি তোমাকে পরিহার ॥ ৬৪৩।
বুড়াল্যে[৪] ব্রাহ্মণ কুলে ব্রহ্ম নাই জান।
কহি কিছু কৃপা কর্য়া কান পাত্যা শুন ॥ ৬৪৪।
বধির ব্রাহ্মণ বলে বড় কর্য়া বল।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে বলিবেন ভাল ॥ ৬৪৫। [২৮]

শিব-মহিমা কীর্ত্তন

শৈলসুতা[৫] বলে[৫] শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
শিব নাম শুনিলে[৬] সন্তাপ যায় দূর ॥ ৬৪৬।
কুশলার্থে[৭] কৃতার্থ করেন কৃপানিধি[৭]।
বিভু[৮] ব্রহ্ম[৮] বিশ্ববীজ বিধাতার বিধি ॥ ৬৪৭।
চন্দ্রচূড় বিনা চিরজীবী নাহি কেহ।
কাল[৯] পায়্যা মরেন ধরেন যত[৯] দেহ ॥ ৬৪৮।
অন্য দেবের দেব শিব জানে নাই যারা।
পণ্ডিতের পাশে কভু বৈসে নাই তারা ॥ ৬৪৯। *
মুক্তিদাতা মাধব মুক্তির মূল জ্ঞান।
জ্ঞানদাতা গঙ্গাধর গুরুরূপে ধ্যান ॥ ৬৫০।
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সবার সেব্য শিব।
গঙ্গাধরে ঘৃণা করে গুরুদ্রোহী জীব ॥ ৬৫১।

১ কুমারী (ক)   ২ বলেন (ক)   ৩—৩ কয়্য নাঞি (ক)
৪ বুড়া হৈলে (ক)   ৫—৫ ব্রাহ্মণ ঠাকুর(ক)   ৬ স্মরণে (ক)
৭—৭ কৃপানাথ কৃতার্থ করুণাময় নিধি (ক)
৮—৮ ব্রহ্মময় (ক)   ৯—৯ পায়্যা কাল মরে পাতক পাপ (ক)
* এই পংক্তি এবং পরবর্ত্তী ৭ পংক্তি অন্য পুথিতে নাই (ক)

ধর‍্যা দেহ যে জন ঈশ্বর করে নিন্দা।
ধিক্ তার জীবন জননী তার বন্ধ্যা ॥ ৬৫২।
শুদ্ধসত্ত্ব শিবমূর্ত্তি সদানন্দময়।
ঈশ্বর অজরামর অক্ষয় অব্যয় ॥ ৬৫৩।
অনাদি[১] পুরুষ শিব ব্রহ্মতত্ত্বময়[১]।
শিবসম সুখ লেশ[২] সুরে নাই[৩] আর ॥ ৬৫৪।
শিব হৈতে সকল সকলে সদাশিব।
ব্যক্ত[৪] দেখ সুবুদ্ধিঙ্গ (?) বুদ্ধি দেখ[৪] জীব ॥ ৬৫৫।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যত হয় রাজা।
সবাকার সম্পদ শিবের কর‍্যা পূজা ॥ ৬৫৬।
রামরাজা রাবণ জিনিল যার বলে।
শাখা[৫] মৃগ সেতু বান্ধে সমুদ্রের জলে[৫] ॥ ৬৫৭।
রামে[৬] বর দিয়া হর রামেশ্বর[৬] নাম।
তুষ্ট হৈল অপূর্ণ কামের পূর্ণ কাম ॥ ৬৫৮।
ভীষ্মক রাজার বেটী ভক্তি কর‍্যা ভাবে[৭]।
ভামিনী ভবনে বস্যা ভগবান লভে ॥ ৬৫৯।
বাণে[৮] বর দিয়া বাণেশ্বর[৯] অভিধান।
লোকগুরু কল্পতরু প্রভু ত্রিনয়ন ॥ ৬৬০।
অমঙ্গলশীল[১০] কিন্তু মঙ্গলের মূল।
সেজন সুকৃতি শিব যারে অনুকূল ॥ ৬৬১।

১—১ শিব ব্রহ্ম শিব ব্রহ্ম শিব ব্রহ্মময় (ক)
২ সেব্য ৩ নাঞি (ক)
৪—৪ মায়াতে মোহিত হয়্যা মানে নাই (ক)
৫—৫ বানরে বান্দিল সেতু সমুদ্রের কূলে (ক)
৬—৬ রাম পায়্যা বর রামেশ্বর রাখে (ক) ৭ ভবে (ক)
৮ বাল্যে (ক) ৯ বাল্যেশ্বর (ক) ১০ শিব (ক)

ধন্য তার জননী জনক তার ধন্য।
শিবভক্ত পুত্র পায় কর‍্যা নানা পুণ্য ॥ ৬৬২ । *
মুক্ত সেই কুল শিবভক্ত যেই কুলে।
সত্য সত্য সত্য ইচ্ছা সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥ ৬৬৩ ।
মানে নাই শিব যারা জানে নাই বেদ।
গঙ্গাধরে গৌরী যে গোবিন্দে করে ভেদ ॥ ৬৬৪ ।
মহাপ্রলয়ের কালে হৈল সর্ব্বনাশ।
শিব বিনা কার কোথা নাহি গন্ধবাস ॥ ৬৬৫ ।
সেই পরাৎপর যেই সর্ব্বকাল রয়।
মহারুদ্র বলে কেহ মহাবিষ্ণু কয় ॥ ৬৬৬ ।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যার করতল।
শুভদাতা সেই[1] শিব সেবকবৎসল ॥ ৬৬৭ ।
যোগেন্দ্র পুরুষ জন্ম জরা কৈল জয়।
তেঞি তান দাসী হৈতে অভিলাষ হয় ॥ ৬৬৮ ।
শিবাধিক কে আছে সেবিতে বল কাকে।
ত্রিভুবনেতে বুঝ্যা তুমি আন তাকে ॥ ৬৬৯ । **
শুন্যাছি সুধীর ঠাঁঞি নাহি শিবাধিক।
শিবার্থে যোগিনী হৈয়্যা মাগ্যা খাব ভিখ্ ॥ ৬৭০ ।
কুমারীর কথা শুন্যা কৃপানিধি[2] হাসে।
বর দিল বিস্তর মনের অভিলাষে ॥ ৬৭১ ।
ত্বরায় তোমার পতি হন্তু[3] ত্রিলোচন।
নাথকে অর্পণ কর নবীন জীবন ॥ ৬৭২ ।

* ৬৬২ শ্লোক হইতে ৬৬৫ শ্লোক পর্য্যন্ত অন্য পুঁথিতে নাই।

১ সদা (ক)

** ৬৬৯ হইতে ৬৭০ শ্লোক পর্য্যন্ত অন্য পুঁথিতে নাই।

২ দয়াবান (ক) ৩ হউ (ক)

গোরীর গৌরব হৌক[১] সৌরভ সকল[১]।
পশুপতি অম্বুতুল্য[২] বাস্থুন[২] কেবল ॥ ৬৭৩ ।
পঞ্চমুখে চুম্বন করুন চান্দমুখে।
পতিপুত্রবতী হৈয়া জীয়া থাক সুখে ॥ ৬৭৪ ।
গড় কর‍্যা গিরিসুতা গদ গদ ভাষে।
কহ কতকালে যাব কপর্দ্দীর পাশে ॥ ৬৭৫ ।
বলে বুড় বামুন বুঝিবে[৩] তুই একে।
তখন ত্রিপুরা তাঁকে ত্রিলোচন দেখে ॥ ৬৭৬ ।
বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড় শূল সব্য হাতে[৪]।
পূর্ব্বরূপ[৫] পঞ্চমুখ[৫] জটাজুট মাথে ॥ ৬৭৭ ।
হাস্যা হৈমবতী হরে করে প্রণিপাত।
বরমাল্য দেহ গলে বলে বিশ্বনাথ ॥ ৬৭৮ ।
শীঘ্র আনে সুন্দরী সুন্দর কর‍্যা মালা।
গিরিশের[৬] গলে দিল শুভক্ষণে বেলা ॥ ৬৭৯ ।
আকাশে[৭] দুন্দুভি বাজে নাচে সুরগণ।
আনন্দে[৮] করিল ইন্দ্র পুষ্প বরিষণ ॥ ৬৮০ ।
হেনকালে হৈমবতী হরে কন এই।
দশ-বাপী-সমা কন্যা যদি পাত্রে দেই ॥ ৬৮১ ।
তুমি বর আমি কন্যা সম্প্রদাতা গিরি।
আসিবেন বরযাত্র ইন্দ্র আদি করি ॥ ৬৮২ ।

১—১ হউ গায়হ ভুবন (ক)
২—২ অনুকূল রাখুন (ক)
৩ দেখিবে (ক)
৪ সাথে (ক)
৫—৫ পূর্ব্ব বেশ বিলক্ষণ (ক)
৬ শঙ্করের (ক)
৭ অমর (ক)
৮ আকাশে (ক)

আনন্দিত হৈয়া দেখিবেন লোক সব।
হরগৌরী বিবাহ মঙ্গল মহোৎসব ॥ ৬৮৩।
সায় দিল শঙ্কর শঙ্করী গেলা ঘরে।
দুইজনে দাস্য দিয়া[১] দ্বিজ রামেশ্বরে ॥ ৬৮৪। [২৯]

শিবের বরবেশ

শিব পার্ব্বতীর পদ মনেতে ভাবিয়া।
বিবাহ কৌতুক এবে শুন মন দিয়া ॥ ৬৮৫। *
ঠাহরায়্যা ঠাকুর নারদে দিল ভার।
ব্রহ্মাপুত্র বাচায়্যা[২] করিল অঙ্গীকার ॥ ৬৮৬
বিবাহে বিস্তর লোক দিবেন[৩] যৌতুক।
আমি[৪] কিছু নাহি চাই[৪] করিব কৌতুক ॥ ৬৮৭
সায় দিল শঙ্কর সন্তোষ হৈলা ঋষি।
হরষ[৫] হৈয়া কহে[৫] হিমালয়ে আসি ॥ ৬৮৮।
ভাগ্য ভাল তোমার ভারতী[৬] ভাল মোর।
শুন[৭] গিরি[৭] কন্যার পুণ্যের নাহি[৮] ওর ॥ ৬৮৯।
কামরিপু নিষ্কাম কামনা কোথা তার।
কতভাগ্য কামিনী করাল্য অঙ্গীকার ॥ ৬৯০। *

১ দিল (ক)
* ৬৮৫ শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই
২ আচার্য্য (ক) ৩ দিলেন (ক)
৪—৪ মোর কিছু নাঞি কিন্তু (ক)
৫—৫ বড়াই বাড়াল্য বড় (ক)
৬ উদ্যোগ (ক) ৭—৭ অপর্ণাখ্যা ৮ নাঞি (ক)
* ৬৯০ শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই

পূর্ব্বলভা[১] পার্ব্বতী[১] লভিল নিজনাথে।
সারা গেল সব কথা শঙ্করের সাথে ॥ ৬৯১।
শৈলরাজ শুভকাজ শীঘ্র লও সার‍্যা।
বিনোদিয়া বর বসিয়াছে যাত্রা কর‍্যা ॥ ৬৯২।
আবাহন[২] অনেক করিল আপ্তজন[২]।
বরযাত্র বিস্তর[৩] আসিবে বিচক্ষণ[৩] ॥ ৬৯৩।
হিমালয় কয় হর[৪] বর আন দ্রুত।
তোমার আশিসে হেথা সকল প্রস্তুত ॥ ৬৯৪
নগাধিপ [৫] নারদে বিদায় করি দিয়া।
বিন্ধ্য আদি বান্ধবে আনিল আমন্ত্রিয়া ॥ ৬৯৫।
বাদ্যগীত বিস্তর করিয়া কোলাহল।
হর্ষযুক্ত হৈয়া কৈল হরিদ্রা মঙ্গল ॥ ৬৯৬।
প্রাণপণে পর্ব্বত প্রস্তুত হয়্যা রয়।
মনোহর[৬] মহামুনি মহেশেত কয়[৬] ॥ ৬৯৭।
নগেন্দ্র[৭] সহিত লগ্ন নিরূপণ কর‍্যা[৭]।
উভয়েতে[৮] সকল জঞ্জাল আল্য সার‍্যা[৮] ॥ ৬৯৮
ত্রিভুবনে তোমার দিলাম নিমন্ত্রণ।
সার‍্যা[৯] আল্য সকল সস্ত্রীক দেবগণ।[৯] ৬৯৯।

১—১ পূর্ব্বভালে কন্যার (ক)
২—২ হর্ষ মনে করিল অনেক আয়োজন (ক)
৩—৩ আসিয়া বসিব বিলক্ষণ (ক)
৪ শুন (ক) ৫ নগনৃপ (ক)
৬—৬ মনোহর মহামুনি মহেশেরে কয় (ক)
৭—৭ মামীর মা মাগী মোরে পেল্যা ছিল মার‍্যা (ক)
৮—৮ আই বল্যা অনেক যতনে আন্য টান্যা (ক)
৯—৯ আইসেন আনন্দে সকল সুরগণ (ক)

স্বরাপর বরকে সাজাল্যে ভাল হয়।
বিদগধ বিনা সে অন্যের সাধ্য নয় ॥ ৭০০ ।
বর চোর দেখিতে সবার অভিলাষ।
ইহা জান্যা উত্তম সাজিবে কৃত্তিবাস ॥ ৭০১ ।
হর বলে তোমা হতে বিদগধ কে।
আবাথাবা কর্য়া বাবা সাজাইয়া নে ॥ ৭০২ ।
ভব্য ঋষি ভাল সাজাইল[১] ভূতনাথে।
মূর্ত্তি দেখি মেনকা মূর্চ্ছিত হবে[২] যাতে ॥ ৭০৩ ।
বৈসে গিয়া[৩] বিনোদ্যা বুড়া[৩] বৃষের উপর।
হর বরযাত্রা চলে বলে রামেশ্বর ॥ ৭০৪ । [৩০]

শিবের বরযাত্রা

ত্রিদশ দুন্দুভি বাজে বাজায় বিশাল।
বেণু বিনা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল ॥ ৭০৫ ।
ঢাক ঢোল দগ[৪] ডঙ্কা সড় ধামা[৪] ভেরী।
মঙ্গল মুরচঙ্গ[৫] (?) কত মোহন মুরারী[৬] ॥ ৭০৬ ।
কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ গান করে তারা।
আগে আগে নৃত্য করে ইন্দ্রের অপ্সরা ॥ ৭০৭ ।
ব্রহ্মা বরযাত্র চলে বিষ্ণুর[৭] সহিত।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী চলে হয়্যা হরষিত ॥ ৭০৮ ।

১ জানাইল (ক) ২ হয় (ক)
৩—৩ বর বিনোদিয়া (ক) ৪—৪ কাঁসর দগড় দামা (ক)
৫ মুরলী (ক) ৬ মোহরী (ক)
৭ দেবগণের (ক)

ঐরাবতে ইন্দ্রাণী সহিত দেবরায়।
ত্রিদশ তেত্রিশ কোটি তার[১] সঙ্গে[১] ধায় ॥ ৭০৯।
অষ্টবসু নবগ্রহ দশ দিক্‌পাল।
ষোড়শ মাতৃকা চলে দেবের[২] বিশাল[২] ॥ ৭১০।
মার্কণ্ডেয় সাজিলেন ষষ্ঠীর সহিতে।
চেতরাজ চলিলেন চড়ি[৩] চিত্ররথে[৩] ॥ ৭১১।
বৃহস্পতি আদি চলে ব্রাহ্মণের ঘটা।
দিব্য বস্ত্র পরিধান ভালে ভাল[৪] ফোঁটা ॥ ৭১২।
যায় যত ডাকিনী যোগিনীগণ লয়্যা।
সর্ব্বভূত সি[৫] (?) আল্য সমাচার পায়্যা ॥ ৭১৩।
দীপ্ত করে দিগন্তে দেউটি ধরে দানা।
ভূতগুলা মারে ঠেলা শুনি নাই মানা ॥ ৭১৪।
খোশাল হৈয়া পেতি মশাল যোগায়।
কৌতুকে কুষ্মাণ্ডগণ গড়াগড়ি যায় ॥ ৭১৫।
দপ্ দপ্ দীপক জ্বলিছে ধুনা মড়া।
হাজার হাজার চলে হয়ে হাতী ঘোড়া ॥ ৭১৬।
চরকি হইয়া কেহ চলে সাথে সাথে।
হাওয়াই[৬] হইয়া কেহ ধায় শূন্য পথে ॥ ৭১৭।
অশেষ আতস বাজি করে সর্ব্বভূত।
শঙ্কর সাবাসি দেন ভেলা মোর পুত ॥ ৭১৮।
বরযাত্রী শব্দ শুন্যা স্তব্ধ হিমালয়।
আপনি মধ্যস্থ[৭] সঙ্গে আগে হয়্যা লয়[৮] ॥ ৭১৯।

১—১ আগে পিছে (ক) ২—২ সুরের মিশাল (ক)
৩—৩ চাপিয়া দিব্য রথে (ক) ৪ দিব্য (ক) ৫ সর্ব্বে (ক)
৬ হাবাই (ক) ৭ অমাত্য(ক) ৮ রয় (ক)

বাসা দিল বরকে বিচিত্র বাটী মাঝে।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় বিদ্যাধরী নাচে ॥ ৭২০। *
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৭২১। [৩১]

গৌরী-অধিবাস

আনন্দ দুন্দুভি কর‍্যা লয়্যা বন্ধুগণে।
গৌরী-অধিবাস গিরি করে শুভক্ষণে ॥ ৭২২।
ছাইয়া ছায়ামণ্ডপ রাখ্যাছে মণিমালে।
দপ্ দপ্ দেউটি[১] জ্বল্যাছে তার কোলে ॥ ৭২৩।
বিচিত্র নির্ম্মাণ[২] রত্ন বেদির উপরে।
ব্রাহ্মণ সকল বেড়্যা[৩] বেদধ্বনি করে ॥ ৭২৪।
অচল আচান্ত হইয়া বৈসে বরাসনে।
কৃতাঞ্জলি করে নতি[৪] কৃষ্ণের চরণে ॥ ৭২৫।
প্রাণায়াম[৫] ভূতশুদ্ধি সার‍্যা[৬] সুমার্জন[৬]।
কৈল স্বস্তি-বাচন করিয়া বরাসন[৭] ॥ ৭২৬।
স্বর্ণ ঘটে করপুটে কর‍্যা আবাহন।
বেদের বিধানে পূজে বিবুধেরগণ ॥ ৭২৭। *
সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পর‍্যা।
পার্ব্বতী পুরট-পীঠে[৮] আরোহণ হল্যা[৮] ॥ ৭২৮।

*৭২০ শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।
১ দীপক (ক) ২ বেতাল (ক) ৩ বন্দ্যা (ক)
৪ স্তুতি (ক) ৫ প্রণমিঞা (ক)
৬-৬ সারিল সকল (ক) ৭ কোলাহল (ক)
*৭২৭ শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।
৮ পৃষ্ঠে পদ্মাসন কর‍্যা (ক)

মন্ত্রপড়ে মুনিগণ কর‍্যা কলস্বর।
গৌরীর গন্ধাদি বাস করে গিরিবর॥ ৭২৯।
মহীগন্ধ শিলা ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প ফল।
ঘৃত[১] দধি দুগ্ধ দিল সিন্দুর[১] কজ্জল॥ ৭৩০।
রোচণা[২] সিদ্ধার্থ স্বর্ণ রূপা তাম্র আদি।
চামর দর্পণ দীপ দিল যথাবিধি॥ ৭৩১।
বন্দিল প্রশস্ত পাত্র সূত্র বান্ধি করে।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে তারপরে॥ ৭৩২।
ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় পূজ্যা দিল বসুধারা।
চেদিরাজ পূজ্যা নান্দীমুখ কৈল সারা॥ ৭৩৩।
তথায়[৩] বরের[৩] অধিবাস যথাবিধি।
ব্রহ্মা দিল মন্ত্র পড়্যা মহীগন্ধ আদি॥ ৭৩৪।
গুর্জ্যাদি[৪] করিয়া পূজা দিল বসুধারা।
এতদূরে কপর্দ্দীর ক্রিয়া হৈল সারা॥ ৭৩৫।
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কি করিবে শূলপাণি।
পিতৃ পিতামহ[৫] আদি সকল আপনি॥ ৭৩৬।
ওথা নৃত্য বাদ্যগীত কর‍্যা কোলাহল।
শত এয়ো সহিতে মেনকা সহে জল॥ ৭৩৭।
এয়ো নাম শুনিলে আনন্দ হয় মনে।
অতএব আর্ত্তি কর‍্যা রামেশ্বর ভণে॥ ৭৩৮। [৩২]

১—১ স্বস্তিক সিন্দুর ঘৃত সুশঙ্খ (ক)
২ গোরোচনা (ক)
৩—৩ ঈশ্বরের গন্ধ (ক)
৪ গৌরব (ক)
৫ পিতামহ (ক)

এয়োদের নাম

এয়োর প্রধান এয়ো সংসারের সার।
এয়ো বিনা এ তিন ভুবন অন্ধকার॥ ৭৩৯। *
যার ঘরে এয়ো নাই গৃহশূন্য তার।
আনন্দদায়িনী এয়ো আনন্দ অপার॥ ৭৪০
ভদ্রকালী ভবানী ভৈরবী ভগবতী।
ভানুমতি ভাগ্যবতী ভাগীরথী রতি॥ ৭৪১।
রামেশ্বরী[১] রুক্মিণী রোহিনী রাধা রমা।
রম্ভা তারা তারিণী[২] তুলসী তিলোত্তমা॥ ৭৪২।
চন্দ্রমুখী চন্দ্ররেখা[৩] চন্দ্রাণী চণ্ডিকা[৩]।
অরুন্ধতী অন্নপূর্ণা অপর্ণা অম্বিকা॥ ৭৪৩।
জাহ্নবী যমুনা জয়া জানকী যশোদা।
সুলোচনা সুরেশ্বরী[৪] সুন্দরী সারদা॥ ৭৪৪।
সুভদ্রা সুমিত্রা সত্যভামা সত্যবতী।
স্বাহা স্বধা শচী সীতা শিবা সরস্বতী॥ ৭৪৫।
পুণ্যবতী পার্ব্বতী পরমেশ্বরী পরা।
পদ্মমুখী পদ্মিনী পরশী পরতরা॥ ৭৪৬।
হরিপ্রিয়া হৈমবতী অদিতি অভয়া।
দনু দিতি দ্রৌপদী দৈবকী দুর্গা দয়া॥ ৭৪৭।
কাত্যায়নী কালী[৫] কলাবতী[৫] কল্পলতা।
কামেশ্বরী কৃশোদরী কৃষ্ণা[৬] কুন্তীমাতা[৬]॥ ৭৪৮

* ৭৩৯-৭৪০নং শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।

১ কামেশ্বরী (ক) ২ ত্রিপুরা (ক)

৩—৩ চিত্রলেখা চিত্রাণী চর্চ্চিকা (ক) ৪ সুশোভনা (ক)

৫—৫ কালিকা কমলা (ক) ৬—৬ কুন্তী কৌস্তুলতা (ক)

মহামায়া মোহিনী মালতী[১] মহেশ্বরী।
মধুবতী মাতঙ্গী[২] মদনা মন্দোদরী ॥ ৭৪৯।
বিদ্যাধরী বিশালাক্ষী বিমলা বিজয়া।
বৃন্দা[৩] বিদ্যা গোমতী গান্ধারী গঙ্গা গয়া ॥ ৭৫০।
ঈশ্বরী ইন্দ্রাণী উমা উর্ব্বশী অহল্যা।
কল্যাণী কুমারী কুন্তী কৈকেয়ী কৌশল্যা ॥ ৭৫১।
কুঞ্জলতা[৪] ললিতা লক্ষ্মীর অবতার।
এয়োর প্রধান এয়ো কত শত আর ॥ ৭৫২।
সুরধুনী মাধবী ধনী[৫] চিন্তা[৬] মণি চাঁপা।
সোহাগী সম্পদী পদী খুদী[৭] সোনারূপা ॥ ৭৫৩।
যোড় হয়্যা জলসায়া মঙ্গলিল হাঁড়ী।
হেনকালে হৈল বরের হুড়াহুড়ি[৮] ॥ ৭৫৪।
বাদ্যকরে[৯] ছুটে সবে কর‍্যা ধাওাধাই[১০]।
পর্ব্বতের পুরেতে পড়িল রাওয়া-রাই[১১] ॥ ৭৫৫। *
অচলে অর্চ্চনা করে আত্মারাম পাইয়া।
পর্ব্বতের প্রেমধারা পড়ে অঙ্গ বায়্যা ॥ ৭৫৬।
আনন্দে বিহ্বল হয়্যা রহে মহীধর।
স্ত্রী-আচারে নারদ লইয়া চলে বর ॥ ৭৫৭।

১ মাধবী (ক)　২ মালতী (ক)　৩ বেহু (ক)
৪ লবঙ্গলতা (ক)　৫ চিত্রাণী (ক)　৬ চিনি চাঁপা (ক)
৭ পদ্ম (ক)　৮ দড়বড়ি (ক)　৯ বাদ্য রবে (ক)
১০ রাবারাই (ক)　১১ ধার্ত্তাধাই (ক)

* (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ।
বরযাত্র কন্যাযাত্র বেড়্যা বৈসে বরে।
হেমাসনে হিমালয় বসাইল হরে ॥

অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বেড়িলেন বরে।
তার মাঝে মেনকা মোহিনী আগুসরে॥ ৭৫৮।
ছদিকে ছদাসী লয়্যা ঔষধের ডালা।
বরের নিকটে রাখে বরণের মালা[১]॥ ৭৫৯।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ৭৬০। [৩৩]

স্ত্রী-আচার

সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পর্য্যা।
দাণ্ডাল্য দেবের আগে দিব্য শোভা[২] কর্য্যা[২]॥ ৭৬১
রতন প্রদীপ সব রমণীর হাতে।
বেড়িল পদ্মিনী সব পার্ব্বতীর নাথে॥ ৭৬২।
বর দেখ্যা বিস্ময় হৈল সবাকার।
শাশুড়ী শুখাইয়া গেল সুখ নাই আর॥ ৭৬৩।
শঙ্কর কন্যার বর কেন হেন দেখি।
মনে মনে বিচার করএ শশিমুখী[৩]॥ ৭৬৪।
সীমন্তিনী সব দেখে স্বপনের পারা।
কানাকানি করে কিছু কয় নাঞি তারা॥ ৭৬৫।
শাশুড়ী বরণ করে সাবধান হইয়া।
নির্ব্বাচিতে নারি কিছু কাজ নাই কয়্যা॥ ৭৬৬।
দিব্য দধি দিয়া ছটী চরণারবিন্দে।
অঙ্গুলি হেলায় রাণী[৪] অশেষ প্রবন্ধে॥ ৭৬৭।
পায় হতে মস্তক মস্তক হতে পা।
প্রচুর প্রবন্ধ কৈল পার্ব্বতীর মা॥ ৭৬৮।

১ থালা (ক)   ২—২ দেহ ধর্য্যা (ক)
৩ বিধুমুখী (ক)   ৪ রামা

তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠ যোখে[১] বাম[১] হাতে ধর‍্যা।
নিছিয়া ফেলিল পান পরিপাটী কর‍্যা ॥ ৭৬৯।
মস্তকে মণ্ডন দিয়া যোখে[২] সাতবার।
কপালে চন্দন দিয়া গলে দিল হার ॥ ৭৭০।
ছামনি নাড়িয়া অভিচারে দিল মন।
একে একে আরম্ভিল[৩] ঔষধের গণ ॥ ৭৭১।
মন্ত্র পড়্যা গুড়ে চাউলি বক্ষে দিল[৪] ফেল্যা।
দপ্‌ দপ্‌ কপালে দহন উঠে জ্বল্যা ॥ ৭৭২।
চমকিত[৫] চন্দ্রমুখী চক্ষু বুজ্যা[৬] রয়।
নারদ নিষেধ কৈল ভাল কর্ম্ম নয় ॥ ৭৭৩।
বিষধরে[৭] বুদ্ধি দিল বিধাতার পো।
শিরে হাত বাড়াইতে সাপে মারে ছোঁ ॥ ৭৭৪
পাছে হৈল[৮] পদ্মমুখী পায়্যা প্রাণ ভয়।
সখী-মাঝে শব্দ কর‍্যা সাপ সাপ কয় ॥ ৭৭৫।
নারদ বলেন মামা এত রঙ্গ জান।
জন্মদাতা বেগারে পড়িল নাই কেন ॥ ৭৭৬।
নারদের কথাএ শিবের হৈল সুখ।
সম্বিদের আনন্দে শিঙায় দিল ফুক ॥ ৭৭৭
আই আই বল্যা এয়ো হাস্যা পাক যায়।
আগুণ মেটায়্যা দিল মেনকার গায় ॥ ৭৭৮।

১—১ তবে দুই (ক)
২ চক্ষে (ক)
৩ আরোপিল (ক)
৪ দিতে (ক)
৫ চমকিয়া (ক)
৬ মুস্তা (ক)
৭ বৃষধ্বজে (জ)
৮ আল্য (ক)

দেবঋষি দেখাইল[১] ঈশ্বরের মূল।
পালায় সকল[২] ফণী[২] হইয়া আকুল ॥ ৭৭৯।
ছাড়্যা বাঘছাল যদি ছুটিল ভুজঙ্গ।
শাশুড়ী সম্মুখে[৩] শিব হইল উলঙ্গ ॥ ৭৮০।
নন্দী ছিল মশাল জোগাল্য[৪] নিয়া কাছে[৪]।
ভ্রূকুটি করিয়া ভূত চতুর্দ্দিকে নাচে[৫] ॥ ৭৮১।
মহেশের পিছে থাক্যা মুনি মাল্য ঠেলা[৬]।
কান্দ্যা ঘরে গেল রাণী আছাড়িয়া থালা ॥ ৭৮২।
আই আই এয়োর উঠিল কলরোল[৭]।
জামাই মাল্য ঠেলা[৮] বল্যা উঠিল গণ্ডগোল ॥ ৭৮৩।
গুর্ব্বিণী সকল গিরিরাজে গালি পাড়্যা।
কলস্বরে কান্দেন কন্যার মাকে লয়্যা[৯] ॥ ৭৮৪।
দিগম্বর দেখ্যা দুঃখ উঠে পুনঃ পুনঃ।
মেনকার মনস্তাপ মন দিয়া শুন ॥ ৭৮৫।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৭৮৬। [৩৪]

রাণী মেনকার বিলাপ

বিহার[১০] দায় নাই দায় নাই[১০]।
* মৈনাক মোর বাপ হ বল গিয়া তোরা গো
কন্যার মায়ের মনে বর ভায় নাই ॥ ৭৮৭।

১ দিল তাহে (ক) ২—২ যতেক সাপ (ক) ৩ সমাজে (ক)
৪—৪ জোগায়্যা দিল তায় (ক) ৫ ধায় (ক) ৬ চালা (ক)
৭ কলরোল (ক) ৮ চালা (ক) ৯ বেড়্যা (ক)
১০—১০ বিভার দায় নাই দায় নাই দায় নাই।
* এই পংক্তিটি অন্য পুঁথিতে নাই।

ভাতার চক্ষের মাথা খায়্যা বর আন্যাছেন দিবেন মায়্যা
ছি ছি ছি ছি কি বলিব তারে।
খেপা বুড়া দিগম্বর ধাক্কা মার‍্যা বাহির কর
আইবড় মোর ঝি থাকুক মোর ঘরে ॥ ৭৮৮ ।
* বাপ মায়ের বয়স পায়্যা বিভা করিবেন লাজ খায়্যা
আস্যাছেন ঘুট্যা পাশ মাখ্যা।
গায় বেড়া কালসাপ কোথা হতে আইল পাপ
ডর করে মোর জ্বর আল্য দেখ্যা ॥ ৭৮৯ ।
ভাল ঘর ভাল বর কয়্যা[১] কয়্যা নিরন্তর
নারদ লাগিল মোর হটে।
গৌরীকে বান্ধিয়া গলে, ঝাঁপ দিব গঙ্গা জলে
ভূতে প্রেতে দিতে বল[২] বটে ॥ ৭৯০ ।
গুণের[৩] বাছা মোর রূপের নাহি ওর
মরুক[৪] বর[৪] কোন গুণ আছে।
দেখ্যা আছা বুড়া ধন্দ[৫] মদন[৬] লাগিল ছন্দ[৬]
বদনে দশন পড়্যা গেছে ॥ ৭৯১ । **

* ৭৮৯ নং শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।
১ বল্যা ২ (ক) ২ হবে (ক) ৩ গুণনিধি (ক)
৪—৪ মড়া তোর (ক) ৫ ছন্দ (ক) ৬—৬ মদনে লাগিছে ধন্দ (ক)
** বাপের বয়স পায়্যা
ব্যা করিবেন লাজখায়্যা।
আসিছেন গুচ্যা পাশ মাখ্যা।
গায় ব্যাড়্যা কালসাপ
কোথা হৈতে আল্য পাপ
ভয় পাল্য জ্বর আল্য দেখ্যা ॥ (ক) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ।

মেনকা ভৎ´সিয়া কয় গৌরীর অন্তরে ভয়
বিশ্বনাথে এত উপহাস।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর শুন যত বুড়া বর
বিবাহের ছাড় অভিলাষ ॥ ৭৯২। [৩৫]

পা মেল্যা পর্ব্বতপ্রিয়া[১] কোলে কর‍্যা ঝি[২]।
এমন বরে বিভা দিব এমন সাধ[৩] কি ॥ ৭৯৩।
ঝি সোহাগিনী[৪] করে ঝি এর বড়াই।
চান্দের গায়ে মলিন আছে বাছার গায়ে নাই ॥ ৭৯৪
পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া চান্দমুখে।
বিরহের জ্বালাতে বাছারে কৈল বুকে ॥ ৭৯৫।
আকুল হয়্যাছে প্রাণ হয়্যাছে[৫] উদ্‌বেগ।
চক্ষু দুটী স্রবে যেন শ্রাবণের মেঘ ॥ ৭৯৬।
কেবল কন্যার মোহে লোহে গেল ভর‍্যা।
মহারাণী মাথাকুটে মনস্তাপ কর‍্যা ॥ ৭৯৭।
বলে যেই বাছা মোর[৬] দিবে এই বরে।
স্ত্রী হত্যা দিব আমি তাহার উপরে ॥ ৭৯৮।
কান্দে রাণী কেবল কন্যার মুখ চাইয়া।
বাছা তোর বর আন্যাছে চক্ষুর মাথা খায়্যা ॥ ৭৯৯।
* ভূতনাথে ভৎ´সিয়া ভর্ত্তারে গালি পাড়ে।
কর‍্যা রোষ দেই দোষ ঘটকের ঘাড়ে ॥ ৮০০।

১ পার্ব্বতী (ক) ২ বলেছি (ক) ৩ হেন ঝি (ক)
৪ সোহাগী রামা (ক) ৫ উঠ্যাছে (ক) ৬ লৈঞা (ক)
* ৮০০—৮০৪ শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।

আই আই কি লাজ লাজ হায় হায়।
বর্ব্বর বাঘার বুড়ায় বেটী দিতে চায় ॥ ৮০১।
আইবড় বেটী মোর বাচ্যা থাকুক ঘরে।
এমন বিহার কাজ নাই আচাভুয়া বরে ॥ ৮০২।
বদনে দশন পড়া মিস্ম * আঁখি।
এমন বিপাক্যা বর বিশ্বে নাই দেখি ॥ ৮০৩।
সর্ব্বাঙ্গে কিল কিল সদা করে কালসাপ।
তারে বেটী দিতে বলে নিদারুণ বাপ ॥ ৮০৪।
নিন্দা করে নগেন্দ্রে নারদে দেই শাপ।
বলে গৌরী গলে বান্ধ্যা জলে দিব ঝাঁপ ॥ ৮০৫।
আজি কেন কেবল মেনকা মর্য্যাছিল।
পরমাই থাকিতে পরাণ গিয়েছিল ॥ ৮০৬।
গুড়ে চাউলি ফেল্যা দিতে অগ্নি উঠে চক্ষে[১]।
ননীর পুতলী বাছা দেখ্যা দিব তাকে[২] ॥ ৮০৭।
সর্পাঘাত[৩] হয় হাত বাড়াইলে শিরে[৩]।
ধাক্কা মার্য্যা বাহের কর্য্যা দিতে বল তারে[৪] ॥ ৮০৮।
লেঙ্গটা হইয়া রয় শাশুড়ীর কাছে।
এমন পাগল কেবা ত্রিভুবনে আছে ॥ ৮০৯।
আই[৫] মাগো জ্বালায়ে জামাই মারে ঠেলা[৫]।
গলায় দড়ি দিয়া মরুক শালার বেটা শালা ॥ ৮১০।

---

* মিটি-মিটি ?

১ তায় (ক) ২ কায় (ক)

৩—৩ ফণীর ফুকান শুন্যা মর্য্যাছিল ডরে (ক) ৪ বরে

৫—৫ আই মা কি লাজ গো
আই মা কি জ্বালা। (ক)

মেনকার মুখ ছুটে যত উঠে মনে।
সে সকল শেল বাজে শৈলজার কানে ॥ ৮১১ ।
হৈয়া শ্বেত মাছি রূপে হৈমবতী কয়।
নিদ্রাছলে নাথের চরণে নিবেদয় ॥ ৮১২ ।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৮১৩ । [৩৫ক]

শিবের দিব্য-দেহ ধারণ

দয়া কর দয়া সিন্ধু দণ্ডবৎ হই।
ত্রিপুরা তোমার বই অন্য কার নই ॥ ৮১৪ ।
তবে কেন ত্রিলোচন তুমি তারে ছাড়।
দয়াময় ছুটী পায় দাসী কর‍্যা এড় ॥ ৮১৫ ।
দেহান্তরে দোষ দিয়া দক্ষ হেন বাপে।
তনুত্যাগ কর‍্যাছি তোমার ঐ তাপে ॥ ৮১৬ ।
বিধি বিষ্ণু ভৈরব বুঝিতে নারে যার।
সে তুমি তোমার তত্ত্ব কি বলিব আর ॥ ৮১৭ ।*
মায়া মূর্ত্তি দেখ্যা যত মায়্যা গালি পাড়ে।
মেনকা মায়ের তাথে মনস্তাপ বাড়ে ॥ ৮১৮ ।
যোগেশ্বর জুরা করে জানে নাই যারা।
কানে মোর বাজে ঘোর কুলিশের পারা ॥ ৮১৯।
মদনমোহন মূর্ত্তি ধর মোর তরে।
যত মায়্যা যেন চায়্যা ধন্দ হয়্যা ঝুরে ॥ ৮২০ ।

* ৮১৭—৮২২ শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।

(ক) পুঁথির উক্ত অংশের পাঠান্তর :—

সদানন্দ সর্ব্বকাল সর্ব্বময় তুমি।
তোমার চরণে প্রভু কি বলিব আমি ॥

কামিনীর একথা শুনিয়া সেই প্রভু।
কোটী কাম কমনীয় হৈল সেই বপু॥ ৮২১।
চতুর্দ্দশ ভুবন চরণ যার সেবে।
ব্রহ্মা পুরন্দর আদি যার পদ ভাবে॥ ৮২২।
দেবমায়া দেখ্যা মিছা[১] ধন্দ হয়্যা[১] শোকে।
আপনার অখ্যাতি আপনি থুইল লোকে॥ ৮২৩
হায় হায় হায় হেদে হাভাত্যার ঝি।
নিরঞ্জন নিন্দা ভাল নির্ব্বাচিব কি॥ ৮২৪।

চর্ম্ম চক্ষে তোমারে চিনিতে নারে কেহ।
দয়া কর্য্যা দয়াময় ধর দিব্য দেহ॥
শঙ্করীর এই কথা শুন্যা সেই বপু।
কোটী কাম কমনীয় হৈলা কামরিপু॥
সর্প সর্ব্ব সাজিল সোনার অলঙ্কার।
গলে ছিল ফণী হৈল মণিময় হার॥
বিভূতিভূষণ হৈল জটাভার কেশ।
ভুবন ভুলিআ গেল মহেশের বেশ॥
মহামায়া মায়ের চরণ ধর্য্যা কয়।
মহেশ্বরে মন্দ বল ভাল কথা নয়॥
চর্ম্ম চক্ষে চিনিতে নারিলে চন্দ্রচূড়।
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ পরম নিগূঢ়॥
তোমার তনয়া তপ কৈল তার তরে।
মোর মা হৈয়া মন্দ বল মহেশ্বরে॥
ভোলানাথ রয়্যাছেন ভুবন আলো কর্য্যা
দেখ আস্যা দেবদেবে দুটী চক্ষু ভর্য্যা॥
দান দেহ দুহিতা দেবাদিদেব দেবে।
চতুর্দ্দশ ভুবন চরণ যার সেবে॥

১—১ সবে দগ্ধ হৈল (ক)

গৌরী মুখে শব্দ শুন্যা স্তব্ধ[১] যত মায়্যা।
মা রহিল চণ্ডিকার চান্দমুখ চায়্যা ॥ ৮২৫ ।
হেনকালে হরিদাস হৈলা উপস্থিত।
বসিল এয়োর মাঝে এয়োর সহিত ॥ ৮২৬ ।
রাণীরে রহস্য করে ঋষি হইয়া নাতি।
কষ্ট দেখ্যা রসাইতে আস্যাছি এত রাতি ॥ ৮২৭ ।
জামাই ভাতারি পালি[২] এমন জামাই।
কড়্যা আঙ্গুলের রূপ কামদেবে নাই ॥ ৮২৮ ।
এই পাকে[৩] সেই কালে কয়্যাছিল[৪] আমি।
দেবমায়া দেখ্যা মোরে দোষ দেও তুমি ॥ ৮২৯ ।
এয়োর সহিত তুমি আস্য মোর সাথে।
ভুল্যা যাবে এখনি দেখিয়া ভোলানাথে ॥ ৮৩০ ।
হাত ধর্যা হরাস্তিকে হরিদাস লয়।
বর দেখ্যা বিধুমুখী মানিল বিস্ময় ॥ ৮৩১ ।
মহেশে দেখিয়া মোহ গেল যত মায়্যা।
চিত্রের পুতলী যেন রহিলেন চায়্যা ॥ ৮৩২ ।
কত কোটী কল্প বস্যা কত কোটী বিধি।
রচনা করিল হেন রসময় নিধি ॥ ৮৩৩ ॥ ।
গদ গদ হয়্যা বলে কন্যা[৫] যোগ্য বর।
যে যার জামাতা নিন্দা করে অতঃপর ॥ ৮৩৪ ।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৮৩৫ । [৩৬]

১ গৌণ (ক)
২ পাবে (ক)
৩ অতএব (ক)
৪ কইয়াছি (ক)
৫ মোর (ক)

শাশুড়ীদের জামাই-নিন্দা

চুকি বলে আরে মোর ছার কপাল ছি।
অন্ধ বরে বিহা দিনু চন্দ্রা[১] হেন ঝি ॥ ৮৩৬।
শুয়্যা থাকে শয্যায় যুবতী কর‍্যা কোলে।
হাবাতিকে হারাইয়া হাতাড়িয়া বুলে ॥ ৮৩৭ ।*
কান্দু কান্দু হয়্যা সাধু বলে বল কি।
খোঁড়া বরে খুজ্যা দিনু খুদি হেন ঝি ॥ ৮৩৮।
সোনস্যা[২] সুন্দরী নারী[৩] তাকে নাকি সাজে।
পাদ কুড়া পোক যেন পদ্মফুল মাঝে ॥ ৮৩৯।
মন্দোদরী[৪] কান্দ্যা মল্য[৪] মল্লিকার মোহে।
কুঁজা বরে বিভা দিয়া ভিজ্যা গেল লোহে ॥ ৮৪০।
কোদণ্ডার[৫] মত সে কুণ্ডলাকৃতি কুঁজে।
পুরা[৬] পুটলীর পারা পড়্যা থাকে সেজে ॥ ৮৪১।
ভগী বলে অভাগিনী নাহি আমা বই।
কথায় উঠিল কথা অতএব কই ॥ ৫৪২।
কুরুণ্ডা জামাই মোর[৭] কেমনে জানিনু।
জামাই ভাতের দিন ভাত দিতেছিনু[৮] ॥ ৮৪৩।
হারি বেটী[৯] হিঙ্গ মাখ্যা পীড়া দিতে মা।
কোঁকাল্য করণ্ড যেন কুকুরের ছা ॥ ৮৪৪।
ভাত ছাড়্যা ভঙ্গ দিল ভোজনের কালে।
কোণে বস্যা কান্দি আমি রন্ধনের শালে ॥ ৮৪৫।

১ খুদি (ক) * ৮৩৭—৮৩৮ নং শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।
২ ষোড়শ্যা (ক) ৩ সুতা (ক) ৪—৪ চন্দ্রমুখী চাঁপা কান্দে (ক)
৫ সুড়া (ক) ৬ কুণ্ডলের (ক) ৭ বল্যা (ক)
৮ দিতে গেনু (ক) ৯ ঝি (ক)

কেমনে কুশল হয় কামিনীর কাজে।
কন্যাকে জিজ্ঞাসি কিছু কয় নাই লাজে ॥ ৮৪৬।
চক্ষু চাপ্যা চাড়ু করা চাড়ু[১] বলে কি।
বঙ্ক বরে বিভা দিল বুধি হেন ঝি ॥ ৮৪৭।
শয্যায় শিশুর পারা শুয়্যা থাকে কোলে।
কদাচ কান্তের পারা কেহ নাই বলে ॥ ৮৪৮।
মাধুনী ধনীর তরে করে মনস্তাপ।
গোদা বরে সাধ্যা[২] আন্যা বেটী[২] দিল বাপ ॥ ৮৪৯।
বারমাস দারুণ গোদের উঠে ঘ্রাণ।
বিষম জঞ্জালে বাছা হারাইল প্রাণ ॥ ৮৫০ ।*
নাক ধর্যা নিকটে বসিতে আঁত উঠে।
পায় তৈল দিতে প্রাণ বাহির হয় বটে ॥ ৮৫১।
সোহাগী সন্তাপ করে সোহাগীর (সম্পদীর ?) তরে।
বুড়া বরে বেটী দিয়া বুক ফাটিয়া[৩] মরে ॥ ৮৫২।
তরুণী তাহারে বিষ বাসে নাই ভাল।
দুহিতার দুঃখে দেহ দগ্ধ হয়্যা গেল ॥ ৮৫৩।
সরস ব্যঞ্জন বিনা খায় নাই অন্ন।
একটু কি মন্দ হৈলে মারে মতিচ্ছন্ন ॥ ৮৫৪।

১ চাটু (ক) ২—২ গৌরব করিআ (ক)

* ৮৫০—৮৫১ শ্লোকের পাঠান্তর (ক) পুথি :—

দারুণ গোদের গন্ধ বার মাস ছুটে।
নাক ধরি নিকটে বসিতে আঁত উঠে ॥
পায় তৈল দিতে তনুত্যাগ হৈল বেনে।
বিষম বিপাকে বাছা বাঁচেন কেমনে ॥

৩ ফাট্যা (ক)

কুমারী কিশোরী নারী নিল জিনি যারা।
নিজ নাথে নিন্দা বল্যা নিন্দা করে তারা ॥ ৮৫৫ ।*
মেনকার মন ভাল মনোহর বর।
আহা[১] রে জামাইর রূপে আলো কল্য ঘর ॥ ৮৫৬।
নিরন্তর থাকি[২] দেখ্যা[২] নাহি সতন্তরা।
হাড়ির মুখের মত মিল্যা গেল তারা[৩] ॥ ৮৫৭।
ভাগ্যবানের বেটী আর ভাগ্যবানের পো।
সোনায় সোহাগা যেন মিল্যা গেল গো ॥ ৮৫৮।
মনে মোহ পায়্যা যত মায়্যা চেয়ে রয়।
রামেশ্বর রচে হর গৌরী সমন্বয় ॥ ৮৫৯। [৩৭]

হিমালয়ের কন্যা-সম্প্রদান

হেমাসনে হিমালয় বসাইয়া হরে।
হরষিত হৈয়া হৈমবতী দান করে ॥ ৮৬০।
বেদবাক্য[৪] বলিয়া[৫] করিল[৫] সমর্পণ।
দিয়া মাল্য মলয়জ বস্ত্র[৬] আভরণ ॥ ৮৬১।
পায় পাদ্য শিরে অর্ঘ্য মুখে আচমন।
মন্ত্র পড়্যা দিল মহীধর[৭] বিচক্ষণ[৭] ॥ ৮৬২।
কন্যা সম্প্রদান কালে বলে গিরি রায়।
প্রপিতামহ[৮] পূর্ব্বক[৮] হৈতে চায় ॥ ৮৬৩।

* ৮৫৫ শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।
১ আহা মরি (ক) ২—২ নয়নে দেখি (ক)
৩ সরা (ক) ৪ সাধুবাদ (ক) ৫ করিআ সরিল (ক)
৬ দিব্য (ক) ৭ মন্ত্রধর বিলক্ষণ (ক)
৮—৮ পিতৃ পিতামহ পুর্ব্ব বাক্য (ক)

ভূধর ভাবিল[১] ভূতনাথে হৈল ভার।
জন্মের অস্থিতি নাম করিবেন কার ॥ ৮৬৪
বৈদিক কাজের[২] কালে[২] না হৈলে নয়।
চন্দ্রচূড় চিন্তা দেখ্যা চতুর্ম্মুখ কয় ॥ ৮৬৫
এককালে[৩] চতুর্ম্মুখে কয়্যা দিল বিধি।
বেদকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ[৪] নীলকণ্ঠ[৪] আদি ॥ ৮৬৬।
বেদকণ্ঠ ঠাকুর প্রপিতামহ[৫] নাম।
উগ্রকণ্ঠ[৬] পিতামহ সর্ব্বগুণ ধাম ॥ ৮৬৭।
শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর পরমা[৭] পরাপর[৭]।
নীলকণ্ঠ ঠাকুর সাক্ষাতে দেখ বর ॥ ৮৬৮।
ব্রহ্মার বচন শুন্যা বিশ্বনাথ হাসে।
রামেশ্বর বলে হর দয়া কর দাসে ॥ ৮৬৯। [৩৮]

হিমালয়ের যৌতুক দান

এই মতে যত বিধি ব্যবহার ছিল।
আনন্দ[৮] দুন্দুভি কর্য়া[৮] শুভ কর্ম্ম কৈল ॥ ৮৭০।
বামে বামদেবের বিরাজে বিধুমুখী।
তৃপ্ত হৈল ত্রিভুবন হরগৌরী দেখি ॥ ৮৭১।

১ ভাষিল (ক)
২—২ বিভার কর্ম্ম (ক)
৩ চট্টপট্ট (ক)
৪—৪ উর্দ্ধ কণ্ঠ সুকণ্ঠক (ক)
৫ পিতার সে (ক) ?
৬ উর্দ্ধ কণ্ঠ (ক)
৭—৭ পিতা পরমের পর (ক)
৮—৮ আনন্দে আনন্দ হৈআ (ক)

কৌতুকে যৌতুক দিয়া নত কৈল সভে।
জয় জয় হর গৌরী কন কলরবে॥ ৮৭২। *
নানারত্ন পর্ব্বত প্রচুর দিল হরে।
দিব্য সিংহ দিব্য রথ দিল দুহিতারে॥ ৮৭৩।
পদ্মা জয়া বিজয়া দিল তিন দাসী।
সর্ব্বগুণ সমন্বিতা সবে রূপরাশি॥ ৮৭৪।
সভা পূজা কৈল রাজা বুঝ্যা জনে জনে।
সুভোজন বসন ভূষণ নানা দানে॥ ৮৭৫। **
হিমালয়ে[১] হরিদাস উপহাস করে[১]।
মামাকে রাখিয়া যাব মেনকার তরে॥ ৮৭৬।
তার কাছে গিরিরাজে সাজে নাই আর।
আমার মামা হৈল পর্ব্বতের ভার॥ ৮৭৭।
হিমালয় কয় শুন হরিদাস ভায়্যা।
কৃতার্থ করুন মোরে দিন কত রয়্যা॥ ৮৭৮।
সেবা কর্যা সংসার সাগর পার হব।
হরগৌরী পাঠায়্যা কী লয়্যা ঘরে রব॥ ৮৭৯। †

৮৭২—৮৭৩ নং শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।

উহার পাঠান্তর (ক) পুথি :—

শিব শিবা দোঁহে শোভা পাল্য পরস্পর।
লক্ষ্মী নারায়ণ যেন শচী পুরন্দর॥

** (ক) পুঁথির পাঠান্তর

বৃন্দারকবৃন্দ মেলি দিলেন যৌতুক।
পর্ব্বত পুজিল সভা করিআ কৌতুক॥

১—১ হাস্যা হাস্যা হরিদাস হিমালয় ভাষে (ক)

† (ক) পুঁথির পাঠান্তর :—

হিমালয় কথা শুন্যা হরিদাস হাসে।
হরিভক্তি হরষিতে পাল্যো হর পাশে॥

পার্ব্বতী সহিত প্রভু পর্ব্বতের ভাবে।
হিমালয়ে রহিলা বিদায় হৈলা সবে ॥ ৮৮০ ।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৮৮১ । [৩৯]

তৃতীয় পালা সমাপ্ত

চতুর্থ পালা আরম্ভ

শিবের শ্বশুর বাড়ীতে বাস

রসিকা রসিক সঙ্গে রহিলেন বর সঙ্গে[১]
রাসরসে হইয়া বিভোল।
শ্বশুর পর্ব্বত রায় স্বর্গ কত বড় দায়
সুখময় সুধ্বনি[২] কেবল[২] ॥ ৮৮২ ।
শেয়ালক[৩] মৈনাক গিরি মণিকাঞ্চনের পুরী
জয়া পদ্মা প্রিয় সহচরী।
পর্ব্বত রাজার কন্যা প্রেয়সী প্রেমের ধন্যা[৪]
পদসেবে পরমসুন্দরী ॥ ৮৮৩ ।
আত্মারাম সুখময় প্রকাশিল সুতদ্বয়
গৌরী হৈতে গুহ গজানন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামতি[৫] আর পুত্র সেনাপতি
তেহো কৈল তারক নিধন ॥ ৮৮৪ ।

১ নানা রঙ্গে (ক)
২—২ সুধ্বনি কন্দল (ক)
৩ শ্যালক (ক)
৪ বন্যা (ক)
৫ মহাজ্যোতি (ক)

সকলি[১] আনন্দময় সবে মাত্র এক ভয়
শ্বশুরান্নে[২] সদাই ভোজন।
ঘর[৩] জামাতি আঘাত[৩] ঘোর দুঃখে বিশ্বনাথ
ঘুচাইলা লজ্জার বসন ॥ ৮৮৫ ।
করিয়া শ্যালক সেবা শ্বশুরান্নে[৪] জীয়ে[৪] যেবা
তাহার জীবনে থাক ধিক্।
এহি হেতু মহেশ্বর কৈলাসে করিয়া ঘর
নগরে মাগিয়া খাইল[৫] ভিখ্ ॥ ৮৮৬ ।
পূরিতে ভৃত্যের[৬] আশ নৃত্য করে কৃত্তিবাস
কামরিপু কামিনীর[৭] মাঝে।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর কৃপাকর গৌরীহর
দাস যশোমন্ত মহারাজে ॥ ৮৮৭ । [৪০]

কোঁচিনীপাড়ায় শিব

কোঁচের নগরে হর করিল প্রবেশ।
ধরিল মন্মথ[৮]-মথ মন্মথের[৮] বেশ ॥ ৮৮৮ ।
বৃষাসনে ঈশান বিষাণে দিয়া ফুক।
আনন্দে গোবিন্দগুণ গান পঞ্চমুখ ॥ ৮৮৯ ।
ডিণ্ডিমি[৯] ডমরু ডাকে ডাক্যা[১০] লয় প্রাণ।
মোহে মহী মদন-মর্দ্দন মহেশান ॥ ৮৯০ ।
সুরসাল বাজে তাল[১১] নাচে ভালবিধু।
শিঙ্গা গায় দ্রুত আয় আয় কোঁচবধূ ॥ ৮৯১ ।

১ সকলে (ক) ২ শ্বশুরার্থে (ক) ৩—৩ ঘর জামাতার ভাত (ক)
৪—৪ শ্বশুরান্নে থাকে (ক) ৫ খাল্য (ক) ৬ জীবের (ক)
৭ কোঁচিনী (ক) ৮—৮ মন্মথ-অরি মন্মথের (ক)
৯ ডিমি ডিমি (ক) ১০ কাড়্যা (ক) ১১ গাল (ক)

আকর্ষণ হেতু মন হরি করি[১] ধ্যান।
জপে মন্ত্র যুবতী-জীবনে পড়ে টান॥ ৮৯২।
বিকল[২] হইয়া টুটে[২] সকল কোঁচিনী।
শিব আইল[৩] আইল হইল মহাধ্বনি[৩]॥ ৮৯৩
ধাইল কোঁচিনী শুনি বিষাণ ঘোষণা।
মুকুন্দমুরলীরবে যেন গোপাঙ্গনা॥ ৮৯৪।
কেহ কার নহে টুটা[৪] সবে রূপরাশি।
ইন্দুমুখে[৫] বিন্দু ঘর্ম্ম[৫] মন্দমন্দ হাসি॥ ৮৯৫।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন[৬]-রঞ্জিত[৬]।
কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটী মূরছিত॥ ৮৯৬।
বল্লকীবিশেষ ভাষা নাসা তিল ফুল।
কুচকুম্ভ কদম্ব-কোরক সমতুল॥ ৮৯৭।
দন্তাবলি কুন্দ-কলি ওষ্ঠ পক্ক বিম্ব।
ডমরু জিনিয়া মাঝ্যা ডাগর নিতম্ব॥ ৮৯৮।*
উন্নত যৌবন যুব-জীবনের চোর।
অঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গ ঘন ঘোর॥ ৮৯৯।
যাহার দেহের দীপ্তি উত্তাপ রবির।
অদ্যাবধি তরাসে বিদ্যুৎ নহে স্থির॥ ৯০০।

১ করয়্যা (ক) ২—২ বিরহে বিকলে ছুটে (ক)
৩—৩ আল্য আল্য বল্যা করে মহাধ্বনি (ক) ৪ কমি (ক)
৫—৫ ইন্দু ইন্দু মুখে সবে (ক)
৬—৬ কজ্জলে রঞ্জিত (ক)
* ৮৯৮ শ্লোকের পাঠান্তর :—
কুন্দ কলি জিনি দন্ত ওষ্ঠ পক্ক বিম্ব।
ডম্বুর জিনিঞা মাঝা ডাগর নিতম্ব॥

মুখবিধু দেখ্যা বিধি বিধু কর‍্যা ক্ষয় ।
পুনঃ পুনঃ গঠে তবু তনু[১] নাই হয় ॥ ৯০১ ।
এমত যুবতিগণ পাইয়া চন্দ্রচূড় ।
বেড়িয়া বিহার করে পরম নিগূঢ় ॥ ৯০২ ।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র ।
কেহ করতালি দেই সবে এক তন্ত্র ॥ ৯০৩ ।
কোঁচিনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান ।
শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান ॥ ৯০৪ ।
নিত্য নিত্য এই কীর্ত্তি করে কৃত্তিবাস ।
দিন শেষে বিজ্ঞ[২] বেশে ভিক্ষা অভিলাষ ॥ ৯০৫ ।
বন্ধু সিন্ধু-সুতা-পতি ভৃত্য সুরনাথ ।
অষ্ট-সিদ্ধি করে আছে ঘরে নাই ভাত ॥ ৯০৬ ।*
কহে দ্বিজ রামেশ্বর শুন সাধু জীব ।
হিরণ্যগর্ভের ভাই ভিক্ষা মাগে শিব ॥ ৯০৭ । [৪১]

শিবের ভিক্ষাবৃত্তি

ভ্রূকুটি করিয়া ভাল ভাল ভূমিতলে ।
ভবন[৩] ভবন ভিক্ষা দেহি দেহি বলে[৩] ॥ ৯০৮ ।**
শুনিয়া শিবের শব্দ সীমন্তিনীগণ ।
দেখ্যা করে দিগম্বর দিয়া নানাধন ॥ ৯০৯ ।

১ তুল্য (ক) ২ দীন (ক) * ৯০৬ শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই ।
৩—৩ জনে জনে ভব ভিক্ষ্যা মাগি বুলে ॥ (ক)
** (ক) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ :—
ভুজঙ্গভূষণ কক্ষে কুরঙ্গের ছাল ।
শিশু শশধর শোভা গলে হাড় মাল ॥

কেহ দেই চাল কড়ি কেহ দেই ডালি।
কেহ আমন্ত্রণ করে আস্ত আস্ত কালি ॥ ৯১০
চন্দ্রচূড় চলে অঙ্গীকার করি তাকে।
রহ রহ কর‍্যা কেহ কির‍্যা দিয়া রাখে ॥ ৯১১।
বৃষে চড়্যা যায় বুড়্যা নাই মানে কির‍্যা।
গোড়াইল হরে কেহ ঘরে[১] আইল ফির‍্যা ॥ ৯১২
বেষ্টিত বালকবৃন্দ তরুণতরুণী।
নাচ্যা গায়্যা ঘরে ঘরে ফিরে শূলপাণি ॥ ৯১৩।
হরে বেড়ি হুলাহুলি হইলেক লোকে।
হরষিতে হরিধ্বনি সবাকার মুখে ॥ ৯১৪।
করতালি করি[২] কোন কৈলাসেতে নেই[২]।
এক ভিখ আন্যা তারে তিন বারে দেই[৩] ॥ ৯১৫।

জলজ্যোতি জরা যোগী জটাজুটধারী।
বসনবর্জ্জিত বপু বৃষভ-বিহারী ॥
ফুলে ফুলে কর্ণমূলে ধুতুরার ডাল।
বিজয়া বিনোদ-ভঙ্গী বাজিয়াছে গাল ॥
ঘন ঘন ঘূর্ণিত মুদিত তিন আঁখি।
মূর্ত্তিটী মোহন মত অবিরত দেখি ॥
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ পরমের পর।
ভারতে ভিক্ষুক হৈল্য নিস্তারিতে নর ॥
বদন বাদন ঘন বিষাণ বিশাল।
গাহেন গোবিন্দগুণ ডম্বুরেতে তাল ॥
কমলজ কপাল করিয়া করতলে।
ভবনে ভবনে ভিক্ষা দেহি দেহি বলে ॥

১ কেহ (ক)
২—২ দিয়া বলে কৈলাসেতে লেহ (ক) ৩ দেহ (ক)

বাটী বাটী টাঠি টাঠি মুঠি মুঠি[১] কর‍্যা।
গুলি গুলি দিতে দিতে ধূলি[২] আল্য পুর‍্যা॥ ৯১৬
তখন গোবিন্দ গাইয়া[৩] গোয়ালার[৩] ঘরে।
গব্য নিল গৌরী গুহ গণেশের তরে॥ ৯১৭।
চাষা দিল শশা ফুটি আলু শাক কচু।
করলা কুমড়া কচি কাচকলা কিছু॥ ৯১৮।*
মোদকের মন্দিরে মহেশ তোলে তোলা।
নাড়ু মুড়ি[৪] মুড়কি সোনামতি[৪] ছোলা॥ ৯১৯।
থালি পুর‍্যা তেলিঘরে তৈল লয়্যা শেষে।
বণিকের বাটী গেল বিজয়ার আশে॥ ৯২০।
বিরহিণী বান্যানী বসিয়াছিল একা।
বৃদ্ধের বনিতা তায় বিত্থার[৫] কি[৫] লেখা॥ ৯২১।
হর বলে হেট[৬] হৈলে হয় নাই কেন।
বুড়ার বিক্রম কিসে বাড়ে যোগী জান॥ ৯২২।
শূলপাণি বলে জানি বল্যা দিব তোকে।
ভোর হবি ভাল কর‍্যা ভাণ্ড দেহ মোকে॥ ৯২৩।
ত্রিপুরার তরে দে সিন্দুর তিন তোলা।
হরিদ্রা আবাটা সান্তমুন (সন্তলন?) এক ডালা॥ ৯২৪
দার-চিনি চন্দনি চন্দন চাগ্রিচুয়া।
মরিচ আফিং হিঙ্গ হরীতকী গুয়া॥ ৯২৫।

১ আঠি আঠি (ক) ২ ঝুলি (ক)
৩—৩ গুণ গায়্যা কার (ক)
* ৯১৮ নং শ্লোক অন্য পুঁথিতে নাই।
৪—৪ মুড়কি লবাত চিনি তিলা (ক)
৫—৫ বুদ্ধির নাই (ক) ৬ চাই (ক)

ব্যস্ত হয়্যা বাম্যানী সকল দিল বান্ধ্যা।
নিল জিনি পড়িল প্রভুর পায় কান্দ্যা ॥ ৯২৬।
শূলপাণি বলে ধনী শুন বিবরণ।
বলি তেজ-স্তম্ভন ঔষধ বিলক্ষণ ॥ ৯২৭।
প্রচুর ধুতুরা বীজ বিজয়ার সাথে।
ঘুটিয়া ছাকিবে দুগ্ধ গুড় দিবে তাতে ॥ ৯২৮।
দগ্ধ কর্যা তায় দিবে দুটা ঘর গির্যা।
খাওয়াল্যে খঞ্জন হবে আপনার কির্যা ॥ ৯২৯।
বাম্যানী বলেন আজি বল্যা যাও বাড়ী।
কাজ নাই হৈলে কালি ধর্যা লব কড়ি ॥ ৯৩০।
বৃষভ চাপিয়া হর ভাল ভাল বলি।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে[১] ঘরে চলে শূলী[১] ॥ ৯৩১। [৪২]

কার্ত্তিক-গণেশের কলহ

বাজান বিষাণ বুড়া বাড়ীর নিকটে।
শুনে গৌরীগৃহে গুহ গজানন ছুটে ॥ ৯৩২।
বালকে বারণ করে বিশাললোচনী।
কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি ॥ ৯৩৩।
অস্থ বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে।
তব বাপ আল্যে দিব বাট্যা[২] থাক কাছে ॥ ৯৩৪।
ক্ষুধিত[৩] তনয় সে বিনয় নাহি শুনে[৪]।
ধায়্যা গিয়া পথে তাতে আগুলিল গণে ॥ ৯৩৫।
হরমুখ হেরি হাসে নাচে একপায়।
শূলী দিল ঝুলি দোঁহে লুটী কর্যা খায় ॥ ৯৩৬।

১—১ রচে শিবের পাঁচালী (ক) ২ বন্টা (ক)
৩ ক্ষুধার্ত্ত (ক) ৪ মানে (ক)

আঁঠু পাতি কাড়াকাড়ি করে দুই ভাই।
হুড়াহুড়ি হত্যে হত্যে হল্য হাভাতাই[১] ॥ ৯৩৭ ।
দুটী হাতে দুটী ধরে দুটী হাতে খায়।
শুণ্ডে তার তুণ্ড আচ্ছাদিল[২] গণরায়[২] ॥ ৯৩৮ ।
চারি হাতে ধরে মুঠা গিলে গজমুখে।
কার্ত্তিক কান্দেন করাঘাত কর‍্যা[৩] বুকে ॥ ৯৩৯ ।
দুর্গা[৪] দেখ্যা বলে ডাক্যা শুন গজানন[৪] ।
কার্ত্তিকের[৫] করে[৫] কিছু দাও বাছাধন[৬] ॥ ৯৪০ ।
বিনয়[৭] মায়ের বুঝ্যা[৭] বিনায়ক শূর।
কিছু[৮] দিল কার্ত্তিকে কোন্দল হৈল[৮] দূর ॥ ৯৪১ ।
আলুথালু[৯] থলি চালু[৯] চন্দ্রচূড় হাসে।
শৈলসুতা আস্যা সব সম্বরিল শেষে ॥ ৯৪২ ।
আশ্রমে চলিলা চণ্ডী পতিপুত্র লয়্যা।
রামেশ্বর রচে হরপদার্পিত হয়্যা ॥ ৯৪৩ । [৪৩]

গৌরীর রন্ধন

প্রেমময়ী পার্ব্বতী পাইয়া[১০] প্রাণনাথে।
পাখালিয়া পদ পদোদক নিল মাথে ॥ ৯৪৪ ।

১ রাবারাই (ক)   ২—২ আচ্ছাদিল পুনরায় (ক)
৩ মার‍্যা (ক)
৪—৪ ভগবতী ডাক্যা বলে শুন বাছাধন (ক)
৫—৫ কুমার কার্ত্তিকে (ক)   ৬ গজানন (ক)
৭—৭ মায়ের বচন মানি (ক)
৮—৮ বিশাখে দিল কিছু বিরোধ গেল (ক)
৯—৯ আল্যাথাল্যা ঝুলি চালু (ক)   ১০ লইয়া (ক)

বসাইল বৃষধ্বজে বিচিত্র[১] আসনে।
বাসুলি বাতাস করে বিচিত্র ব্যজনে॥ ৯৪৫।
শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কী।
ফাক্কা উড়ে ভাঙ্গ বিনে ভান্দয়া[২] হয়্যাছি॥ ৯৪৬।
ঘরে ছিল ঘোটনা মুষল[৩] গেল ফাট্যা।
দিন দুই দানবদলনী দেহ[৪] বাট্যা॥ ৯৪৭।
পার্ব্বতী বলেন আর পারি নাই যাও।
পোড়া ভাঙ্গগুড়া সিদ্ধ[৫] ফাঁকি কর্যা খাও॥ ৯৪৮।
গিরিশ বলেন গৌরী গুড়া সিদ্ধি আছে।
গুড়া খাল্যা[৬] বুড়া মানুষ[৭] পড়্যা মরি পাছে॥ ৯৪৯।
একপাকে বলি মোকে বাটা দিলে ভাল।
ভগবতী ভায়্যের[৮] ভাবুক কর্যা পাল॥ ৯৫০।
ভার্য্যার পরম ভাগ্য ভাঙ্গি যার ভর্ত্তা।
মুখসাট মার্যা কয়[৯] মাগী তার[১০] কর্ত্তা॥ ৯৫১।
আঁচ[১১] কর্যা পাঁচ কথা কটু যদি কয়।
ভাঙ্গ খাল্যা ভান্দ[১২] (?) হল্যে ভাল মন্দ সয়॥ ৯৫২।
হরবাক্যে হৈমবতী হাসে খল খল।
গৌরী গর্গরী হত্যে গড়াইল জল॥ ৯৫৩।
গাঁজা-ঝাড়া[১৩] তিতা তাজা ভিজাইয়া[১৩] তাকে।
মহিষমর্দ্দিনী বাট্যা দিল মুহূর্ত্তেকে॥ ৯৫৪।

১ বিনোদ (ক) ২ ভেক্কা (ক) ৩ ঘোটনে (ক)
৪ দেল্যা (ক) ৫ সিদ্ধি (ক) ৬ খায়্যা (ক)
৭ লোক (ক) ৮ ভাইর (ক)
৯ তার (ক) ১০ হয় (ক)
১১ ক্রোধ (ক) ১২ ভেক্কা (ক)
১৩—১৩ ত্বরা কর্যা তাজা সিদ্ধি ভিজাইল (ক)

হিণ্ডীর[১] সমীপে চণ্ডী দিল হাণ্ডী[১] ভর্য্যা।
শিব[২] তাকে ছাকে বাপেপোয়ে[২] বস্ত্র ধর্য্যা॥ ৯৫৫
বিজয়া[৩] সঙ্কল্পে সংস্কার কর্য্যা তাকে[৩]।
দিল অগ্রভাগ আগে দিতে হয় যাকে॥ ৯৫৬।
পিতাপুত্রে পশ্চাৎ পাইল পূর্ণ কর্য্যা।
নকুল[৪] তণ্ডুল ভাজা শেষে নিল সার্য্যা॥ ৯৫৭।
মূর্ত্তিটাক বৈবাক বলেন[৫] ডাক দিয়া।
চাক হৈল ভাঙ্গ গৌরী পাক কর গিয়া॥ ৯৫৮।
শৈলসুতা শুন্যা তবে শঙ্করের ডাক।
চটপট চামুণ্ডা চড়ায়্যা দিল পাক॥ ৯৫৯।
শঙ্করীর হুঙ্কারে কিঙ্করী হৈল ত্রস্ত।
পায়স[৬] পর্য্যন্ত পূর প্রস্তুত[৬] সমস্ত॥ ৯৬০।
পায়স করিয়া আদি সূপ কর্য্যা অস্ত।
রাজরাজেশ্বরী রামা রান্ধিল যাবন্ত॥ ৯৬১।
চর্ব্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় তিক্ত কষায়ণ।
অম্ব[৭] মধু চতুর্বিধ[৭] ব্যঞ্জনের গণ॥ ৯৬২।
অন্নপূর্ণা পূর্ণিত[৮] করিল[৮] মুহূর্ত্তেকে।
রন্ধন প্রস্তুত হৈল পদ্মাবতী ডাকে॥ ৯৬৩।

১—১ হর কাছে হৈমবতী দিল হাণ্ডী (ক)
২—২ ছাকে তাকে বাপে পোয়ে দিব্য (ক)
৩—৩ বিশ্বনাথে বিজয়া সংস্কার কর্য্যা তাকে (ক)
৪ শীঘ্র কর্য্যা (ক) ৫ মহেশ কহে (ক)
৬—৬ পায়েস পিষ্টক আদি করিল (ক)
৭—৭ সুমধুর সুন্দর সে (ক)
৮—৮ অন্ন প্রস্তুত কৈল (ক)

পা[১] ধুয়্যা পাত্বকারূঢ় পুত্র[১]-পুরঃসর।
ভোজনে বসিল হর ভণে রামেশ্বর ॥ ৯৬৪। [৪৪]

শিবের ভোজন

যোত্র কর‍্যা(ক) পুত্র দুটী বসে[২] দুই পাসে।
পার্ব্বতী[৩] পুরট-পীঠে পুরহর বৈসে ॥ ৯৬৫।
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি ॥ ৯৬৬।
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
দুটী হাতে গুটী গুটী যত দিতে পার ॥ ৯৬৭।
তিন জনে একেবারে বার মুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায় ॥ ৯৬৮।
দেখ্যা দেখ্যা পদ্মাবতী বস্যা এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মুচ[৪] করিয়া[৪] হাসে ॥ ৯৬৯।
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্য হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে ॥ ৯৭০।
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়্যা খা ॥ ৯৭১।
মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়্যা রয়।
শঙ্কর শিখায়্যা দেই শিখিধ্বজে কয় ॥ ৯৭২।

১—১ পদ্মপাদ পারস পুরট (ক)
(ক) যোত্র কর‍্যা—যোগ করি
২ লৈয়া (ক)
৩ পাতিয়া (ক)
৪—৪ মন্দ মন্দ (ক)

রাক্ষস-ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে ॥ ৯৭৩।
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিলা বেসারির পরে ॥ ৯৭৪
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি ॥ ৯৭৫।
দড়বড় দেবী আন্যা দিল ভাজা দশ।
খাইতে খাইতে গিরিশ গৌরীর গান যশ ॥ ৯৭৬।
সিদ্ধিদল কমল ধুতুরা ফুলভাজা।
খাত্যা[১] খাত্যা[১] মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥ ৯৭৭।
উৎকট[২] চর্ব্বণে ফির্যা ফুরাইল ওদন[২]।
এক কালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন ॥ ৯৭৮।
চটপট পিষিত মিশ্রিত কর্যা যুষে।
বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়্যা আসে ॥ ৯৭৯।
চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর।
রুণু রুণু কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝণৎকার ॥ ৯৮০।
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজল সকল[৩] কলেবর ॥ ৯৮১।
ইন্দুমুখে মন্দমন্দ ঘর্ম্ম বিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে ॥ ৯৮২।
খরবাদ্যে সুপদ্যে নর্ত্তকী যেন ফিরে।
সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে ॥ ৯৮৩।

১—১ মুখে পেল্যা (ক)
২—২ উল্বণ চর্ব্বণে ফের ফুরাল্য ব্যঞ্জন (ক)
৩ কোমল (ক)

হরবধূ অন্ন মধু[1] দিতে আর বার।
খসিল কাঁচলি কুচে[2] পয়োধর ভার ॥ ৯৮৪।
লাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ।
গব্য বিতরণ কৈল দিব্য[3] হইল শেষ ॥ ৯৮৫।
ভোক্তার শরীরে মূর্ত্তি ফিরে ভগবতী।
ক্ষুধারূপ অন্তে কৈল শান্তরূপে স্থিতি ॥ ৯৮৬।
উদর হইল পূর্ণ উঠিল উদ্গার।
অবশেষে গণ্ডূষ করিতে নারে আর ॥ ৯৮৭।
হট কর্য্যা হৈমবতী দিতে আনে ভাত।
শার্দ্দূল ঝাঁপনে সবে আগুলিল পাত ॥ ৯৮৮।
যশস্বিনী যোত্র জানি যাচে বারম্বার।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী ক্ষোভ নাহি আর ॥ ৯৮৯
ফির্য়া রাখে উমা অন্ন দেখে গিরিবাসী।
ভিখে এত খাইল তবু আছে অন্নরাশি ॥ ৯৯০।
প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া বলে বিশ্বনাথ।
সত্য সতী তুমি অতি ধন্য দুটী হাত ॥ ৯৯১।
অল্প রান্ধ্যা এত অন্ন কোথা হতে আন।
কেমন হস্তের গুণ কিবা মন্ত্রজান ॥ ৯৯২।
ধন্য ধন্য উমা আগো ধন্য ধন্য উমা।
মিছা মরি ভিখ্ মাগ্যা না বুঝিয়া[4] তোমা ॥ ৯৯৩
ভবানি! ভোজন কর ডাকে[5] দাসদাসী।
উঠ গুহগজানন আঁচাইয়া আসি ॥ ৯৯৪।

---

১ আনি (ক)
২ হইল (ক)
৩ দ্রব্য (ক)
৪ মানিঞা (ক)
৫ বলে (ক)

আচমন মুখ শুদ্ধি সার‍্যা স্মৃতসনে।
সন্তোষে বসিলা শিব শার্দ্দূল-আসনে[১] ॥ ৯৯৫ ।*
ওথা অন্ন দেন দেবী দাসদাসীগণে।
নিয়মিত পত্র যার যোত্র যেইখানে ॥ ৯৯৬।
নন্দী আস্যা বস্যা গেল শঙ্করের থালে।
সমগ্র সামগ্রী দেবী দিলা এককালে ॥ ৯৯৭।
সব জড় কর‍্যা সক্র[২] গ্রাস ধর‍্যা হাতে।
গ্রাস[৩] ধর‍্যা গড় কর‍্যা[৩] ভাবে ভূতনাথে ॥ ৯৯৮ ।
ডাক দিয়া কয় জয় জয় বিশ্বনাথ।
মুখে ফেল্যা প্রসাদ মস্তকে মোছে[৪] হাত ॥ ৯৯৯।
সহচরী সঙ্গে করি পসারিয়া পা।
গ্রাস গড়ে গিরি সুতা গণেশের মা ॥ ১০০০।
মধ্যখানে মহামায়া সখী সব পাসে।
অন্নমুখে উপকথা আরম্ভিয়া হাসে ॥ ১০০১।
সেইরূপ খাত্যে খাত্যে ক্ষুধা[৫] পাল্য[৬] শেষ।
পূর্ণ হৈল ভোজন ভাজনে নাই লেশ ॥ ১০০২।

১ অজিনে (ক)

*ক পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ :—

চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥

২ এক (ক)

৩—৩ হরষ নির্ভয় চিত্তে (ক)

৪ পুঁছে (ক) ৫ অন্ন (ক)

৬ হৈল

আচমন মুখশুদ্ধি সার‍্যা সখীসাথে।
দ্বিজ[১] রামে দাস্য দিয়া[১] পাল্য প্রাণনাথে ॥ ১০০৩। [৪৫]

কৈলাসের শোভা বর্ণনা

শিবান্বিতা হয়্যা শিবা সঙ্গে লয়্যা সখী।
আলো কর‍্যা কৈলাসে[২] বসিলা বিধুমুখী ॥ ১০০৪।
নানা রত্ন বিভূষিত পুরী পরিসর।
কলস্বরে স্তব করে সকল নির্জ্জর ॥ ১০০৫।
ব্রহ্মঋষি বদনেতে বেদধ্বনি হয়।
পারিজাত গন্ধ মন্দ মন্দ বায়ু বয় ॥ ১০০৬।
ছয় ঋতু বর্ত্তমান মহেশের কাছে।
বারমাস ফলফুলসমাকুল আছে ॥ ১০০৭।
স্থিরচ্ছায়া বৃক্ষে নানা পক্ষী কর‍্যা লক্ষ্য।
বারেবারে শব্দ করে হরি-হরি[৩] ঐক্য ॥ ১০০৮।
কেহ ডাকে শিব শিব কেহ ডাকে শিবা।
হরগৌরী করি[৪] কেহ ডাকে রাত্রি দিবা ॥ ১০০৯।
অবিরাম রাম রাম রাম রাম বলি।
মধুপানে মত্ত হয়্যা তত্ত্ব গান অলি ॥ ১০১০।
আকাশে গঙ্গার ঢেউ ঠেকাঠেকি হয়্যা।
জয় জয় শঙ্কর শঙ্কর[৫] উঠে কয়্যা ॥ ১০১১।
সুপদ্য বিবিধ বাদ্য বাজায় রসাল।
বেণু বীণা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল ॥ ১০১২।

১—১ রামেশ্বরে নিজ কর‍্যা (ক)
২ আনন্দে (ক)
৩ হরে (ক)
৪ বল্যা (ক)
৫ শঙ্করী (ক)

নৃত্য করে বিদ্যাধর অপ্সরা অপ্সরী।
গায়েন গন্ধর্ব্ব সর্ব্ব কিন্নর কিন্নরী॥ ১০১৩।
চারি বেদ চারি বর্গ হয়্যা মূর্ত্তিমান।
যোড়হাতে সম্মুখে শিবের গুণগান॥ ১০১৪।
নৃত্যগীত রঙ্গ রস চতুর্দ্দিকময়।
হৈমবতী হরে তথা হরিগুণ কয়॥ ১০১৫।
এইরূপে কৈলাসে নিবাসে বিশ্বনাথ।
সুরপতি ভৃত্য নিত্য ঘরে নাই ভাত॥ ১০১৬।
প্রভাতে পার্ব্বতী সাথে বয়্যা[১] যায় জঙ্গ।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে শুন তার রঙ্গ॥ ১০১৭। [৪৬]

হরগৌরীর কলহ

আত্মারাম আজি[২] রাম রসে হয়্যা ভোর।
ভুল্যা গেল ভিক দুঃখ ভাবে নাই ওর॥ ১০১৮।
ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বান।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডীপানে চান॥ ১০১৯।
কিঞ্চিত করিয়া কোপ কহিলেন ভব।
কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব॥ ১০২০।
বাড়া বেশ[৩] কর বুড়া বৈসা পাছে রয়।
বৃদ্ধ কালে বোলাইয়া বধিবে নিশ্চয়॥ ১০২১।
দুঃখীর দুহিতা নহ দোষ দিব কি।
ভিক্ষুকের ভার্য্যা হইল ভূপতির ঝি॥ ১০২২।
দেবী বলে দেবদেব দোষ কেন দেও।
দিয়াছিলে যত ধন লেখ্যা কর‍্যা নেও॥ ১০২৩।

১ পড়্যা (ক) ২ আদি (ক) ৩ ব্যয় (ক)

বিশ্বনাথ বলে এই বয়সে আমার।
বসুমতী পাতাল গিয়াছে কতবার॥ ১০২৪
লেখাজোখা জানি নাই রামরস খায়্যা[১]।
হয়্যাছি অজরামর হরিগুণ গায়্যা॥ ১০২৫।
মোকে মিছা লেখাজোখা মনে মনে কর।
ঠেক্যাছি তোমার ঠাঁঞি ঠেঙ্গাইয়া মার॥ ১০২৬।*
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাই ভাত।
যাব নাই ভিক্ষায় যেকরে জগন্নাথ॥ ১০২৭।
পার্ব্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন খাবে।
চাক করিলে ভাঙ্গ এখন পাক করিতে কবে॥ ১০২৮।
এখন বাপের কাছে বস্যা আছে পো।
ক্ষুধা হৈলে[২] কবে মোকে খাইতে[২] দেনা গো॥ ১০২৯
বাপের বিভোগ[৩] নাই কি করিবে মায়।
দুগ্ধপোষ্য ক্ষুব্ধ নাকি চুপু[৪] দিলে রয়॥ ১০৩০।**

১ পায়্যা (ক)
* (ক) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ :—
ভ্রূর ভঙ্গে ভবানী ভুবন ভুল্যা যায়।
ভোলানাথে ভুলাইবেক এ বড় দায়॥
২—২ পাল্যে ক্ষেমঙ্করী যাত্যে (ক)
৩ বিভব (ক)
** (ক) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ :—
স্বামীর সম্পদ বিনা শিশু পোষা যায়।
বুভুক্ষিত বালক বচনে বোঝা যায়॥
৪ চুষ (ক)

অতিথি[১] অবনী[১]-পতি অবলা অবোধ।
বিশেষতঃ বালক না পাল্যে করে ক্রোধ ॥ ১০৩১ ।
দরিদ্রের দেহ যে দমন নাই মানে।
গলগ্রহ গৌরীকে গোবিন্দ দিল কেনে ॥ ১০৩২ ।
পুত্র হৈতে পিতার প্রতাপ অতিশয়।
উদর ভরিয়া[২] অন্ন না হইলে নয় ॥ ১০৩৩ ।
নিত্য রান্ধি অদ্যাবধি অন্ত নাই[৩] পাই।
বাপে পুতে খাত্যে দিতে কাকে কত চাই ॥ ১০৩৪ ।
দাসদাসী ছুটা কেহ খাত্যে[৪] নাহি ত্রুটি[৪]।
ঠাকুরের উপায় সে ঠাঁঞি নাই ক্ষিতি[৫] ॥ ১০৩৫ ।
ডাকিনী ডিম্বের ঘরে ডুবাইল দেশ।
ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ ॥ ১০৩৬ ।
বান্ধা দিতে বাকি নাই দিতে নাই দাতা।
জঠর-অনলে বলে[৬] জগতের মাতা ॥ ১০৩৭ ।
স্বামীর সম্পদ যত সেবকের ঠাঁঞি[৭]।
বিষয়ে মোহিত হয়্যা তত্ত্ব করে[৮] নাই[৮] ॥ ১০৩৮ ।
বড় বল্যা বিশ্বনাথে বেটী দিল বাপ।
খুটি খাত্যে ছুটা নাই টুটা মনস্তাপ ॥ ১৯৩৯ ।
রঙ্গিনী রাজার বেটী রুখু করি স্নান।
তৈল বিনে তনু[৯] ক্ষীণ[৯] খড়ি উড়্যা যান ॥ ১০৪০ ।

১—১ অখিলভুবন (ক)
২ পুরিয়া (ক) ৩ নাঞি (ক)
৪—৪ উন নহে খাত্যে (ক)
৫ থুত্যে (ক) ৬ জলে (ক) ৭ ঘরে (ক)
নাই করে (ক) ৯—৯ রুক্ষ কিনা (ক)

ব্যাঘ্রছাল-বসন বেষ্টিত কটিদেশ।
হাতে মাটা মাথে জটা যোগিনীর বেশ ॥ ১০৪১।
স্বামীর সহিত সঙ্গ কর‍্যা নিরন্তর।
চিতাভস্ম-চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর ॥ ১০৪২।
ভাগ্য ফলে সন্ধ্যাকালে পতি জ্বালে বাতি।
শিরে শশধর ঘর আলো করে রাতি ॥ ১০৪৩।
আকাশ-গঙ্গার অম্বু কুম্ভ ভর‍্যা আনি।
দুঃখে সুখে পঞ্চমুখে কৃষ্ণ কথা শুনি ॥ ১০৪৪।
রূপার পর্ব্বতে ঘর গিরিরাজ পিতা।
বিধাতা ভাসুর যার লক্ষ্মীকান্ত মিতা ॥ ১০৪৫।
ইন্দ্র আদি অমর সকল যার দাস।
পরে দিতে পারে ধন ঘরে উপবাস ॥ ১০৪৬।*
ভূতনাথ ভিক্ষুকের ভৃত্য রামেশ্বর।
ভণে ভবানীর সনে ভবের উত্তর ॥ ১০৪৭। [৪৭]

শিবের ঝুলি

বিশ্বনাথ বনে হোঁ বলিলে বটে বড়ি।
দিগম্বর দেখ্যা দূর করিল শাশুড়ী ॥ ১০৪৮।
বিধি ভায়্যা বিস্তর বৈভব লেখ্যা ছিল।
অগ্নি লাগ্যা ললাটে লিখন জ্বল্যা গেল ॥ ১০৪৯।
লক্ষ্মীকান্ত মিত্র তার পুত্রে মাল্য কাম।
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী সে[১] রোষে[১] হৈল বাম ॥ ১০৫০
গুণ আছে ভিক্ষা ঘটে সত্য বটে সেহ।
দিগম্বরে দেখ্যা ভিখ্ দেই কেহ[২] কেহ ॥ ১০৫১

* ১০৪৬ নং শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই।
১—১ রোষেতে (ক) ২ নাঞি (ক)

পীতাম্বরে পয়োনিধি সমর্পিল ঝি।
দিগম্বরে দিল বিষ গুণে করে কি ॥ ১০৫২ ।
হরবাক্যে হর্ষ হয়্যা হাসে হৈমবতী।
বিশ্বনাথে বন্দিয়া বিস্তর কৈল স্তুতি ॥ ১০৫৩ ।
তবে তুষ্ট হয়্যা তারে ত্রিলোচন কয়।
দিগম্বর দাতা দিবসেক বিনা নয় ॥ ১০৫৪ ।
ছত্রবতী ছায়া সতী ছল ছিদ্র ছাড়।
ঋদ্ধি পাবে শুদ্ধভাবে সিদ্ধিঝুলি ঝাড় ॥ ১০৫৫ ।
ঝাড় মোর কাছে ঝুলি ঝাড় মোর কাছে।
সেবকের সম্পদ সকল লেহ পাছে ॥ ১০৫৬ ।
কাত্যায়নী কৌতুকে কান্তের কথা শুন্যা।
ঝাম্পিয়া ঝটিতি ঝুলি ঝাড়িলেন আন্যা ॥ ১০৫৭
অধোমুখ আধার[১] ধূননে ধায়[১] ধন।
প্রবাল মুকুতা হীরা যতেক[২] কাঞ্চন ॥ ১০৫৮ ।
যোগীর যোগের ঝুলি যোগিনীর ঠাঁঞি।
যত ঝাড়ে তত পড়ে পরিশেষ নাঞি ॥ ১০৫৯ ।
বৃষ্টি কৈল বসু যেন বলাহকে বার।
কামধেনু কুবেরে করিল তিরস্কার ॥ ১০৬০ ।
স্থাণুস্থানে স্থূল বস্তু থাকিতে এমন।
মহোদধি মাধব মথিল অকারণ[৩] ॥ ১০৬১ ।
রাশীকৃত[৪] নানামত[৪] রত্ন গেল পড়্যা।
তবু যদি ঝাড়ে ঝুলি শূলী[৫] নিল কাড়্যা ॥ ১০৬২

১—১ অধোবধূ বলে ঝাড়ে (ক)
২ প্রবাল (ক)
৩ কি কারণ (ক)
৪—৪—রাশীকৃত রাশীকৃত (ক)
৫ শনি (ক)

রঙ্গ দেখ্যা রঙ্গিনী রহস্য ভাব্যা চায়[১] ।
ধূর্জ্জটির ধন ধর্য়া দাসদাসী বয় ॥ ১০৬৩ ।
পশুপতি-পাশে সতী হাসে মন্দ[২] মন্দ[২] ।
দ্বিজ[৩] রামেশ্বর বলে বাড়িল আনন্দ[৩] ॥ ১০৬৪ । [৪৮]

হরগৌরীর রঙ্গ

সুন্দরী সুধান[৪] শিবে সত্য বল শূলী ।
কারে মার্য়া ধন হর্য়া পুরাইলে ঝুলি ॥ ১০৬৫ ।
গলা ভর্য়া মালা যার কপাল জুড়্যা ফোটা ।
দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলাকাটা ॥ ১০৬৬ ।
ভাল জান ভারভুর ভুলাইতে লোক ।
ভাব নাই ভজনে কটিকে বান্ধা থোপ ॥ ১০৬৭ ।
জ্ঞানদাতা গঙ্গাধর গায়[৫] ত্রিভুবনে ।
গরিষ্ঠ গৌরব গেল গৌরীর কারণে ॥ ১০৬৮ ।
পরদারে[৬] পরধনে[৬] প্রবৃত্ত যে জন ।
তার পরিত্রাণ নাই তোমার বচন ॥ ১০৬৯ ।
বৈষ্ণব বলাও বিপরীত কর কাজ ।
ধর্ম্মনাশ আর[৭] হাস[৭] নাই বাস লাজ ॥ ১০৭০ ।
হর বলে হৈমবতী হারি মানি তোকে ।
দয়া কর্য়া দিবে ফির্য়া দস্যু বল মোকে ॥ ১০৭১ ।
ডরে দিলে ডাকাতি না দিলে রক্ষা নাই ।
পরিত্রাণ পাব কিসে প্রচণ্ডার ঠাঁঞী ॥ ১০৭২ ।

১ কয় (ক)　　২—২ খল্খল্ (ক)
৩—৩ ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভবের মঙ্গল (ক)
৪ কহেন (ক)　　৫ বলে (ক)
৬—৬ পরধনে পরদ্রোহে (ক)　　৭—৭ উপহাস (ক)

সতী বলে যদি তুমি ধনী এত ধনে।
ভাল তবে ভোলানাথ ভিখ্ মাগে কেনে॥ ১০৭৩।
বনিতাকে বস্ত্র নাই বেদ বলে বিভু।
ক্লেশ বিনা কুশলে কুলাল্যে নাই কভু॥ ১০৭৪।
আপনার এত অর্থ আছে যদি জান।
লক্ষ্মীছাড়া লোকের লক্ষণগুলি কেন॥ ১০৭৫।
চন্দন ছাড়িয়া চিতাভস্ম[১] কেন গায়।
ফণি-বিভূষণ কেন মণি নাই তায়॥ ১০৭৬।
হীন হেন[২] হয়্যা কেন হাড়মালা পর।
ছাট কহিবার হার হৈলে কারে ডর॥ ১০৭৭।
দারুণ দরিদ্র যেন দেবতার মাঝে।
বুড়া হয়্যা বিবসনে বুল কোন্ লাজে॥ ১০৭৮।
ধন দিয়া পরাভব পায়্যা ত্রিলোচন।
তত্ত্বময়[৩] তত্ত্ব-কথা ত্রিপুরাকে[৩] কন॥ ১০৭৯।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১০৮০। [৪৯]

তত্ত্বকথা বর্ণন

শিব বলে শুন সতী সত্য সুভাষণ।
আত্মারাম নাম মোর আত্মতত্ত্ব ধন॥ ১০৮১।
শুদ্ধসত্ত্বস্বভাব সর্ব্বথা সদা শিব।
যোগমায়া জন্যে যাহা জানে নাই জীব॥ ১০৮২।
বিষয়ে বিকল হয়্যা ভুল্যা মরে ধায়্যা।
মৃগতৃষ্ণামোহিত[৪] মৃগের মত হয়্যা॥ ১০৮৩।

১ ধূলি (ক) ২ পারা (ক)
৩—৩ তুষ্ট হৈয়া ত্রিপুরাকে তত্ত্ব কথা (ক) ৪ মোহিনী (ক)

সুখার্থে সম্পত্তি রাখে বিপত্তির ডর্যা।
পুত্রকে পিতার ভয় পাছে লয় মার্যা॥ ১০৮৪।
অনর্থের মূল[১] অর্থ মত্ততার ঘর।
দেবতা দুর্জ্জন হন ধন পাল্যা পর॥ ১০৮৫।
নলকুবেরের কথা কর অবধান।
ব্যাসবাক্য যমল-অর্জ্জুন উপাখ্যান॥ ১০৮৬।
কৈলাসের উপবনে কুবেরের বেটা।
বিহরে বারুণী-মত্ত বারবধূঘটা॥ ১০৮৭।
প্রান্ত[২] মন্দাকিনী ক্রীড়া কামিনীর সাথে।
অকস্মাৎ নারদ আসিল সেই পথে॥ ১০৮৮।
শাপভয়ে সীমন্তিনী শীঘ্র পরে বাস।
গুমানে[৩] গুহ্যক গুহ্য করিয়া উদাস॥ ১০৮৯।
মহামুনি দেখ্যা[৪] মনে মানিল[৫] বিস্ময়[৫]।
জানিল অনর্থ মাত্র অর্থ হৈতে হয়॥ ১০৯০
ধর্ম্মের হইলে ধন ধনে ধর্ম্ম[৬] বাড়ে।
অধমের ধন হইলে ধর্ম্ম পথ ছাড়ে॥ ১০৯১।
অনায়ত্ত-ইন্দ্রিয় উদ্ধত গতশ্রম।
পরপ্রাণ-পীড়াতে প্রস্তুত যেন যম॥ ১০৯২।
দেখে নাই দুঃখ কভু দেহে নাই দয়া।
পরদারে পরদ্রোহে পরিপূর্ণ কায়া[৭]॥ ১০৯৩।
ভয় নাই ভাবি লোক ভয়[৮] নাই মনে[৮]।
যায় যাকু জীবন পাতক প্রাণপণে॥ ১০৯৪।

১ বীজ (ক) ২ শাস্ত্র (ক)
৩ বিমানে (ক) ৪ মনে (ক
৫—৫ জানিল নিশ্চয় (ক) ৬ ধন (ক)
৭ হয়্যা (ক) ৮—৮ ভাবে নাই কোন (ক)

কৌতুকে কাটেন কেহ প্রাণ যায় তার।
সর্ব্বনাশ কর‍্যা উপহাস করে সার ॥ ১০৯৫ ।
অকণ্টবিদ্ধ কি জানে কাঁটাফুটা বল্যা।
দুঃখী জানে দুঃখ যার দেহে গেছে ফল্যা ॥ ১০৯৬।
মোহমদ-মদান্ধ[১] মৈলেহ নাহি বুঝে।
দারিদ্র্য-অঞ্জন পায়্যা তবে তাই খুঁজে ॥ ১০৯৭।
সুখাইলে ইন্দ্রিয় অধর্ম্ম নাই ভায়।
কি করিবে[২] কৃষ্ণ কয়্যা কান্দে[২] উভরায় ॥ ১০৯৮।
পারে নাই পুষিতে পোষ্যের হয়[৩] ভঙ্গ।
তবে[৪] লভে সমদর্শী[৪] সাধবের সঙ্গ ॥ ১০৯৯
সাধু[৫]-সঙ্গে শরীরে সঞ্চারে শুদ্ধভাব।
অনায়াসে পশ্চাতে পরমপদ লাভ ॥ ১১০০।
কপট কপাট যত দিলে নাই খসে।
অধঃ ঊর্দ্ধ ভ্রমে নিত্য পাপপুণ্য বশে ॥ ১১০১।
যে নশ্বর[৬] শরীরে ঈশ্বর[৬] বুদ্ধি ভায়।
মাতাপিতাক্রিয়া অগ্নি[৭] কুক্কুরের প্রায়[৮] ॥ ১১০২।
কৃমি বিষ্ঠা ভক্ষ শেষে মাটী মাত্র সার।
এমন অনিত্য দেহে এত অহঙ্কার ॥ ১১০৩।
ক্রম হইয়া দেখ্যা আস্যা দামোদর প্রভু।
এমন অজ্ঞান যেন হয় নাই কভু ॥ ১১০৪।
বল্যা ঋষি চল্যা গেল হরিগুণ গায়্যা।
দুটী[৯] ভাই দীপ্তি পাইল বৃক্ষযোনি পায়্যা[৯] ॥ ১১০৫

---

১ মন্দমতি (ক) ২—২ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র ডাকে (ক)
৩ বড় (ক) ৪—৪ তত্ত্ব লভে তনু সম (ক)
৫ সাধকের (ক) ৬—৬ সরস্বতীরে কুস্বর (ক) ৭ ভ্রষ্ট (ক)
৮ দায় (ক) ৯—৯ পাল্য দীপ্ত দুটী বৃক্ষ-যোনি রূপে হৈয়া (ক)

গোকুল নগরে নন্দ মন্দিরের কাছে।
যমল-অর্জ্জুন হয়্যা কতকাল আছে॥ ১১০৬।
একদিন খাল্য হরি ননী চুরি কর‍্যা।
দেবলোকে[1] দীপ্ত পাল্য দিব্য দেহ[1] ধর‍্যা॥ ১১০৭।*
গির্ব্বাণে গুমানে গিয়া না আছিল জ্ঞান[2]।
পরমর্ষিপ্রসাদে[3] পাইল পরিত্রাণ[4]॥ ১১০৮।
অতএব আত্মারাম অর্থ নাই রাখে।
লক্ষ্মীছাড়া লোকের লক্ষণ এই পাকে॥ ১১০৯।
ত্রিপুরাসুন্দরী শুন ত্রিপুরাসুন্দরী।
সুন্দর সম্পদ মোর ননীচোরা হরি॥ ১১১০।
বিষয়ে বিস্মৃত হয়্যা বিষ্ণুর চরণ।
অমৃত ভক্ষণ কর‍্যা মরে দেবগণ॥ ১১১১।
বিষ খায়্যা বৃষধ্বজ বাঁচ্যা আছে কেনে।
বিষয়ে বাসনা নাই বিষ্ণুনাম[5] বিনে॥ ১১১২।

১—১ পালাইতে যশোদা বন্ধন দিল (ক)

* (ক) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ :—

বদ্ধ নারায়ণ নারদের দয়া জান্যা।
মুক্তকৈল মধ্যখানে উদুখল টান্যা॥
প্রচণ্ড করিয়া শব্দ পড়ে দুই দ্রুম।
ভাসমান গুহ্যকের ভাঙ্গিল কালঘুম॥
দুটী ভাই দামোদরে দণ্ডবৎ কর‍্যা।
দেবলোকে দীপ্ত পায় দিব্যদেহ ধর‍্যা॥

২ প্রাণ (ক)
৩ প্রমাণে (ক)
৪ প্রাণদান (ক)
৫ বিষ্ণুদেব (ক)

কুন্তী কয়্যাছিল কৃষ্ণে শুন চক্রপাণি।
দুর্য্যোধনে দেও দুঃখ ভাগ্য কর‍্যা মানি॥ ১১১৩।
বিপদে বিকল হয়্যা বালকের[১] ভাষায়[১]।
ডাকিছে[২] ডাহুকী যেন রক্ষ যদুরায়॥ ১১১৪।
সেবকবৎসল যদি ছমাসের গৌণে।
অনাথিনী ডাকিলে সাক্ষাৎ সেইক্ষণে॥ ১১১৫।
দরশনে[৩] দহে দুঃখ দেহে সুখ[৩] পাই।
তেমন[৪] বিপদ আমি জন্মে জন্মে চাই॥ ১১১৬।
বিশেষেই বিষয়ী বিস্মরি যায় বিভু।
সে সুখসম্পদ মোর সাধ নাই কভু॥ ১১১৭।
ভগবৎ-ভক্তের ভাবনা এত দূরে।
দিলে[৫] মুক্তি লয়[৫] নাই দাস্য হেতু ঝুরে॥ ১১১৮।
হেন হরিভক্তি ছাড়্যা কেন হৈমবতী।
বিফল[৬] বিষয়ে বৃথা[৬] বাড়াইলে মতি॥ ১১১৯।
চিন্ত চিন্তামণি-মূর্ত্তি[৭] চিত্তে অনুক্ষণ।
কর বিষ-বিষয়ে বাসনা বিসর্জ্জন॥ ১১২০।
বৈষ্ণবী বলেন শুন বৈষ্ণবের সার।
হরিভক্তিতত্ত্ব কিছু কহ[৮] সারোদ্ধার॥ ১১২১।
শ্রদ্ধা[৯] কর‍্যা কহে হর হয়্যা হরষিত।
বলে রামেশ্বর বড় কথা উপস্থিত॥ ১১২২। [৫০]

১—১ বনেতে বেড়ায় (ক)
২ ডাকয়ে (ক)
৩—৩ দেহের দরদ যায় দরশন (ক)
৪ এমনি (ক)
৫—৫ দিনে দিনে মুক্তি (ক)
৬—৬ বিষই বিস্মিত মিছা (ক)
৭ তুমি (ক)
৮ শুন (ক)
৯ হৃদ্য (ক)

গৌরীর গুণ-বর্ণনা

হর বলে হৈমবতী হরি-ভক্তি তুমি।
তোমাকে তোমার তত্ত্ব কি বলিব আমি ॥ ১১২৩ ।
ত্রিগুণধারিণী তুমি তুষ্ট হও যায়।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায় ॥ ১১২৪ ।
বৃথা বিষ্ণু-সেবা করে তুমি যারে বাম।
নিকটে না লাগে তার নবঘনশ্যাম ॥ ১১২৫ ।
বৈষ্ণবের ব্যবসায় ব্যক্ত তব কলা।
তিলক মৃত্তিকা তুমি তুলসীর মালা ॥ ১১২৬ ।
বসিতে বসুধা তুমি বন্দিবার বাণী।
বুদ্ধিরূপে ধ্যানে দেখাও চিন্তামণি ॥ ১১২৭ ।
তুমি ক্রিয়াকারণ সকল উপহার।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে কেবা আছে আর ॥ ১১২৮ ।
অগতির গতি তুমি নির্ধনের নিধি।
বিরাটের মূল[১] আর[১] বিধাতার বিধি ॥ ১১২৯ ।
কোনখানে সূক্ষ্ম তুমি কোনখানে স্থূল।
মার‍্যা মধু-কৈটভ মহীর কৈলে মূল ॥ ১১৩০ ।
মাধবের মৎস্য আদি অবতার যত।
গুণিনী মায়ার তিনে[২] হয়্যা অনুগত ॥ ১১৩১ ।
ভক্তিমুক্তি বিষ্ণুশক্তি[৩] বৈষ্ণবের ঠাঁঞি।
সঙ্কটে শঙ্করী বিনা সম্বরিতে নাই ॥ ১১৩২ ।
অকালে অম্বিকা পূজা অম্বুধির কূলে।
রাজা রাম রাবণ বধিলা অবহেলে ॥ ১১৩৩ ।

১—১ বীজ তুমি (ক)
২ গুণে (ক) ৩ ভক্তি (ক)

জগন্মাতা জন্মিয়া জঠরে যশোদার।
জনার্দ্দনে জম্বুকী যমুনা কৈলে পার ॥ ১১৩৪ ।*
কাত্যায়নীব্রত কর‍্যা কালিন্দীর কূলে।
ব্রজবধূ বাসুদেবে বশ কৈল হেলে ॥ ১১৩৫ ।
অনিরুদ্ধে নাগপাশে বান্ধ্যা ছিল বাণ।
আত্মারে করিয়া স্তুতি পাল্য পরিত্রাণ ॥ ১১৩৬।
রাধাকৃষ্ণ না বল্যা যে শুধু কৃষ্ণ বলে।
কৃষ্ণের করুণা তার নাই কোন কালে ॥ ১১৩৭।
তুমি রাধা তুমি সীতা তুমি গঙ্গা কাশী।
তেঞি পাকে তোমাকে বিস্তর ভালবাসি ॥ ১১৩৮
তোমাকে যে জানে তাকে যম নাহি লয়।
জননীজঠরে ফির‍্যা জন্ম নাই হয় ॥ ১১৩৯ ।
যাবৎ তোমার কৃপা যাকে নাই হয়।
ত্রিদেবের ঠাঁঞি তার নাই পরিচয় ॥ ১১৪০ ।
অম্বিকা বলেন আমি আপনাকে জানি।
কহ হরিনামের মহিমা কিছু শুনি ॥ ১১৪১।
হার্দ্দ কর‍্যা হর কহে হয়্যা হরষিত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥ ১১৪২ । [৫১]

হরিনাম-মহিমা ও দিলীপ-কথা

পরিতোষ পায়্যা প্রভু পার্ব্বতীকে কন।
শুন হরিনামের মহিমা পুরাতন ॥ ১১৪৩।
ব্রহ্মার বরিষ্ঠপুত্র বশিষ্ঠ গোঁসাঞি।
দীক্ষা হেতু দিলীপ গেলেন তাঁর ঠাঁঞি ॥ ১১৪৪ ।

* ইহার পর ৪ পংক্তি (ক) পুঁথিতে নাই

বন্দিয়া বলিছে রাজা বুকে দিয়া হাত।
উপাসনা বিনা বৃথা জন্ম যায় নাথ ॥ ১১৪৫।
ষোড়শ বৎসর পর দীক্ষা হীন হৈলে।
জীবন যবন তুল্য অধঃপাত মৈলে ॥ ১১৪৬।
দীক্ষাহীন দুঃখে মরি দগ্ধমান হয়্যা।
কৃপা কর কৃপানিধি কাল যায় বয়্যা ॥ ১১৪৭।
বশিষ্ঠ বিচার কর্যা বলিলেন কি।
উপাসনা বিনা-পরীক্ষায় নাই দি ॥ ১১৪৮।
ক্ষত্রিয়কে দুবৎসর পরীক্ষিতে হয়।
রহিলেন ঋষির আশ্রমে মহাশয় ॥ ১১৪৯।
ভিক্ষুকের ভৃত্য হয়্যা ভূপতির বাছা।
ভীত হয়্যা ভজনে কেমনে হই সাঁচা ॥ ১১৫০।
অনাসৃষ্টি বশিষ্ঠ বলিয়া পুনঃ পুনঃ।
একদিন বলে আজি অপস্কর[1] আন ॥ ১১৫১।
যোড় হাতে যে আজ্ঞা বলিয়া ত্বরিত।
নরনাথ নরক নিকটে উপস্থিত ॥ ১১৫২।
নিরস্থি[2] ন্যক্কার হৈল নাকে দিল হাত।
চঞ্চল হইল চিত্ত স্মরে[3] জগন্নাথ ॥ ১১৫৩।
নরনাথ নাথ-বাক্য নির্ব্বাচিতে নারে।
কৃষ্ণ ডাক্যা কাতরে কাঁদিছে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১১৫৪।
অকস্মাৎ আকাশে প্রকাশ হইল ধ্বনি।
বুদ্ধি বুঝিবার তরে বল্যাছেন মুনি ॥ ১১৫৫।
যাও যাও জিজ্ঞাসিলে জানাইবে তারে।
বিষ্ঠা-ভার কোথা আর সাক্ষাৎ[4] শরীরে ॥ ১১৫৬

১ অপুস্কর (ক) ২ নিরথি (ক)
৩ চিন্তে (ক) ৪ বিখ্যাত (ক)

ধাইল ধরণীনাথ ধর্ম্ম উপদেশে।
বলিলেন বিবরণ বশিষ্ঠের পাশে ॥ ১১৫৭।
বুঝিলেন বিলক্ষণ বিলক্ষণ বোল[১]।
দয়া কর‍্যা দয়ালু দিলীপে দিলা কোল[২] ॥ ১১৫৮।
নৃপতিরে এমতি আরতি পুনঃ পুনঃ।
আর দিন বলে আজি ভিক্ষা মাগ্যা আন ॥ ১১৫৯।
নৃপতি বলেন ভিক্ষা মাগি নাই কভু।
কি বল্যা মাগিব মোরে বল্যা দেহ প্রভু ॥ ১১৬০।
শাসন করিয়া শেষে শিখাইলা মুনি।
সাধুসদ্ম দেখিয়া করিবে হরিধ্বনি ॥ ১১৬১।
গো-দোহন কালমাত্র করিয়া বিশ্রাম।
এক গৃহে সংগ্রহি সন্তোষে আস্থ ধাম ॥ ১১৬২।
শাস্ত্রের সন্ধানে সব শিখাইয়া[৩] তারে।
বৈষ্ণবের সজ্জা কিছু বিতরণ করে ॥ ১১৬৩।
করে দিল করঙ্গ কৌপীন কটিদেশে।
তিলক তুলসীদাম হরিনাম শেষে ॥ ১১৬৪।
আশ্বাসিল আজি ভাল মাগ্যা আন ভিক্ষা।
যোগ্যতা জানিব যবে[৪] তবে[৪] দিব দীক্ষা ॥ ১১৬৫
গড় কৈর‍্যা গুরুকে গমন কৈল রাজা।
নির্ব্বচিলা নগরে নির্দ্দোষ এক প্রজা ॥ ১১৬৬।
সাধুসঙ্গ সেবা কর‍্যা শুখায়েছে দেহ।
চীরবাসে চান্দমুখ চিনে নাই কেহ ॥ ১১৬৭।
সাধুসদ্ম দেখিয়া করিল হরিধ্বনি।
ধাইল ধার্ম্মিক শুন্যা সুমঙ্গল বাণী ॥ ১১৬৮ ॥

১ বৈল (ক)　　২ কৈল (ক)
৩ শিখাইল (ক)　　৪—৪ তবে শেষে (ক)

বৈষ্ণব দেখিয়া বিষ্ণু বুদ্ধি কর‍্যা তারে।
প্রণমিয়া পূজে লয়্যা প্রধান মন্দিরে ॥ ১১৬৯।
তারে বলে তার‍্যা নিবে কর‍্যা হরিধ্বনি।
কহ হরিনামের মহিমা কিছু শুনি ॥ ১১৭০।
ক্ষিতিপতি বলে আজি ক্ষমা কর মোরে।
গুরুরে জিজ্ঞাসি আস্যা কব দিনান্তরে ॥ ১১৭১।
গৃহস্থে গৌরব কর‍্যা গড় কৈল তায়।
ভারী করি ভূরি ভোজ্য ভবনে পাঠায় ॥ ১১৭২।
বলিল বিশিষ্ট বাক্য বশিষ্ঠের ঠাঁঞি।
বশিষ্ঠ বলেন বাছা আমি জানি নাই ॥ ১১৭৩।
বশিষ্ঠ বুঝিতে গেল ব্রহ্মার গোচর।
ব্রহ্মা শুন্যা চমৎকার চিন্তিল বিস্তর ॥ ১১৭৪।
শুন শিবা বিধি ভাব্যা আল্যা মোর ঠাঁঞি।
আমিহ সে নামের মহিমা জানি নাই ॥ ১১৭৫।
জিনিলাম জন্মজরা জপ কর‍্যা যাকে।
জগন্মাঝে যোগ্য হয়্যা জিজ্ঞাসিব কাকে ॥ ১১৭৬
বিস্তর বিচার‍্যা বেদ বিধাতার সাথে।
নির্ণয় করিতে নার‍্যা নিবেদিল নাথে ॥ ১১৭৭।
জগন্নাথ যুক্তি দিল দুইজনে যায়্যা।
জান হরিনাম পুরী প্রদক্ষিণ হয়্যা ॥ ১১৭৮।
ব্রহ্মার সহিত বুল্যা[১] বিষ্ণুর আলয়।
চায়্যা দেখি চতুর্দ্দিকে চতুর্ভুজময় ॥ ১১৭৯।
তার মধ্যে এক চতুর্ভুজ মহাশয়।
শুধাইয়া শুনাইল[২] আপন পরিচয় ॥ ১১৮০।

---

১ খুজ্যা (ক) ২ কহিল (ক)

বনে[১] বন-বরাহ ছিলাম যেই কালি[১] ।
কাটিল কিরাত মোরে হরিধ্বনি[২] করি[২] ॥ ১১৮১ ।
কর্ণগত হরিধ্বনি কাটা গেল তথা[৩] ।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর হয়্যা বসিলাম এথা ॥ ১১৮২ ।
প্রভুর প্রতাপ পরস্পর ইহা শুন্যা ।
প্রণমিনু পদ্মনাভে প্রদক্ষিণ[৪] মান্যা ॥ ১১৮৩ ।
এমন অমৃত হরিনামের মহিমা ।
বিধি[৫] পুরন্দর আদি[৫] দিতে নারে সীমা ॥ ১১৮৪ ।
মহিমাতে হরি হৈতে নাম[৬] হয়[৬] বড় ।
দেবঋষি দ্বারকাতে দেখ্যাছেন দড় ॥ ১১৮৫ ।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ভাগবত ।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসদ ॥ ১১৮৬ ।* [৫২]

রুক্মিণীর ব্রত-প্রসঙ্গ

রুক্মিণী যখন ব্রত উদযাপন কৈল ।
দেবঋষি তাতে আসি পুরোহিত হৈল ॥ ১১৮৭ ।
জান্যা যদুনাথ যাকে মানা কর্যাছিলা ।
যত্ন কর্যা তারে আন্যা যজ্ঞ আরম্ভিলা ॥ ১১৮৮ ।

১—১ বনে বনে বরাহ ছিলাম এই জানি (ক)
২—২ করি হরিধ্বনি (ক)
৩ মাথা (ক)
৪ পরিহার (ক)
৫—৫ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর (ক)
৬—৬ হরিনাম (ক)
* (ক) পুথির পাঠান্তর :—
হর বলে হৈমবতী হরিনাম শুন ।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে কহে ত্রিলোচন ॥

ক্রিয়া সাঙ্গ করা কয় কি দিবে তা বল।
দক্ষিণা রহিত কর্ম্ম হৈল বা না হৈল॥ ১১৮৯।
কাম্য[১] ক্লেশ করা কর্ম্ম করিয়াছি বড়।
কৃষ্ণের প্রেয়সী হবে কহিলাম দড়॥ ১১৯০।
দ্বিজকে দক্ষিণা দিয়া দুঃখ কর দূর।
নিষ্কপটে নিবেদিল নারদ ঠাকুর॥ ১১৯১।
সন্তোষ করিব সত্য করিল সুন্দরী।
নারদ বলেন তবে নিবেদন করি॥ ১১৯২।
কৃষ্ণ বিনা মোর[২] মনে কিছুই না রুচে[২]।
কৃষ্ণকে দক্ষিণা পাই তবে দুঃখ ঘুচে॥ ১১৯৩।
রুক্মিণী এমনি শুন্যা মুনির বচন।
কান্দিয়া কৃষ্ণের কাছে কৈল নিবেদন॥ ১১৯৪।
শুনিয়া সুন্দর কথা সুন্দরীর মুখে।
শ্যামসুন্দরের আর সীমা নাই সুখে॥ ১১৯৫।
যদুকুলে জনম সফল হৈল বল্যা।
বিপ্র-দক্ষিণার্থে বিষ্ণু বিতরণ হৈলা॥ ১১৯৬।
ব্রাহ্মণের বোঝা বয়া বাসুদেব যায়।
সত্যভামা সখীমুখে শুনিয়া[৩] ফিরায়[৩]॥ ১১৯৭
সত্যভামা সুন্দরী সাক্ষাৎ সরস্বতী।
ব্রহ্মপুত্র নারদ সাক্ষাৎ বৃহস্পতি॥ ১১৯৮।
সত্যভামা সত্য ভাষে যাতে যার কাজ।
অনেক অবলা-গতি[৪] এক ব্রজরাজ॥ ১১৯৯।

১ কায় (ক)
২—২ আর মনে কিছু নাই (ক)
৩—৩ শুনিবারে পায় (ক) ৪ নারী (ক)

তুমি যদি তারে নিয়া করিবে গমন।
মোদের[১] কি হবে মোরা করিব কেমন ॥ ১২০০
বিহারের বপু দিয়া বিরহিণী প্রতি।
নাম নিতে নারদে করিলা অনুমতি ॥ ১২০১।
মহেশ মধ্যস্থ তবু[২] মানে নাই মুনি।
তুলে কর‍্যা ত্বরায় তৌলিলা শূলপাণি ॥ ১২০২।
লক্ষ্মীকান্তে লঘু[৩] হৈল নাম হইল ভারী।
নাম লয়্যা নাচিতে লাগিল ব্রহ্মচারী ॥ ১২০৩।
কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় কর‍্যা।
প্রভুকে প্রণতি করে প্রদক্ষিণ হয়্যা ॥ ১২০৪।
কি করিবে যজ্ঞ দানে কি করিবে তপে।
সার্থক জীবন যার হরিনাম জপে ॥ ১২০৫।
হেলা অশ্রদ্ধায় নাম একবার বল্যা।
অজামিল হেন পাপী পরিত্রাণ পাল্যা ॥ ১২০৬।
ব্রাহ্মণ বৃষলী ভজ্যা বুড়া হৈল তবু।
স্বপনে কৃষ্ণের নাম জপে নাই কভু ॥ ১২০৭।
বৃষলীর পেটে বেটাবেটী ঢেরী হৈল।
কনিষ্ঠ বেটার নাম নারায়ণ থুল্য ॥ ১২০৮।
অন্তকালে যবে মরে করে হাঞিকাঞি।
সবাকারে দেখে মাত্র নারায়ণ নাই ॥ ১২০৯।
স্নেহপাত্র পুত্রে ডাকে মনে ভাব্যা দুঃখ।
নারায়ণ কোথা আছ দেখি চান্দমুখ ॥ ১২১০।
এ বোল বলিবা মাত্র চরিতার্থ হৈল।
পুত্র নাম করিয়া পরমধাম পাল্য ॥ ১২১১।

১ আমাদের (ক) ২ তাহে (ক) ৩ লঙ্ক (ক)

শুদ্ধভাবে হরিনাম সদা যেই স্মরে।
বন্দ তার পাদপদ্ম মস্তক উপরে ॥ ১২১২।
হরিনাম শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের পর।
বিচারিয়া বলিল বৈষ্ণব রামেশ্বর ॥ ১২১৩। [৫৩]

হরিনাম-মহিমা

আর কিছু কৃষ্ণকথা কহ কৃপাময়।
অমৃতের আস্বাদনে অরুচি না হয় ॥ ১২১৪।
জৈমিনিরে সাধুবাদ কর‍্যা বেদব্যাস।
আরম্ভে অপূর্ব্ব-কথা যাতে পাপ নাশ ॥ ১২১৫
বিষ্ণুনামমাহাত্ম্য বিচিত্র হে বৈষ্ণব।
শুনিলে সকল পাপে পবিত্র মানব ॥ ১২১৬।
বিষ্ণু সে সকল বিশ্ব ব্যাপ্ত চরাচর।
বিষ্ণুময় বিশ্ব দেখে বৈষ্ণব যে নর ॥ ১২১৭।
বিষ্ণু সে ব্রহ্মাদি কর‍্যা বিবুধ সকল।
অতএব সর্ব্বদেব কেশব কেবল ॥ ১২১৮।
যে কোনও[১] প্রকারে যে বিষ্ণুর নাম লয়।
তাহার শরীরে কভু অশুভ না হয় ॥ ১২১৯।
যত কর্ম্ম কর ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কামে।
সকলের বেশ[২] সাঙ্গ হয় হরিনামে ॥ ১২২০।
অন্য অন্য যত পুণ্য ব্রত দানাহুতি[৩]।
সে পায়[৪] সকল অন্ত (অয়ন) ? পায় হরিস্তুতি[৫] ॥ ১২২১।

১ যেমন (ক)
২ ব্যঙ্গ (ক)
৩ দান আদি (ক)
৪ সাপটে (ক)
৫ হরিস্মৃতি (ক)

সত্য সত্য পুনঃ পুনঃ[১] ঊর্দ্ধ হস্তে কই।
হয় নাই পরিত্রাণ হরিনাম বই ॥ ১২২২।
গলায় কাপড় বান্ধ্যা গড় কর‍্যা সাধি।
মুমুক্ষু বৈষ্ণব বিষ্ণু স্মর নিরবধি ॥ ১২২৩।
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বকাজে কাল নিরূপণ।
বিষ্ণুনাম লৈতে সর্ব্ব কাল বিলক্ষণ ॥ ১২২৪।
কোন কার্য্যে কোন কথা কহিবার বেলা।
বিষ্ণুনাম নিতে কেহ কর‍্য নাই হেলা ॥ ১২২৫।
নিরন্তর বিষ্ণুনাম নিতে বলি কেন।
পদ্ম পুরাণোক্ত পূর্ব্ব উপাখ্যান[২] শুন ॥ ১২২৬।
চন্দ্রচূড় ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ১২২৭। * [৫৪]

জীবন্তী উপাখ্যান

সত্যবসু নামে বৈশ্য সত্যযুগে ছিল।
প্রথম বয়সে তার পরকাল হৈল ॥ ১২২৮।
জীবন্তী তাহার জায়া[৩] যায়্যা বাপঘরে।
মাতিয়া[৪] মদন-মোহে[৪] মন হৈল যারে ॥ ১২২৯।
সুমধ্যমা সুন্দরী শোভন কুচকুন্দ[৫]।
কুলবধূ ছিল কিন্তু কামে হৈল অন্ধ ॥ ১২৩০।

১ সত্য (ক)　　২ বিবরণ (ক)

* (ক) পুঁথির পাঠান্তর :—

পুনঃ পুনঃ কহি শুন সাবধান হৈয়া।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর শিবান্বিত হৈয়া ॥

৩ ভার্য্যা (ক)　　৪—৪ মাতিল যৌবন মদে (ক)

৫ দ্বন্দ্ব (ক)

পাইলে পুরুষ মাত্র প্রেম কর‍্যা ভজে।
বারিলে বান্ধব রোষে বিপরীত বুঝে ॥ ১২৩১ ।
বড়[1] ধর্ম্ম গৃহকর্ম্ম করে নাই কিছু।
নগরে নগরে ফিরে নাগরের পিছু ॥ ১২৩২ ।
অনঙ্গ-তরঙ্গ নব যৌবন-গর্ব্বিতা।
পরিহার মাগ্যা পরিত্যাগ দিল পিতা ॥ ১২৩৩ ।
পুণ্যশীল ছিল পাছে অপকীর্ত্তি হয়।
দুহিতারে দূর কৈল সে হৈল নির্ভয় ॥১২৩৪ ।
বেশ্যাবৃত্তি কর‍্যা নিত্য স্বতন্তরা বুলে।
বুকে বস্ত্র রাখে নাই থাকে আল্বচুলে ॥ ১২৩৫ ।
নিবারিতে নাহি কেহ নহে পরাধীন।
জারগত তার চিত্ত হৈল[2] সারাদিন[2] ॥ ১২৩৬ ।
চণ্ডাল[3] আইলে আলিঙ্গন দেই তাকে।
দুই[4] লোকে ভয় নাই এইভাবে থাকে ॥ ১২৩৭ ।
শুক-পক্ষী[5] বিক্রেয়ার্থে বাসে আল্য ব্যাধ।
বারাঙ্গনা নিল কিন্যা বড় হইল সাধ ॥ ১২৩৮ ।
তার যোগ্য তাহার আহার দিয়া মুখে।
রাম রাম বলায়্যা বসায়্যা রাখে বুকে ॥ ১২৩৯ ।
সর্ব্ববেদাধিক পরব্রহ্ম রামনাম।
সমস্ত পাতকধ্বংস স্মরে অবিরাম ॥ ১২৪০ ।
শুক বেশ্যাচরিতার্থে রামনাম বল্যা।
সুদারুণ সর্ব্ব পাপে ধনী মুক্ত হল্যা ॥ ১২৪১ ।

১ ব্রত (ক) ২—২ হয় রাত্রি দিন
৩ আচণ্ডাল (ক) ৪ ইহ (ক)
৫ শিশু (ক)

পুত্রহীনা পক্ষীকে পালিল পুত্রবৎ।
পরস্পর প্রীতি পুত্র-জননীর মত॥ ১২৪২।
তরুণ হইয়া পক্ষী থাকে তার ঘরে।
বেশ্যার বাৎসল্য বুঝ্যা ব্যবহার করে॥ ১২৪৩।
রাত্রিদিবা রাম রাম করিয়া রটনা।
এইরূপে চিরদিন ছিল দুই জনা॥ ১২৪৪।
কতকাল বই বেশ্যামাগী মল্যে রোগে।
প্রিয়পক্ষী ছিল তার মৈল তার শোকে॥ ১২৪৫।
সে দুইকে নিতে আল্য শমনকিঙ্কর।
সমস্ত মুদগর হস্তে মহাভয়ঙ্কর॥ ১২৪৬।
দারুণ যমের দূত যমের আদেশে।
শুক বেশ্যা দুজনে বান্ধিল চর্ম্মপাশে॥ ১২৪৭।
দণ্ডীর নিকটে লয়্যা যায় দণ্ড দিতে।
হেনকালে হরিদূত হানা দিল পথে॥ ১২৪৮।
বিষ্ণুদূত বিষ্ণুর সমান তেজ ধরে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সবাকার করে॥ ১২৪৯।
যমদূতে জিজ্ঞাসিল যাদবের দূত।
কে তোরা বিকৃতাকার অপার অদ্ভুত॥ ১২৫০।
দীর্ঘলোমা দীর্ঘদন্ত দহনবদন[১]।
বান্ধিলে দু মহাত্মাকে কিসের কারণ॥ ১২৫১।
রামনামে অশেষ অধর্ম্ম যার নাই।
তারে লয়্যা কার দূত যাবি কার ঠাঁঞি॥ ১২৫২।

১ লোচন (ক)

কেন কর হেন কর্ম্ম নাহি ধর্ম্মভয়।
বিষ্ণুদূত বাক্য শুন্যা যমদূত কয়॥ ১২৫৩।
চন্দ্রচূড়চরণ ইত্যাদি॥ ঃ ঃ॥ ১২৫৪। * [৫৫]

বিষ্ণুদূত ও যমদূতের যুদ্ধ

যমদূত আমরা যমের আজ্ঞাকারী[১]।
দুষ্টকর্ম্মা দুজনে দেখাব যমপুরী॥ ১২৫৫।
যমদূতবাক্য শুন্যা বিষ্ণুদূত হাসে।
শিশুসূর্য্যসম[২] আঁখি রোষে কটুভাষে[২]॥ ১২৫৬
আরে কি আশ্চর্য্য কথা কহে[৩] যমদূতে।
দীনবন্ধু-দাসকে দণ্ডিবে সূর্য্যসুতে॥ ১২৫৭।
দারুণ দুষ্টের দেখ বিপরীত কর্ম্ম।
সতত সতের হিংসা অসতের ধর্ম্ম॥ ১২৫৮।
শুন্যা পুণ্যাত্মার কর্ম্ম[৪] সুখী পুণ্যবান।
পাপচর্চ্চা শুনিলে পাতকী পায় প্রাণ॥ ১২৫৯।
শতভার স্বর্ণ পাল্যে তাতে[৫] নহে প্রীত।
পাপচর্চ্চা পাল্যে পাতকী পুলকিত[৬]॥ ১২৬০।
বলবতী বিষ্ণুমায়া বুঝা নাই যায়।
পাপরূপ মহাকূপ কর‍্যা পড়ে তায়॥ ১২৬১।

* (ক) পুঁথির পাঠান্তর :—

হৈমবতী হরিকথা শুন মন দিয়া।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে চিত্ত নিবেশিয়া॥

১ অধিকারী (ক) ২—২ যেমন উদয় পুর্ব্ব দেশে (ক)
৩ কথা কহ (ক) ৪ পুণ্যাহ (ক)
৫ পাতকী (ক) ৬ পায় প্রীত (ক)

জগবন্ধু কর‍্যা বন্ধু ভবসিন্ধু তরে।
আহা মরি দুষ্টলোক কষ্ট দেয় তারে ॥ ১২৬২ ।
পূর্ব্বে পাপ কর‍্যা হৈলি যমের কিঙ্কর।
বৈষ্ণবে বন্ধন দিলি মৈলি অতঃপর ॥ ১২৬৩ ।
এইমত আর কত ভৎ´সিয়া বিস্তর।
বন্ধন মোচন কৈল বিষ্ণুর কিঙ্কর ॥ ১২৬৪ ।
যমদূত জ্বলন্ত অনল হৈল জ্বল্যা[১] ।
অগ্নিবৃষ্টি কর‍্যা আইল মার মার বল্যা[২] ॥ ১২৬৫ ।
সিংহনাদ কর‍্যা সবে[৩] নানা অস্ত্র হানে।
যমদূতপ্রধান প্রচণ্ড আগুদলে ॥ ১২৬৬ ।
সুপ্রকাশ ঠাকুর প্রধান ভাগবত।
সুললিত শঙ্খশব্দে পূরিল জগৎ ॥ ১২৬৭ ।
গণ্ডগোল দুইদলে নানা অস্ত্র ছুটে।
সবাকারে চক্রধারে বিষ্ণুদূত কাটে ॥ ১২৬৮ ।
কার কাটে হস্তপদ কার কাটে শির।
বুক ভাঙ্গা গেল কেহ হৈল দুই চির ॥ ১২৬৯ ।
সকল শরীরে কার শোণিতের ধারা।
ধায়্যা ফিরে ধর্ম্মদূত অরুণের পারা ॥ ১২৭০ ।
খাঁদা বোঁচা হৈল কার গেল নাক কান।
টুটা খোড়া হৈল কেহ গেল কার প্রাণ। ১২৭১ ।
বিষ্ণুদূত সকল বিষ্ণুর পরাক্রম।
অন্যে[৪] কি করিবে তারে যারে ডরে যম ॥ ১২৭২ ।
অঙ্গ ভঙ্গ হয়্যা যাম্য[৫] ভঙ্গ দিল রণে।
প্রধান প্রচণ্ডমাত্র যুঝে প্রাণপণে ॥ ১২৭৩ ।

---

১ দেখ্যা (ক) ২ ডাক্যা (ক)
৩ ধর‍্যা (ক) ৪ আমি (ক) ৫ আল্য (ক)

সুপ্রকাশ সহিত সমর হৈল ঘোর।
মারিল মুদ্গর পেল্যা যত ছিল জোর ॥ ১২৭৪ । *
সুপ্রকাশ বৈষ্ণব বিষ্ণুর সম বল।
মুদ্গরে মারিল গদা উঠিল অনল ॥ ১২৭৫ ।
সধূম দুর্গন্ধ ছুটে আগুনের পানা।
হেরি হরিদূত বড় হইলা উন্মনা ॥ ১২৭৬ ।*
মহাযোদ্ধা মাল্য গদা কাট্যা গেল মুণ্ড।
রক্তে পরিপ্লুত হয়্যা পড়িল প্রচণ্ড ॥ ১২৭৭ ।
শিশুসূর্য্য সমান মূর্চ্ছিত মৃত প্রায়।
তুল্যা নিল যমদূত বল্যা হায় হায় ॥ ১২৭৮ ।
দূতনাথ[১] লয়্যা[১] যমদূত গেল হার্য্যা।
হর্ষে নাচে হরিদূত জয়শঙ্খ পুর্য্যা ॥ ১২৭৯ ।
রাজহংসযুক্ত রথে মুক্ত দুইজন।
বিষ্ণুপুরে লয়্যা গেল বিষ্ণুদূতগণ[২] ॥ ১২৮০ ।
শুক বেশ্যা দেখি হর্ষ হয়্যা ভগবান।
আদর করিল তারে আপনা সমান ॥ ১২৮১ ।
সারূপ্য পাইয়া সুখে শুক বেশ্যা রয়।
যমের নিকটে যমদূত গিয়া কয় ॥ ১২৮২ ।
চন্দ্রচূড়চরণ ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ১২৮৩ । * * [৫৬]

* ইহার পরবর্ত্তী ৮ লাইন (ক) পুঁথিতে নাই।
১—১ জরা জারা হৈয়া (ক)
২ বিষ্ণুর সদন (ক)

* * (ক) পুঁথির পাঠান্তর :—

চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥

যম-দূত সংবাদ

রক্তধারাযুক্ত তারা মুক্ত কেশ-বাস[1] ।
কলস্বরে কান্দ্যা আল্য কর‍্যা উর্দ্ধশ্বাস ॥ ১২৮৪ ।
বুকে ব্যথা কার কথা সরে নাই মুখে ।
দুরবস্থা দেহের দেখাল একে একে ॥ ১২৮৫ ।
হস্তপদ গেছে কার ভাঙ্গ্যাছে দশন ।
কৃতান্তের কাছে কান্দা করে নিবেদন ॥ ১২৮৬ ।
সূর্য্য-সুত মহাবাহু তুমি দণ্ডধারী ।
অলঙ্ঘ্য তোমার আজ্ঞা এড়াইতে নারি ॥ ১২৮৭ ।
অপরাধী আনিতে গেলাম আজ্ঞা লয়্যা ।
আল্যাম[2] তেমন[2] তার প্রতিফল পায়্যা ॥ ১২৮৮ ।
মহাপাতকীর সে প্রধান দুই জন ।
রাম বল্যা গেল চল্যা বিষ্ণুর সদন ॥ ১২৮৯ ।
দণ্ডনীয় দুরাত্মা বৈকুণ্ঠ যদি পাল্য ।
তোমার প্রভুত্ব তবে নিরর্থক হল্য ॥ ১২৯০ ॥
যত দেখ দুরবস্থা আমাদের নয় ।
প্রেষিত জনের হৈলে প্রধানের হয় ॥ ১২৯১ ।
যম বলে যদি রাম বল্যাছিল তারা ।
তার কাছে তবে কেন গিয়াছিলি তোরা ॥ ১২৯২ ।
যে লয় রামের নাম রাম তার প্রভু ।
তাহাতে আমার অধিকার নাই কভু ॥ ১২৯৩ ।
রামনাম লয় পাপী সে নহে সর্ব্বথা ।
বাছা ইহা বলি শুন যাবে নাই তথা ॥ ১২৯৪ ।

১ পাশ (ক)
২—২ তেমন আইল (ক)

যে মনুষ্য অবশ্য বিষ্ণুর[১] নাম লয়।
তাহার শরীরে কোন পাতক না রয়॥ ১২৯৫।
গোবিন্দ কেশব হরি জগদীশ বিষ্ণু।
নারায়ণ ভকত-বৎসল কৃষ্ণ জিষ্ণু॥ ১২৯৬।
সম্বোধন কর‍্যা যে সতত ইহা কয়।
অতি পাপী হৈলেহ আমার দণ্ড নয়॥ ১২৯৭।
লক্ষীকান্ত সকল কলুষ প্রণাশন।
শ্রীকৃষ্ণ মথন[২] অচ্যুত সনাতন॥ ১২৯৮।
দামোদর দেহ দাস্য ইহা যেই কয়[৩]।
দৃঢ়পাপী হইলেহ আমার দণ্ডী[৪] নয়॥ ১২৯৯।
বাসুদেব নারায়ণ নরোত্তম বলে।
তার চর্চ্চা মোর ঠাঁঞি নাই কোনকালে॥ ১৩০০।
চক্রপাণি চর্চ্চা যার চিত্তে রাত্রিদিন।
সর্ব্বথা শমন তার সতত অধীন॥ ১৩০১।
হরিপূজা রত হরিভক্তিপরায়ণ।
একাদশীব্রত রত সরল সুজন॥ ১৩০২।
বিষ্ণুপাদোদক যেবা মস্তকেতে লয়।
জগৎ অধীন তাকে যম করে ভয়॥ ১৩০৩।
যার শিরে কর্ণে দেখ তুলসীর দল।
আপনি অবনী নিবে[৫] তার পদতল॥ ১৩০৪।
পিতামাতা গুরু যে প্রকার সমর্চ্চন।
বিষতুল্য যে দেখে অমূল্য পরধন॥ ১৩০৫।

১ রামের (ক) ২ কেশব (ক)
৩ কন (ক) ৪ দণ্ড্য (ক)
৫ সেবে (ক)

দয়া কর্য়া দুঃখীজনে দেই মহাসুখ।
সেজন সর্ব্বথা হন শমনবিমুখ॥ ১৩০৬।
যে সতত অন্নজল ভূমিদানে[১] রত[১]।
তেহোঁ ধন্য তার পুণ্য আমি কব কত[২]॥ ১৩০৭।
বৃত্তিহীন জনকে যে বৃত্তি দিয়া পালে।
যমদ্বারে তার দণ্ড নাহি কোনকালে॥ ১৩০৮।
যে জ্ঞাতি পোষণ করে প্রিয় কথা কয়।
দম্ভাদি করিয়া দূর জিতেন্দ্রিয় হয়॥ ১৩০৯।
পাপ চিত্তে[৩] চায় নাই পরস্ত্রীর পানে।
তার চর্চ্চা কেহ না করিবা মোর স্থানে॥ ১৩১০।
শমন এমন সব[৪] শিখাইয়া[৪] দূতে।
তারা সাবধানে কার্য্য করে সেই হতে॥ ১৩১১।
ব্যাসবাক্য শৌনকাগ্রে শুনাইলা সূত।
বিষ্ণুনামের প্রভাব জানিল যমদূত॥ ১৩১২।
চন্দ্রচূড় ইত্যাদি॥ ঃ ঃ॥ ১৩১৩। [৫৭]

রামনাম মহিমা

তার মধ্যে রামনাম সকলের সার।
রামনাম পরে পর-ব্রহ্ম নাহি আর॥ ১৩১৪।
সর্ব্ব শাস্ত্রাধিক রামনামাক্ষর দ্বয়।
উচ্চারণ মাত্র পাপী পরিত্রাণ হয়॥ ১৩১৫।
রামনাম প্রভাব সকল দেব পূজে।
মহেশ জানেন মাত্র অন্যে নাই বুঝে॥ ১৩১৬।

১—১ দান করে (ক) ২ কারে (ক)
৩ দৃষ্টে (ক) ৪—৪ কথা শিখাইল (ক)

বিষ্ণুর সহস্র নাম বল্যা যত ফল।
এক রামনামে হয় সে ফল সকল ॥ ১৩১৭।
কি কব অধিক ধিক ধিক সেই নরে।
সুখদ মোক্ষদ রামনাম নাই স্মরে ॥ ১৩১৮।
শ্রম নাই বলিতে[১] শুনিতে[১] মহাসুখ।
তথাপি রামের নামে দুরাত্মা বিমুখ ॥ ১৩১৯।
বহুবিধ নামে মোক্ষ অনায়াসে পাই।
হেন রামনাম কেন বল নাই ভাই ॥ ১৩২০। *
তাবৎ সকল পাপ সবাকার দেহে।
অবিধ্বংসী রামনাম যাবৎ না কহে ॥ ১৩২১।
শ্রাদ্ধে বা তর্পণে দানে মহামহোৎসবে।
যজ্ঞদানে ব্রতে বা সেবিতে সর্ব্ব দেবে ॥ ১৩২২।
সকল বৈদিক কর্ম্ম করিবার কালে।
রামনাম স্মরণে অনেক ফল ফলে ॥ ১৩২৩।
ব্যাহৃতি[২] আদি[২] প্রণবপূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত।
স্মরণে সাযুজ্য[৩] দেন ষড়ক্ষর মন্ত্র ॥ ১৩২৪।
সেই ষড়ক্ষরে যদি সনাতন সেবে।
প্রভু রাম প্রভাবে সকল কর্ম্ম লভে ॥ ১৩২৫।
ভাগ্য ফলে মৃত্যুকালে যদি বলে রাম।
মহাপাপে মুক্ত হয়ে পায় মোক্ষ[৪] ধাম[৪] ॥ ১৩২৬
রাম নাম বল্যা যদি যাত্রা কর্যা যায়।
যাত্রার সকল ফল অনায়াসে পায় ॥ ১৩২৭।

১—১ বদনে বলিতে (ক)
* ইহার পর দুই লাইন (ক) পুঁথিতে নাই।
২—২ হৃদয়াদি প্রবণ ৩ সাহায্য (ক)
৪—৪ পরিত্রাণ (ক)

মহারণ্যে শ্মশানে প্রান্তরে ভয়ানকে।
রামনাম স্মরণে অশুভ নাই থাকে ॥ ১৩২৮।
রাজদ্বারে বনে দস্যুসম্মুখে বিদ্যুতে।
গ্রহপীড়াগণে বা দুঃস্বপ্ন দেখি তাতে ॥ ১৩২৯।
বৈরী[১] রোগ শোক উৎপাতিক নানা ভয়ে[১]।
শুভ রামস্মরণে অশুভ নাই রহে ॥ ১৩৩০।
রামনাম সকল অশুভ নিবারণ।
কামদ মোক্ষদ রাম স্মর অনুক্ষণ ॥ ১৩৩১।
রামনামে যেই ক্ষণে রয় নাই চিত্ত।
বৃথা সেইক্ষণ বেদ বলে সত্য সত্য ॥ ১৩৩২।
যেই জিহ্বা রামনামামৃত স্বাদ জানে।
তত্ত্বদর্শী তাহাকে রসনা কর‍্যা মানে ॥ ১৩৩৩।
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন সর্ব্বজনা।
নিলে হরিনাম নাই নরের যন্ত্রণা ॥ ১৩৩৪।
কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ কর‍্যা প্রণাশন।
অতুল ঐশ্বর্য্য যে[২] জপিয়া আছে মন ॥ ১৩৩৫।
যত ধর্ম্ম কর্ম্মকে করিয়া দণ্ডবৎ।
হরিনাম স্মরহে সকল ভাগবত ॥ ১৩৩৬।
জৈমিনিকে এমনি বলিল বেদব্যাস।
চতুর্দ্দশাধ্যায় পদ্মপুরাণে প্রকাশ ॥ ১৩৩৭।
চন্দ্রচূড় ইত্যাদি ॥ : : ॥ ১৩৩৮। [৫৮]

শবর-কথা

বেদব্যাস পুনঃ কহে শুনহে জৈমিনি।
সর্ব্বপাপ প্রণাশন হয় যাহা শুনি ॥ ১৩৩৯।

১—১ রহিবে কেমনে শোক উৎপত্তি না হয়। (ক) ২ কেহ (ক)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র[১] অন্ত্যাত্মজ[১] ।
হরিভক্ত যে তার বন্দিব পদরজ ॥ ১৩৪০ ।
অভক্ত ব্রাহ্মণ সে চণ্ডাল হৈতে হীন ।
হরিভক্ত চণ্ডালের সে দ্বিজ[২] অধীন ॥ ১৩৪১ ।
বিষ্ণুভক্তি বিবর্জ্জিত সে কেন[৩] ব্রাহ্মণ ।
সে কেন চণ্ডাল যার চিত্তে নারায়ণ ॥ ১৩৪২ ।
অব্যাজে বিষ্ণুর পূজা চণ্ডাল যে করে ।
চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণাতিরিক্ত দেখ্য তারে ॥ ১৩৪৩
অভক্ত দ্বিজাতিরিক্ত চণ্ডাল কেমন ।
একভাবে[৪] কৃষ্ণসেবে কর্‌য়া প্রাণপণ ॥ ১৩৪৪ ।
শবর দ্বাপর যুগে ছিল একজন ।
নাম তার চক্রিক চরিত্র বিলক্ষণ ॥ ১৩৪৫ ।
প্রিয়বাদী জিতক্রোধ পরহিংসাহীন ।
জাতি বৃত্তি ছাড়্যা গীত-নৃত্য রাত্রিদিন ॥ ১৩৪৬ ।
দম্ভহীন দয়াশীল পিতৃসেবারত ।
সর্ব্বজীবে আত্মভাব সর্ব্বগুণান্বিত ॥ ১৩৪৭ ।
ভক্ত সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র শুনে নাই কভু ।
অচঞ্চলা হরিভক্তি হৈল তার তবু ॥ ১৩৪৮ ।
হরে কৃষ্ণ কেশব গোবিন্দ জনার্দ্দন ।
ইত্যাদি কৃষ্ণের[৫] নাম বলে অনুক্ষণ ॥ ১৩৪৯ ।
সেজন যখন যে[৬] যেমন[৬] ফল পায় ।
মুখে ফেল্যা স্বাদ বুঝে মন্দ হৈলে খায় ॥ ১৩৫০ ।

১—১ শূদ্র আত্যন্ত্যজ (ক)
২ ভক্তি (ক) ৩ হেন (ক)
৪ কৌতুকেতে (ক) ৫ বিষ্ণুর (ক)
৬—৬ সে বন (ক)

মিষ্ট হৈলে মুখ হৈতে বারি কর‍্যা আনে।
প্রীত কর‍্যা প্রতিদিন দেই নারায়ণে ॥ ১৩৫১ ।
সে উচ্ছিষ্ট অনুচ্ছিষ্ট তুই নাই জানে।
অর্থে[১] রসভাবহীন সে যায়[১] কেমনে ॥ ১৩৫২ ।
একদিন সে বিপিন বুলিয়া কেবল[২] ।
পিয়ালাখ্য বৃক্ষের পাইল পাকা ফল ॥ ১৩৫৩ ।
তাকে মুখে ফেল্যা স্বাদ বুঝিবার বেলা।
পক্ক ফল পিছলি প্রবেশ কৈল গলা ॥ ১৩৫৪ ।
মনস্তাপ কর‍্যা কণ্ঠ ধর‍্যা বাম করে।
বিস্তর যতন কৈল উগারিতে নারে ॥ ১৩৫৫ ।
বমন করিল তবু না বারাল্য[৩] ফল।
হরিকে না দিতে পার‍্যা হইল বিকল ॥ ১৩৫৬ ।
ইষ্টে মিষ্ট নাহি দিয়া আমি পেট ভরি।
বিফল আমার জন্ম বৃথা দেহ ধরি ॥ ১৩৫৭ ।
কর্ম্মভূমে[৪] জন্ম মোর হৈল কি লাগিয়া।
বাসুদেব বিমুখ বড় আমি অভাগিয়া ॥ ১৩৫৮ ।
সংসারে আমার পর পাপী নাই আর।
কি গুণে গোবিন্দ মোরে করিবেন উদ্ধার ॥ ১৩৫৯ ।
ভাবনা করিয়া মনে ভকতবৎসল।
টাঙ্গি দিয়া গলা কাট্যা বারি কৈল ফল ॥ ১৩৬০ ।
হরির একান্ত ভক্ত হরি করি[৫] মনে।
নেও নারায়ণ বল্যা দিল নারায়ণে ॥ ১৩৬১ ।
গোবিন্দের ভাবে গলা কাটিয়া ব্যথায়।
গোবিন্দ ভাবিয়া ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥ ১৩৬২ ।

১—১ স্বজাতি স্বভাব সে চাইবে (ক) ২ সকল (ক)
৩ বারণ্য (ক) ৪ জন্মভূমে (ক) ৫ ভাব্যা (ক)

ভাবগ্রাহী ভগবান ভাবে গেল ভুল্যা।
বুকে কৈল বাসুদেব চণ্ডালকে তুল্যা ॥ ১৩৬৩।
রক্তযুক্ত[1] সর্ব্বাঙ্গ মূর্চ্ছিতে কর্য়া কোলে[2]।
দেখ্যা দয়া জন্মিল দয়ালু দামোদরে ॥ ১৩৬৪।
দেহ প্রিয় সবার দেহেতে স্নেহ নিত্য।
সে দেহেতে স্নেহ নাই আমার নিমিত্ত ॥ ১৩৬৫।
কার শক্তি এত ভক্তি কে করিতে পারে।
আপনার গলা কাট্যা ফল দিল মোরে ॥ ১৩৬৬।
যেমন[3] সাত্ত্বিক ভক্তি[3] করিলেন ইনি।
ইহারে কি দিয়া আমি হইব[4] অঋণী[4] ॥ ১৩৬৭।
ব্রহ্মত্ব শিবত্ব বিষ্ণুত্ব আদি যদি দি।
তবু যোগ্য হয় নাই তবে দিব কি ॥ ১৩৬৮।
ইহা কয়্যা তুষ্ট হয়্যা ভকতবৎসল।
শিরে তার ফিরাইল স্বহস্তকমল ॥ ১৩৬৯।
গোবিন্দের স্পর্শে তার গেল গলা ব্যথা।
কৃষ্ণ যার সখা তার কিবা মনঃকথা ॥ ১৩৭০।
উঠিলেন মহাশয় তত্ত্বপরায়ণ।
শুনহে জৈমিনি মুনি বেদব্যাস কন ॥ ১৩৭১।
চন্দ্রচূড়চরণ ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ১৩৭২। [৫৯]

শবরের বরলাভ

তারপর ভগবান[5] নিজ বাহু তুলি[5]।
পিতা যেন পুত্রের গায়ের[6] মোছে ধূলি[6] ॥ ১৩৭৩

১ সরক্ত (ক) ২ কার (ক)
৩—৩ যেমন সার্থক গুণী (ক) ৪—৪ রাখিব অবনী (ক)
৫—৫ ভক্তবরে নিজ বস্ত্রে হরি (ক) ৬—৬ গলায় পুছে ধরি (ক)

মহাভক্ত মূর্ত্তিমান দেখিয়া মাধব।
হর্ষযুক্ত হয়্যা করপুটে করে স্তব ॥ ১৩৭৪ ।
ওহে কৃষ্ণ কেশব গোবিন্দ দামোদর।
বিশ্ববীজ বিশ্বনাথ বেদ অগোচর ॥ ১৩৭৫ ।
স্তুতি যোগ্য বাক্য কিছু জানি নাই তবু[১]।
হরি[২] নারায়ণ মোর[২] ক্ষম দোষ প্রভু ॥ ১৩৭৬।
অন্য দেব সেবে যে তোমাকে[৩] কর‍্যা ত্যাগ।
মহামূঢ়[৪] সেই তার[৫] মিছা[৫] যোগযাগ ॥ ১৩৭৭ ।
অধমের অগ্রগণ্য অধমিয়া[৬] আমি।
কোন গুণে অভাজনে দেখা দিলে তুমি ॥ ১৩৭৮ ।
আমি[৭] অতি হীন[৭] জাতি নাহি জানি ভক্তি।
সৎলোকের সাক্ষাতে বসিতে নাই শক্তি ॥ ১৩৭৯ ।
লক্ষ্মীর নিবাস বক্ষে মোরে আলিঙ্গন।
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু কে আছে এমন ॥ ১৩৮০ ।
যে কমলকরস্পর্শ ব্রহ্মাদি না পায়।
সে কর বুলাল্যে প্রভু আমার মাথায় ॥ ১৩৮১ ।
সদয় হইয়া কর সেবকের সেবা।
তোমা বিনা এমন ঠাকুর আছে কেবা ॥ ১৩৮২ ।
যে তুমি মারিলে কংস রাখিলে জগৎ।
তোমার চরণে মোর বহু দণ্ডবৎ ॥ ১৩৮৩ ।
যমল-অর্জ্জুন ভঙ্গ করিলে যে তুমি।
সে তোমার চরণে প্রণাম করি আমি ॥ ১৩৮৪ ।

১ কভু (ক)
২—২ রসনা বাসনা করে (ক)
৩ বাসনা (ক)
৪ নষ্ট (ক)
৫—৫ যার মহা (ক)
৬ অভাগিয়া (ক)
৭—৭ অবংশ কিরাত (ক)

দুষ্ট [১]কাল[১]-যবনাদি দৈত্য নষ্ট কর‍্যা।
গোকুলের রক্ষা কৈলে গোবর্দ্ধন ধর‍্যা॥ ১৩৮৫।
যে পদ জপিয়া যুধিষ্ঠির পাল্য জয়।
সতত সেবন করি সেই পদদ্বয়॥ ১৩৮৬।
পাণ্ডবের তরে কৈলে খাণ্ডবদাহন।
সত্যার নিমিত্তে পারিজাতের হরণ॥ ১৩৮৭।
সেই চক্রপাণি তুমি রুক্মিণীর নাথ।
সে তোমার চরণে আমার প্রণিপাত॥ ১৩৮৮।
বাণ[২] বাহু বালা নগ নিলাজিত হরে[২]।
দণ্ডবৎ পুনঃ পুনঃ হেন দামোদরে॥ ১৩৮৯।
বৃকোদর বীরকে নিমিত্তমাত্র কর‍্যা।
যুধিষ্ঠিরে যজাইলে জরাসন্ধ মার‍্যা॥ ১৩৯০।
মায়ায় মারিয়া শিশুপালাদি সকল।
হরিলে মহীর ভার করিলে মঙ্গল॥ ১৩৯১।
ভক্তিযুত এইমত আর কত বল্যা।
পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত প্রদক্ষিণ হয়্যা॥ ১৩৯২।
তার এত স্তবে তুষ্ট হয়্যা বরেশ্বর।
ভকতবৎসল ভগবান যাচে বর॥ ১৩৯৩।
ওরে বাছা তোরে মহা তুষ্ট হৈল আমি।
বিলক্ষণ[৩] বর মাগ প্রিয় মোর তুমি[৩]॥ ১৩৯৪।
চক্রিক বলেন গড় করি গদাধর।
কোন কর্ম্মে তুষ্ট হয়্যা দিতে চাহ বর॥ ১৩৯৫।*

১—১ জব্দ হৈল (ক) ২—২ বাণে বাহু বলাবল লীলায় যে হরে (ক)
৩—৩ কুল গুণে অভাজনে বর দিবে তুমি (ক)
* ১৩৯৫—১৩৯৮ শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই।

আমি পাপী পদদ্বয় পূজি নাই প্রভু।
জপ যজ্ঞ ব্রত দান করি নাই কভু ॥ ১৩৯৬।
ভক্তি কর‍্যা তুয়া নাম কখন না লই।
তৎপাদসলিল কভু শিরে নাহি লই ॥ ১৩৯৭।
তোমার প্রসাদ কভু খাই নাই আমি।
কোন গুণে অভাজনে বর দিবে তুমি ॥ ১৩৯৮।
মহামুনিগণ মনে ধ্যান করে যায়।
যে পদপঙ্কজ অজ দেখিতে না পায় ॥ ১৩৯৯।
সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত শবর অজ্ঞান।
জ্ঞান-গম্য গোবিন্দ দেখিনু বিদ্যমান ॥ ১৪০০।
জগবন্ধু দেখ্যা ভবসিন্ধু হৈল পার।
অবগর কি বর অপর আছে আর ॥ ১৪০১।
যদি তবে বর দেবে এই বর দেহ।
মোর মতি তব প্রতি মোকে তব স্নেহ ॥ ১৪০২।
চক্রপাণি চরিতার্থ চক্রিকের বোলে।
চারিভুজ চাপিয়া চক্রিকে কৈল কোলে ॥ ১৪০৩
বাসুদেব বলে বাছা বড় ভক্ত তুমি।
ভক্তিযুক্ত বাক্যে সিক্ত হইলাম আমি ॥ ১৪০৪।
ফল দিলে আমারে উত্তম কর‍্যা ভক্তি।
ভোগ পাবে উত্তম উত্তম পাবে মুক্তি ॥ ১৪০৫।
পুনঃ পুনঃ প্রেম আলিঙ্গন দিয়া তাকে।
দয়া কর‍্যা দামোদর দ্বারকায় রাখে ॥ ১৪০৬।
ইহকালে কুতূহলে পায়্যা পুণ্যকাম।
পরকালে পাইল পরমানন্দ ধাম ॥ ১৪০৭।
হরিভক্ত এমন চণ্ডাল যদি হয়।
সবাকার বন্দনীয় তার পদদ্বয় ॥ ১৪০৮।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শুদ্ধজাতি।
হরি ভক্ত যদি হন বিলক্ষণ অতি ॥ ১৪০৯।
গিরিসুতা হরি-কথা শুন্যা হরমুখে।
পুনর্ব্বার প্রশ্ন কৈল পরম কৌতুকে ॥ ১৪১০।
চন্দ্রচূড় ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ১৪১১। [৬০]

চতুর্থ পালা সমাপ্ত

পঞ্চম পালা আরম্ভ

রুক্মিণীহরণ কথা

প্রভুকে প্রণতি করে পর্ব্বতনন্দিনী।
রুক্মিণী কৃষ্ণের কথা কহ কিছু শুনি ॥ ১৪১২।
হরিকথা হয় তথা হরকথা থাকে।
সে সব শুনিতে বড় সুখ হয় মোকে ॥ ১৪১৩।
ভীষ্মক-ভূপের বেটী ভক্তি করা্যা ভবে।
ভামিনী ভবনে বস্যা ভগবান লভে ॥ ১৪১৪।
তার কথা ত্রিপুরারি ত্রিপুরাকে কন।
প্রণমিয়া প্রধান পুরুষ পুরাতন ॥ ১৪১৫।
ভীষ্মক ভূপতি ছিল বিদর্ভ নগরে।
পাঁচ পুত্র এক কন্যা হৈল তার ঘরে ॥ ১৪১৬।
বড় রুক্মি রুক্মরথ তবে তারপর।
তবে হৈল রুক্মবাহু মহাধনুর্দ্ধর ॥ ১৪১৭।
রুক্মমালি রুক্মকেশ করি আগে গণি।
পাঁচ ভাই মধ্যে এক রুক্মিণী ভগিনী ॥ ১৪১৮।
লক্ষ্মীর লক্ষণ তার লক্ষিলেন লোকে।
ভূপতি ভাবেন কন্যা সমর্পিব কাকে ॥ ১৪১৯।

নন্দের নন্দন তাকে নারায়ণ জান্যা।
দামোদরে দুহিতারে দিতে চান আন্যা॥ ১৪২০।
বাধা করে বড় বেটা বলে কতুত্তর।
সে বুঝ্যাছে স্বসা-যোগ্য শিশুপাল বর॥ ১৪২১।
সে কথা সুন্দরী শুন্যা শুখাইল মনে।
গুণবতী গদগদ গোবিন্দের গুণে॥ ১৪২২। *
তার তরে তেহোঁ যে জপেন ত্রিলোচন।
যাহা কিছু অন্তর্য্যামী জানে জনার্দ্দন॥ ১৪২৩।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ত্রিলোচন।
রুক্মিণী বিবাহ কথা মন দিয়া শুন॥ ১৪২৪।** [৬১]

রুক্মিণীর বিবাহ আয়োজন

সহস্র সহস্র রাজা শিশুপালে লয়্যা।
আড়ম্বর করি বড় আল্য বর হয়্যা॥ ১৪২৫।
শাল্বাদি সমৃদ্ধি সঙ্গে সাজ্যাছেন কেনে।
কৃষ্ণ পাছে হর্য্যা লয় ভয় আছে মনে॥ ১৪২৬।
তেমন হইলে সবে মার্য্যা দিবে তায়।
তেঞি সে আন্যাছে সাথে ধর্য্যা হাতে পায়॥ ১৪২৭।

* ১৪২২ শ্লোকের পর (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
বাসুদেব বিস্তর বৃদ্ধের মুখে শুন্যা।
রূপে গুণে তুল্য তাকে রাখ্যাছেন জান্যা

** (ক) পুথির পাঠান্তর :—
চন্দ্রচুড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥

রাজকন্যা-বিবাহ আনন্দ যত জনে।
কিন্তু যার বিভা তার সুখ নাই মনে ॥ ১৪২৮ ।
বাপের বাসনা ছিল কৃষ্ণে দিতে ঝি ।
পিতা হৈল পুত্রবশ করা যায় কি ॥ ১৪২৯ ।
অপুত্রক বৃদ্ধ বিপ্র ছিল তাকে আনি।
বিরলে বিশেষ কথা কহিল রুক্মিণী ॥ ১৪৩০ ।
যদি কৃষ্ণ স্বামী আমি পাই তোমা হতে।
রুক্মিণী তোমার কিনা কৃষ্ণের সহিতে ॥ ১৪৩১ ।
ধাইল ব্রাহ্মণ শুন্যা পড়িতে পড়িতে।
উপনীত হৈল দূত কৃষ্ণের পুরীতে ॥ ১৪৩২ ।
দ্বারকায় দ্বারপাল দ্বিজবর দেখ্যা।
স্বামীকে সংবাদ দিয়া শীঘ্র নিল ডাক্যা ॥ ১৪৩৩ ।
প্রধান পুরুষ বস্যা পুরট-আসনে।
প্রিয়াতিথি[1] পায়্যা পরিতোষ বড় মনে ॥ ১৪৩৪
বন্দনা করিয়া বসাইল বরাসনে।
পদ্মনাভ পদসেবা করেন আপনে ॥ ১৪৩৫ ।
ব্রাহ্মণদেবের ঘরে ব্রাহ্মণের পূজা।
তাঁর সেবা করে যেন ত্রিদশের রাজা ॥ ১৪৩৬ ।
কুশল জিজ্ঞাসা তারে করেন কৌতুকে।
কোন দেশে নিবাস কেমন আছ সুখে ॥ ১৪৩৭ ।
সে দেশের রাজা প্রজা পালেন কেমন।
ধরণীনাথের কত ধর্ম্মপথে মন ॥ ১৪৩৮ ।
পুত্রসম প্রজার পালন যদি করে।
পৃথিবীর প্রিয় হয় পরকালে তরে ॥ ১৪৩৯ ।

১ দ্বিজাতিথি (ক)

ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দিয়া বিলক্ষণ রাখে।
ভাগ্যবান ভূপ সেই ভালবাসি তাকে ॥ ১৪৪০।
ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মে থাকে তবে বিলক্ষণ।
ধর্ম্ম-সেতু ধর্ম্মহীন হৈলে অলক্ষণ ॥ ১৪৪১।
অসন্তুষ্ট দ্বিজ নষ্ট সসন্তুষ্ট মুনি।
অসিদ্ধ সুসিদ্ধ সত্য বজ্রসম বাণী ॥ ১৪৪২।
বিস্তর বলেন বেদে ব্রাহ্মণের ক্রম।
অলাভে সন্তুষ্ট সর্ব্বভূত সুহৃত্তম ॥ ১৪৪৩।
অধর্ম্মে অরুচি সদা সুধর্ম্মে সুরুচি[১]।
এমন ব্রাহ্মণে মোর পুনঃ পুনঃ নতি ॥ ১৪৪৪।
দুর্গ মার্গ তর্যা আল্যে মনে কর্যা কি।
নগর চাউর আর যেবা চাহ দি ॥ ১৪৪৫।
ব্রাহ্মণ বলেন মোর মনোভীষ্ট পুর।
রুক্মিণীর নিবেদন অবধান কর ॥ ১৪৪৬।
এ বোল শুনিয়া বুড়া ব্রাহ্মণের মুখে।
স্মিতমুখ সনাতন সীমা নাই সুখে ॥ ১৪৪৭।
অত্যন্ত অস্তিকে বস্যা ধর্যা দুটী পায়।
যত্ন কর্যা জিজ্ঞাসা করেন যদুরায় ॥ ১৪৪৮।
সুন্দরীর সংবাদ সুন্দর কর্যা বল।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে বলিবেন ভাল ॥ ১৪৪৯। [৬২]

রুক্মিণীর লিপি

বলেন শুন ভুবনসুন্দর।
তব গুণ শুন্যা হল শীতল অন্তর ॥ ১৪৫০।

১ সুমতি (ক)

ভুবনমোহন মূর্ত্তি লোকমুখে শুন্যা
অভয়চরণে চিত্ত নিবেদিল জান্যা ॥ ১৪৫১ ।
বিদ্যায় বয়সে কুলে শীলে রূপে গুণে ।
তুল্য নাই তোমা বিনা না বরিবে কেনে ॥ ১৪৫২ ।
সকল জনার মনোমোহন মূরতি ।
জান্যা কে না বরে কান্ত পণ্ডিতা যুবতী ॥ ১৪৫৩ ।
একান্ত তোমারে কান্ত বলিয়াছি আমি ।
আসিয়া আমারে অনুগ্রহ কর তুমি ॥ ১৪৫৪ ।
পিতা হল্য পুত্রবশ আমি হল্য মায়্যা ।
শৃগালে সিংহের বলি নিতে আসে ধায়্যা ॥ ১৪৫৫ ।
গুরু বিপ্র গঙ্গাধরে কর্য়া থাকি সেবা ।
বাসুদেব বিনা পতি হৈতে পারে কেবা ॥ ১৪৫৬ ।
শাল্ব শিশুপাল আদি পরাভব কর্য়া ।
নিজ রথে নাথ মোরে শীঘ্র লবে হর্য়া ॥ ১৪৫৭ ।
যদি অন্তঃপুরে থাকি রাজকন্যা আমি ।
যুক্তি বলি যথা মোরে দেখা পাবে তুমি ॥ ১৪৫৮ ।
বিবাহের পূর্ব্বদিনে যেন যাত্রা হয় ।
কুলাচার কাত্যায়নী না পূজিলে নয় ॥ ১৪৫৯ ।
বার্য়াইলে নববধূ গিরিজা নিকটে ।
রাজকন্যা আনে লেই (সেই?) বেড়্যা রাজভাটে॥ ১৪৬০
মোর মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হবে সবে ।
সেইকালে তুমি মোরে শীঘ্র হর্য়া লবে ॥ ১৪৬১ ।
আমি অল্প ভাগ্য বল্যা হেলা কর তুমি ।
শত জন্ম ব্রত কর্য়া প্রাণ দিব আমি ॥ ১৪৬২ ।
পুণ্য কর্য়া পশ্চাতে যে পাব আমি তোমা ।
রুক্মিণীর অভিলাষ এত দূরে সীমা ॥ ১৪৬৩ ।

এই গুপ্ত সন্দেশ গোবিন্দ তুয়া পায়।
কাল নাঞি বুঝ্যা কাজ কর যত্নরায় ॥ ১৪৬৪।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ভাগবত।
যশোমন্তসিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ১৪৬৫। [৬৩]

শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভযাত্রা

বৈদর্ভীর সন্দেশ শুনিয়া যত্নমণি।
হার্দ্দি কর‍্যা হাতে ধর‍্যা হাস্যা কন রাণী ॥ ১৪৬৬।
আমি জানি রুক্মিণী আমার অর্দ্ধঅঙ্গ।
আনিব রুক্মিণী হর‍্যা কর‍্যা বড় রঙ্গ ॥ ১৪৬৭।
রাজার বাসনা ছিল কন্যা দিবে মোরে।
রুক্মি সেই রিপু মোর নিবারণ করে ॥ ১৪৬৮।
আমা পতি হেতু সতী যজে মৃত্যুঞ্জয়।
তার তরে রাত্রি মোর নিদ্রা নাহি হয় ॥ ১৪৬৯।
হরিণী-নয়নী আমি হরিব এমন।
সুধা হর‍্যা নিল যেন বিনতা-নন্দন ॥ ১৪৭০।
কবে তার বিবাহ ব্রাহ্মণ বল বল।
দ্বিজ বলে দিন নাহি এহি ক্ষণে চল ॥ ১৪৭১।
একদিন মধ্যে আছে অন্য নাহি গেলে।
শিশুপাল পাছে ঘটে রুক্মিণী কপালে ॥ ১৪৭২।
বাসুদেব ব্যস্ত হল্যা শুনিয়া এমত।
সারথিরে আজ্ঞা দিলা শীঘ্র আন রথ ॥ ১৪৭৩।
সুসৈব্য সুগ্রীব মেঘপুষ্প বলাহক।
দিব্য চারি ঘোড়া যুড়্যা দিলেন পুষ্পক ॥ ১৪৭৪।
প্রিয় ভাই বলাই তাহানে না কয়্যা।
গোবিন্দ চড়িলা রথে ব্রাহ্মণকে লয়্যা ॥ ১৪৭৫।

দ্রুতবেগে দারুক সারথি হাঁকে রথ।
রামেশ্বর রচে রামসিংহ সভাসত ॥ ১৪৭৬। [৬৪]

রুক্মিণীর বিবাহে নান্দীমুখ

এথা সে কুণ্ডিন অধিপতি।
পুত্রস্নেহে মুখে বলে　　মন নাই শিশুপালে
গোবিন্দে একান্ত তার মতি ॥ ১৪৭৭।
কংসারি করিয়া মন　　করাইল আয়োজন
নানারূপ নগরের শোভা।
সুমিষ্ট সুসিক্ত যত　　পুরমার্গ চতুষ্পথ
কত[১] ধ্বজ পতাকাদি শোভা[১] ॥ ১৪৭৮।
নানা অলঙ্কার পরি　　বিরাজেন নরনারী
বিচিত্র বসন সবাকার।
সকলের কর্ণ মূলে　　কনককুণ্ডল দোলে
প্রতি কণ্ঠে কাঞ্চনের হার ॥ ১৪৭৯।
আছে লোক মহানন্দে　　আগর ধূপের গন্ধে
আমোদিত সবাকার ঘর।
পিতৃ-দেবার্চ্চন কর‍্যা　　ব্রাহ্মণ ভোজন সার‍্যা
অধিবাসে বৈসে নৃপবর ॥ ১৪৮০।
ব্রাহ্মণ সকল বেড়্যা　　যত বেদমন্ত্র পড়্যা
সমাধিল স্বস্তিকাদি বিধি।
ভূষিয়া ভূষণোত্তমে　　রুক্মিণীরে যথাক্রমে
সমর্পিল মহী গন্ধ আদি ॥ ১৪৮১।

১—১ রথধ্বজা পতাকাদি প্রভা (ক)

সাম যজু ঋক্ মতে রক্ষাসূত্র বান্ধ্যা হাতে
রুক্মিণীরে রাখে লয়্যা ঘরে।
নৃপতির পুরোহিত উত্তম সুধর্ম্মবিৎ
গ্রহশান্তি জন্য যজ্ঞ করে ॥ ১৪৮২।
রাজা বড় জ্ঞানবান ব্রাহ্মণে করেন দান
স্বর্ণ রৌপ্য গুড় তিল বাস।
সালঙ্কার কর‍্যা কত ধেনু বৎস শতে শত
দিল যত যার অভিলাষ ॥ ১৪৮৩।
এইমত চেদিপতি দমঘোষ মহামতি
পুত্রের করিয়া অধিবাস।
চতুরঙ্গ দলে ভাল পৃথিবী জুড়িয়া আইল
রুক্মিণী শুনিয়া পাইল্য ত্রাস ॥ ১৪৮৪।
পৌণ্ড্রকাদি মহাতেজা হাজার হাজার রাজা
সকলে[১] রহেন খড়্গ হস্ত[১]।
যদি কৃষ্ণ বৈরী হবে সর্ব্বে জড় হয়্যা তবে
মায়্যা[২] লব করিয়া পরাস্ত[২] ॥ ১৪৮৫।
কর‍্যা আইল ঘোর শব্দ সংসার হইল স্তব্ধ
ভীষ্মক বাহির হল্য শুন্যা।
বড় বিদগধ রাজা বিধিমত কর‍্যা পূজা
যথাযোগ্য বাসা দিল আন্যা ॥ ১৪৮৬।
দন্তবক্র বিস্তুরথ জরাসন্ধ আদি যত
যাদবের বিপক্ষ সকল।
তাতে একা গেল ভায়্যা বলাই গোড়াল্য ধায়্যা
সঙ্গে লয়্যা চতুরঙ্গ দল ॥ ১৪৮৭।

১—১ পুরণ বাহন হস্তবান (ক) ২—২ মায়্যা তার লইব পরাণ (ক)

কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি রুক্মিণী সজল আঁখি
উঠে বৈসে করে মনস্তাপ।
ব্রাহ্মণ আল্য না কেনে পরিতাপ পায়্যা মনে
বিধুমুখী করেন বিলাপ ॥ ১৪৮৮।
রাজা রামসিংহ সুত যশোমন্ত নরনাথ
তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর।
ভাবিয়া শ্রীভাগবত ভাষিল ব্যাসের মত
লক্ষ্মণজ শম্ভুসহোদর ॥ ১৪৮৯। [৬৫]

রুক্মিণীর বিলাপ

অভাগীর বিবাহের অল্পকাল বাকি।
কমললোচন কোথা আল্য নাই দেখি ॥ ১৪৯০।
তুমি প্রভু নির্দ্দোষ আমার দোষ দেখ্যা।
দয়া কর্যা আল্যা নাই দ্বারকায় থাক্যা ॥ ১৪৯১।
ব্রাহ্মণ যে গেল সে অদ্যাপি আল্য নাই।
প্রভু নাকি আমার সংবাদ পাল্য নাই ॥ ১৪৯২।
দুর্ভাগাকে অনুকূল হৈল নাই ধাতা।
এ সময় আমার মহেশ্বর কোথা ॥ ১৪৯৩।
রুদ্রাণী গিরিজা সতী ভগবতী মা।
শুদ্ধভাবে সেব্যাছি তোমার দুটী পা ॥ ১৪৯৪।
গৌরী হৈল বিমুখী গোবিন্দ দিবে কেবা।
তান তরে তোমার কর্যাছি পদসেবা ॥ ১৪৯৫।
মলয়জ মাখ্যা মাখ্যা মালুরের পাত।
প্রাণপণে[১] পূজ্যাছি[১] তোমারে প্রাণনাথ ॥ ১৪৯৬।

১—১ শুদ্ধভাবে সেব্যাছি (ক)

কৃষ্ণকান্ত নিমিত্ত করয়াছি এত কষ্ট।
সিংহিনী-সমীপে হৈল শৃগালের গোষ্ঠ॥ ১৪৯৭।
এত বলি রুক্মিণী কান্দিয়া মোহ যায়।
অকস্মাৎ মঙ্গলসুচিহ্ন তাতে পায়॥ ১৪৯৮।
বামাঙ্গ[১] স্পন্দন করে গুরুভুজ বক্ষ[১]।
জানিল যাদব আল্য শিব হৈল পক্ষ॥ ১৪৯৯।
এইকালে সেই দ্বিজ পাঠাইল মুরারি।
হাস্যমুখ দেখ্যা দূত জানিল সুন্দরী॥ ১৫০০।
লক্ষণে লক্ষিল ভাল জিজ্ঞাসিল হাস্যা।
বিপ্র বলে ভাগ্যফলে কৃষ্ণ পাল্যে বস্যা॥ ১৫০১।
সত্যবাদী ব্রাহ্মণ সকল সত্য বলে।
চক্রপাণি সাজ্যা আল্য চতুরঙ্গ দলে॥ ১৫০২।
তোমার নিমিত্তে তান চিত্ত স্থির নয়।
কয়্যাছেন কৃষ্ণ তোমা লবেন নিশ্চয়॥ ১৫০৩॥
এ বোল শুনিয়া ভাবে ভূপতির ঝি।
কৃষ্ণস্বামী যেহো দিল তাকে দিব কি॥ ১৫০৪।
যোগ্য কিছু নাহি হয় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে।
ভক্তি হয়্যা রুক্মিণী প্রণাম কৈল তারে॥ ১৫০৫।
ঘোর শব্দ হল্য আল্য রাম-দামোদর।
ভীষ্মক নৃপতি শুনে ভণে রামেশ্বর॥ ১৫০৬। [৬৬]

শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভ আগমন

ভীষ্মক নৃপতি অতি ভাগবতোত্তম।
রামকৃষ্ণ আল্য বল্যা হল্য সসম্ভ্রম॥ ১৫০৭।

১—১ বামাঙ্গ স্পন্দন হৈল উরু ভুজ অক্ষ (ক)

বিবাহ কৌতুক দেখিবার অভিলাষে।
বাসুদেব আল্য বল্যা সর্ব্ব লোক ভাষে ॥ ১৫০৮ ।
ইহা শুন্যা ভাগ্য মান্যা মহাকুতূহলে।
চলিলেন চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গ দলে ॥ ১৫০৯ ।
পুরোহিত-পুরঃসর পূজা সজ্জা লয়্যা।
পূজা আশে কৃষ্ণপাশে রাজা আইল ধায়্যা ॥ ১৫১০ ।
চরিতার্থ হৈল চিত্ত চান্দমুখ চায়্যা।
পড়ে রাজা পদতলে প্রদক্ষিণ হয়্যা ॥ ১৫১১ ।
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দিল দিব্য বাস।
আর দিল যে ছিল মনের অভিলাষ ॥ ১৫১২ ।
মাল্য মলয়জ দিয়া মনের কৌতুকে।
নরনাথ নয়ন ভরিয়া রূপ দেখে ॥ ১৫১৩ ॥
গদগদ হয়্যা কয় অভয়চরণে।
বাঞ্ছাকল্পতরু বাঞ্ছা না পুরিবে কেনে ॥ ১৫১৪ ।
সুন্দর মন্দিরে শ্যামসুন্দরকে লয়্যা।
আতিথ্য করেন অতি সাবধান হয়্যা ॥ ১৫১৫ ।
সসৈন্য সুন্দর রাম দামোদরে পূজ্যা।
পৃথ্বীপতি পূজেন পশ্চাৎ পাত্র বুঝ্যা ॥ ১৫১৬ ।
কৃষ্ণ বলরাম দেখ্যা নগরের লোক।
জুড়াইল প্রাণ পাসরিল দুঃখ শোক ॥ ১৫১৭ ।
কেহ কেহ বলে শিশুকালে এই জনা।
সঙ্কটভঞ্জন কৈল বধিল পুতনা ॥ ১৫১৮ ।
তৃণাবর্ত্ত অঘাসুর বকাসুর কেশী।
এই কৃষ্ণ কৈল বধ ব্রজভূমে বসি ॥ ১৫১৯ ।
বাম হস্তে সপ্তাহ ধরিল গোবর্দ্ধন।
এই কৃষ্ণ করিল নাকি কালীর দমন ॥ ১৫২০ ।

শত হস্তিমত্ত কংস মাল্য এই শ্যাম।
প্রলম্ব ধনুকে মাল্য এই বলরাম ॥ ১৫২১।
ধন্য ব্রজদেশ ধন্য গোপগোপী তারা।
ধন্য মধুপুরী রামকৃষ্ণ দেখে যারা ॥ ১৫২২।
চিরকাল কর্ণে শুন্যা চক্ষু দেখ্যা পিছু।
মানুষের আনন্দের সীমা নাই কিছু ॥ ১৫২৩।
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রয়।
মদনমোহনমূর্ত্তি সব সুধাময় ॥ ১৫২৪।
কত কোটিকল্প বস্যা কত কোটি বিধি।
নির্ম্মাণ করিল হেন রসময় নিধি ॥ ১৫২৫।
মুগ্ধ হয্যা উঠে কয্যা মায্যা সব তায়।
রুক্মিণী যুবতী যোগ্য যুবা যদুরায় ॥ ১৫২৬।
পৃথিবীতে পরম সুন্দরী যত আছে।
সাজে না রুক্মিণী বিনা গোবিন্দের কাছে ॥ ১৫২৭।
রুক্মিণী কৃষ্ণের পরস্পর ভাগ্য থাকে।
তবে ইহা তিনি পান ইহোঁ পান তাকে ॥ ১৫২৮।
আমাদের যত পুণ্য দুজনার হৌক।
প্রভু করে পদ্মিনীরে পদ্মনাভ লৌক ॥ ১৫২৯।
কোলাহল কর্যা লোক কয় এই কথা।
অন্তঃপুর হৈতে কন্যা বার্যাইল তথা ॥ ১৫৩০।
দেখিতে অম্বিকা-পদ অম্বিকার স্থানে।
মৌনব্রতে চলিলা মাধব কর্যা মনে ॥ ১৫৩১।
বন্দিলা সকল সঙ্গে আর যত সখী।
বসন বেষ্টনে বিরাজিত বিধুমুখী ॥ ১৫৩২।
বরযাত্রী কন্যাযাত্রী যথা ছিল যারা।
সবলবাহনগণে সাজ্যা আল্য তারা ॥ ১৫৩৩।

রাজভাটে অম্বিকা নিকটে নিল বেড়্যা।
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথে চড়্যা ॥ ১৫৩৪ ।
উর্দ্ধিতাস্ত্র সমস্ত প্রস্তুত হয়্যা আছে।
যারে ভয় তিনিহ তাদের কাছে আছে ॥ ১৫৩৫ ।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে নাচে বারাঙ্গণা।
দোহারা বেড়িয়া ঘোর হইল ঘোষণা ॥ ১৫৩৬ ।
সালঙ্কারা দ্বিজপত্নী সকল বেড়িয়া।
মঙ্গল করেন গান মঙ্গল করিয়া ॥ ১৫৩৭ ।
ধৌতপদকরাম্বুজ রাজার নন্দিনী।
দোহারা প্রবেশ হয়্যা পূজে নারায়ণী ॥ ১৫৩৮ ।
গুর্ব্বিণী ব্রাহ্মণী তিনি বিধি দেন বল্যা।
ভবান্বিতা ভবানীরে দণ্ডবৎ হল্যা ॥ ১৫৩৯ ।
করপুটে রাজার নন্দিনী মাগে বর।
পুলকে তরল আঁখি সরল অন্তর ॥ ১৫৪০ ।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ১৫৪১ । [৬৭]

রুক্মিণীর বর প্রার্থনা

অম্বিকারে সম্বোধিয়া পুনঃপুনঃ নতি।
বর মাগে ভগবান কৃষ্ণ হয় পতি ॥ ১৫৪২ ।
তুমি অনুরোধ না করিলে পাই হরি।
তার তরে তুয়া পায় নিবেদন করি ॥ ১৫৪৩ ।
তব পুত্র বিনায়ক বিঘ্ন-বিনাশন।
তানে বল তিনি যেন অনুকূল হন ॥ ১৫৪৪ ।
তব পতি মহেশ্বর মনোভীষ্ট দাতা।
তিনি অনুকূল হইলে কত বড় কথা ॥ ১৫৪৫ ।

গোপী পাল্য গোবিন্দ গৌরীর পদ পূজ্যা।
জড়ায়্যা ধর্য়াছি পদ তাই মনে বুঝ্যা ॥ ১৫৪৬।
তবে যদি তুমি মোর তত্ত্ব নাই লবে।
পতিপুত্রসহিত বধের ভাগী হবে ॥ ১৫৪৭।
ইহা বল্যা প্রণতি করেন পুনঃপুনঃ।
শিশুপাল মোর কাছে আস্যে নাই যেন ॥ ১৫৪৮।
পণ্ডিতা রাজার বেটী পূজা ভেট্টি[1] করে।
পঞ্চশুদ্ধি কর্য়া সেবে ষোড়শোপচারে ॥ ১৫৪৯।
দিব্য উপহার বলি দীপাবলি দিয়া।
ব্রাহ্মণীর বাক্যে হৈল বিধিমত ক্রিয়া ॥ ১৫৫০।
বিদায় দেবীর স্থানে মনোভীষ্ট[2] কর্য়া।
স্তুতি নতি প্রণিপাত প্রদক্ষিণ হয়্যা ॥ ১৫৫১।
হৃদয়ের মাঝে সদা জাগে যদুরায়।
বন্দনা করিল যত ব্রাহ্মণীর পায় ॥ ১৫৫২।
ব্রাহ্মণী সকল বড় বিলক্ষণ আয়্যা।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কৃষ্ণ স্বামী পায়্যা ॥ ১৫৫৩।
পতিপুত্রবতী হয়ে ঘর কর সুখে।
এমনি বার্য়ালে যত ব্রাহ্মণীর মুখে ॥ ১৫৫৪।
ক্রিয়া সমাধিয়া সে অম্বিকাগৃহ হতে।
বার্য়াইল বিধুমুখী বধূবৃন্দ সাথে ॥ ১৫৫৫।
আস্যাছিল অন্তঃপটে দেখ অতঃপর।
কিরূপে রুক্মিণী চলে ভণে রামেশ্বর ॥ ১৫৫৬ [৬৮]

১ ভক্তি (ক) ২ দণ্ডবৎ (ক)

রুক্মিণীর রূপ

সুমধ্যমা ধনী রূপিণী রুক্মিণী
অদ্ভুত যেন সুরমায়্যা।
ধীরাধীরগণ করি বিমোহন
শোভন সুন্দর কায়া॥ ১৫৫৭।
রবিশশী খণ্ডিত কুণ্ডলমণ্ডিত
শ্রীমুখমণ্ডল শোভা।
শ্যামা গজগতি কুন্দ বিন্দুপতি(দ্যুতি)
যদুপতি মনোলোভা॥ ১৫৫৮।
নিতম্ব বিম্বোপর সুরতন মঞ্জীর
রঞ্জিত-কুচ-রুচি রাজে।
রসাল কিঙ্কিণী রুনুরুনু সুধ্বনি
রুনুঝুনু নূপুর বাজে॥ ১৫৫৯।
সুস্রক চন্দন সব বিভূষণ
ভূষিত সুন্দর দেহা।
ভামিনী কামিনী রঙ্গিণী রুক্মিণী,
সকল ভুবন মোহা॥ ১৫৬০।
হৈল দরশন কৃতার্থ মহাজন
দুর্জ্জন পড়্যা গেল ভুলে।
অশ্ব গজ রথ গত যত উদ্ধত
মূর্চ্ছিত ধরণী তলে॥ ১৫৬১।
স্মরশর-জর্জ্জর খড়্গ ধনুঃশর
কার না রহিল হাতে।
ভণে রামেশ্বর নিরখত সুন্দর
গোবিন্দ বসিয়া রথে॥ ১৫৬২। [৬৯]

রুক্মিণী হরণ

মোহিনী দেখিয়া কার মুখে নাই রব।
মহীতলে মূর্চ্ছাগত মহীপাল সব ॥ ১৫৬৩।
সব্য বুঝে সুন্দরী সখীর ধর্য্যা হাতে।
যাত্রাছলে যতশোভা সমর্পিল নাথে ॥ ১৫৬৪।
লোকনাথ লবেন লালসা কর্য্যা মনে।
মরালগামিনী চলে মন্থর-গমনে ॥ ১৫৬৫।
বাঁ হাতে অলক টানে চারিভিতে চায় ॥
দেখে যত মূর্চ্ছাগত রথে যত্নরায় ॥ ১৫৬৬।
শুভক্ষণে তুজনে তুহার দেখ্যা মুখ।
পরস্পর প্রিয় লাভ পাল্য মহাসুখ ॥ ১৫৬৭।
কৃষ্ণরথে রুক্মিণী চাপিতে করে মন।
কামিনীর কটাক্ষ বুঝিলা বিচক্ষণ ॥ ১৫৬৮।
ছুটিল পুরুষসিংহ সিংহনাদ কর্য্যা।
সুন্দরীকে শীঘ্র তোলে বাহুমূল ধর্য্যা ॥ ১৫৬৯।
বুকে কর্য্যা বিধুমুখী বাসুদেব ছুটে।
সুপর্ণ-লক্ষণ রথে লম্ফ দিয়া উঠে ॥ ১৫৭০।
সবার সাক্ষাতে তুচ্ছ করিয়া সবায়।
হরিয়া হরির ধন হরি লয়্যা যায় ॥ ১৫৭১।
দারুক সারথি রথ হাঁকে কুতূহলে।
মত্ত বলরাম পিছু চতুরঙ্গ দলে ॥ ১৫৭২।
রুক্মিণীকে কৃষ্ণ নিল নিল হৈল রব।
মার মার করিয়া ধাইল রাজা সব ॥ ১৫৭৩।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ইত্যাদি ॥ : : ॥ ১৫৭৪। [৭০]

রাজগণের সহিত যাদবদের যুদ্ধ

সকল ভূপাল কোপে কাঁপে থর থর।
জরাসন্ধ বলে যশ গেল অতঃপর ॥ ১৫৭৫।
সিংহসমুচ্চয় মধ্যে শিয়ালের ছা।
মোহিনী হরিল মুখে না বার্য্যায় রা ॥ ১৫৭৬।
ধিক আমাসবাকে ধনুক ধরি কি।
গোয়ালে হরিয়া নিল ভূপালের ঝি ॥ ১৫৭৭।
সর্ব্ব জড় হয়্যা যদি ছাড়াতে না পার।
গলায় গর্গরী বান্ধ্যা জলে ডুবে মর ॥ ১৫৭৮।
শাল্ব জরাসন্ধ দন্তবক্র বিন্দুরথ।
পৌণ্ড্রকাদি ভূপাল সকল একমত ॥ ১৫৭৯।
শাল্বসেন সহিত সকল রাজা ধায়।
জরাসন্ধ বলে যেন যাত্যে নাহি পায় ॥ ১৫৮০।
দশনে অধর চাপ্যা খিঁচিয়া কামান।
চড়িয়া চলিল যেন চিত্রের সমান ॥ ১৫৮১।
ধর ধর বলিয়া পশ্চাৎ ডাক ছাড়ে।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন উল্কাপাত পড়ে ॥ ১৫৮২।
রুক্মিণীনাথের রথ রহিল তখন।
বলরাম সহিত বাজিল মহারণ ॥ ১৫৮৩।
যত্ন যটা প্রস্তুত আছিল গেল লাগ্যা।
তার মাঝে অল্প কাজে রাম উঠে রাগ্যা ॥ ১৫৮৪
হানহান শব্দ বাণবৃষ্টি দুই দলে।
দরদর দিগন্তর ব্যাপ্ত হৈল শরে ॥ ১৫৮৫।
ছড়ছড় দুরদুর বাণবৃষ্টি সারা।
পর্ব্বত উপরে যেন পয়োধর ধারা ॥ ১৫৮৬।

দেখিয়া রুক্মিণী বড় ডরাইল মনে।
স্বামীর সকল সৈন্য সারা হৈল রণে ॥ ১৫৮৭।
সব্রীড় কটাক্ষ কর‍্যা স্বামী পানে চান।
হাসিয়া আশ্বাস তারে করে ভগবান ॥ ১৫৮৮।
ভয় নাই ভামিনী বসিয়া দেখ রঙ্গ।
স্বপক্ষের জয় হবে বিপক্ষের ভঙ্গ ॥ ১৫৮৯।
বিপক্ষ বিক্রম দেখ্যা রোষে যদুবংশ ॥
নারাচ মারিয়া মহারথী করে ধ্বংস ॥ ১৫৯০।
যদুবৃন্দ গজেন্দ্র পঙ্কজ-বন-রিপু।
চতুরঙ্গ দলেতে চূর্ণিত কৈল বপু ॥ ১৫৯১।
শেল শূল শিলী টাঙ্গী ডাবুষ পট্টিশ।
কোপভরে পেল্যা মারে আতর ছত্রিশ ॥ ১৫৯২।
গজে গজে রথে রথে পত্তি পত্তি যুঝে।
এক জোট মার‍্যা কেহ আর জোট খুঁজে ॥ ১৫৯৩।
জর জর হয়্যা কেহ হইল দুখান।
হস্তপদ গেল কার গেল নাক-কান ॥ ১৫৯৪।
মাংস হৈল কর্দম রক্তের হৈল নদী।
অস্থি হইল বালুকা মজ্জার ভাসে দধি ॥ ১৫৯৫।
ধনুক তরঙ্গ তাতে কূর্ম্ম ছত্র ঢাল।
হস্তি-হস্ত হাত্যা জোঁক কুণ্ডল শৈবাল ॥ ১৫৯৬।
মকর কুম্ভীর বীর উরু অঙ্ঘ্রি[১] কর।
হাজার হাজার হাতী ঘোড়া ভাসে ঘর ॥ ১৫৯৭।
কাটা মাথা হৈল তথা কমলের বন।
কাটা-টাঙ্গি[২] ছুটাছুটি করে বীরগণ ॥ ১৫৯৮।

১ বক্ষ (ক)   ২ কাটাকাটি (ক)

জরাসন্ধপুরঃসর সকল পালায়।
সমাচার দিল শিশুপাল অভাগায় ॥ ১৫৯৯ ।*
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ১৬০০ । [৭১]

রুক্মির যুদ্ধ

মৃত প্রায় রাজপুত্র হাতে বান্ধা শুভ সূত্র
রয়্যাছে রুক্মিণী-পথ চায়্যা।
যখন শুনিল কানে লয়্যা গেল জিন্যা রণে
মনে করে মরি বিষ খায়্যা ॥ ১৬০১ ।
লাজে মাথা তোলে নাই কারে কিছু বলে নাই
মনস্তাপে আছে মহাসুর।
কি আর জীবনে সুখ শুখায়্যা গিয়াছে মুখ
কৃতদার[১] যেমত আতুর[১] ॥ ১৬০২ ।
জরাসন্ধ আদি সারা রাজা হয়্যা জরাজরা
তারা তারে করে পরিবোধ।
পুরুষ শার্দ্দূল শুন মনস্তাপ কর কেন
কপালকে কি করিবে ক্রোধ ॥ ১৬০৩ ।
প্রিয়াপ্রিয় সত্য কর্য়া দেখি নাই দেহ ধর্য়া
দারুময়ী যেমন যোষিতে।
তার তুল্য কেহ কুৎসা তেমন ঈশ্বর ইচ্ছা
বিচারিতে মিছা হিতাহিতে ॥ ১৬০৪ ।

* (ক) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ :—
জয়াকাঙ্ক্ষী যদুবীর যুঝে বুক পাত্যা।
জরা জরা কর্য়া সর্ব্ব শত্রু মারে গাঁথ্যা ॥

১—১ হৃত-দার যেমন আতুর ॥ (ক)

জরাসন্ধ বলে তায় এই দুঃখ কি সহা যায়
যাবত না করি পরাভব।
হয়্যা কেন না মরিল শৃগালের তুল্য হৈল
বড় বড় যত সিংহ সব ॥ ১৬০৫।
ঐ কৃষ্ণ মম[1] সনে সপ্তদশ[2] বার রণে
হারিল জিনিল একবার।
শোক হর্ষ হই তাতে আমি না করিল চিত্তে
শুভাশুভ কর্ম অনুসার ॥ ১৬০৬।
যত রাজা সবে জ্ঞানী কহিয়া জ্ঞানের বাণী
শিশুপালে তুল্যা লয় ঘরে।
সবার সুন্দর বোধ যাদবেকে কর্য্যা ক্রোধ
যে যার চলিয়া গেল পুরে ॥ ১৬০৭।
রুক্ম রুক্মিণীর ভ্রাতা শুনিয়া এসব কথা
দুঃখের অধিক নাহি তার।
মহাকোপে লোকে অসি ছাড়াইব রবি শশী
মারিব গোয়াল[3] দুরাচার ॥ ১৬০৮।
ইহা না করিতে পারি সর্ব্বথা কৌণ্ডিনপুরী
প্রবেশ করিব নাই আর।
সারথিকে বলে দ্রুত কৃষ্ণের নিকটে নেত
দর্প চূর্ণ করিব তাহার ॥ ১৬০৯।
অক্ষৌহিণীপরিবৃত প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্রুত
লম্ফ দিয়া রথে আরোহণ।
ঈশ্বরে মানুষ মান্যা ধাইল ধনুক টান্যা
মার মার করিয়া গর্জ্জন ॥ ১৬১০।

আমা (ক)   ২ অষ্টাদশ (ক)   ৩ গোপাল (ক)

ডাক্যা বলে ওরে কুলাঙ্গার ।
যাবত আমার বাণে সাজন[১] না কর রণে
রুক্মিণীরে ছাড় তুরাচার ॥ ১৬১১ ।
হাস্যা কৃষ্ণ কাট্যা ধনু তুবাণে ভেদিল তনু
চারি ঘোড়া মাল্য আটশরে ।
সারথিকে তুই শর মারিলেন দামোদর
তিন বাণ ধ্বজের উপরে ॥ ১৬১২ ।
সেহ অন্য ধনু ধর‍্যা মার মার শব্দ কর‍্যা
কৃষ্ণকে মারিল পাঁচ শর ।
অচ্যুতে কি করে তায় শর কাট্যা সমুদায়
ধনুক কাটিল গদাধর ॥ ১৬১৩ ।
অন্য ধনু ধর‍্যা চলে চক্রপাণি কাট্যা ফেলে
একে একে যত অস্ত্রজাল ।
লম্ফ দিয়া রথ হৈতে মারিতে রুক্মিণীনাথে
ধাইল ধরিল খড়্গ[২] ঢাল ॥ ১৬১৪ ।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িলে হেন
কৃষ্ণরথে পড়ে মহাবীর ।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে গোবিন্দ ধরিল চুলে
হানিতে উদ্যম কৈল শির ॥ ১৬১৫ । [৭২]

রুক্মিণীসহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-যাত্রা

রুক্মের তুর্দ্দৈব দেখ্যা রুক্মিণীর ভয় ।
পড়িয়া প্রভুর পায় সকরুণে কয় ॥ ১৬১৬ ।
দেবদেব জগন্নাথ যোগেশ্বরানন্ত ।
আমার ভাইয়ের দোষ ক্ষমিবে যাবন্ত ॥ ১৬১৭ ।

---

১ শয়ন (ক)   ২ অস্ত্র (ক)

মহাজ্ঞান অজ্ঞানে বধিবা অনুচিত।
সম্বোধিয়া শুক বলে শুন পরীক্ষিত॥ ১৬১৮।
বিরল[১]-ভাষিতা হৈল ত্রাসিতা রুক্মিণী।
খস্যা গেল কেশবাস হেমমালামণি॥ ১৬১৯।
থর থর কাঁপে তনু স্থির নহে ডরে।
দারা দৈন্য দেখ্যা দয়া হৈল দামোদরে॥ ১৬২০।
রুক্মিণীর উপরোধে রক্ষা পাইল প্রাণ।
কুকর্ম্ম কর্য্যাছে বল্যা কৈল অপমান॥ ১৬২১।
সার্দ্ধসহ[২] শির তার করিল মুণ্ডন[২]।
(খণ্ডিত)[৩] ... . [৩]॥ ১৬২২।
বিরূপ করিয়া রথে রাখিলেন ফেল্যা।
যদুবৃন্দ সনে রাম রণ জিন্যা আল্যা॥ ১৬২৩।
তথাভূত হতপ্রায় হেরি হলধর।
বন্ধন মোচন কর্য্যা বলিল বিস্তর॥ ১৬২৪।
মাথা না কাটিল কৈল কুটুম্ব মুণ্ডন।
তুমি কি করিবে কর্ম্ম না যায় খণ্ডন॥ ১৬২৫।
রুক্ম পানে বলরাম কহেন রহস্য।
শুভাশুভ কর্ম্মভোগ দেহের অবশ্য॥ ১৬২৬।
সুহৃদের শুভ চিন্তা সবাকার বটে।
অনিবার্য্য কর্ম্মভোগ অকস্মাৎ ঘটে॥ ১৬২৭।
আমা সবা প্রতি অভিমান কৈর নাই।
আপনার শুভাশুভ আপনার ঠাঁঞি॥ ১৬২৮।
শ্যালকে সাধিলা সঙ্গে দ্বারকায় যাত্যে।
রুক্মে অভিমান কর্য্যা গেল নাই সাথে॥ ১৬২৯।

১ বিনয় (ক) ২—২ তাহার বসনে তাকে করিয়া বন্ধন (ক)
৩—৩ স্ব অস্ত্রে শির তার করিল মুণ্ডন (ক)

ভঙ্গ হৈল প্রতিজ্ঞা মুণ্ডন হৈল শির।
কৌণ্ডিন নগরে ফিরে গেল নাহি বীর॥ ১৬৩০।
ভোজকুট নামে পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
রমানাথে রুষ্ট হয়্যা রহিল অজ্ঞান॥ ১৬৩১।
আনন্দ দুন্দুভি কর্য়া গেল নিজ পুরে।
বিধিমত বিবাহ করিল রুক্মিণীরে॥ ১৬৩২।
কুন্ত কুরু কেকয় সঞ্জয় যত রাজা।
কৌতুকে যৌতুক দিয়া করিল কৃষ্ণপূজা॥ ১৬৩৩।
দীপ্তি পাল্য দ্বারকা রুক্মিণীকৃষ্ণরূপে।
বিক্রমে বিস্ময় বিশ্ব বিস্মিত সর্ব্বভূপে॥ ১৬৩৪।
এই রুক্মিণীর গর্ভে জন্মিবেন কাম।
সম্বর মারিয়া সম্বরারি হবে নাম॥ ১৬৩৫।
তাহার তনয় হবে নাম অনিরুদ্ধ।
যাহার কারণে হল্য হরি-হর যুদ্ধ॥ ১৬৩৬।
সেই কথা পরীক্ষিতে শুকদেবে কন।
সুত বলে সৌনকাদি শুন সর্ব্বজন॥ ১৬৩৭।
চন্দ্রচূড় ইত্যাদি॥ ঃ ঃ॥ ১৬৩৮। [৭৩]

বাণরাজার কথা

শুন সদাশিবের কৌতুক।
বাণাসুরে বর দিলা প্রভুর অপূর্ব্ব লীলা
পরীক্ষিতে শুনাইল শুক॥ ১৬৩৯।
ছিলা বলি নামে রাজা।
যত পুত্র হল্য তার কত কব নাম তার
জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণ মহাতেজা॥ ১৬৪০।

সে রাজা করিয়া শিবার্চ্চন।
স্তুতি ভক্তি সুনৈবেদ্যে সহস্র হস্তের বাদ্যে
ভাণ্ডারে তুষিলা ত্রিলোচন ॥ ১৬৪১।
কৈলাস ছাড়িয়া মহেশ্বর।
তুষ্ট হয়্যা তার ঘরে রহিল সপরিবারে
লয়্যা গৌরী গুহ লম্বোদর ॥ ১৬৪২।
ভকতবৎসল ভগবান।
শরণ্য সকলেশ্বর অসুরে দিলেন বর
করিলেন অশেষ কল্যাণ ॥ ১৬৪৩।
শিবের চরণবলে অদ্বিতীয় মহীতলে
অবহেলে অতুল সম্পদ।
একদিন তার কাছে গিরিশ বসিয়া আছে
যুদ্ধ যাচে সে রণ-দুর্ম্মদ ॥ ১৬৪৪।
মুকুট সূর্য্যের প্রভা মস্তকে পায়্যাছে শোভা
তাহে স্পর্শ কর্য্যা পদাম্বুজ।
ধরিয়া সহস্র করে প্রণমিয়া মহেশ্বরে
নিবেদন করে মহাভুজ ॥ ১৬৪৫।
রাজা রামসিংহ সুত যশোমন্ত নরনাথ
শ্রীযুত অজিতসিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাত ॥ ১৬৪৬। [৭৪]

বাণের যুদ্ধপ্রার্থনা

অপূর্ণকামের পূর্ণ কাম তুটি পায়।
দণ্ডবৎ করি দয়া কর দেবরায় ॥ ১৬৪৭

তুমি দিলে সহস্র বাহু হৈল মোর ভার।
লোকগুরু কল্পতরু কর প্রতিকার ॥ ১৬৪৮।
তোমা তুষ্যা ত্রিভুবন জিনিলাম বটে।
মনের মাফিক যুদ্ধ মোরে নাই ঘটে ॥ ১৬৪৯।
বসুধায় যুঝিলাম বড় বড় বীর।
দিগ্‌গজ পালায়্যা গেল হৈল নাই স্থির ॥ ১৬৫০।
আছাড়িয়া পর্ব্বত পিঠেতে বাহুগুলা।
হয় নাই কিছু তাতে হৈয়া গেল ধূলা ॥ ১৬৫১।
কে আছে ঠাকুর বিনা যাব কার ঠাঁঞি।
তোমা বিনে তুল্য বলে ত্রিভুবনে নাই ॥ ১৬৫২।
কাজ ভাল নয় কিন্তু লাজ খায়্যা কৈ।
যুদ্ধ দেহ জগন্নাথ প্রণিপাত হৈ ॥ ১৬৫৩।
এ বোল শুনিয়া শিব সেবকের মুখে।
রুষ্ট হৈয়া কহেন কুবুদ্ধি হৈল তোকে ॥ ১৬৫৪।
আরে মূঢ় অচিরাৎ হত দর্প হবে।
আমার যে তুল্য তার সনে যুদ্ধ পাবে ॥ ১৬৫৫।
এ মতি শুনিয়া সে কুমতি তুষ্ট হৈল।
কবে যুদ্ধ পাব গোঁসাঞি সত্য কর্য়া বল ॥ ১৬৫৬।
কেতু ভঙ্গ তোমার হইবে যেই দিনে।
ইহা শুন্যা চাহিয়া রহিল কেতু পানে ॥ ১৬৫৭।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ১৬৫৮। [৭৫]

উষার স্বপ্নদর্শন ও অনিরুদ্ধকে আনয়ন

অলুটা[১] তনয়া তার উষা নামে সতী।
স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সনে বঞ্চিলেন রাতি ॥ ১৬৫৯।

অনূঢ়া (ক)

প্রাগ-দৃষ্টি আশ্রিত[1] পুরুষ পায়্যা সঙ্গ।
হয় নাই কভু বড় হয়্যা গেল রঙ্গ ॥ ১৬৬০।
মনের আনন্দ বাড়ে মদনতরঙ্গ।
নিবিড় রসের কালে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ॥ ১৬৬১।
জাগিয়া জানিল যেন যথার্থের প্রায়।
কোথা গেল কান্ত বল্যা কান্দে অবলায়[2] ॥ ১৬৬২
উঠিয়া বসিল সব সখীবৃন্দ মাঝে।
ফুকারিয়া কান্দে কিছু কয় নাই লাজে ॥ ১৬৬৩।
রাজপুত্রী[3]-প্রিয় চিত্রলেখা প্রিয়সখী।
কৌশল করিয়া কহে হয়্যা হাস্যমুখী ॥ ১৬৬৪।
কহ ত্রস্ত[4] কেন কান্দ কি উঠিল মনে।
অভিপ্রায় বুঝা যায় কান্তের কারণে ॥ ১৬৬৫।
জনকে জানাবে কয়্যা জননীর ঠাঁঞি।
হবেক বিবাহ তুমি হাত্যাইয় নাই ॥ ১৬৬৬।
সুধন্যা রাজার কন্যা সবাকার ভাল।
তবে কেন শোক সখী সত্য কর‍্যা বল ॥ ১৬৬৭।
উষা বলে প্রিয় সখী শুন বিবরণ।
স্বপনে দেখিনু এক পুরুষ রতন ॥ ১৬৬৮।
পিতাম্বর শ্যামল সুন্দর বিলক্ষণ।
আজানুলম্বিত ভুজ অম্বুজ-লোচন ॥ ১৬৬৯।
দৃষ্টিমাত্র কৃতার্থ যোষিত পায় যে।
পরাণ থাকিতে পাসরিতে পারে কে ॥ ১৬৭০।

১ অচ্যুত (ক)
২ উভরায় (ক)
৩ রাজকন্যা (ক)
৪ সখী (ক)

সে মোরে বঞ্চিয়া গেল বাঁচি নাই আর।
কহ সখী কোথা গেলে দেখা পাব তার॥ ১৬৭১।
মন দুঃখে সাগরে ফেলিল মন হর‍্যা।
আশা পূর্ণ হৈল নাই আলিঙ্গন কর‍্যা॥ ১৬৭২।
যদি কান্ত হয়্যা সে অধরমধু পিয়ে।
তত্ত্ব বলি তোরে সখী তবে ঊষা জীয়ে॥ ১৬৭৩।
নহে প্রাণ দহে প্রাণনাথে নাহি দেখি।
শুন্যা তার ই রব[১] নীরব হৈল সখী॥ ১৬৭৪।
চিত্রলেখা বিচিত্র চরিত্র শুন্যা তার।
করে ধর‍্যা কহে আমি করিব সুসার॥ ১৬৭৫।
স্বপন যদ্যপি হৈল প্রত্যক্ষের প্রায়।
ত্রিভুবন ভাবিয়া লিখিব সমুদায়॥ ১৬৭৬।
যেজনে হরিল মন তারে বল্য তুমি।
যথা থাকে জান্যা তাকে আন্যা দিব আমি॥ ১৬৭৭
ইহা বল্যা তখন যোগিনী যোগবলে।
ত্রিভুবন ভাব্যা লিখ্যা দিল অবহেলে॥ ১৬৭৮।
পদ্মমুখী দেখে পাণিপুটে পট ধর‍্যা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণাদি কর‍্যা॥ ১৬৭৯।
প্রথমে দেখিল দেবী দেবতার ঠাঁঞি।
ত্রিদশ তেত্রিশ কোটি তার মধ্যে নাই॥ ১৬৮০।
তখন গন্ধর্ব্বগণ নিরীক্ষণ করে।
যে হরিল রামা তাহে না দেখিল তারে॥ ১৬৮১।
চাহে সিদ্ধচারণ পন্নগ দৈত্য সব।
বিদ্যাধর যক্ষ রক্ষ যতেক মানব॥ ১৬৮২।

---

১ ই বোল (ক)

মনুজে দেখিল বৃষ্ণি-বংশ বিলক্ষণ।
শূরসেন বসুদেব রাম নারায়ণ ॥ ১৬৮৩।
পশ্চাতে প্রদ্যুম্ন দেখ্যা পাল্য বড় লাজ।
তবে অনিরুদ্ধ দেখে যাকে লয়্যা কাজ ॥ ১৬৮৪।
প্রিয় দেখি প্রিয়সখী পরিতোষ পাল্য।
যেন মৃত শরীরে জীবন ফিরা্যা আল্য ॥ ১৬৮৫।
লাজে মুখ ঝাকা[1] করে[1] হাতঠারে হাস্যা।
এইজন মন মোর হরিলেন আস্যা ॥ ১৬৮৬।
জানিল যোগিনী যদুনন্দনের নাতি।
তপস্যা তোমার ধন্য তুমি পুণ্যবতী ॥ ১৬৮৭।
প্রদ্যুম্নের পুত্র ইহা অনিরুদ্ধ নাম।
দ্বারকা নগরবাসী নবঘনশ্যাম ॥ ১৬৮৮।
হৈল প্রিয় লাভ কর‍্যা মনে হেন ভায়।
ইহা বল্যা অমনি আকাশ পথে ধায় ॥ ১৬৮৯।
কৃষ্ণ প্রতিপালিতা দ্বারকা দিব্যপুরী।
অনিরুদ্ধ নিদ্রাগত দেখিলা সুন্দরী ॥ ১৬৯০।
সুপর্য্যঙ্কে সুন্দর শয়ন কর‍্যা ছিল।
যোগবলে যোগিনী অমনি তুল্যা নিল ॥ ১৬৯১।
জগন্মাঝে জানিতে নারিল কোনজন।
প্রিয়সখী প্রতি কৈল প্রিয় বিতরণ ॥ ১৬৯২।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ১৬৯৩। [৭৬]

উষা-অনিরুদ্ধের মিলন

স্বমন্দিরে সুন্দরী সুন্দর বর দেখি।
আনন্দ সাগরে ভাসে হাসে পদ্মমুখী ॥ ১৬৯৪।

১—১ নাই ভুলে (ক)

উত্তম সম্ভ্রম কর‍্যা আপন নিকটে।
হার্দ্দি[1] কর‍্যা[1] বসাইল হিরণ্যের খাটে ॥ ১৬৯৫।
বসন ভূষণ মাল্য মলয়জ দিয়া।
সম্পাদিল সম্প্রদান সখীবৃন্দ লয়্যা ॥ ১৬৯৬।
প্রিয়রসে সুশয্যায় সুন্দর মন্দিরে।
অন্তরাগ্নি সকল সন্তাপ গেল দূরে ॥ ১৬৯৭।
পুরস্থ পুরুষ যারে দেখিতে না পায়।
সে রমণী রমণে রহিল যদুরায় ॥ ১৬৯৮।
প্রেম আলিঙ্গনে প্রীতি প্রতিদিন বাড়ে।
তিলেক দোহারে পরস্পর নাহি ছাড়ে ॥ ১৬৯৯।
বহুমূল্য বসনভূষণে কর‍্যা ভূষা।
নিত্য মাল্য-চন্দনে চর্চ্চিত করে ঊষা ॥১৭০০।
ধূপগন্ধ আমোদিত করিয়া মন্দির।
দিবারাত্র জ্বলে দীপ কোলে যদুবীর ॥ ১৭০১।
আসন[2] অশন পান শুশ্রূষাতে কর‍্যা[2]।
শশিমুখী সকল ইন্দ্রিয় নিল হর‍্যা ॥ ১৭০২।
চতুরাক্ষে চিরদিন চান্দমুখ চায়্যা।
জানিতে নারিল কত কাল গেল বয়্যা ॥ ১৭০৩।
গুপ্তগৃহে সখীমাঝে রমে অবিচ্ছেদ।
বাহিরে রক্ষক জাগে জানে নাই ভেদ ॥ ১৭০৪।
শরীর বোঝাই যদুবীর-ভুজ্যমানা।
গর্ভ হেতু হৃতত্রপা হৈতে গেল জানা ॥ ১৭০৫।

১—১ হাতে ধর‍্যা (ক)
২—২ আসন আসন কর‍্যা অগ্রহাতে ধর‍্যা (ক)

রক্ষক তক্ষক তুল্য জানিল নিশ্চয়।
ভয় পায়্যা দূত গিয়া ভূপতিরে কয় ॥ ১৭০৬।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ইত্যাদি ॥ ঃ ॥ ১৭০৭। [৭৭]

রাজাকে সংবাদ-দান

প্রণমিয়া পদতলে রাজাকে রক্ষক বলে
নরনাথ কর অবধান।
দুহিতা তোমার দুষ্টা বিরুদ্ধ তাহার চেষ্টা
বুঝি নাই কেমন সন্ধান ॥ ১৭০৮।
লয়্যা নানা অস্ত্রজাল রাত্রি জাগি যেন কাল
কালকে দমিতে করি মন।
কখন কেমন মতে কে আল্য আকাশ পথে
কামরূপী কন্যার সদন ॥ ১৭০৯।
রাজ অভ্যন্তরে[১] থাকে কি করিতে পারি তাকে
রাখে কন্যা সঙ্গে সঙ্গোপনে।
পরিহরি কুলব্রীড়া অহর্নিশি করে ক্রীড়া
দেখসিয়া আপন নয়নে ॥ ১৭১০।
বাজিল দূতের কথা বাণ পাল্য বড় ব্যথা
দুহিতার শুনিয়া দূষণ।
কোপে কম্পমান তনু পাঁচ শত ধরে ধনু
ধায় বীর কন্যার সদন ॥ ১৭১১।
আগুলিল দ্বারদেশ দেখিল বিনোদ বেশ
পুরুষ-রতন খেলে পাশা।
পাশায় মজ্যাছে মন দেখে নাই দুইজন
পশ্চাতে দেখিতে পাল্য ঊষা ॥ ১৭১২।

---

১ অন্তঃপুরে (ক)

উষার উড়িল প্রাণ প্রাণনাথে সাবধান
করে[১]তাপ[১] পালাইতে কয়।
কামাত্মজাম্বুজ-আঁখি ভুবন-সুন্দর দেখি
মহীপতি মানিলা বিস্ময় ॥ ১৭১৩।
তবে দেখি অনিরুদ্ধ আততায়ী অতি ক্রুদ্ধ
বেষ্টিত বিস্তর বীর ভাটে।
সশস্ত্র দেখিয়া তারে পরিঘ করিয়া করে
যম যেন যদুবীর উঠে ॥ ১৭১৪।
যে তারে হিংসিতে যান সব হৈল হতজ্ঞান
যাদব-দলিত সকলাঙ্গ।
মারিয়া করিল গুঁড়া সব হৈল টুটা খোঁড়া
ভবন ছাড়িয়া দিল ভঙ্গ ॥ ১৭১৫।
নিজ সৈন্য হনুমান দেখিয়া রুষিল বাণ
বন্ধন করিল নাগপাশে।
বলির নন্দন বলী যাহারে সাক্ষাৎ শূলী
সিংহনাদ কর‍্যা গেল বাসে ॥ ১৭১৬।
নাগপাশে হয়্যা বদ্ধ পড়িলেন অনিরুদ্ধ
দেখি উষা হইল বিকল।
বিহ্বল হৈয়া কান্দে কেশবাস নাহি বান্ধে
সখী মোছে নয়নের জল ॥ ১৭১৭।
রাজা রামসিংহসুত যশোমন্ত নরনাথ
শ্রীযুত অজিতসিংহ তাত
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাত ॥ ১৭১৮। [৭৮]

১—১ উষা তারে (ক)

দ্বারকায় শোক

শুকদেব কহে রাজা শুন পরীক্ষিত।
গোবিন্দের ঘরে বড় শোক উপস্থিত ॥ ১৭১৯।
প্রত্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ শুয়্যা ছিল।
অর্দ্ধরাত্রে অকস্মাৎ অন্তরিত হৈল ॥ ১৭২০।
তাহার বান্ধব সব না দেখিয়া তারে।
অনি অনি করিয়া কান্দিছে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১৭২১।
ত্রিভুবন খুজ্যা তার তত্ত্ব নাই পাল্য।
চাহিতে চিন্তিতে চারিমাস চল্যা গেল ॥ ১৭২২।
চক্রপাণি রুক্মিণী সহিতে সচকিত।
হেনকালে হরিদাস হৈল উপস্থিত ॥ ১৭২৩।
নম্র হইয়া নারদেরে নোয়াইল মাথা।
জিজ্ঞাসিল যদুবৃন্দে[১] যদুচান্দ কোথা ॥ ১৭২৪।
প্রত্যুম্ন প্রধান পুত্র তার পুত্র অনি।
কোথা গেল কৃপা কর্য়া কয়্যা দেহ মুনি ॥ ১৭২৫
পুত্র হৈতে পৌত্রকে অনেক স্নেহ হয়।
আপনে অন্তর্য্যামী জান মহাশয় ॥ ১৭২৬।
নিরন্তর পোড়ে মন নাতিটীর তরে।
দেবঋষি বলে এই দেখ্যা আসি তারে ॥ ১৭২৭।
গোবিন্দের রোগে গেল গোবিন্দের নাতি।
নাগপাশে বন্ধ কৈল বাণ মহীপতি ॥ ১৭২৮।
উষা তাঁর তনয়া তুলনা নাই যার।
চুরি কর্য়া চার মাস গর্ভ কৈল তার ॥ ১৭২৯।

১ যাদবেরে (ক)

দূতমুখে দৈত্য শুন্যা দুহিতার বাসে।
যুদ্ধে অনিরুদ্ধে কৈল বন্ধ নাগপাশে॥ ১৭৩০।
তোমার গোষ্ঠীকে বাপু মোর পরিহার।
ভাল মায়্যা ভুবনে রহেন নাহি আর॥ ১৭৩১।
মহাসুর বাণাসুর মার‍্যা যাইতে পারে।
অবিলম্বে আপনে উদ্ধার কর তারে॥ ১৭৩২।
বিবরণ বলিয়া বিদায় মুনিবর।
রাম নারায়ণ শুন্যা সাজিল সত্বর॥ ১৭৩৩।
হান হান হাঁকিয়া চলিল হলধর।
সাজিল সত্বর বাদ্য বাজিল বিস্তর॥ ১৭৩৪।
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ ধায় রথে।
উড়াপাক দিয়া ধায় যারা যায় পথে॥ ১৭৩৫।
মহারথী মদন মকরধ্বজ রথে।
বেগবান হইয়া ধান যোদ্ধা গেল সাথে॥ ১৭৩৬
সাজিলেন গদ সাম্বসারণসহিত।
নন্দ উপনন্দ ভদ্র ভুবন বিদিত॥ ১৭৩৭।
সাজিল ছাপ্পান্ন কোটি যাদবের ঘটা।
মহাযোদ্ধাপতি সব মহাতেজছটা॥ ১৭৩৮।
জম্বুদ্বীপে হৈল যদি যাদবের দম্প।
সর্পরাজ সহিতে সবার হৈল কম্প॥ ১৭৩৯।
উথলিল অম্বুধি আচ্ছন্ন হৈল রবি।
যম ডরাইল দেখ্যা যাদবের ছবি॥ ১৭৪০।*
নানা অস্ত্রযুত হয়্যা খিচিল কামান।
চড়িয়া চলিল যেন চিত্রের সমান॥ ১৭৪১।

* ১৭৪০—৪১ শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই।

অক্ষৌহিণী দ্বাদশ দুর্ব্বার লয়্যা সাথে।
বিরাজিল গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ রথে ॥ ১৭৪২ ॥
সসৈন্য সহিতে বলরাম দামোদর।
বেড়িল বাণের বাড়ি শোণিত নগর ॥ ১৭৪৩।
ক্রেতমান সুরাসুর প্রাকার গোপুর।
ভণে রামেশ্বর শব্দ শুনে বাণাসুর ॥ ১৭৪৪। [৭৯]

বাণ রাজার সহিত যাদবদের যুদ্ধ

চতুর্দ্দিকে শুনি শব্দ ভুড়ভুড় তুর।
মেঘ যেন গর্জ্জিয়া উঠিল মহাসুর ॥ ১৭৪৫।
ভেকের ভাবুক নাই ভুজঙ্গের ঘরে।
কান-বলা কেন আল্য মরিবার তরে ॥ ১৭৪৬।
আসিতে আমার পাশে বাসে নাই ভয়।
জানে নাই যাদব যাবেক যমালয় ॥ ১৭৪৭।
বলির নন্দন বলী কংস কেশী নই।
নিপাতিব নাথের নফর যদি হই ॥ ১৭৪৮।*
তার বার অক্ষৌহিণী মোর বার জন।
জানিব দ্বৈরথে আজি যাদবের মন[১] ॥ ১৭৪৯।
তত্তাপিত[২] হৈয়া তবে[২] তুল্য বল সাথে।
চট্‌পট্‌ চাপিয়া চলিল চিত্র রথে ॥ ১৭৫০ ॥
চতুরঙ্গ দলে বড় হইয়া কৌতুক।
গিয়া গোবিন্দের কাছে হৈল অভিমুখ ॥ ১৭৫১।

* ১৭৪৮ শ্লোক (ক) পুথিতে নাই
১ রণ (ক)
২—২ তত্তক্ষণে ত্রস্ত হৈয়া (ক)

আচ্ছাদিত হয়্যা তনু ছত্রিশ আতরে।
পাঁচশত ধনু তার পাঁচশত করে॥ ১৭৫২।
সশস্ত্র-সহস্র-হস্ত অঞ্জনার্দ্র তনু।
ছটা চক্ষু দেখি যেন প্রভাতের ভানু॥ ১৭৫৩।
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা অর্দ্ধচন্দ্র ভালে।
দেখি সুখী বাসুদেব সাধু সাধু বলে॥ ১৭৫৪।
বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড় সঙ্গে নন্দী ভৃত্য।
সম্মত সাজিল শিব সেবকনিমিত্ত॥ ১৭৫৫।
সীমা নাই শিবের সহিত যত সেনা।
প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ দক্ষ দানা॥ ১৭৫৬।
ভকতবৎসল ভব ভুবন-বিদিত।
বাণ হেতু বলরাম কৃষ্ণের সহিত॥ ১৭৫৭।
অভেদে অদ্ভুত যুদ্ধ হৈল হরিহরে।
ব্রহ্মাদি বিমানে আল্যা দেখিবার তরে॥ ১৭৫৮
অতুল সংগ্রাম নানা অস্ত্রজাল ছুটে।
স্মরিতে সর্ব্বাঙ্গ রোম শিহরিয়া উঠে॥ ১৭৫৯।
জান্যা জান্যা যোগ্য যোগ্য ক্রমে ক্রমে যুঝে।
অসমানে নাই স্পর্শ মানে মানে খুঁজে॥ ১৭৬০।
হরি বিনা হরের সমান অন্য নহে।
হরিহরে হৈল যুদ্ধ প্রদ্যুম্নের গেহে॥ ১৭৬১।
যোটকে বলাই সম বল নাই বল্যা।
কুম্ভাণ্ড[১] কূপকর্ণ দুই জন হল্যা॥ ১৭৬২।
মহাবীর শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
বাণপুত্র[২] সহিত হইল তার রণ॥ ১৭৬৩।

---

১ কৃতান্ত (ক) ২ বাণের (ক)

বারেক সংগ্রাম হৈল সাত্যকির সনে।
গজী[১] রথপতি সব সমানে সমানে[১] ॥ ১৭৬৪।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ১৭৬৫। [৮০]

হরি-হরের যুদ্ধ

দুর্জ্জয় দুই দল সকল মহাবল
হরিহর অনুচর তারা।
শার্ঙ্গ[২] পিনাকধর বরিখেন খরশর
যে হৈল জলধর ধারা ॥ ১৭৬৬।
ডিগি[৩] ডিগি ঝাঁই ঝাঁই গুড়গুড় ধাই ধাই[৩]
সুর-নর-দুন্দুভি বাজে।
ঘন ঘন হান হান ধর ধর জান[৪] জান[৪]
রণে রণপণ্ডিত গাজে ॥ ১৭৬৭।
খজা[৫] খরশর কুঠার তোমর
ডাবুষ মুদ্গর[৬] টাঙ্গি।
কেহ মারে যষ্টিক কেহ মারে মুষ্টিক
কেহ মারে শেল শূল সাঙ্গী ॥ ১৭৬৮।
কার গেল হস্তক কার গেল মস্তক
কার গেল পদযুগ বক্ষ।
কার গেল আশা কার গেল বাসা
কার গেল নাসা শ্রবণাক্ষ ॥ ১৭৬৯।

১—১ গজ বাজি পট্টিশ আতর আদি বাণে (ক)
২ সঙ্গে (ক)
৩—৩ গিড়িগিড়ি ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় ঝাঁ ঝাঁ (ক)
৪—৪ নিস্বন (ক)
৫ খড়্গা (ক) ৬ পটহ (ক)

রথের গড়গড়ি দন্তের কড়মড়ি
ঢালের মুড়মুড়ি শব্দ।
মার মার ডাকাডাকি বাণে বাণে ঠেকাঠেকি
ত্রিভুবন হয়্যা গেল স্তব্ধ ॥ ১৭৭০ ।
আকর্ণ ঘন ঘন করিয়া সন্ধান
শার্ঙ্গ শূল পিনাক বিন্ধে।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর হরিহর শঙ্কর
দোহার চরণবৃন্দে ॥ ১৭৭১ । [৮৯]

মাহেশ্বর জর ও বৈষ্ণব জরের যুদ্ধ

সৌরীর[১] সারঙ্গে গড় সুতীক্ষ্ণাগ্রশর[১] ।
সমূহে সম্মোহ পাল্য শঙ্করানুচর ॥ ১৭৭২ ।
তাপিত[২] হইল ভূত[২] প্রমথ গুহ্যক ।
কেতুধান ডাকিনী বেতাল বিনায়ক ॥ ১৭৭৩ ।
পিশাচ কুষ্মাস্ত[৩] ব্রহ্মরাক্ষস সকল ।
বিক্ষত বিষ্ণুর বাণে বড়ই বিকল ॥ ১৭৭৪ ।
দেখিয়া দিব্যাস্ত্র হর মাল্য পীতাম্বরে ।
সবিস্ময় শার্ঙ্গপাণি সমাধিল শরে ॥ ১৭৭৫ ।
ব্রহ্মাস্ত্রে ব্রহ্মাস্ত্র বারে বায়ব্যে পর্ব্বত ।
আগোজ[৪] পার্জন্য বারে লোক[৫] পাশুপত ॥ ১৭৭৬ ।
নারায়ণে নিজাস্ত্র যখন মাল্য হর ।
জৃম্ভণাস্ত্রে জৃম্ভিত করিয়া গদাধর ॥ ১৭৭৭ ।

১—১ সৌরীশ-সারঙ্গ-গত সুতীক্ষ্ণাগ্রশর (ক)
২—২ প্লাবিত হইল প্রভু (ক)
৩ কুষ্মাণ্ড (ক) ৪ আগ্নেয়ে (ক)
৫ নৈজে (ক)

প্রত্যুম্ন গণেশে তবে হৈল মহারণ।
কারে কেহ নিবারিতে নারে কোনজন ॥ ১৭৭৮
হলধর শিখিপতি বাজে অতঃপর।
দুই মহাযোদ্ধাপতি দুই সম শর ॥ ১৭৭৯।
বাণাসুর অনিরুদ্ধ দোহার কারণ।
হরিহরে হানাহানি শূল সুদর্শন ॥ ১৭৮০।

* ১৭৭৮—১৭৯২ শ্লোক পর্য্যন্ত (ক) পুথির পাঠান্তর :—
মহেশ্বরে মোহ উঠে মুখে উঠে হাই।
বাণকে বধিতে কৃষ্ণ যান ধায়াধাই ॥
অসি অস্ত্র গদার প্রহারে গদাধর।
বাণের বিমান ভাঙ্গ্যা কৈল বরাবর ॥
প্রত্যুম্নের বাণে গুহ হনুমান হৈয়া।
ভঙ্গ দিল সেনাগণে শোণিতাক্ত হৈয়া ॥
কুম্ভাণ্ড কূপকর্ণ যুঝি রামসনে।
মুষলে মূর্চ্ছিত কর্য্যা মাইল দুইজনে ॥
কাটাকাটি হৈয়া কত কোটি কোটি মৈল।
অনেক অনীক হতনাথ হৈয়া গেল ॥
হরি হরে তুল্য কিন্তু বাণে রুষ্ট দৈব।
বৈষ্ণব বিজয় হৈল ভঙ্গ দিল শৈব ॥
দেখিয়া রুষিল বাণ বাসুদেব প্রতি।
সারথি ঠেলিয়া রথ চালাইল রথী ॥
পঞ্চশত ধনুকে জুড়িয়া দু দু শর।
মার মার কর্য্যা ছাড়ে কৃষ্ণের উপর ॥
শার্ঙ্গধন্বার শর সজোরে ছুটিল।
ধনুক সহিত শর সত্বরে কাটিল ॥
রথের সারথি সব এক বাণে কাট্যা।
বাণকে মারিতে বাসুদেব গেল ছুট্যা ॥

হেনকালে বাণাসুর হরের চরণ।
জোড় হাত কর‍্যা তবে করে নিবেদন ॥ ১৭৮১ ।
আমি যুদ্ধ করিব আপনা বল ভুজে।
তাতে কেন ত্রিলোচন তুমি অল্প কাজে ॥ ১৭৮২ ।
এত শুন্যা পশুপতি পূর্ব্বকথা স্মরে।
বাহুগুলি কাটিয়া ফেলিল গদাধরে ॥ ১৭৮৩ ।
হরিহর তুল্য কিন্তু বাণে রুষ্ট দৈব।
বৈষ্ণব বিজয়ী হৈল ভঙ্গ দিল শৈব ॥ ১৭৮৪ ।
তা দেখ্যা রুষিল বাণ বাসুদেব প্রতি।
সারথি ঠেলিয়া রথ চালাইল অতি ॥ ১৭৮৫ ।
পঞ্চশত ধনুকে ধরিয়া দু দু শর।
মার মার কর‍্যা ছাড়ে কৃষ্ণের উপর ॥ ১৭৮৬ ।
সবেগে ধনুর শর সত্বর ছুটিল।
ধনুক সহিত শর সকল কাটিল ॥ ১৭৮৭ ।

হেনকালে হৈমবতী হয়ে তার মাতা।
মাধবাগ্রে মুক্তকেশী বসনবর্জ্জিতা ॥
কঠোরী কাতর হৈয়া কহেন কৃষ্ণেরে।
হা-পুতির পুত্রকে রাখহ এই বারে ॥
বাসুদেব বিমুখ হৈল অতঃপর।
বুঝিয়া বিরথী বাণরাজা গেল ঘর ॥
ত্রিলোচন তখন কোপিয়া অতিশয়।
মাহেশ্বর জ্বর সৃষ্টি করিল দুর্জ্জয় ॥
ত্রিশিরা তাহার নাম তিন শির দেখি।
তরুণ তপন যেন তেজোময় আঁখি ॥
আকাশ পাতাল জুড়্যা ডাকাইল জ্বর।
তার ডরে ত্রিভুবন করে থর থর ॥

রথ অশ্ব সারথিকে এককালে কাট্যা।
বাণকে বধিতে বাসুদেব আল্য ছুট্যা ॥ ১৭৮৮।
বাসুদেব বিমুখ হইল অতঃপর।
বাণে বাণ মার‍্যা বাণ করিল জর্জ্জর ॥ ১৭৮৯।
ত্রিলোচন ভাব্যা বাণ কোপে অতিশয়।
মাহেশ্বর জ্বর সৃষ্টি করিল দুর্জ্জয় ॥ ১৭৯০।
ত্রিশিরা তাহার নাম তিন শির দেখি।
তরুণ তপন যেন তেজোময় আঁখি ॥ ১৭৯১।
আকাশ পাতাল যুড়্যা দাণ্ডাইল জ্বর।
তার তেজে ত্রিভুবন কাঁপে থর থর ॥ ১৭৯২।
তাকে দেখ্যা তপন-তাপিত হৈয়্যা হরি।
সৃজিল বৈষ্ণব জ্বর যেন মেরু গিরি ॥ ১৭৯৩।
মহাবল কেবল যুগল জ্বর যুঝে।
মাথায় মাথায় পায় পায় ভুজে ভুজে ॥ ১৭৯৪।
মাহেশ্বর মৃতপ্রায় বৈষ্ণবের বলে।
বিশীর্ণাঙ্গ হয়্যা ভঙ্গ দিল রণস্থলে ॥ ১৭৯৫।
বৈষ্ণব দেখিল মাহেশ্বর যায় ছুট্যা।
খণ্ড[১] খণ্ড করিয়া ত্রিখণ্ড কৈল কাট্যা[১] ॥ ১৭৯৬।
তবেত ত্রিশিরা বাণ বাসুদেবে রোষে।
অগ্নিবৎ হৈয়া বাণ বিমানেতে আসে ॥ ১৭৯৭।*

১—১ মার মার করিয়া পশ্চাৎ নিল পিট্যা (ক)

* ১৭৯৭—১৮০৭ শ্লোক পর্য্যন্ত (ক) পুথির পাঠান্তর :—

ত্রিভুবন ভ্রমণ করিল শিব-জ্বর।
তবু পিছা ছাড়ে নাই কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥

মাহেশ্বর জ্বর বাণে মাধব মোহিল।
যাদবের বাণে বড় অমঙ্গল হৈল ॥ ১৭৯৮
হেনকালে হৈমবতী প্রমাদ জানিয়া।
মাধবাগ্রে মুক্তকেশী দাণ্ডাইল গিয়া ॥ ১৭৯৯।
চেতন পাইল কৃষ্ণ চণ্ডিকার বরে।
স্তবেতে বিস্তর স্তব পার্ব্বতীকে করে ॥ ১৮০০।
হৈমবতী বলে হরিহর তুল্য তুমি।
তবে কেন হরদাসে কোপ যদুস্বামী ॥ ১৮০১।
ভগবতী প্রতি বাসুদেব স্তুতি করে।
বহু বাহু হৈয়া বাণ অহঙ্কার করে ॥ ১৮০২।
চারিহস্ত রাখিয়া কাটিব যত আর।
তবে সে তাহার প্রতি হয় প্রতিকার ॥ ১৮০৩।
এহিবর দিয়া মাতা হল্যা অন্তর্ধান।
হাহা কর‍্যা পুনশ্চ আসিল জ্বরবাণ ॥ ১৮০৪।
আর বার বিষ্ণু-জ্বর করিয়া নির্ম্মাণ।
ত্রিশিরাকে বান্ধিয়া আনিল বিদ্যমান ॥ ১৮০৫।
ফাঁপর হইয়া বাণ ভগবান স্মরে।
নম্রভাবে নন্দের নন্দনে নতি করে ॥ ১৮০৬।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ইত্যাদি ॥ ঃ ১৮০৭। ঃ [৮২]

কৃষ্ণ বিনা কোনখানে পরিত্রাণ নাই।
গড় কর‍্যা পড়ে গিয়া গোবিন্দের ঠাঁই ॥
শুন শুন সর্ব্বজীব মধুর সঙ্গীত।
রামেশ্বর রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥

মাহেশ্বর জ্বর কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তুতি

ত্রিশিরা সে তিন শিরে কৃষ্ণকে প্রণতি করে
অভয় চরণ অভিলাষে।
বড়নেত্রে বহে নীর বিনয় করিয়া বীর
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ভাষে ॥ ১৮০৮।
লক্ষণে লক্ষিনু আমি যেই শিব সেই তুমি
শান্ত মূর্ত্তি প্রসন্ন হৃদয়।
কাল দৈব কর্ম্ম জীব সবাকার প্রাণ শিব
তোমার বৈভব বিনা নয় ॥ ১৮০৯ ।*
চরাচর যত কায়া সকল তোমার মায়া
তুমি তার নিরোধ কারণ।
জননী-জঠর-ভয় দূর কর তাপত্রয়
লইলাম চরণে স্মরণ ॥ ১৮১০।
নানাভাবে নানা জীব সর্ব্বঘটে এক শিব
সবার ভরণ তুমি কর।
বিশেষতঃ সাধু লোক তাহারে যে দেয় শোক
আপনি তাহার প্রাণ হর ॥ ১৮১১।

* ইহার পর (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ ঃ—
ভীত মহেশ্বর যার যুড়িয়া যুগলকর
কৃষ্ণের চরণে করে স্তুতি।
তুমি দেব পরাৎপর মনোবাক্য অগোচর
আদি দেব অনন্ত-শকতি ॥
তুমি ব্রহ্ম তুমি ধর্ম্ম তুমি শুভাশুভ কর্ম্ম
তুমি সে অনন্ত দেবসেতু।
সর্ব্ব আত্মা সনাতন সকলি বিজ্ঞান ধন
বিশ্ব-সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-হেতু ॥

ভূমির হরিতে ভার পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার
আমার করহ পরিত্রাণ।
তোমার উন্নত[১] জ্বরে বিকল কর‍্যাছে মোরে
দুঃসহ সহিতে নারে প্রাণ॥ ১৮১২।
বিফল বিষয় বিষে বদ্ধ হইয়া আশাপাশে
তব পদ না করে[২] ভজন[২]।
তাবত যন্ত্রণা পায় স্মরিলে সন্তাপ যায়
তবে কেন আমার এমন॥ ১৮১৩।
ত্রিশিরার স্তব শুনি তুষ্ট হয়্যা চক্রপাণি
বাঁচাইয়া বর দিল পিছু।
তোমার আমার কথা যেজন্ স্মরিবে যথা
তুমি পীড়া দিও নাই কিছু॥ ১৮১৪।
অঙ্গীকার কর‍্যা জ্বর যাবে মাত্র অতঃপর
বীরবর বাণ আইল সাজ্যা।
মার মার কর‍্যা ছুটে অহঙ্কার নাই টুটে
বাড়্যাছে রুদ্রের পদ পূজ্যা॥ ১৮১৫।
ভট্ট নারায়ণ মুনি সন্তান কেশর-কণী[৩]
যতিচক্রবর্ত্তী নারায়ণ্।
তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥ ১৮১৬।
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুইনারী
অযোধ্যানগর নিকেতন॥ ১৮১৭।

১ উজ্বল (ক) ২—২ সেবে যাবত (ক) ৩ কুনি (ক)

পূর্ব্ব বাস যত্নপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিক তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত ॥ ১৮১৮। [৮৩]

বাণ ও শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ

তুন্দুভি বাজনা বাজে রণে সাজে রাজা।
বলির নন্দন বীর বাণ মহাতেজা ॥ ১৮১৯।
দশ শত ভুজে তার দশ শত বাণ।
বার্য্যাইলা বিমানে বলিয়া হান্ হান্ ॥ ১৮২০।
সারথি হাঁকিল রথ অতিবড় বেগ।
রথের নিনাদ যেন প্রলয়ের মেঘ ॥ ১৮২১।
নাসার নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়।
কুপিয়া কৃষ্ণের কাছে আইল দড়বড় ॥ ১৮২২।
বড় বড় ডাক ছাড়্যা ঘন ছাড়ে শর।
পয়োধর বর্ষে যেন পর্ব্বত উপর ॥ ১৮২৩।
অজস্র[১] সহস্র অস্ত্র[১] ছুটে একেবারে।
নিজ বাণে নারায়ণ নিবারণ করে ॥ ১৮২৪।
শূন্য হৈল টোনের[২] সমাপ্ত হৈল শর।
ধরিল সহস্র ভুজে সহস্র আতর[৩] ॥ ১৮২৫।
ঘন ঘন ডাকে মার মার হান্ হান্।
একবারে কৃষ্ণে মারে দশ শত বাণ ॥ ১৮২৬।

১—১ সহস্র সহস্র শর (ক)
২ তূণীর (ক)
৩ তোমর (ক)

মহাবল বাজে বাণ বাণে বাণ তাড়ে।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্ব্বুদেক ছাড়ে॥ ১৮২৭
বাসুদেব রুষিয়া বাণের যত বাণ।
সুদর্শনে কাটিয়া করিল খান খান॥ ১৮২৮।
পাষাণ পর্ব্বত ফেল্যা মারিতে পশ্চাত।
কৃষ্ণ ধর্য্যা কাটিতে আরম্ভ কৈল হাত॥ ১৮২৯।
যেন বড় বৃক্ষের কাটিয়া ফেলে ডাল।
হস্তগুলা ভূমে পড়্যা হয়্যা সপ্ত তাল॥ ১৮৩০।
চারি হস্ত আছে যবে হেন কালে হর।
হাহা কর্য্যা ধরিল হরির দুটি কর॥ ১৮৩১।
সেবকবৎসল শিব সেবকের দায়।
চক্রধরে স্তব করে রামেশ্বর গায়॥ ১৮৩২। [৮৪]

শিবের কৃষ্ণস্তব

তুমি ব্রহ্ম পরজ্যোতি বাক্য[1] নিগূঢ় অতি[1]
স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর সব।
অমলাত্মা সব যাকে আকাশের প্রায় দেখে
যত সব তোমার বৈভব॥ ১৮৩৩।
তব নাভি নভস্থল মুখ অগ্নি শুক্র জল
স্বর্গ শির চক্ষু দিবাকর।
চন্দ্রাদি[2] কমলাকৃতি[2] অঙ্ঘ্রি যুজা[3] বসুমতী
আমি আত্মা সমুদ্র জঠর॥ ১৮৩৪।

১—১ বাঙমনোনিগূঢ় অতি (ক)
২—২ চন্দ্র মন দিক্ শ্রুতি (ক)
৩ যার (ক)

ভুজ যার জম্ভভেদী মনো[১] যার মৌষধি[১]
মেঘ যার কেবল[২] নির্ম্মাণ।
হৃদয় যাহার ধর্ম্ম সে তুমি পরমব্রহ্ম
লোক-কল্প পুরুষ-প্রধান ॥ ১৮৩৫ ।
এই অবতার ধর্য্যা ধর্ম্ম সংস্থাপন কর্য্যা
জগতের করিলা নিস্তার।
আমরা সকল যত সব তোমা অনুগত
এক তুমি অনেক বিস্তার ॥ ১৮৩৬ ।*

১—১ লোম যার মহৌষধি (ক) ২ কেশের (ক)

* ১৮৩৬—১৮৩৭ শ্লোক পর্য্যন্ত (ক) পুথির পাঠান্তর।

যেমন সূর্য্যের কর প্রকাশিয়া চরাচর
আপনারে প্রকাশে আপনি।
তেমন তোমার মায়া নির্গুণে ধরিয়া ছায়া
গুণবান করেন গুণিনী ॥
এক তুমি আদিমূর্ত্তি তোমার সকল কীর্ত্তি
সকলে আপনি সর্ব্বময়।
তুমি ব্রহ্ম ধর্ম্মসেতু তুমি সে অশেষ হেতু
অনির্ব্বাচ্য অনন্ত অব্যয় ॥
তুমি সকলের সার তোমা বিনা নাহি আর
অজ্ঞান বুঝিতে নাহি পারে।
পুত্র দারা গৃহ সুখে প্রমত্ত হইয়া থাকে
উঠে ডুবে দুঃখের সাগরে ॥
লভি দেবদত্ত দেহ নরলোকে অজিতেন্দ্রিয়
অনাদর করে তৃষ্ণাপায়।
আপনা বঞ্চন করে পশ্চাৎ ভাবিয়া মরে
অমৃত ছাড়িয়া বিষ খায় ॥

যে তোমারে জ্ঞানে ধরে সে তোমা ছাড়িতে নারে
কেবল অনন্য করয়্যা জানে।
এমন বিস্তর বল্যা শঙ্কর সম্ভাষ করয়্যা
সুহৃদাত্ম-দেবতা চরণে ॥ ১৮৩৭।
শিববিষ্ণু কোলাকুলি বাণে নিল পদধূলি
শঙ্কর সঁপিল হাতে হাতে।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর কৃপা কর হরিহর
যশোমন্তসিংহ নরনাথে ॥ ১৮৩৮। [৮৫]

বাণকে আশীর্ব্বাদ দান

হরিকে কহেন হর শুন কৃপাসিন্ধু।
অনুরক্ত অতি ভক্ত বাণ মোর বন্ধু ॥ ১৮৩৯।
অনুরক্ত অসুরে অভয় দিনু আমি।
সেই আজ্ঞা তোমার পালন কর তুমি ॥ ১৮৪০।
তব ভক্ত প্রহ্লাদ ইহার পিতামহ।
তার প্রতি তোমার জানিল যত স্নেহ ॥ ১৮৪১।
তত স্নেহ আমার ইহাকে ইহা জান্যা।
তুমি স্নেহ কর কয়্যা সমর্পিল আন্যা ॥ ১৮৪২।
হরের বচনে হর্ষ হয়্যা কন হরি।
সর্ব্বকাল আমরা তোমার আজ্ঞাকারী ॥ ১৮৪৩।

যে জন বিজ্ঞান ধরে সে তোমা ছাড়িতে নারে
কেবল অনন্য করয়্যা জানে।
এমন বিস্তর বল্যা শঙ্কর প্রণত হল্যা
পুরহ দেবের চরণে।

আমি দেহ তুমি জীব পুরুষ জাগ্রত।
যে আজ্ঞা তোমার আজ্ঞা হয় বলবত ॥ ১৮৪৪ ।*
আপনে যে বল্যাছেন অতি বিলক্ষণ।
অলঙ্ঘ্য তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘে কোনজন ॥ ১৮৪৫ ।
তোমার অপ্রিয় কেহ করি নাই কভু।
সকলের সার তুমি সবাকার প্রভু ॥ ১৮৪৬ ।
এ বাণ বলির বেটা প্রহ্লাদের পৌত্র।
তাকে যে বল্যাছি বধ্য নহে তোর গোত্র ॥ ১৮৪৭ ।
তাহাতে তোমার ভক্ত মোর প্রিয়তম।
বাহুচ্ছেদ কর‍্যা কৈনু দর্প উপশম ॥ ১৮৪৮ ।
পৃথিবীর ভার গেল ভাল হৈল কর্ম্ম।
আর কিছু আমি করি অসুরের শর্ম্ম[১] ॥ ১৮৪৯ ।
পার্ষদ-প্রধান হৈয়া আমার আশিসে।
হবেক অজরামর রবেক কৈলাসে ॥ ১৮৫০ ।
চারিভুজে তোমার চরণ দুটী ভজ্যা।
আনন্দসাগরে বাণ থাকিবেন মজ্যা ॥ ১৮৫১ ।
কৃষ্ণ আশীর্ব্বাদ কৈল বাণ হৈল নতি।
শিবাদেশে উষাসনে আনে উষাপতি ॥ ২৮৫২ ।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ভাগবত।
যশোমন্তসিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ১৯৫৩ । [৮৬]

অনিরুদ্ধের বিবাহ

ভাগ্যবান বাণরাজা সিদ্ধ হল্য আশা ॥
অনিরুদ্ধ সহিতে উষার কৈল ভূষা ॥ ১৮৫৪ ।

* ১৮৪৪ শ্লোক (ক) পুথিতে নাই।
১ ধর্ম্ম (ক)

বিচিত্র বসন বহুমূল্য অলঙ্কার।
যৌতুক কৌতুক কত সীমা নাই আর ॥ ১৮৫৫ ।
চাপাইয়া বিচিত্র রথে চলিল পশ্চাত।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে নাচে নরনাথ ॥ ১৮৫৬ ।
আগে আগে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ।
গড় কর্য্যা গোবিন্দে করিল নিবেদন ॥ ১৮৫৭ ।
অনিরুদ্ধে হেরিয়া হাসিল হলধর।
ঊষার দেখিল চারিমাসের উদর ॥ ১৮৫৮ ।
গোপীনাথ গণ্ড করে পৌত্রবধূ হেরি।
পদ্মিনী প্রদ্যুম্ন বধূ পরম সুন্দরী ॥ ১৮৫৯ ।
বর কন্যা দেখ্যা সবে আনন্দহৃদয়।
শম্ভুকে সম্ভাষ কর্য্যা গোবিন্দ বিজয় ॥ ১৮৬০ ।
সদাশিবে[১] স্তুতিবাক্য বলিয়া বিস্তর[১]।
চক্রপাণি চলে অনিরুদ্ধ-পুরঃসর ॥ ১৮৬১ ।
দ্বাদশাক্ষৌহিণী সেনা চতুরঙ্গ দলে।
আগে পিছে চলিল করিয়া কুতূহলে ॥ ১৮৬২ ।
শুক্ল-রক্ত-পীত কৃষ্ণপতাকার ঘটা।
শঙ্খ দুন্দুভির বাদ্য গেল ব্রহ্মকোটা ॥ ১৮৬৩ ।
অনিরুদ্ধ-পুরঃসর প্রবেশিলা পুরী।
ঘরে আল্য হারাধন হয়্যাছিল চুরি ॥ ১৮৬৪ ।
আনন্দের সীমা নাই গোবিন্দের ঘরে।
অঙ্গনে অঙ্গনা উত্থানিল কন্যাবরে ॥ ১৮৬৫ ।
নৃত্যগীতবাদ্য নগরের অতি শোভা।
ঘরে ঘরে ঘোষে লোক গোবিন্দের প্রভা ॥ ১৮৬৬ ।

১—১ রুদ্রানুমোদিত রঙ্গ করিয়া বিস্তর (ক)

এই কৃষ্ণবিজয় প্রভাতে যদি স্মরে।
পরাজয় নাহি হয় পাপ যায় দূরে ॥ ১৮৬৭।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ভাগবত।
রাজা রামসিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ১৮৬৮ [৮৭]

পঞ্চম পালা সমাপ্ত

ষষ্ঠ পালা আরম্ভ

বৃকাসুর কথা

হরিহরসংগ্রাম শুনিয়া ভগবতী।
হাসিয়া হরের পায় হইলেন নতি ॥ ১৮৬৯।
সাধু সদাশিব সত্য সেবকবৎসল।
চতুর্ব্বর্গদাতা দুটী চরণ-কমল ॥ ১৮৭০।
ভোলানাথে মিল্যা থাকে ভক্তগুলি ভাল।
এমন ভক্তের কথা আর কিছু বল ॥ ১৮৭১।
বিশ্বনাথ বলেন বলিতে বাসি ব্রীড়া।
পায় পড়্যা বর নেই পাছে দেই পীড়া ॥ ১৮৭২
বৃকাসুরে বর দিয়া বিশ্ব বুলি ধায়্যা।
বিষ্ণু আসি বাঁচাইল বিপ্রবেশ হয়্যা ॥ ১৮৭৩।
সীমন্তিনী শুন্যা বলে এত বড় রঙ্গ।
মৃত্যুঞ্জয় হয়্যা কৈলে মৃত্যু দেখ্যা ভঙ্গ ॥ ১৮৭৪।
শৈলসুতা শুন বড় কথা উপস্থিত।
শুকমুখে শুনে যাহা রাজা পরীক্ষিত ॥ ১৮৭৫।
বৃক নামে অসুর আছিল একজন।
সকলি সুন্দরী শুন তার বিবরণ ॥ ১৮৭৬।

বাহুবলে বিশ্বজয় কর্য়া বীরবর।
নারদের উপদেশে আরাধিল হর ॥ ১৮৭৭।
সাধন করিলে শীঘ্র সিদ্ধ হয় কাজ।
কোন দেব করি সেবা বল মুনিরাজ ॥ ১৮৭৮।
আশুতোষ উমাপতি যদি দিল কয়্যা।
ষড়হ সাধিল সকৃৎ পাংশু-মুষ্টি খায়্যা ॥ ১৮৭৯।
সপ্তাহে অসুর তুষ্ট রুষ্ট হয়্যা হরে।
অগ্নিকুণ্ডে দিল মুণ্ড জীল হর বরে ॥ ১৮৮০।
দেবদেবে দয়া হৈল দেখে তার দুঃখ।
বিলক্ষণ বর মাগ বলে পঞ্চমুখ ॥ ১৮৮১।
বঞ্চিত বাঞ্ছিত বর মাগিলেন এই।
যার শিরে হস্ত দিব ভস্ম হবে সেই ॥ ১৮৮২।
হিংসকের হিংসায় হয়্যাছে অভিলাষ।
বিস্তর বলিনু বোধ মানে নাই দাস ॥ ১৮৮৩।
এড়াইতে নারিয়া অসুরে দিনু বর।
পরীক্ষিতে মোর মাথে দিতে আসে কর ॥ ১৮৮৪
প্রাণভয়ে পালাম্নু পশ্চাৎ নিল তাড়্যা
আউলাইল জটা বাঘছাল গেল পড়্যা ॥ ১৮৮৫।
রুষিল অসুর তার খসিল অম্বর।
আউলাচুলি ধায়্যা বুলি তুই দিগম্বর ॥ ১৭৮৬।
চতুর্দ্দশ ভুবন হৈল চমৎকার।
হায় হায় যায় যায় বলে মার মার ॥ ১৮৮৭।
ব্রহ্মাণী সহিতে ব্রহ্মা ছুটে হংসরথে।
গরুড়ে গোবিন্দ লক্ষ্মী-সরস্বতী-সাথে ॥ ১৮৮৮।
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র সেহ আল্য ধায়্যা।
বাক্য নাই কার স্বরে রহিলেন চায়্যা ॥ ১৮৮৯।

বিষ্ণু ভজ্যা[1] বটু বাকপটু বিলক্ষণ।
তিনি[2] ডাক্যা হাস্যা হাস্যা কৈলা সম্বোধন[2] ॥ ১৮৯০
তোরা দুই দিগম্বর ধায়া ধাই কেনে।
দাণ্ডাইয়া বৃত্তান্ত কহ রহ দুই জনে ॥ ১৮৯১ ।
মধ্যে রল্যা মাধব দুদিকে দুইজন।
বৃকাসুর বন্দিয়া বলিছে বিবরণ ॥ ১৮৯২ ।
বৃকের বচনে বটু উড়াইল্য হাস্যা।
বৃথা কষ্ট পাল্যে বাছা এতদূর আস্যা ॥ ১৮৯৩ ।
কার শিরে হস্ত দিলে কেবা ভস্ম হয়। .
একথা কেমনে মনে কর্যাছ প্রত্যয় ॥ ১৮৯৪ ।
দক্ষ শাপে শিবের পিশাচ[3] ব্রত হৈতে।
তদবধি পারে নাই কারে কিছু দিতে ॥ ১৮৯৫ ।
ঈশ্বরাজ্ঞা অমোঘ আপনি যদি জান।
স্বমস্তকে হস্ত দিয়া দেখ নাই কেন ॥ ১৮৯৬ ।
মহাসুরে মোহ করে মাধবের মায়া।
নিজ শিরে হস্তদিতে ভস্ম হৈল কায়া ॥ ১৮৯৭ ।
হরে ধরি করে হরি প্রেম আলিঙ্গন।
দুন্দুভি বাজনা বাজে নাচে সুরগণ ॥ ১৮৯৮ ।
কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ গান করে তারা।
শক্র কৈল সুধা বৃষ্টি সুস্থ হৈল ধরা ॥ ১৮৯৯ ।
পুণ্যগন্ধযুত বায়ু বহে মন্দ মন্দ।
শিব পরিত্রাণ-পাল্য সবার আনন্দ ॥ ১৯০০ ।
পশুপতি প্রশংসিয়া পদ্মনাভ কয়।
বিশ্বনাথ বিশ্ববীজ সদানন্দময় ॥ ১৯০১ ।

১ হয়্যা (ক) ২—২ সঙ্গ নিয়া হাস্যা হাস্যা কৈল নিবেদন (ক)
৩ পেল্যাছে (ক)

আত্মা তুমি আমার আরাধ্য সবাকার।
তোমার তুলনা তুমি তুল্য নাহি আর ॥ ১৯০২।
আশুতোষ উমাপতি ভকতের বশে।
হিংসুক হৈল হত আপনার দোষে ॥ ১৯০৩।
সাধু শব্দ নমঃ শব্দ জয় শব্দ কয়্যা।
বিবুধ-বিদায় বিশ্বনাথে নতি হয়্যা ॥ ১৯০৪।
সুপবিত্র বিচিত্র গিরিশ-পরিত্রাণ।
শুনিলে সম্পদসুখ সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥ ১৯০৫।
একথা ঈশ্বরী শুন্যা ঈশ্বরের মুখে।
রাত্রিদিবা শিবসেবা সীমা নাই সুখে ॥ ১৯০৬।
এমন প্রভুর পদ সেবা নাই কর্যা।
মূঢ় জীব জীয়ে কেন যায় নাই মর্যা ॥ ১৯০৭।
পরিতোষ প্রভুর প্রচুর হয় যাতে।
যত্ন কর্যা জিজ্ঞাসিব যজ্ঞদান ব্রতে ॥ ১৯০৮।
যশোমস্তসিংহে ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ১৯০৯। [৮৮]

হর-গৌরী সংবাদ

পর্ব্বত-পুরবরে ভূকৈলাস শিখরে
সকল রতন বিভূষিতে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রচুর দেবাসুর
সুসিদ্ধ চারণ-সেবিতে ॥ ১৯১০।
অপ্সরবৃন্দাবৃত দুন্দুভি নৃত্যগীত
মহাঋষি মুখে বেদধ্বনি।
সকল পুষ্প ফল শোভিত সর্ব্বকাল
সে স্থল মহিমা এমনি ॥ ১৯১১।

সুস্থিরচ্ছায়াবৃক্ষ আরূঢ় নানা পক্ষ
নানামত নিনাদিতে।
সুন্দর পারিজাত প্রসূন-সমুদ্ভূত
দিব্ধ[১] গন্ধ আমোদিতে ॥ ১৯১২।
আকাশ-গঙ্গামৃত তরঙ্গনিনাদিত
ত্রিগুণযুত বায়ু বহে।
সুরম্য সেই স্থানে বসিয়া বরাসনে
সতত শিবশিবা রহে ॥ ১৯১৩।
একদা শিব সেবি জিজ্ঞাসা করিলা দেবী
আনন্দে পাইয়া বৃষকেতু।
শুনহে শূলপাণি আমি তোমা দড় জানি
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ হেতু ॥ ১৯১৪।
অনেক পুণ্য ফলে অভয় পদ তলে
আমার রসের লহরী।
কহ ওহে সুরশ্রেষ্ঠ যে কর্ম্মে তুমি তুষ্ট
সে সর্ব্ব কর্ম্ম আমি করি ॥ ১৯১৫।
কি ব্রত যজ্ঞদান অথবা তীর্থ স্নান
তোমার কিসে পরিতোষ।
এ কথা সত্য করি কহিবে ত্রিপুরারি
ক্ষমিয়া মোর যত দোষ ॥ ১৯১৬।
দেবীর বচন শুনিয়া ভগবান
শঙ্কর আরম্ভিলা কথা।
বিরচে রামেশ্বর শ্রীনন্দিকেশ্বর
পুরাণ সঙ্গীত কথা ॥ ১৯১৭। [৮৯]

১ দিব্য (ক)

শিবরাত্রি-বিধি

শঙ্কর সন্তোষ হয়্যা শঙ্করীকে কন।
বিধুমুখী শুন ব্রতরাজ বিলক্ষণ ॥ ১৯১৮।
ফাল্গুনে যে চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষে হয়।
তাহার যে রাত্রি তাকে শিবরাত্রি কয় ॥ ১৯১৯।
সেই শিবরাত্রির ব্রত যেই জন করে।
নিশ্চয় ভবের হয় ভবভয় তরে ॥ ১৯২০।
স্নানমন্ত্র উপহার তার নাই দায়।
উপবাস মাত্র আমা অকস্মাৎ পায় ॥ ১৯২১।
ব্রতের বিধান বলি শুন সাবধানে।
ব্রহ্মচর্য্য সমাহিত ত্রয়োদশী দিনে ॥ ১৯২২।
স্নান পূজা নিত্যকৃত্য কর‍্যা সমাপন।
নিরামিষ হবিষ্য বা সকৃৎ ভোজন ॥ ১৯২৩।
শিবনাম স্মৃতিমাত্র কর‍্যা রাত্রি কালে।
স্থণ্ডিলে বা কুশে শুয়্যা সংস্কৃত স্থলে ॥ ১৯২৪।
রাত্রি শেষে উত্থান করিয়া তারপর।
আবশ্যক কৃত্যের কর্ত্তব্য দ্রুততর ॥ ১৯২৫।
সূর্য্যোদয়ে স্নান সন্ধ্যা কর‍্যা সমাপন।
বিল্বদল বিস্তর করিবে আহরণ ॥ ১৯২৬।
তারপর মধ্যাহ্নেতে নিত্যকর্ম্ম সার‍্যা।
পশ্চাতে বসিবে সন্ধ্যা উপাসনা কর‍্যা ॥ ১৯২৭।
নত্থান্তে স্থণ্ডিলে লিঙ্গে স্থাবরে বা শিবে।
যত্ন কর‍্যা যথাক্রমে বিল্বদল দিবে ॥ ১৯২৮। *

* ১৯২৮ শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই

যত পুষ্প সকল জানিবে এক ঠাঁঞি।
এক বিল্বদলের তুলনা দিতে নাই ॥ ১৯২৯ ।
মণিমুক্তা প্রবাল পুরট পুষ্পচয়।
বিল্বপত্রে তৃপ্তি যত তত তাতে নয় ॥ ১৯৩০ *
প্রহরে প্রহরে স্নান পূজা বিশেষতঃ।
গন্ধপুষ্প দিয়া দুগ্ধ-দধি-মধু-ঘৃত ॥ ১৯৩১ ।
দুগ্ধে স্নান প্রথমে দ্বিতীয়ে দিয়ে দধি।
ঘৃতে কর‍্যা তৃতীয় চতুর্থে মধু বিধি ॥ ১৯৩২ ।
পঞ্চরাত্রি বিধান বলিয়া মূল মন্ত্র।
যথাশক্তি আমারে পূজন পুণ্যজন্তু ॥ ১৯৩৩ ।
নৃত্য গীত বাদ্য কর‍্যা করি[১] জাগরণ।
অপর দিবসে আগে ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥ ১৯৩৪ ।
বিপ্রে পূজ্যা পশ্চাৎ পারণ কর গিয়া।
তাহার পুণ্যের কথা শুন মন দিয়া ॥ ১৯৩৫ । **
সপ্ত দ্বীপেশ্বর হয়্যা হয় কামাচারী।
তিথির মাহাত্ম্য শুন ত্রিপুর-সুন্দরী ॥ ১৯৩৬ ।

* ১৯৩০ শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই।

১ নিশি (ক)

** অতিরিক্ত পাঠ :—

যজ্ঞ দান তপস্যায় যত পুণ্যোদয়।
ইহার ষোড়শ কলা তুল্য নাহি হয় ॥
যে করে এ ব্রত তার চতুর্ব্বর্গাদি।
গাণপত্য লভে আর অবগর কি ॥
পুণ্যফলে পশ্চাৎ পৃথিবী-স্থান গিয়া।
যে সুখ-সম্পদ পান শুন মন দিয়া ॥ (ক) পুঁথি

পশুপতি আরম্ভিল পুরাতন কথা।
দ্বিজ রামেশ্বর ভণে শুনে শৈলসুতা॥ ১৯৩৭। [৯০]

ব্যাধের মৃগয়ায় গমন

আছে এক পুরী তার নাম বারাণসী।
সর্ব্বগুণসমন্বিত যেন স্বর্গ বাসি॥ ১৯৩৮।
তাতে এক ব্যাধের আছিল অবস্থিতি।
সর্ব্বদা হিংসক হন দুর্জ্জন দুষ্কৃতি[১]॥ ১৯৩৯।
খর্ব্ব খল কৃষ্ণবর্ণ তপ্ত তাম্র কেশ।
পিঙ্গললোচন পাপী পিশাচের বেশ॥ ১৯৪০।
পশুহিংসা সজ্জা তার পরিপূর্ণ ধাম।
বাগুরা[২] সল্ল্যাদি[২] কর‍্যা কত লব নাম॥ ১৯৪১।
একদিন সেই ব্যাধ প্রবেশিয়া বনে।
বধিল বিস্তর পশু বিস্তর সন্ধানে॥ ১৯৪২।
মাংসভার বান্ধিয়া মনের অভিলাষে।
গমন উত্তম কৈল আপনার বাসে॥ ১৯৪৩।
চল্যা যাত্যে শ্রম হৈল গুরুতর ভারে।
বড় অসমর্থ হৈল বনের ভিতরে॥ ১৯৪৪।
বিশ্রাম বাসনা কর‍্যা বৃক্ষমূলে শুল্য।
নিদ্রার আবেশে অবশেষ বেলা গেল॥ ১৯৪৫।
সূর্য্য অস্ত গেল হৈল ভয়প্রদা নিশা।
নিদ্রাভঙ্গ হয়্যা ব্যাধ হারাইল দিশা॥ ১৯৪৬।
উঠিয়া বসিল ভয়ে হৈল মৃতপ্রায়।
অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে না পায়॥ ১৯৪৭।

১ দুর্ম্মতি (ক) ২—২ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি (ক)

করে মনে মরি বনে তার নাই দায়।
কিন্তু কোন জন্তু পাছে মাংসভার খায় ॥ ১৯৪৮ ।
প্রাণপণে প্রচুর পিসিত কর‍্যা কোলে।
হাঁটু পাত্যা বড় বৃক্ষ হাতাড়িয়া বুলে ॥ ১৯৪৯ ।
বড় বিল্ববৃক্ষ পাল্য বিস্তর আয়াসে।
মাংসভার বান্ধে তার ডালে লতাপাশে ॥ ১৯৫০ ।
সেই বৃক্ষ উপরে আপনে উঠ্যা রয়।
রামেশ্বর বলে তার তলে পশুত্রয়[১] ॥ ১৯৫১ । [৯১]

ব্যাধের শিবপূজা

ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত ব্যাধ বৃক্ষের উপর।
পরিপ্লুত নীহারে কম্পিত কলেবর ॥ ১৯৫২ ।
এইরূপে জাগিয়া রহিল রাত্রিকালে।
দৈবাৎ আমার লিঙ্গ ছিল বিল্বমূলে ॥ ১৯৫৩ ।
শিবরাত্রি সেদিন লুব্ধক নিরাহারে।
গায় বায়্যা হৈল[২] হিমপাত মোর শিরে ॥ ১৯৫৪ ।
তনু যত কাঁপে তত তরুবর নড়ে।
ডাঁট খস্যা বৃদ্ধ বৃদ্ধ বিল্বদল পড়ে ॥ ১৯৫৫ ।
তার সেই দশা মোর তোষে নাই সীমা।
তিথির মাহাত্ম্য বিল্বদলের মহিমা ॥ ১৯৫৬ ।
স্নান নাই পূজা নাই উপহার শূন্য।
তবু তিথি মাহাত্ম্যে বহুল হৈল পুণ্য ॥ ১৯৫৭ ।
এইরূপে সেই ব্যাধ কর‍্যা ব্রতোত্তম।
প্রভাতে প্রস্থান কৈল আপনা আশ্রম ॥ ১৯৫৮ ।

১ পশুভয় (ক) ২ পড়ে (ক)

ব্যাধবৃত্তি কর‍্যা নিত্য কত কাল ছিল।
পরে তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হৈল ॥ ১৯৫৯।
অধমে আনিতে অন্তকের আজ্ঞা পায়্যা।
অযুত অযুত যমদূত আল্য ধায়্যা ॥ ১৯৬০।
কার হাতে লৌহদণ্ড কার হাতে নড়ি।
ধনুর্ব্বাণ ধর‍্যা কেহ ধায় রড়ারড়ি ॥ ১৯৬১।
লোহার মুদ্গর লয়্যা লাফ দিয়া পড়ে।
ধর‍্যা খড়্গ চর্ম্ম কেহ ধায় উভরড়ে ॥ ১৯৬২।
কার হাতে শেল শূল কার হাতে ছুরি।
কৃপাণ কুঠার আর কাটার কাটারি ॥ ১৯৬৩।*
পরশু পট্টিশ আদি নানা অস্ত্র ধরি।
ধাইল ধর্ম্মের দূত ধর ধর করি ॥ ১৯৬৪।
ভয়ঙ্কর যমের কিঙ্কর সাজ্যা আল্য।
চতুর্দ্দিক চায়্যা ব্যাধ চমৎকার পাল্য ॥ ১৯৬৫।
কাট কাট কহে কেহ কেহ মার মার।
বলে কেহ বান্ধ বান্ধ বিদার বিদার ॥ ১৯৬৬।
লুটিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম পাওয়াইল ভ্রম।
কৈল শেষে চর্ম্ম পাশে বন্ধনউদ্যম ॥ ১৯৬৭।
সেই কালে শিবদূত মনে হৈল জঙ্গ।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে শুন তার রঙ্গ ॥ ১৯৬৮। [৯২]

ব্যাধের মৃত্যু

হেনকালে হর চিত্ত হইল চঞ্চল।
অকস্মাৎ আসন করয়ে টলমল ॥ ১৯৬৯।

* ১৯৬৩ শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই।

সে যে উপবাস ছিল শিবরাত্রি দিনে।
সেই কথা সকল স্মরিল মোর মনে॥ ১৯৭০।
কিঙ্করে কহিনু বারাণসে ব্যাধ মরে।
সে মোর সেবক শীঘ্র আন গিয়া তারে॥ ১৯৭১
এইরূপে আমার অমোঘ আজ্ঞা পায়্যা।
অযুত অযুত শিবদূত গেল ধায়্যা॥ ১৯৭২।
যমদূত ব্যাধকে বন্ধন দিতে যায়।
হেনকালে মোর দূত মানা কৈল তায়॥ ১৯৭৩।
কি কর্ম্ম করিস ওরে যমের কিঙ্কর।
শিবের সেবক বান্ধ বুকে নাই ডর॥ ১৯৭৪।
ইহারে না ছুঁইও না কেহ কষ্ট দিয়ো।
ইহ মহাশয় বড় শঙ্করের প্রিয়॥ ১৯৭৫।
ঈশ্বরের আজ্ঞায় আস্যাছি মোরা নিতে।
যমের কি যোগ্যতা ইহারে পারে ছুঁত্যে॥ ১৯৭৬।
শিবদূত বাক্য শুন্যা যমদূত হাসে।
ব্যাধ বেটা শিবের সন্তোষ কৈল কিসে॥ ১৯৭৭।
জানে নাই জপ পূজা যজ্ঞ দান ব্রত।
সর্ব্বদা হিংসক সর্ব্বধর্ম্ম বহির্ভূত॥ ১৯৭৮।
এমন অধমে যদি ঈশ্বর উদ্ধারে।
তবে আর শমন দমন দিবে কারে॥ ১৯৭৯।
শিবদূত বলে আহা আমরা কি জানি।
কে জানে কি গুণে কৃপা কৈল শূলপাণি॥ ১৯৮০।
ঈশ্বরের আজ্ঞায় ইহারে যাব লয়্যা।
শুন্যা যমদূত অদ্ভুত উঠে কয়্যা॥ ১৯৮১।
মোরা যম-কিঙ্কর যমের আজ্ঞাকারী।
কি প্রকারে ইহারে ছাড়িয়া দিতে পারি॥ ১৯৮২।

বাদাবাদে বিবাদ[১] উত্তম উপস্থিত।
রচে দ্বিজ রামেশ্বর শিবের সঙ্গীত॥ ১৯৮৩। [৯৩]

শিবদূত ও যমদূতের যুদ্ধ

শিব-সেনাগণ করিয়া[২] তর্জ্জন
ছুটিল বজ্রের পারা।
যমদূত উপর বরিখে খরশর
যৈছন জলধরধারা॥ ১৯৮৪।
তৈছন যমভট রুষ্টে উৎকট
ক্ষেপে বহুবিধ বাণ।
দুর্জ্জয় দুইদল সকল মহাবল
অবিরল বলে হান হান॥ ১৯৮৫।
যুদ্ধের মধ্যে দুন্দুভি বাজে
তাণ্ডব জন্মিল হর্ষে।
বধ বধ মথ মথ নিঃস্বন অদ্ভুত
পাদপ পর্ব্বত বর্ষে॥ ১৯৮৬।
লোহার মুদ্গর কুঠার তোমর
শেল শূল খুরধার ছুরি।
ডাবুষ পট্টিশ পরশু পরবিশ[৩]
খরশর বরিখে ভূরি॥ ১৯৮৭।
খড়্গাচর্ম্ম ধরি মার মার করি
চৌদিকে বেড়িল বাট।
ভণে রামেশ্বর শঙ্করকিঙ্কর
নির্ভয়ে জুড়িল কাট॥ ১৯৮৮। [৯৪]

---

১ যুদ্ধের (ক) ২ শুনিয়া (ক) ৩ পরশ্বধ (ক)

ব্যাধের শিবলোক প্রাপ্তি

শিব বলে শৈল-সুতা শুন রণ-রঙ্গ[1]।
যমসম যমদূত কৈল অঙ্গ[2] জঙ্গ[2] ॥ ১৯৮৯।
মন্নিয়োগে[3] যমদূত[3] মাতি মহারণে।
জারাজোরা কৈল সারা যমদূতগণে ॥ ১৯৯০।
মুষলের মারে কার মাথা গেল ফাট্যা
বিরূপ করিল কার নাক কান কাট্যা ॥ ১৯৯১।
সকল শরীরে কার শোণিতের ধারা।
উদয় হৈল যেন অরুণের পারা ॥ ১৯৯২।
খেটকের চোটে কার চক্ষু গেল উড়্যা।
চড়ায়্যা ভাঙ্গিল গাল দন্ত দিল তুড়্যা ॥ ১৯৯৩।
পাছাড়িয়া মুচড়িয়া ভাঙ্গে কার ঘাড়।
ঘোর শব্দ কর্যা কেহ বলে ছাড় ছাড় ॥ ১৯৯৪। *
কেহ ধর্যা মারে কারে করে তাড়াতাড়ি।
পাছাড়ি বসিল বুকে উপাড়িল দাড়ি ॥ ১৯৯৫।
প্রলয় পাবকে কার অঙ্গ গেল পোড়া।
হস্ত পদ গেল কার হৈল টুটা খোড়া ॥ ১৯৯৬।
প্রখর পট্টিশ কার পেটে গেল পিট্যা।
আঁত ধর্যা অমনি ভূমেতে গেল লুট্যা ॥ ১৯৯৭।
কার কেশ ধর্যা কিল গোটা পাঁচ ছয়।
হাঁটু পাত্যা ডুকরিয়া হাঁ করিয়া রয় ॥ ১৯৯৮।
বুলায়্যা বসুধাতলে বুকে বাজে[4] হুড়া[4]।
গড়াগড়ি যায় যেন গৃহস্থের পুড়া ॥ ১৯৯৯।

---

১ তার (ক) ২—২ রণরঙ্গ (ক) ৩—৩ মদন মাতিল (ক)
* ১৯৯৪ শ্লোক (ক) পুথিতে নাই।
৪—৪ মাঁরে হুড়া (ক)

কেহ বলে মরি মরি কেহ বলে ছাড়।
কলস্বরে কান্দে কেহ কর‍্যা বাড় বাড় ॥ ২০০০।
আহা আহা উহু উহু কর‍্যা হায় হায়।
ঘাত হয়্যা ঘোর ঘায়ে ঘরমুখে ধায় ॥ ২০০১।
মহেশের দূত মাতাইল মহাজঙ্গ।
জর জর হইয়া যমদূত দিল ভঙ্গ ॥ ২০০২।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে শিবদূতগণ।
বিমানে কৈলাসে গেল ব্যাধের নন্দন ॥ ২০০৩।
হর্ষ হৈয়া হৈমবতী হরে নতি হৈলা।
রামেশ্বর বলে ধন্য মহেশের লীলা ॥ ২০০৪। [৯৫]

যম-নন্দী সংবাদ

পশুপতি পার্ব্বতীকে বলিছেন পুনঃ।
যমে যমদূত কান্দ্যা কি কয় তা শুন ॥ ২০০৫।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা কান্দ্যা কহেন প্রচুর।
ঈশ্বর তোমার অধিকার কৈল দূর ॥ ২০০৬।
এই দেখ অবস্থা করিল শিবদূত।
পাপ কর‍্যা পশুপতি পাল্য ব্যাধদূত ॥ ২০০৭।
একথা শুনিয়া যম হৈল চমৎকার।
আল্যা শিব সাক্ষাতে আনিতে অধিকার ॥ ২০০৮।
প্রবেশিতে মন্দিরে নন্দীরে হয়্যা নতি।
দ্বারপালে দেখাইল দূতের দুর্গতি ॥ ২০০৯।
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিবরণ।
বিশ্বনাথ বধে মোরে ব্যাধের কারণ ॥ ২০১০।
জীব হত্যা কর‍্যা যার জন্ম গেল বয়্যা।
সে আল্য শিবের আগে সাধুলোক হয়্যা ॥ ২০১১।

মহাপাপ কর্য্যা যদি মুক্ত হবে ভবে।
পাপ পুণ্য বিচার কি কাজ আর তবে ॥ ২০১২।
যমের কি কাঁজ যম যাকু[১] বারি হয়্যা।
স্বচ্ছন্দে সকলে রবে শিবলোক পায়্যা ॥ ২০১৩।
গেল অধিকার মোর হৈল বিলক্ষণ।
এতদিনে এড়াইল লোকের ভর্ৎসন ॥ ২০১৪। *
অধিকার করিতে আমার সাধ নাই।
বলিয়া বিদায় হব বিশ্বদেব ঠাঁঞি ॥ ২০১৫।
নন্দী বলে আহা এত অভিমান কেন।
ব্যাধের বিষয়ে দুঃখ বলি তাহা শুন ॥ ২০১৬।
সর্ব্বজ্ঞাতা সর্ব্ব কথা কহিলেন শুন্যা।
ব্যাধ বটে পাপাত্মা আপনি নিল মান্যা ॥ ২০১৭।
যাবত জীবন জীবহত্যার উদ্দেশ।
পাপ মাত্র কর্য্যাছে পুণ্যের নাহি লেশ ॥ ২০১৮।
তথাপি সে পাপী যে তোমারে দিল শোক।
শিবরাত্রিপ্রভাবে পাইল শিবলোক ॥ ২০১৯।
বলিলেন ব্যাধের ব্রতের বিবরণ।
রামেশ্বর বলে শুন্যা বিস্ময় শমন ॥ ২০২০। [৯৬]

শিবরাত্রি ব্রত

নন্দীকে প্রণাম কর্য্যা দূতান্বিত হয়্যা।
গিয়া ঘরে নিজ দাসে রাখিলেন কয়্যা ॥ ২০২১।
শিবসেবা করে যেবা শিবনাম লয়।
কিম্বা শিবরাত্রি দিনে উপবাসী রয় ॥ ২০২২।

১ দূর (ক)
* ২০১৪ শ্লোক (ক) পুথিতে নাই

সর্ব্বথা শিবের সেই শিব তার প্রভু।
তাহার নিকটে তোরা যায়্য নাই কভু॥ ২০২৩।
যমবাক্য যমদূত জানিয়া নিশ্চয়।
সে অবধি শৈবের নিকটে নাই হয়॥ ২০২৪।
তার মধ্যে শিবরাত্রে উপবাস যার।
দূর হৈতে দণ্ডবৎ তুটী-পায় তার॥ ২০২৫।
এমন ব্রতের প্রভাব কহিলাম শিবা।
বল বরবর্ণিনি বর্ণিব আর কিবা॥ ২০২৬।
শিবরাত্রি প্রিয় মোর যত প্রিয় তুমি।
কেবল তোমার ভাবে কহিলাম আমি॥ ২০২৭।
এই কথা ঈশ্বরী ঈশ্বর মুখে শুন্যা।
শৈলসুতা রহিলেন সবিস্ময় মান্যা॥ ২০২৮।
হর্ষযুতা সেই কথা সদা জাগে মনে।
ব্রতের বড়াই কৈল বান্ধবের সনে॥ ২০২৯।
রাজা প্রজা প্রসঙ্গ শুনিল পরস্পরে।
পৃথিবীতে প্রচার হৈল ঘরে ঘরে॥ ২০৩০।
পশুপতি পর কভু পূজ্য নাই আর।
অশ্বমেধ যজ্ঞ যেন সব যজ্ঞ সার॥ ২০৩১।
গঙ্গাসম ত্রিভুবনে তীর্থ নাই যথা।
ব্রত মধ্যে শিবরাত্রি ব্রতরাজ তথা॥ ২০৩২।
ভণে রামেশ্বর নন্দিকেশ্বরের মত।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল শিবরাত্রি ব্রত॥ ২০৩৩। [৯৭]

একাদশী-মাহাত্ম্য

যোগেশ্বরে যত্ন কর্য়া জিজ্ঞাসিল শিবা।
বিষ্ণু-ব্রত মধ্যে বল বিলক্ষণ কিবা॥ ২০৩৪।

ইহা শুনি শূলপাণি সাধুবাদ করে।
শৈলসুতা সার কথা সুধাইলে মোরে ॥ ২০৩৫ ।
মোর চতুর্দ্দশী যেন অষ্টমী তোমার।
একাদশী তেমন বিষ্ণুর ব্রত সার ॥ ২০৩৬ ।
হরি হর হৈমবতী তিনে নাই ভেদ।
তিন ব্রত সভার কর্ত্তব্য বলে বেদ ॥ ২০৩৭ ।
শিবরাত্রি বিনা সব সেবা ফল নাশে।
মহাষ্টমী বিনা মনোভীষ্ট হবে কিসে ॥ ২০৩৮ ।
একাদশী অন্ন খাল্যে অধঃপাত হয়।
অতএব সবার কর্ত্তব্য ব্রত হয় ॥ ২০৩৯ ।
শিবরাত্রি শুনিলে অষ্টমী তুমি জান।
একাদশী ব্রতের বৃতান্ত বলি শুন ॥ ২০৪০ ।
যখন সৃজন হৈল ভুবন সকল।
যম কৈল জীবে দিতে শুভাশুভ ফল ॥ ২০৪১
একদিন ঈশ্বর আইলেন যমালয়।
জগন্নাথে যজ্যা যম যোড় হাতে রয় ॥ ২০৪২ ।
চীৎকার শুনিয়া চমৎকার চক্রপাণি।
জিজ্ঞাসিল দক্ষিণে কিসের শব্দ শুনি ॥ ২০৪৩ ।
জীবের যন্ত্রণা যম জানাল্য সকল।
কর্ম্মভূমে কুকর্ম্ম করিলে তার ফল ॥ ২০৪৪ ।
অন্য বৃক্ষ রোপিলে সকলে ফল খায়।
পাপ ফল কেবল কর্ত্তার সমুদায় ॥ ২০৪৫ ।
হৃষ্ট[১] হয়্যা[১] দুষ্ট কর্ম্ম করিলেন বটে।
এখন ভুঞ্জিতে দুঃখ নারে বুক ফাটে ॥ ২০৪৬ ।

১—১ দুষ্ট হৈয়া (ক)

কৃষ্ণসেবা করে নাই কিসে হবে ভাল।
দয়াময় কয় মোরে দেখাইবে চল ॥ ২০৪৭।
জগন্নাথ লয়্যা যম যায়্যা চটপট।
দেখাইল দুরাত্মার দারুণ সঙ্কট ॥ ২০৪৮।
চৌরাশী কুণ্ডের চায়্যা চতুর্দ্দিকময়।
চক্রপাণি চিন্তিত হইলা অতিশয় ॥ ২০৪৯।
ঘোর শব্দ করে পাপী মারে যমদূত।
অন্ধকারে উৎপাত অকথ্য অদ্ভুত ॥ ২০৫০।
শুষ্ক কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু ফাড়্যা গেছে মুণ্ড।
অযুত অযুত যমদূত দেয় দণ্ড ॥ ২০৫১।
নরকে নারকী নর উঠু ডুবু করে।
নেত্র মেল্যা নারায়ণে নিরখিতে নারে ॥ ২০৫২।
জীবের যন্ত্রণা দেখ্যা দুঃখ বাস্যা মনে।
একাদশী তিথি হরি হল্যা সেইখানে ॥ ২০৫৩।
একাদশী করায়্যা পাপীকে কল্যা পার।
রৌরবাদি নিরয় সে রব নাই আর ॥ ২০৫৪।
পতিতপাবন কর্যা পতিতের ত্রাণ।
আনন্দিত হয়্যা আল্যা আপনার স্থান ॥ ২০৫৫।
এইরূপে ঈশ্বর আপনে একাদশী।
তেঁঞি হরিবাসর ইহারে শাস্ত্রে ভাষি ॥ ২০৫৬।
বাসুদেব বিনা যেন বস্তু নাই আর।
একাদশী তেমন সকল ব্রতসার ॥ ২০৫৭।
একাদশী না কর্যা যে অন্য কর্ম্ম করে।
করস্থ কাঞ্চন ফেল্যা কাঁচ বয়্যা মরে ॥ ২০৫৮।
মাতা এথা পালে পরকালে পালে নাই।
একাদশী তিথি মাতা পালে সব ঠাঁঞি ॥ ২০৫৯।

সুত বলে শৌনকাদি শুন সাবধানে।
এ্কাদশী পাল পুনঃ পঞ্চদশ দিনে ॥ ২০৬০।
হল্য হরিবাসরে পবিত্র সব ঠাঁঞি।
পাপকে রহিতে স্থান ত্রিভুবনে নাঞি ॥ ২০৬১।
ছাড়িয়া সকল পাপ ছুটিল তখন।
কান্দিয়া কৃষ্ণের কাছে কৈল নিবেদন ॥ ২০৬২।
শুন হরি আমি মরি তার নাই দায়।
আমি মৈলে সকল সংসার মারা যায় ॥ ২০৬৩।
মন গুণ সৃজিয়া সৃজিলে নানা কর্ম্ম।
পাপ পুণ্যে দুয়ে হল্য সংসারের জন্ম ॥ ২০৬৪।
পাপ না থাকিলে জ্ঞান পায়্যা পুণ্য রসে।
মুক্ত হবে সকল সংসার হবে কিসে ॥ ২০৬৫।
সংসার কৌতুক যদি দেখিবে আপনে।
স্থল দিয়া রাখ মোরে একাদশী দিনে ॥ ২০৬৬।
বুঝিলেন বাসুদেব বিলক্ষণ বলে।
পশু পক্ষী মৃগাদি না হবে পাপ গেলে ॥ ২০৬৭। *
বলিলেন বাসুদেব বিচারিয়া মনে।
অন্নকে আশ্রয় কর একাদশী দিনে ॥ ২০৬৮।
পাপ-পুরুষের হৈল পরম আনন্দ।
অন্নকে আশ্রয় কর্য্যা রহিল স্বচ্ছন্দ ॥ ২০৬৯।
সাবধানে শুন সেই পাপের শরীর।
ব্রহ্ম হত্যা পাতক প্রধান তার শির ॥ ২০৭০।

* ২০৬৭-২০৬৮ শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই

হিরণ্য-হরণ পাপ হৈল হস্তছুটী।
সুরাপান পাপ বক্ষ গুরুতল্প[1] কটী॥ ২০৭১।
পরদার-গমন পাতক পদদ্বয়।
সাড়ে তিন কোটি লোম[2] উপ-পাপচয়[2] ॥ ২০৭২।
একাদশী দিনে যে অধম অন্ন খায়।
সকল পাপের দেখা এক অন্নে পায়॥ ২০৭৩।
পাপ-পুঞ্জ[3] হয়্যা[3] পরিতাপ পায়্যা মরে।
পশুপক্ষী পতঙ্গাদি নানা দেহ ধরে॥ ২০৭৪।
একাদশী দিনে যদি অন্ন নাই খায়।
জন্ম জননাদি তবে জঞ্জাল এড়ায়॥ ২০৭৫।
যথোক্ত প্রকারে যদি করে একাদশী।
ধন্য ধন্য ধন্য সেই জন পুণ্য-রাশি॥ ২০৭৬।
সাবধানে শুন সব সধবা বিধবা।
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বালক বৃদ্ধ যুবা॥ ২০৭৭।
যোড় হাতে যত্ন করয়া বলি জনে জনে।
খায়্য না খায়্য না অন্ন একাদশী দিনে॥ ২০৭৮।
সত্য বলি সার বলি আর বলি হিত।
একাদশী দিনে অন্ন খাবা অনুচিত॥ ২০৭৯।
একাদশী ব্রতের মহিমা-সীমা নাই।
সকল শুনিল শিবা শঙ্করের ঠাঁঞী॥ ২০৮০।
সেকথা বলিতে এথা বাড়্যা যায় গীত।
যে কিছু কহিল যত জগতের হিত॥ ২০৮১।

১ গুরুতর (ক)
২—২ পাপ মধ্যে উপচয় (ক)
৩—৩ পাপ কর্ম্ম করয়া (ক)

অতঃপর চলিলা চাষের অনুবন্ধ।
শ্রবণের সুখ যাতে স্রবে মকরন্দ ॥ ২০৮২ ।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ২০৮৩ । [৯৮]

চাষের বিবরণ

গৌরী সঙ্গে জ্ঞানগোষ্ঠে গেল কত কাল।
পর্ব্বতপুত্রিকা পুনঃ পাতিল জঞ্জাল ॥ ২০৮৪ ।
শিবে বলে সেই যে সম্পত্তি দিয়াছিলে।
মনে কর মহাপ্রভু কতকাল খাল্যে ॥ ২০৮৫ ।
গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।
ফেল্যা দিয়া পুরুষ পাসরে সে কি জানে ॥ ২০৮৬ ।
পুণ্যবান লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।
উত্তম উদ্‌যোগ কর‍্যা উথলয়ে গারি ॥ ২০৮৭ ।
অভাগার ঘরে আসে অলক্ষণা মায়্যা।
শতকের গারি দেয় পঞ্চাশে উড়ায়্যা ॥ ২০৮৮ ।
লঙ্কার বাণিজ্য যদি আন্যা দেই ঘরে।
মায়্যা হল্যে উড়ুই উড়ায় আঁখি ঠারে ॥ ২০৮৯ । *

* ইহার পর (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

আমি আত্ম বড়াই বাড়ায়্যা কব কত।
গঙ্গাধরে গোচর গৌরীর গুণ যত ॥
শোধন করিল সর্ব্ব মাধবের ঋণ।
কায়-ক্লেশ করিয়া কুলাল্য এতদিন ॥
ছয় মাসের সম্বল এখন ঘরে আছে।
ফুরাইলে ফের‍্যা কান্ত কষ্ট পায় পাছে ॥
সঞ্চয় রাখ্যা বঞ্চিবার বাঞ্ছা কর শূলী।
বস্তা খাত্যে আঁটে নাই সমুদ্রের বালী ॥

চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন ॥ ২০৯০ ।
চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়ে সাধে।
নরমে গরমে কয় ভয় নাই বাধে ॥ ২০৯১ ।
বিপরীত নিত্য প্রতি শুনিয়া বিস্তর।
বিশদ বিশদ ভাব্যা দিলেন উত্তর ॥ ২০৯২ ।
বলি বিলক্ষণ কিছু শুন শৈলসুতা।
দেবতার পোত-বৃত্তি বড়ই লঘুতা ॥ ২০৯৩ ।
ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে ॥ ২০৯৪ ।

পূর্ব্বে উদাসীন ছিলে গৃহী হৈলে এবে।
আর নাকি ভিখ্ মাগ্যা শোভা পায় শিবে ॥
পুরুষে উপায় নাই খাত্যে হৈল ঢের।
দিন দুটী ছেল্যায় ছড়ায় পাঁচ সের ॥
বিনা অবলম্বনে কেমনে যাবে দিন।
ভাব্যা ভাব্যা ভবানীর তনু হৈল ক্ষীণ ॥
চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন।
চাষ চষ বারেক বর্ত্তুক পরিজন ॥
চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।
লঙ্কার বাণিজ্য বৈসে বাকুড়ির কোণে ॥
পরিজন পোষে চাষী সুখে সাধু রাজা।
লক্ষ পোষি চাষী করে সবাকারে তাজা ॥
জীবের নিমিত্ত শিব করিবেন চাষ।
এইরূপে ঈশ্বরকে হইল হুতাশ ॥
চণ্ডীর চরিত্র শুন্যা চাঁদে দিয়া হাত।
চায়্যা রয় চন্দ্রচূড় চিন্তে জগন্নাথ ॥

শুনিতে সুন্দর চাষ শুনিতে সুন্দর।
সকল সম্পূর্ণ যার তার নাই ডর ॥ ২০৯৫।
চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব।
মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব ॥ ২০৯৬।
অনেক যতনে ক্ষেতে শস্য উপস্থিত।
শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত ॥ ২০৯৭।
গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বার কর্য্যা সকল আনয়ে[১] লয় রাজা ॥ ২০৯৮।
ক্ষেতে দেখ্যা খন্দ যদি খাদ্যে নাই পায়।
কুতকাতে কায়েত কিফাত করে তায় ॥ ২০৯৯।
কাদা পানি খায়্যা ক্ষেতে কর্য্যা চাষিপনা।
নরোত্তম ছাড়্যা নরাধম উপাসনা ॥ ২১০০।
চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি ॥ ২১০১।
বিচক্ষণা ব্যবসায় বিচারিয়া কয়।
বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী সে তোমার নয় ॥ ২১০২।
পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
মহেশের সেত নাই কিসে সুপ্রতুল ॥ ২১০৩।
আর এক ব্যবসায় রাজসেবা আছে।
সেব্য হয়্যা যাবে কেন সেবকের কাছে ॥ ২১০৪।
ভিক্ষে দুঃখ গেল নাই জানিলাম আমি।
চাষ বিনে আর কোন যোগ্য বল তুমি ॥ ২১০৫।
ত্রিলোচন তানে কন তবে চাষ করি।
হালের সামগ্রী কোথা পাবেক সুন্দরী ॥ ২১০৬।

১ বিকিয়া (ক)

কোথা হেল্যা কোথা হাল্যা কোথা বা লাঙ্গল।
রামেশ্বর বলে দেবী দিবেন সকল ॥ ২১০৭ ॥ [৯৯]

হরগৌরীর কলহ

কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন।
কুবেরের বাড়ী বীজ বাড়ি কর্য্যা আন ॥ ২১০৮।
তুমি চাষ চষিলে কিসের অসম্ভাব।
শক্রের সাক্ষাতে গেলে সন্থ ভূমিলাভ ॥ ২১০৯।
ঘরে আছে মহাবৃষ ধরে মহাবল।
যমের মহিষ আন বলাইর লাঙ্গল ॥ ২১১০।
ভীম আছে হাল্যা আর অনির্ব্বাহ কি।
হর বলে হুদ্দ কৈলে হেমন্তের ঝি ॥ ২১১১। *
পূর্ব্বে পয়োনিধি প্রিয়ব্রত রথ ঢাকে।
পুনর্ব্বার হবে আর পার্ব্বতীর পাকে ॥ ২১১২।
শিবা বলে সে কি কথা শক্তিরূপা আমি।
বুঝিয়া বিক্রম দিব বৈসা থাক তুমি ॥ ২১১৩।
লম্ফে লক্ষ যোজন যে জন যায় ফান্দ্যা।
শক্তি খাট হৈলে আঁঠু ধর্য্যা উঠে কান্দ্যা ॥ ২১১৪।
শিব বলে ভাল যদি দিলে অল্প বল।
রবেক কি মতে তবে বলাইর লাঙ্গল ॥ ২১১৫।
যাদবের যে হলে যমুনা আকর্ষণ।
হেলায় হস্তিনাপুরী হৈল উৎপাটন ॥ ২১১৬।

ইহার পর (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

সে লাঙ্গল মহিষে বৃষে যদি ভীম জুড়ে
শিবাব্ধিতে সুন্দর সাগর হবে ক্ষেতে ॥

তাতে চাষ সর্ব্বনাশ বুঝি নাই ভাল।
অসম্ভব অম্বিকা আপন মুখে বল ॥ ২১১৭।
শিবা বলে যদ্যদি সে হলে পাল্যে ভয়।
বিশ্বকর্ম্মা হৈতে কোন কর্ম্ম নাই হয় ॥ ২১১৮।
দেখ বিনা বেতনে বিশাইয়ে বল্যা কালি।
গাছ কাট্যা গড়াইব লাঙ্গল জোয়ালি ॥ ২১১৯।
ঘাত কর্যে তারে লয়্যা পাতাইবে শাল।
শূল ভাঙ্গ্যা সাজসজ্জা গড়াইব কাল ॥ ২১২০।
বসিবার বাঘ ছালে জাঁত দেও তায়্যা।
পাবকে ফেলুক প্রেত চিতাঙ্গার লয়্যা ॥ ২১২১।
বাসনা[1] ডাগর কর[1] আর ডর কারে।
মনে কর মহাদেব ভাত হৈল ঘরে ॥ ২১২২।
শূলভঙ্গ শুনিয়া শিবের হৈল কোপ।
ফাল কর আপনার চক্র কর্যা লোপ ॥ ২১২৩।
গায় হাত দিয়া কথা কও নাই বটে।
শূলপাণি লোপ হেতু লাগিয়াছ হটে ॥ ২১২৪।
নামের নিমিত্ত লোক নানা কর্ম্ম করে।
ডাকিনী বস্যাছ নাম ডুবাবার তরে ॥ ২১২৫।
রামেশ্বর বলে শুন্যা রুষিল রঙ্কিণী।
কি কাজ করিবে শূলে কহ দেখি শুনি ॥ ২১২৬। [১০০]

শূলের গুণ ও চাষের সজ্জা

শূলে যত কর্ম্ম হয় কয় দয়ানিধি।
শূল হৈতে শঙ্করে সঙ্কোচ করে বিধি ॥ ২১২৭।

১—১ গেল দুঃখ গঙ্গাধর (ক)

পার্থিব পূজক প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কালে।
শূলপাণি নামখানি সম্বোধিয়া বলে॥ ২১২৮।
অসিদ্ধ সুসিদ্ধ করে হরে রিপুপ্রাণ।
শূল হত্যে সঙ্কটে সেবক পরিত্রাণ॥ ২১২৯।
শূলে কর্য়া রুদ্র ধর্য়া রাখ্যাছে ব্রহ্মাণ্ড।
নহে ঠেকাঠেকি হয়্যা হৈত খণ্ড খণ্ড॥ ২১৩০।
সুদর্শন চক্র যেন বিষ্ণুর সমান।
এই শূল শিবতুল ইথে নাহি আন॥ ২১৩১।
হেন শূল ভাঙ্গ্যা মূল কোন কূল পাব।
শূল ভাঙ্গ্যা ফাল কর্য়া হাল ধর্য়া খাব॥ ২১৩২।
কাত্যায়নী কন কান্তে কাজ নাই তাতে।
শূল হতে শূল দেও মূল থাকু হাতে॥ ২১৩৩।
সেই শূল শিবতুল ভাঙ্গে নাই পাছে।
ভগবতী বলে তার প্রতিকার আছে॥ ২১৩৪।
হর বলে হদ্দ তা জানিব সেই কালে।
চক্র কর্য়া বাঁচাইলে আপনার শূলে॥ ২১৩৫।
যমে মোরে মহিষ মাগিতে কেন বল।
বাঘে আর বলদে কি বয় নাই ভাল॥ ২১৩৬।
বাশুলী[১] বলেন প্রভু বাঘা বড় বাড়।
ভাঙ্গ্যা রাখে পাছে বুড়া বলদের ঘাড়॥ ২১৩৭।
দাগাবাজ বাঘা বড় কান পাত্যা শুনে।
চাক পারা চক্ষু কর্য়া চায় বৃষ পানে॥ ২১৩৮।
আড়ম্বর কর্য়া উঠে ফুলাইয়া অঙ্গ।
দড়বড় দড়ি ছিড়্যা বৃষ দিল ভঙ্গ॥ ২১৩৯।

---

১ বিমলা (ক)

ভীষণ ভৈরব লয়্যা বান্ধে একপাশে।
দ্বিজ রাম্বের বলে হরগৌরী হাসে॥ ২১৪০। [১০১]

চাষের উদ্‌যোগ

বলে শিবা বুড়ার বিলম্ব আর কেন।
শিব বলে বাপু নন্দী বৃষ সাজ্যা আন॥ ২১৪১।
ঘরে বস্যা পরকে প্রার্থনা ভাল নয়।
একবার[১] আশ্রমে অবশ্য যাত্যে হয়[১]॥ ২১৪২।
কার কোন কর্ম্ম আমি না কর‍্যাছি কবে।
ভূতনাথ ভব্য লোক ভালবাসে সবে॥ ২১৪৩।
তবে যদি না দিবেক কি করিব তাকে।
গৌরব করিব আস্যা গণেশের মাকে॥ ২১৪৪।
যাত্রাকালে ভগবতী বলে পুনঃ পুনঃ।
ভাব কর‍্যা ভুলায়্যা পাঠায় নাই যেন॥ ২১৪৫।
আর যদি দেয় কিছু লয়্য নাই তা।
কয়্য ক্রোধ করিবেন গণেশের মা॥ ২১৪৬।
ভাল ভাল বল্যা ভব ভর করে ঈশ্বরে।
বৈসে গিয়া বিনোদিয়া বৃষভের পরে॥ ২১৪৭।
চলিল চঞ্চল বৃষ চণ্ডী রন চায়্যা।
হরষেতে যান হর হরিগুণ গায়্যা॥ ২১৪৮।
প্রথমে প্রবেশে প্রভু পুরন্দর পুরী।
ধূর্জ্জটির ধ্বনি শুন্যা ধায় সুরনারী॥ ২১৪৯।

১—১ যে যারে যাজ্ঞা করে কাছে যেতে হয়॥ (ক)

ঢল ঢল হৈল হর হরিগুণ গানে।
যত দেব জীবন সফল করি মানে ॥ ২১৫০।
শুন্যা ইন্দ্র আনন্দে বিভোল হয়্যা ধায়।
বন্দনা করিয়া নিজ বাসে লয়্যা যায় ॥ ২১৫১।
বরাসনে বসাইয়া বলে শুভ দিন।
পুটাঞ্জলি হৈয়া পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ ॥ ২১৫২।
পাখালিয়া পাদপদ্ম পাদোদক লয়।
পুলোমজা সহ পূজা দিয়া জয় জয় ॥ ২১৫৩।
আত্মসমর্পণ কৈল অভয় চরণে।
শতমুখ সকল সফল কর্য়া মানে ॥ ২১৫৪।
শিব-শোভা সহস্রলোচন দেখে চায়্যা।
প্রেমধারা পড়িছে সকল অঙ্গ বায়্যা ॥ ২১৫৫।
কহে কহ কৃপানিধি কি করিয়া মনে।
দেবদেব দরশন দিলে অকিঞ্চনে ॥ ২১৫৬।
প্রভু কন পাঠায়্যাছে গণেশের মা।
শুন্যা ইন্দ্র উদ্দেশ্যে বন্দিলা তান পা ॥ ২১৫৭।
ধন্য উমা আমাকে করিতে পরিত্রাণ।
প্রাণনাথে পাঠাইলা আমি ভাগ্যবান ॥ ২১৫৮।
কহ প্রভু পার্ব্বতীর প্রীত হয় যায়।
প্রাণ সনে মস্তক প্রস্তুত তুয়া পায় ॥ ২১৫৯।
চতুর্দ্দশ ভুবন ভরণকর্ত্তা কন।
দশাহীন দোষে দুঃখ পায় পরিজন ॥ ২১৬০।
তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।
পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ ॥ ২১৬১।
হরের বচন শুন্যা হরিহর হাসে।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে দয়া কর দাসে ॥ ২১৬২। [১০২]

চাষ-ভূমির পাট্টা

ইন্দ্র বলে আজি হতে অর্থ দিব আমি।
কাজ নাই চাষে বাসে বস্যা থাক তুমি ॥ ২১৬৩।
ধূর্ত্ত বলে ধরা বিনা ধনে কাজ নাই।
ভবের ভরম রাখ ভবানীর ঠাঁঞি ॥ ২১৬৪।
বুঝিলেন ইন্দ্র ইনি আত্মবশ নন।
ঠাকুরাণীর হটেতে[১] ঠাকুর ঠেক্যাছেন ॥ ২১৬৫।
ভৃত্যে তুমি কেন মাগ ভূমিস্বামী হয়্যা।
যত পার জোত কর কাজ নাই কয়্যা ॥ ২১৬৬।
শিব বলে শক্র কিছু চক্র বক্র আছে।
ক্ষেতে খন্দ দেখ্যা তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে ॥ ২১৬৭।
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাটুকি হল্যা পর কাল শুদ্ধ হয় ॥ ২১৬৮।
হর বাক্যে হাস্যা হরিহর কয় তবে।
আজ্ঞা কর কোনখানে কত ভূমি লবে ॥ ২১৬৯।
মাগে হর তেপান্তর কোচ পাশে পাড়া।
দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া ॥ ২১৭০।
একত্রে শঙ্কর-চক চষতের স্থান।
দেবী-চক দ্বীপ দেহ করিতে বিশ্রাম ॥ ২১৭১।
চষতের তরে তায় ঠাঁঞি কতখানি।
আয় ব্যয় বুঝিয়া কহিছে শূলপাণি ॥ ২১৭২।
গণেশের ষোল বাটী বিশাখের বার।
অতিথির দশ দাসদাসীদের তের ॥ ২১৭৩।

১ হাতেতে (ক)

শঙ্করের পঞ্চশত শঙ্করীর শত।
ঠিক দিয়া দেখহ একুনে হয় কত ॥ ২১৭৪।
হালাহল উপরে বিরাজমান শশী।
শক্রমুখে শুনিয়া শঙ্কর হৈল খুসী ॥ ২১৭৫।
মসীপত্র হাতে লয়্যা কশ্যপের বেটা।
লেখ্যা দিল দেবদেবে দেবোত্তর পাটা ॥ ২১৭৬।
বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই।
দেখ আমি দুঃখী চাষী ডাট ডোট নাই ॥ ২১৭৭।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান।
অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান ॥ ২১৭৮।
ডম্বরুর ডোরে পাটা বান্ধ্যা দিগম্বর।
ইন্দ্রকে আশিস্ করয়া আল্যা যমঘর ॥ ২১৭৯।
সূর্য-সুত সমাদরে শিব সেবা করয়া।
আজ্ঞামাত্র মহেশে মহিষ দিল ধরয়া ॥ ২১৮০।
তুষ্ট হৈয়া ত্রিলোচন তারে দিল বর।
বিষাণ বাজায়্যা বৃষধ্বজ আল্যা ঘর ॥ ২১৮১।
বৈসে বৃষে মহিষে বান্ধিয়া বেল গাছে।
কৃতকীর্ত্তি কৃত্তিবাস কুমুদার কাছে ॥ ২১৮২।
হরাস্তিকে হরষিতা হেমন্তের ঝি।
রামেশ্বর বলে আর অনির্ব্বাহ[১] কি ॥ ২১৮৩। [১০৩]

শূলভঙ্গের চেষ্টা

ঈশ্বরের ইচ্ছায়[২] বিশাই পায় পড়্যা।
লাঙ্গল জোয়ালি মই সত্ত দিল গড়্যা ॥ ২১৮৪।

১ অবগর (ক)
২ আজ্ঞায় (ক)

পূর্ব্বে পরামর্শ ছিল পার্ব্বতীর সাথে।
শূলে হতে শূল দেহ মূল থাকুক হাতে॥ ২১৮৫।
শাল পাত্যা শূল ভাঙ্গ্যা সজ্জা কর বসি।
জোয়াল কোদাল ফাল দা উখুন পাশী॥ ২১৮৬।
তুলে কর‍্যা শূল ধর‍্যা তৌলিল যখন।
ঠিক সারা হৈল খারা ছুশ দশমণ॥ ২১৮৭।
কায় কত দিব দিবে যায় যত সয়।
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বনাথে বিবরিয়া কয়॥ ২১৮৮।
পাঁচ মণে পাশী করি আশী মণে ফাল।
ছু মণের ছু জলই অর্দ্ধেকে কোদাল॥ ২১৮৯।
দশ মণের দা আট মণের উখুন।
ছুশ দশ মণ দেখ করিয়া একুন॥ ২১৯০।
বুঝ্যা পশুপতি অনুমতি দিল তারে।
বিশাই বসাল্য শাল শিবের গোচরে॥ ২১৯১।
বন্ধ কর‍্যা বাঘছালে জাঁত দিল তায়্যা।
পাবকে ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্গার বয়্যা॥ ২১৯২।
সর্ব্ব হাতে সাঁড়াশীতে শূল দিল ধর‍্যা।
আঁটু পাত্যা বৈসে বুড়া আড়ম্বর কর‍্যা॥ ২১৯৩।
ভীষণ ভৈরব জাঁতা জাঁতে হাতে পায়।
দে তায়্যা তায়্যা ই বল্যা ডাকে উভরায়॥ ২১৯৪।
দড়বড় দৃঢ় কর‍্যা দিলেন দ্বিগুণ ।
ফোঁস ফোঁস করে জাঁতা ফুকরে আগুন॥ ২১৯৫।
ত্রস্তে পুড়ি ন্যস্ত করে নেহাই উপর।
উদয় পর্ব্বতে যেন শোভে দিনকর॥ ২১৯৬।
হাতি পারা হাতুড় হেলায়্যা তোলে হাত।
মহেশ ভাবিয়া মনে মারিল নির্ঘাত॥ ২১৯৭।

কুশলে[১] অধর চাপ্যা চপ চপ পিটে।
দপ দপ দাবানল দশদিকে ছুটে ॥ ২১৯৮।
দড়বড় তোলে পাড়ে দেই দুমদাম।
দর দর দেহ বয়ে পড়ে কালঘাম ॥ ২১৯৯।
শ্রমভরে বারে বারে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
নাসা পুটে ঝাড়[২] ঝড়ে বলে[২] মার মার ॥ ২২০০। *
ছড় নাই গেল শূলে গড় কর্যা ছাড়ে।
কর দিয়া কাঁকালে কামিলা কোঁত পাড়ে ॥ ২২০১।
পশুপতি বলে পিট পিট বাপধন।
বিশাই বলেন বৃথা করাহ লাঞ্ছন ॥ ২২০২।
তুমি নও শূল ভিন্ন আমি নই বুড়া।
বজ্র আন বাপ্‌রে করিয়া পাড়ি গুড়া ॥ ২২০৩।
কামিলার কথা শুন্যা কাত্যায়নী হাসে।
হর বলে হৈমবতী লাজ নাই বাসে ॥ ২২০৪।
তখন বল্যাছি শূল ভাঙ্গে নাই পাছে।
তুমি যে বলিলে তার প্রতিকার আছে ॥ ২২০৫।
কি করিবে প্রতিকার কর অতঃপর।
ভগবতী বলে ভাল ভণে রামেশ্বর ॥ ২২০৬। [১০৪]

১ দশনে (ক)
২—২ ঝড় ছুটে রটে (ক)
* ইহার পর (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ।

কর্ম্ম কর্যা করিল কামিলা হাঁই ফাঁই।
সারা দিন পিটে তবু দাগ দোগ নাই ॥
ঠন্ ঠন্ ঠেকা ঠেকি ডাকা ডাকি সার।
হাতী পারা হেত্যার হইল চুরমার ॥

চাষের সজ্জা প্রস্তুত

বৈষ্ণবী বিচার‍্যা বিষ্ণু রস কৈলা মূল।
দেবদেব দ্রবে যাতে দ্রব হয় শূল ॥ ২২০৭।
কিন্নরী গন্ধর্ব্বে গান পঞ্চাননে বেড়্যা।
কৃপাময়ী কৃষ্ণের কীর্ত্তন দিল যুড়্যা ॥ ২২০৮।
দেবগণ দোহার গণেশ গান মূল।
কিন্নর[1] গন্ধর্ব্ব গান[1] হৈল অনুকূল ॥ ২২০৯।
যশোদা লইয়া কৃষ্ণে উদূখলে বান্ধে।
গোবিন্দের লীলা শুন্যা গঙ্গাধর কান্দে ॥ ২২১০

১—১ নারদ তম্বুর তাতে (ক)

* ২২১০-২২১৩ শ্লোক পর্য্যন্ত (ক) পুথির পাঠান্তর

ভাব করে ভবানী আপনি ধরে তাল।
নৃত্য করে কৃত্তিবাস বাজাইয়া গাল ॥
মহামোহে মোহ মোহ মহেশের বাড়ী।
প্রেতভূত পিশাচ প্রভৃতি গড়াগড়ি ॥
উদূখলে গোপালে যশোদা লয়ে বাঁধে।
গোলোক হইল গানে গঙ্গাধর কান্দে ॥
অক্ষ অক্ষ বক্ষ বায়্যা পড়ে প্রেম নীর।
মূর্চ্ছিত হইলা সবে হইয়া অস্থির ॥
গায়ক বাদকে কেহ বুক নাহি বান্ধে।
মণি উগারিয়া ফণী ফুকারিয়া কান্দে ॥
ছাড়িয়া বাঘের ছাল ছুটিল ভুজঙ্গ।
গড়াগড়ি যান হর হইয়া উলঙ্গ ॥
আনন্দে মগন হৈল মহেশের মন।
জাহ্নবীর জন্মকালে যেন জনার্দ্দন ॥
হেরম্ব জননী জান্যা হর মনোময়।
কুতূহলে শূলে তুলে দিয়া জয় জয় ॥

বিশাই বুঝিয়া কার্য্য কৈল সাবধান।
লাঙ্গল-জোয়াল-ফাল করিল নির্ম্মাণ ॥ ২২১১ ।
হলধর পাশী মার‍্যা পুরাইল ফাল।
আড় চাল লাঙ্গলের যুড়্যা রাখে আল ॥ ২২১২ ।

ভাবে তবে কামিলার স্তবে আচম্বিত।
উপশূলে আপনি সকলে উপস্থিত ॥
যোগ মায়া সম্বরিয়া শিবে তুলে তারা।
হরিধ্বনি করিয়া কীর্ত্তন হৈল সারা ॥
হর গৌরী হর্ষ হৈয়া বসে একাসনে।
বিশাই বুঝিয়া কার্য্য করে সাবধানে ॥
জোলুয়ে নেজনা জুড়্যা মুড়্যা রাখে আল।
ঈষ ধর‍্যা পাশী মার‍্যা পরাইল ফাল ॥
বাঁট দিয়া কোদালে জোয়ালে দিল সলি।
পুরস্কার পায়্যা চলে লয়্যা পদধূলি ॥
হর পদতলে বলে দ্বিজ রামেশ্বর।
বাড়ি বীজ আল্যে চাষ চলে অতঃপর ॥
কাত্যায়নী কর্জ্জ কর কুবেরের কাছে।
ভিখারীকে ভয় ভাবি ভঙ্গ দেয় পাছে ॥
ভর্ত্তা যার ভিখারী ভার্য্যার ভ্রম কি।
ভূতনাথ বলে তুমি ভূপতির ঝি ॥
ভাল থাকে হীন তাকে ঋণ দেয় ডাক্যা।
উত্তমে উড়ান করে অকিঞ্চন দেখ্যা ॥
খত দিতে যায় সেই ক্ষুদ নাই খাত্যে।
ভাড়া কর‍্যা ভড়ক করিয়া ভালমতে ॥
খত দিয়া খাবা খালি খাট কথা নয়।
ভাব করি ভাল মতে ভুলাইতে হয় ॥

বাটা দিল কোদালে জোয়ালে দিয়া সলি।
পুরস্কার পায়্যা বিশ্বকর্ম্মা গেল চলি ॥ ২২১৩।
শুধু হাড়ি পাত বান্ধ্যা কথা পাত্যা ফান্দ।
হাতে আন্যা দিতে হয় আকাশের চান্দ ॥ ২২১৪।
সে ধনের সময়ে শাসন আছে কাছে।
ভূতনাথ আনন্দে মগন হয়্যা নাচে ॥ ২২১৫। *
গর্ব্ব রিণে বিষয়ে কুক্কুর-রতি রসে ।
প্রবেশে পরম সুখ প্রাণ যায় শেষে ॥ ২২১৬।
ধর্ম্ম গিলে ধূর্ত্ত লোক ধারি নাই ধার।
পরিণামে নরকে নিস্তার নাই তার ॥ ২২১৭।
ভিখ মাগ্যা খায়্যা আমি বুড়াইল তবু।
কি বল্যা করজ করে জানি নাই কভু ॥ ২২১৮।
ধরাধর-সুতা ধান্য ধার কর তুমি।
পার্ব্বতী বলেন প্রভু পারি নাই আমি ॥ ২২১৯।
চাষে বাসে কাজ নাই মাগ্যা খাব ভিখ।
মায়্যার করজ করা মরণ অধিক ॥ ২২২০।
মন্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা থাকে ঘরে।
ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে ॥ ২২২১।
মন্দের করজ হৈলে মায়্যা দেয় টাল্যা।
কোণে থাকে কুলবধূ কথা কয় ছাল্যা ॥ ২২২২।
কুবেরের কাছে পূর্ব্বে লেঠা আছে মোর।
কতবার ক্রোধিয়া বল্যাছে ঋণচোর ॥ ২২২৩।

* ২২১৫ শ্লোকের (ক) পুথির পাঠান্তর :—
শোধ নাই পাল্যে শেষে সাধু আস্যে কাছে।
ভূত ভৎর্সিয়া তারে ভ্রূকুটি কয়্যা নাচে ॥

তেঞি পাকে বলি প্রভু তুমি গেলে ভাল।
ভোলানাথ ভোলায়ে ভার্য্যারে যাত্যে বল ॥ ২২২৪ ।
রাম রচে তার কাছে শিব আছে সাঁচা।
প্রাণনাথে পাঠাইল পর্ব্বতের বাছা ॥ ২২২৫ । * [১০৫]

বীজধান্য সংগ্রহ

কল্পতরু কেবল কুবের পায়্যা ঘরে।
ভীমের[১] সহিতে শিবে সমাদর করে ॥ ২২২৬ ।
শিবের সংবাদ শুন্যা সুখী হৈল মনে।
সবিনয় বলিলেক শিবের চরণে ॥ ২২২৭ ।
ব্রহ্মার সম্বন্ধে বলে দয়া কর আজ্ঞা।
দিক্‌পাল দিয়া মোরে কর্য্যাছিলে রাজা ॥ ২২২৮ ।
পিতামহ কত কৈল আল্য কোন কাজে।
সুবর্ণের পুরী গেল সমুদ্রের মাঝে ॥ ২২২৯ ।
দুষ্ট দশানন ভাই দিলে দূর কর্য্যা।
লঙ্কাপুরী সহিত পুষ্পক নিল হর্য্যা ॥ ২২৩০ ।
কোথা বা সকল সে রাক্ষস মহাতেজা।
শুদ্ধমতে আজি তাতে বিভীষণ রাজা ॥ ২২৩১ ।
দুষ্টের ঐশ্বর্য্য দিন দশ বই নয়।
উত্তমের উন্নতি অনেক কাল হয় ॥ ২২৩২ ।
কোথা গেল রাবণ[২] রাজা কোথা গেল বাণ।
কোথা গেল দুর্য্যোধন করিয়া গুমান ॥ ২২৩৩ ।

* অতিরিক্ত পাঠ :—
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ভাগবত।
যশোমন্তসিংহ নরেন্দ্রের সভাসদ ॥ (ক) পুথি

১ সেবক (ক) ২ বেহু (ক)

শঙ্কর বলেন বাপু সব কতদিন।
ধর্ম্ম কর ধূর্জ্জটিকে ধান্য দেহ ঋণ ॥ ২২৩৪।
উপস্থিত তুম্মেদ[১] আমার[১] নাই ডর।
সাধু রাজা সকল শুধিব অতঃপর ॥ ২২৩৫।
হাসিয়া কুবের কহে শুন শুন তুমি।
যক্ষরাজে দয়া কর‍্যা রাখ্যা আছ তুমি ॥ ২২৩৬।
যক্ষরাজে রক্ষা কর‍্যা আছ নিজ ধনে।
যত ধান্য চাও নেও ধার মাগ কেনে ॥ ২২৩৭।
ধূর্জ্জটি বলেন ধান্য ধার চাই কেন।
ধারিয়া শুধিব ধার রহে নাই যেন ॥ ২২৩৮।
যক্ষরাজ[২] বলে ভাল বুঝিবে পশ্চাৎ।
ভীম পায়্যা ভরসা ভাণ্ডারে দিল হাত ॥ ২২৩৯।
ধান্য ঘর বিস্তর দেখিল বুড়া বুড়া।
বার বুড়ি বাখারে বাঁধিল এক পুড়া ॥ ২২৪০।
পর্ব্বত প্রমাণ পুড়া হাত নাড়া কর‍্যা।
বলে হরে চল ঘরে আশীর্ব্বাদ কর‍্যা ॥ ২২৪১।
কুবের মানেন ভয় ভীমের আস্ফালনে।
হাস্যা হর কুবেরে আশিস্ কর‍্যা চলে ॥ ২২৪২।
আস্যা ঘরে যাত্রা করে যোত্র কর‍্যা সব।
মোহ করে মোহিনী মধুর মুখরব ॥ ২২৪৩। * [১০৬]

১—১ উমেদ ভাবিও (ক)

২ বিশ্বনাথ (ক)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

রামেশ্বর রচিল রসিক রসোদয়।
হর প্রীতে হরি বল হউক পাপক্ষয় ॥ (ক) পুথি।

শিবের চাষ ভূমিতে যাত্রা

গদগদ স্বরে গৌরী গঙ্গাধরে কহে।
বসনে ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে ॥ ২২৪৪।
কত কার্য্য কটাক্ষে করেছ বসি ঘরে।
আপনি অবনী যাবে কোন কার্য্য তরে ॥ ২২৪৫।
কত চাষ চষিবে চাকরে দিবে চষ্যা।
ভার দিয়া আপনি ভবনে থাক বস্যা ॥ ২২৪৬।
একটা[১] মায়্যা রাখ্যা যাবে ছাওয়ালের ঠাঞি।
আপনি যে লাজকে[২] কাপড় পর নাই ॥ ২২৪৭।
ভাল যদি চাও মোরে লয়্যা যাও সাথে।
বাপ নেওট ছাল্যা আমি নারিব পাত্যাতে ॥ ২২৪৮।
ছটফট্যা ছাল্যা সব ছাড়্যা গেল্যা ঘর।
দশ হাতে ধুমধাম দিবে অতঃপর ॥ ২২৪৯।
বিশ্বনাথ বলে আমি বুঝিলাম ভাবে।
কৈলাস করিয়া শূন্য কাত্যায়নী যাবে ॥ ২২৫০।
ভগবতী কহ অতি অনুচিত কথা।
গৃহস্থ থাকিলে ঘরে পরে চাষ বৃথা ॥ ২২৫১।
আঁতে পুতে ভাল চাষ অভাবে সোদর।
অন্যথা হা-ভাত হাল্যা বিকায় সত্বর ॥ ২২৫২।
ভবে রাখ্যা ভীম দিয়া চাষ চষ তবে।
পেট ভর্য্যা ঢের কর্য্যা দশ হাতে খাবে ॥ ২২৫৩।
অন্নপূর্ণা বলে আমি অন্ন হেতু ঝুরি।
ভুরিভঙ্গে[৩] ভাত দিয়া ভাসাইতে পারি ॥ ২২৫৪।

১ ঠেঁটা (ক) ২ না জান (ক)
৩ ভ্রূভঙ্গে (ক)

শিব বলে তোমার এমন গুণ বটে।
কি বুঝ্যা আমার সনে লাগিয়াছ হটে॥ ২২৫৫।
ত্রিপুরা বলেন তাহা তুমি কিনা জান।
লোকের নিস্তার হেতু বলি পুনঃ পুনঃ॥ ২২৫৬।
শুনিয়া তোমার লীলা তরিব সংসার।
তার মত তবে বুঝ্যা কর ব্যবহার॥ ২২৫৭।
ত্রিপুরা বলেন তবে আস গিয়া প্রভু।
ছাল্যা ছুটীর তত্ত্ব লইও কভু কভু॥ ২২৫৮।
শিব বলে সম্প্রতি সে কথা রাখ হাতে।
আকাশ ভাঙ্গিল শুন্যা অম্বিকার মাথে॥ ২২৫৯।
সম্বরিতে নারে শিবা শঙ্করের মোহ।
চঞ্চল হইল চিত্ত চক্ষে বহে লোহ॥ ২২৬০।
যতুরায় যেন যায় ছাড়িয়া গোকুল।
গোবিন্দ বিহনে যেন গোপিনী আকুল॥ ২২৬১।
চলে বৃষে চন্দ্রচূড় চণ্ডী রন চায়্যা।
পাছে ভীম চলিলা চাষের সজ্জা লয়্যা॥ ২২৬২।
পদ্মাবতী পার্ব্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেইখানে॥ ২২৬৩।
জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।
রামেশ্বর ভণে ভবে ভাবে রাত্রি দিবা॥ ২২৬৪। [১০৭]

চাষ আরম্ভ

পৃথিবীতে প্রবেশ করিলা পশুপতি।
দেবীচক দ্বীপের উপরে উপনীতি॥ ২২৬৫।
মনে জান্যা মঘবান্ মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘশেষে মেঘ বরষিলা॥ ২২৬৬।

দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
হৈল হাল-প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে ॥ ২২৬৭।
আরম্ভে উগাল্যা গেল একশত কুড়া।
পড়্যা গেল পাড় যেন পর্ব্বতের চূড়া ॥ ২২৬৮।
দুদণ্ডে ছাড়িয়া হাল হাল্যা গেল ঘরে।
বান্ধ আলি বৈকালে বান্ধিল একপরে ॥ ২২৬৯।
চোট মার‍্যা হুহুঙ্কারে হালিয়া তুলে চাপ।
শঙ্কর সাবাসি দেন ভেলা মোর বাপ ॥ ২২৭০।
হেল্যা চরাইয়া হাল্যা বান্ধিলেক ছাড়ি।
লোকালোক পর্ব্বত প্রমাণ কৈল আড়ি ॥ ২২৭১।
মধ্যখানে খানিক ঘুচায়্যা দিল চেলা।
দক্ষিণে মোহানা রাখে জল যাত্যে নালা ॥ ২২৭২।
শর আরোপিয়া পগারের চারিপাশে।
সাজে শিব সেবক সহিতে আল্য বাসে ॥ ২২৭৩।
বাঘছাল বিছায়্যা বসিল বৃষকেতু।
ভীমের ভাবনা হৈল ভক্ষণের হেতু ॥ ২২৭৪।
ক্ষেতে খাট্যা ক্ষুধা বড় খাব কিহে মামা।
বিশ্বনাথ বলে বাপু আজি কর ক্ষমা ॥ ২২৭৫। *
শিববাক্য শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ গেল জ্বল্যা।
ডাক্যা বলে ডাকাত্যে মাল্যেক মোকে বল্যা ॥ ২২৭৬
সর্ব্বকাল সারা দিন কর্ম্ম করি তবু।
পেট ভর‍্যা ভাত মোর দিলে নাই কভু ॥ ২২৭৭।

* ২২৭৫ নং শ্লোকের পর (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
অন্ত গেল শেষ হয়্যা প্রত্যুষ বিহানে।
যত খাত্যে পার তুমি দিব ততক্ষণে ॥

মামীর সহিতে মামা যুক্তি কর্য্যা পরে।
ভুখে মোকে মারিতে আস্যাছে তেপান্তরে॥ ২২৭৮।
জঠর-অনল যেন জিউ যায় মোর।
তেমনি প্রস্তুত খন্দ পুড়্যা যাকু তোর॥ ২২৭৯।
বিশ্বনাথ বলে বাপু বাড়ী হৈতে আস্য।
ভাত খায়্যা প্রভাতে আসিয়া চাষ চষ্য॥ ২২৮০।
ভীম কয় ভূতনাথ ভাল কও কথা।
সারাদিন খাট্যা খুট্যা খাত্যে যাব সেথা॥ ২২৮১।
মামী জিজ্ঞাসিলে আমি কহিব যে ভাল।
কোঁচনীকে লয়্যা মামা পলাইয়া গেল॥ ২২৮২।
বিশ্বনাথ বলে বাপু বস্যা থাক তুমি।
আর যত এই খানে খাওয়াইব আমি॥ ২২৮৩।
অর্দ্ধভাগ বীজ রাখ বুনিবার তরে।
পুড়া ভাঙ্গ্যা ফেল্যা রাখ পড়্যা থাক ঘরে॥ ২২৮৪।
চাকরের চারা নাই যে করেন নাথ।
রামেশ্বর বলে হর খাওয়াইবে ভাত॥ ২২৮৫। [১০৮]

ভীম ভৃত্যের ভোজন

সন্ধ্যাকালে কুতূহলে আল্য ভূত পেতি।
যোগীর নূতন ঘরে জ্বালাইল বাতি॥ ২২৮৬।
ভূত প্রেত যতেক পিশাচ দৈত্য দানা।
মহেশের মন্দিরে দিলেক আস্যা হানা॥ ২২৮৭।
কতক্ষণ কোলাহল কর্য্যা আচম্বিত।
শক্র আস্যা স্বগণ সহিতে উপনীত॥ ২২৮৮।
অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধরী বরাবর।
আস্যা অন্নব্যঞ্জন পূর্ণিত করে ঘর॥ ২২৮৯।

নানা রস রসায়ন রাখিয়া সাক্ষাতে।
যথাক্রমে বসিলা বন্দিয়া ভূতনাথে ॥ ২২৯০ ।
নারদাদি মুনি আল্যা হৈল জ্ঞান-গোষ্ঠ।
ভূতনাথ ভাত দিয়া ভীমে কৈল তুষ্ট ॥ ২২৯১ ।
গণ্ড[১] শৈল সমান নির্ম্মাণ কৈল গ্রাস[১]।
দেব দৈত্য দানবে দেখিয়া লাগে ত্রাস ॥ ২৩৯২ ।
অন্ন ভাত মুখেতে কেমনে ধরে টান।
অন্নপূর্ণা আপনে অন্নেতে অধিষ্ঠান ॥ ২২৯৩ ।
চিরকাল ক্ষুব্ধ ছিল খাইল স্বচ্ছন্দ।
আশিস্ করিল ভাল ক্ষেতে হকু খন্দ ॥ ২২৯৪ ।
অন্নবাড়ে নাহি ছাড়ে শিব বলে দেখ্যা।
প্রভাতে প্রসাদ পাবে আজি রাখ ঢাক্যা ॥ ২২৯৫ ।
হাস্যা হাস্যা হরে কয় শুন ত্রিলোচন।
কত কর কাঁচা চালু কৃষাণের জীবন ॥ ২২৯৬ ।
ধান্য ভানা গেল নাই এক কালে কই।
কৃষাণের চালু চাই দশ দণ্ড বই ॥ ২২৯৭ ।
বিশ্বনাথ বিস্ময়ে শুনিয়া তার কথা।
ভগবান ভাবেন হইয়া হেঁট মাথা ॥ ২২৯৮ ।
নারদের ঢেঁকি আন্যা ধান্য ভানে ভূত।
শঙ্কর সাবাসি দেন ভাল মোর পুত ॥ ২২৯৯ ।
বাতাসে বাউলা ভূত উড়াইল তুষ।
যে যার আশ্রমে গেল হইল প্রত্যুষ ॥ ২৩০০ ।
রামেশ্বর রচিল রসিক রসোদয়।
হরপ্রীতে হরি বল হকু পাপক্ষয় ॥ ২৩০১ । [১০৯]

১—১ গণ্ড যে সকল অন্ন করে এক গ্রাস (ক) পুঁথি

শস্যোৎপত্তি

এইরূপে প্রতিদিন যায় রাত্রিকাল।
ভীম কর‍্যা ভোজন প্রভাতে ধরে হাল ॥ ২৩০২।
চারি দণ্ড চষে চন্দ্রচূড় থাকে বস্যা।
উড়ায় লাঙ্গল যেন উড়ু যায় খস্যা ॥ ২৩০৩।
পাঁচ পাঁচ কুড়া তার পড়্যা যায় পাকে।
পাশে গেলে পায় বল্যা ঠায় হাল্যা রাখে ॥ ২৩০৪।
আয়ুধের কটমটি জুয়াল্যের মাঝে।
হুঙ্কারে হাঁকারে ঘন মেঘ যেন গাজে ॥ ২৩০৫।
হাল ছাড়্যা হাল্যা যবে করে জলপান।
হেল্যাকে চরান শিব হয়্যা সাবধান ॥ ২৩০৬।
দিন দশে দু হেল্যার কান্ধ গেল রস্যা।
ধুতুরার রস তাতে শিব দিল ঘস্যা ॥ ২৩০৭।
হেল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হল্য মো।
কালে কালে কৈল হাল কামাঞের যো ॥ ২৩০৮।
সেই সেই কালে যার হয় হল-যোগ।
ধরা শস্য হরে ধান্যে ধরে নানা রোগ ॥ ২৩০৯।
বৃষ কান্দে বাসব বরিষে নাই বাড়া।
তেঞি হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষ্মীছাড়া ॥ ২৩১০।
হাল কামাঞের দিন হর দেন বল্যা।
গাছি মার‍্যা হুড়া গাছি পাড়ে রাখে তুল্যা ॥ ২৩১১।
চৈত্র মাস গেল সব চাষ হল্য পূর্ণ।
মাঠ কর‍্যা মই দিয়া মাটী কৈল চূর্ণ ॥ ২৩১২।
উচু নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।
উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিণ[১] দিগভ্যম[১] ॥ ২৩১৩।

১—১ দক্ষিণে প্লব (ক)

বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।
সার দিয়া সার‍্যা সব ভূমি বাতে বুনে ॥ ২৩১৪।
ভূমি বুনে ভূতনাথ ভাজা পোড়া ছাড়্যা।
কলমীর শাক খায়্যা উজাড়িল গাড়্যা ॥ ২৩১৫।
ব্যর্থ নাই গেল বীজ বার‍্যাইল হেন[১]।
হন হন করে ধান বলাহক যেন ॥ ২৩১৬।
সময়ে সড়কা তুল্যা মার‍্যা দিল খড়।
তাতে বাতে পাটী পায়্যা লাগ্যা গেল গড় ॥ ২৩১৭।
হর্ষ হৈয়া হর ধান্য দেখে অবিরাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নবঘনশ্যাম ॥ ২৩১৮।
হাপুতের পুত যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখ্যা রহিল পাসর‍্যা পরিজন ॥ ২৩১৯।
প্রাবৃট প্রবর্ত্ত হৈল ইন্দ্র আল্য সাজ্যা।
যুবজন উপরে মদন উঠে গাজ্যা ॥ ২৩২০।
তড়িত্বান্ মহামেঘ সমীরণ-সখা।
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে দিল দেখা ॥ ২৩২১।
ঈশানে উরিয়া আর একবার ডাক্যা।
চপ কর‍্যা চাক্ষুষে আকাশ আল্য ঢাক্যা ॥ ২৩২২।
রাত্র দিন ব্যাপ্ত কর‍্যা বৃষ্টি করে বার।
সোম সূর্য্য সহিত সাক্ষাৎ নাহি আর ॥ ২৩২৩।
পথে পঙ্ক সঙ্কোচ পৃথিবী পয়ময়।
নদী নালা পূর্ণ হৈয়া মহাবেগে বয় ॥ ২৩২৪।
চিরকাল গাড়ে থাকি বার‍্যাইল ব্যাঙ্গ।
লাফে লাফে নর্ত্তন কীর্ত্তন সদা সাঙ্গ ॥ ২৩২৫।

---

১ ঘন (ক)

মহামেঘ মাঝে শক্রধনু দিল দেখা।
শ্যাম শিরে সাজে যেন শিখিপুচ্ছ রেখা॥ ২৩২৬।
অশনির শব্দ যেন দামার নিশান।
বিরহিণী[১] বধে কামদেবের প্রয়াণ[১]॥ ২৩২৭।
তড়িত পতাকা বুঝি বৃষ্টি যত হয়।
ফুলধনু বাণ বুঝি বলাহক নয়॥ ২৩১৮॥ ২৩২৮।
চলা বুলা গেল নদী নালা আল্য বান।
প্রাণনাথ প্রবাসে পার্ব্বতী মোহ পান॥ ২৩২৯।
শিব শিব রটে সদা উঠে পরিতাপ।
রামের নিমিত্ত যেন সীতার বিলাপ॥ ২৩৩০।
পদ্মাবতী পার্ব্বতীকে পরিবোধ করে।
উদ্ধব বুঝান যেন ব্রজ-বনিতারে॥ ২৩৩১।
কিসে কান্ত আস্যে এই যুক্তি নিরন্তর।
নারদ সাজিল এথা ঢেঁকির উপর॥ ২৩৩২।
রামেশ্বর রচিল রসিক রসোদয়।
হরপ্রীতে হরি বল হকু পাপক্ষয়॥ ২৩৩৩। [১১০]

ষষ্ঠপালা সমাপ্ত॥

১—১ বিরহী বধিতে কামদেবের স্থান (ক)

সপ্তম পালা আরম্ভ

নারদের কৈলাস গমন-উদ্‌যোগ

জান্যাছেন যোগী জগদীশ নাই ঘরে।
মহামায়া মোহ জান মহেশের তরে॥ ২৩৩৪।
ঢেঁকিকে বলেন ডাকি ঢঙ্গ কর্য্যা চল।
পারি নাই পার গড়ে পড়্যা আছি ভাল॥ ২৩৩৫।
নারায়ণ কৈল মোরে নারদের হাতী।
কুট্যা ধান গেল প্রাণ খায়্যা মায়্যার লাথি॥ ২৩৩৬
পুয়া হৈল পুরাতন আঁকসলি নড়ে।
মুষলে কুশল নাই পার পাড়্যা গড়ে॥ ২৩৩৭।
শুনি মুনি সুখে তাকে করিলেন কোলে।
বাহন পায়্যাছি আমি তপস্যার ফলে॥ ২৩৩৮।
বিনোদিয়া বাছার বালাই লয়্যা মরি।
কপালে সাধ্যাছে কষ্ট কি করিতে পারি॥ ২৩৩৯।
মন্ত্রণাতে যন্ত্রণা ঘুচ্যাতে পারি ধন।
হাভাতির হাতে পড় হবে বিলক্ষণ॥ ২৩৪০।
মামীর ঘুচাল্যে মোহ ঘরে আল্যে মামা।
পুরস্কার করাইব পরাইব সামা॥ ২৩৪১।
ঢেঁকি বলে সামা মোরে দিবে যখন দেও।
সম্প্রতি সুন্দর কর্য্যা সাজাইয়া নেও॥ ২৩৪২
পাছে বলে পার্ব্বতী আকৃতি মুনিরাজ।
বেচ্যা খাল্যে বাহনের বহুমূল্য সাজ॥ ২৩৪৩।
নারদ বলেন ইহা বলিবেন মামী।
বুদ্ধির বালাই লয়্যা মর্য্যা যাই আমি॥ ২৩৪৪।

সাজাব অপূর্ব্ব সাজে যত আছে মনে।
বল্যা ঋষি[১] বাহন বাহির কর্যা আনে ॥ ২৩৪৫ ।
আকাশ-গঙ্গার জলে করাইল স্নান।
পরিধেয় কৌপীনে মুছিল অঙ্গখান ॥ ২৩৪৬ ।
ঝুড়িটাক কাঁকড়া মাটীর কৈল কোঁটা।
পাতন করিয়া দিল পুরাতন চাটা ॥ ২৩৪৭ ।
কুন্দলের ধুকড়ি ঢেঁকির পিঠে জিন।
কসনি কুশের দড়ি লাগাম বিহীন ॥ ২৩৪৮ ।
রেকাব বাবুই বাসা বাঁধে দুই পাশে।
কোটেক কন্দল যার কুটার নিবাসে ॥ ২৩৪৯ ।
শুখনে শোণের শুঁটি ঘাঘরের ঘটা।
শিরীষের শুটি সব শোভা করে পাটা ॥ ২৩৫০ ।
তিত পলতা পুরুলের ছোট বড় ঘাটা।
মনোহর গজকা মাথায় মুড়া ঝাটা ॥ ২৩৫১ ।
থরে থরে থোপ দিল থুপি ঝিঙ্গা জালি।
দুটী চক্ষুদান দিল দিয়া হাড়ির কালি ॥ ২৩৫২ ।
পুরাতন কুলার করিয়া দুই কাণ।
হরষিত হয়্যা মুনি হাস্যা পাক যান ॥ ২৩৫৩ ।
ঢেকি বলে সুন্দর সে সাজিলাম আমি।
অতঃপর আপনার সাজ কর তুমি ॥ ২৩৫৪ ।
মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥ ২৩৫৫ । [১১১]

মুনি (ক)

নারদের কৈলাস-যাত্রা

মুনিবর আপনার করিল সাজন।
বিশদ বরণে কৈল বিভূতিভূষণ ॥ ২৩৫৬ ।
ছিঁড়া কাণি একখানি পড়্যাছিল পথে।
স্কান্ধে ছিল কটির কৌপীন কৈল তাতে ॥ ২৩৫৭ ।
বান্ধিল রুদ্রাক্ষ মালে মস্তকের জটা।
নাসাগ্রায় কেশ মধ্য-ছিদ্র ঊর্দ্ধ ফোঁটা ॥ ২৩৫৮ ।
দ্বাদশ তিলকে তবু সাজিল সুন্দর।
বসত পর্ব্বতে যেন শোভে শশধর ॥ ২৩৫৯ ।
গলে দোলে নলিনাক্ষ তুলসীর দাম।
মুকুন্দে মগন সদা মুখে হরিনাম ॥ ২৩৬০ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম রচে বাহুমূলে।
হরিনাম লিখিল ললিত অন্য স্থলে ॥ ২৩৬১ ।
বীণাধারী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মার নন্দন।
কৌতুকী কলহ-প্রিয় কার্য্যের কারণ ॥ ২৩৬২ ।
বাম হস্তে বাম চক্ষু করি আচ্ছাদন।
বিরোধিনী বলিয়া বাহনে আরোহণ ॥ ২৩৬৩ ।
কট্ কট্ কর‍্যা ঢেঁকি উঠাইল বাগ।
দোকাঠি বাজায়্যা চলে বলে লাগ লাগ ॥ ২৩৬৪ ।
পাড়াগাঁয়ে পড়্যা গেল কোঁদলের গুড়া।
নগরের ভিতরে আলয়্যা[১] দিল পুড়া ॥ ২৩৬৫ ।
ঝটাপট ঝগড়ে বহিয়া গেল ঝড়।
চল্যা যাত্যে চৌদিকে চালের উড়ে খড় ॥ ২৩৬৬ ।
গুণবান পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া।
বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্রীপুরুষ ছাড়া ॥ ২৩৬৭ ।

---

১ ভাজিয়া (ক)

বেণাগাছে জটা বান্ধ্যা করায় কোন্দল।
নখেনখ বাস্থ করে হাসে খল খল ॥ ২৩৬৮।
দক্ষশাপে দুদণ্ড রহিতে নারে বৈস্যা।
কৈলাসে দুর্গার কাছে উত্তরিল আস্যা ॥ ২৩৬৯।
বিশদ বরণ বাম বাহুমূলে বীণা।
গৌরী দেখ্যা আস্থ বলে গুণের ভাগিনা ॥ ২৩৭০।
ব্যথিতে বন্দনা কর্‌য়া বসিলেন কাছে।
হাস্যা বলে ওগো মামী মামা কোথা গেছে ॥ ২৩৭১।
পাট্যা পাড়্যা পার্ব্বতী কহিল সব কথা।
নারদ নিশ্বাস ছাড়ি হেঁট কৈল মাথা ॥ ২৩৭২।
চঞ্চল চণ্ডীর চিত্ত চায়্যা তার পানে।
বল বাপু নারদ ব্যামোহ পাল্যে কেনে ॥ ২৩৭৩।
কহিবার কথা নয় কি কহিব আমি।
মামার[১] মহিমার্ণবে মুগ্ধ হৈলাম আমি[১] ॥ ২৩৭৪।
জগন্মাতা যত্ন করে কহ কহ শুনি।
কোন্দলের ধুকড়ি আলাইয়া দিল মুনি ॥ ২৩৭৫।
মামা হৈল পাগল কোঁচিনী হৈল কাল।
চাষ চষিতে তানে তুমি পাঠায়্যাছ ভাল ॥ ২৩৭৬।
ওগো মামী মামাতো মজিল আদিরসে।
রাখিতে নারিবে তুমি আপনার বশে ॥ ২৩৭৭।
মামাকে কর্‌য়াছে বশ গোটা চারি মায়্যা।
রাত্রিদিন মামা তার পিছু বুলে ধায়্যা ॥ ২৩৭৮।
তার মধ্যে এক মাগী আছে বড় কাল্যা।
সে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভুবন দিতে পারে টাল্যা ॥ ২৩৭৯

১—১ মামার চরিত্র শুন্যা মগ্ন হৈলাম্ আমি (ক)

চিত কর্য়া মামার সে বুকে দিয়া পা।
মৃত প্রায় থাকে মামা মুখে নাঞি রা ॥ ২৩৮০ ।
ধন্য মামী তুমি যদি অন্য মায়া হৈতে।
খাড়ু মুড়া মার্য়া মামায় দূর কর্য়া দিতে ॥ ২৩৮১ ।
নারদের নিবেদনে নগেন্দ্র-নন্দিনী।
কান্তের কারণে কন কাকুর্ব্বাদ বাণী ॥ ২৩৮২ ।
কি কব নারদ আর উগে নাই কিছু।
বল বুদ্ধি গেল সব শঙ্করের পিছু ॥ ২৩৮৩ ।
কেমন প্রকারে ঘরে হরে আনি ছল্যা।
ভবের ভাগিনা ভাল বুদ্ধি দেহ বল্যা ॥ ২৩৮৪ ।
ঋষি বলে মামী আমি করি নিবেদন।
ব্যগ্র হৈয়া উগ্র যাতে আসিবে ভবন ॥ ২৩৮৫ ।
মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥ ২৩৮৬ । [১১২]

গৌরীকে মন্ত্রণা-দান

উপায়ে যে শক্য সে অশক্য পরাক্রমে।
বৈসা বস্তু পাইত কি কাজ পরিশ্রমে ॥ ২৩৮৭ ।
আলুকুশী গুঁড়া মামী উড়া মন্ত্র পড়্যা।
উগুানি হইয়া ক্ষেতে খায় যেন ছাড়্যা ॥ ২৩৮৮ ।
কামড়াবেক কুটুকুটু ফুলাবেক অঙ্গ।
চঞ্চল হইয়া চন্দ্রচূড় দিবে ভঙ্গ ॥ ২৩৮৯ ।
যদি তার প্রতিকার করে আর থাকে।
দংশ মশা মক্ষিকা পাঠাবে লাখে লাখে ॥ ২৩৯০ ।
ক্ষেতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া যেন খায়।
ভীম সনে ভূতনাথে ভঙ্গ যেন দেয় ॥ ২৩৯১ ।

তবু যদি প্রভু কভু থাকে তাকে টাস্থা।
সৃষ্টি কর‍্যা জলৌকা জলেতে দিবে ফেল্যা॥ ২৩৯২।
আঁঠু পাত্যা যখন নিড়াত্যে বৈসে জলে।
হস্তী অশ্ব হেন যেন ধরে নাভি মূলে॥ ২৩৯৩।
যখন যেখানে ধরে জানা নাহি যায়।
গুটি গুটি ছুটী মুখে রক্ত টাস্থা খায়॥ ২৩৯৪।
যতক্ষণ জঠর পূর্ণিত নাহি হয়।
ছাড়াইতে ছিড়ে তবু ছাড়িবার নয়॥ ২৩৯৫।
জল ছাড়্যা স্থলে যদি স্থিতি করে স্থাণু।
ছালা ছালা ছিনা জোঁকে ছাওয়াইবা তনু॥ ২৩৯৬।
রয়্যা রয়্যা বসে বসে রক্ত যেন খায়।
ভীম সনে ভূতনাথ ভঙ্গ দিবে তায়॥ ২৩৯৭।
তবু যদি প্রভু কদাচিত নাই আস্যে।
আপনি ছলিবে তুমি বাগদিনী বেশে॥ ২৩৯৮।
ধান্য ভাঙ্গা ধর‍্যা মীন সিচাইবে বারি।
মোহবাণ মার‍্যা আন মাণিক্য অঙ্গুরী॥ ২৩৯৯।
বঞ্চিবার বাস ঘর বিরচিতে বল্যা।
তিহো তার চেষ্টা পাবে তুমি আস্য চল্যা॥ ২৪০০।
মুনির মন্ত্রণা মনে লাগিল সুন্দর।
সুন্দরীকে বন্দিয়া বিদায় মুনিবর॥ ২৪০১।
মধুক্ষর ইত্যাদি॥ ঃ ঃ॥ ২৪০২। [১১৩]

শিবের নিকট উডানি মশা প্রেরণ

নারদের নিবেদনে নগেন্দ্রনন্দনী।
আলকুশী গুঁড়া আনি উড়াল্য তখনি॥ ২৪০৩।

মন্ত্রবলে ধায়্যা চলে পায়্যা জীবন্যাস।
অকালে কুজ্ঝটি যেন ছাইল আকাশ ॥ ২৪০৪ । *
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শরীর সামর্থ্যে নহে টুটি।
হাতী পারা জন্তুকে হারাত্যে পারে দুটী ॥ ২৪০৫ ।
এমন উণ্ডানি আস্যা অবনী ভিতর।
খায়্যা ক্ষত বিক্ষত করিল দিগম্বর ॥ ২৪০৬ ।
তৈলহীন তনু তাতে তেপান্তরে পায়্যা।
বাকী নাই কোনখানে খুন কৈল খায়্যা ॥ ২৪০৭ ।
জল বান্ধ্যা আষাঢ়ে আরম্ভ্যাছিল মই।
উণ্ডানির রেলা বেলা দণ্ডটাক বই ॥ ২৪০৮ ।
ভীমের উপরে আগে উণ্ডানির দণ্ড।
কামড়াইয়া কলেবর কৈল খণ্ড খণ্ড ॥ ২৪০৯ ।
ভীম বলে বিশ্বে নাই মোর সম বীর।
কেনে তুচ্ছ উণ্ডানিতে করিল অস্থির ॥ ২৪১০ ।
সিকি আনি দুয়ানি দ্যাগিল অঙ্গময়।
নয়ান নাসিকা কর্ণে নিবেশিয়া রয় ॥ ২৪১১ ।
কর্ম্ম ছাড়ি কান্দিয়া কর্দ্দম মাখে গায়।
মই লয়্যা দুটী হেল্যা পলাইয়া যায় ॥ ২৪১২ ।
হাল্যা হেল্যা হারাইয়া হরের নিকটে।
দেখে গিয়া দিগম্বরে দ্বিগুণ সঙ্কটে ॥ ২৪১৩ ।
ভবের ভ্রুকুটি দেখ্যা ভয়ে ভীম কয়।
কী হবে উপায় মামা প্রাণ কিসে রয় ॥ ২৪১৪ ।

* ইহার পর (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

মধুর মধুর ধ্বনি শুনি মন্দ মন্দ।
কিন্নরের গানে যেন কর্ণের আনন্দ ॥

স্ফুরে নাই বুদ্ধি বাপু ফুলাল্যোক গা।
গন্ধ কর্যা পাঠায়েছে গণেশের মা ॥ ২৪১৫।
মহেশ্বর মন্ত্রণা করিল মনে মনে।
আতুরে নিয়ম নাই নারায়ণ জানে ॥ ২৪১৬
তৈল আন্যা তনুতে লেপন কৈল সবে।
উণ্ডানির উপদ্রব এড়াইল তবে ॥ ২৪১৭।
মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥ ২৪১৮। [১১৪]

মাছি ডাঁশ প্রেরণ-সিদ্ধান্ত

ভবনে না আল্য ভব ভগবতী জান্যা।
উড়াল্য উৎপাত মশা উরখড় আন্যা ॥ ২৪১৯। *
উষ্ট্র সম চরণ মাতঙ্গ সম মুণ্ড।
দুই দিকে দুই দণ্ড মধ্যে তার শুণ্ড ॥ ২৪২০।
রূপে গুণে চালে শীলে সকলি সুন্দর।
তৃপ্ত হয়্যা ত্রিপুরা তাহারে দিলা বর ॥ ২৪২১।
ঘনশ্যাম শক্র-রেখা শোভন শরীর।
খলের লক্ষণে খাবে করাবে অস্থির ॥ ২৪২২।
কাণে কাণে কুনুকুনু করাবে সম্ভাষ।
পায় পড়্যা পশ্চাৎ পিঠের খাবে মাস ॥ ২৪২৩।

* ইহার পর (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
উমার উমায় উপজিল মশাগণ।
লাখে লাখে ধায় পাখে ডাকে গন্‌গন্‌।

তাড়্যা দিলে বেড়্যা ধর ছাড়্যা নাই যায়্য।
ছিদ্র ডাক্যা সুস্থ থাক্যা রক্ত টান্যা খায়্য॥ ২৪২৪।
নক্তযোগে রক্তভোগে লুপ্ত হবে কত।
বাঁশবনে বাসা কর দিবসের মত॥ ২৪২৫।
সাঁঝে সাজ্যা যাবে সবে শিবে দিতে কষ্ট।
সর্ব্ব জীবের রক্ত খাবে হিমে হবে নষ্ট॥ ২৪২৬।
ত্রিপুরার তলব ত্রিলোকনাথে কয়্য।
তাকে আন্যা তলবানা পণ পণ চায়্য॥ ২৪২৭।
বিদায় হৈল মশা বাস কৈল বনে।
মাছি ডাঁশ পার্ব্বতী পাঠায়্যা দিল দিনে॥ ২৪২৮।
উপজিয়া উঠ্যা উড়িল মাছি ডাঁশ।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে চষাল্যেক চাষ॥ ২৪২৯। [১১৫]

মাছি ডাঁশ প্রেরণ

দুষ্ট মাছি ডাঁশ সৃষ্টি কর্য়া কুতূহলে।
বর দিল বিধুমুখী বিদায়ের কালে॥ ২৪৩০।
সূর্য্যের কিরণে দিনে দেখ্যা শুন্যা খায়্য।
পূতিগন্ধ হলে মাছি পরিতোষ পায়্য॥ ২৪৩১।
কাল মাছি কুলীন করিহ তারে মান।
মৌলিকের মধ্য ঘায় তাকে দিহ স্থান॥ ২৪৩২।
তিঁহো তোমাদের বড় বাড়াবেন ভোগ।
খাওয়াবেন পেট ভর্য়া ঘায় কর্য়া যোগ॥ ২৪৩৩।
ডাঁশ খায়্য মাংস ভেদ্যা মাছি খায়্য রস।
ত্রিলোচন আল্যে তবে তোমাদের যশ॥ ২৪৩৪।
ডাগর ডাগর ডাঁশ ডাক্যা যায় উড়্যা।
চলিল চঞ্চল মাছি চতুর্দ্দিক জুড়্যা॥ ২৪৩৫।

যায়্যা জগন্নাথ সনে জুড়িলেক বাদ।
ভন্ ভন্ করে যেন ভোরঙ্গের নাদ ॥ ২৪৩৬।
নিড়ানের[1] কালে আস্যা করিলেক ভঙ্গ।
মাঠে পায়্যা মাছি ডাঁশ মাতাইল জঙ্গ ॥ ২৪৩৭।
নির্ভরে নির্ভয় হয়্যা মারিল কামড়।
চমকিয়া চন্দ্রচূড় চালাইল চড় ॥ ২৪৩৮।
ঠাস ঠস ঠুই ঠাই ঠাকুরের করে।
দশ পাঁচ উড়্যা যায় দুই চাইর মরে ॥ ২৪৩৯।
কট্ কট্ কাট্যা কোটী কোটী দেই ভঙ্গ।
মাঠে[2] পায়্যা মাছি ডাঁশ মাতাইল জঙ্গ[2] ॥ ২৪৪০।
ভীমসনে ভ্রূকুটি করিয়া ভূতনাথ।
চট্[3] চাট্ শুনি কর্ণ চাপড় নির্ঘাত[3] ॥ ২৪৪১।
প্রাণ ভয়ে পালাইলে পিছু যায় তাড়্যা।
ধরণী লোটায় ধন ধান বনে পড়্যা ॥ ২৪৪২।
বাড় বাড় করে ভীম বাপ্ বাপ্ বল্যা।
কামড়ে কাতর হৈয়া কান্দে দুটী হেল্যা ॥ ২৪৪৩।
ঝর্ঝর শোণিতধারা সকল শরীরে।
দড়ি ছিড়্যা মহিষ প্রবেশ কৈল নীরে ॥ ২৪৪৪।
আঁঠু পাড়্যা বুড়া আড়্যা বস্যা গেল পাঁকে।
ঠাঞি জান্যা ঠেঁটা কাক ঠোকরাল্য টাকে ॥ ২৪৪৫।
আস্যা ঢলঢল্যা[4] মাছি বসিলেন তায়।
মাছ্যাতা পাড়িবা মাত্র কৃমি হৈল তায় ॥ ২৪৪৬।

১ কাঁড়ানের (ক) ২—২ ফুলাবার নয় কিন্তু ফুলালেক অঙ্গ (ক)
৩—৩ চট চট শুনি চড় চাপড়ের ঘাত (ক)
৪ ঢণ্ঢয়্যা (ক)

রক্তপড়ে বাড়[১] করে[১] গাঢ় কৈল খায়্যা।
হোগলার বনে বৃষ পালাইল গিয়া ॥ ২৪৪৭।
মহাদেব মনে মনে করিয়া মন্ত্রণা।
ঘৃত মাখ্যা ঘুচাইল মাছির যন্ত্রণা ॥ ২৪৪৮।
হেল্যার কিয়ারি করি মাছি কৈল দূর।
তাহাতে রসুন-তৈল দিলেন প্রচুর ॥ ২৪৪৯।
সুস্থ হয়্যা সুন্দর[২] সবাই গেল বাসে।
রামেশ্বর বলে অতঃপর মশা আসে ॥ ২৪৫০। [১১৬]

মশার উৎপাত

সন্ধ্যা দেখিয়া কুনু কুনু করিয়া
বনে হৈতে বারাল্য মশা।
যতছিল ছোট বড় ধাইল দড়বড়
বেড়িল শিবের বাসা ॥ ২৪৫১।
শুনিয়া ঝঙ্কার ডাক্যাছে কিঙ্কর
কি দেখ শঙ্কর হে।
শব্দের ধমকে পরাণ চমকে
ই আর আইল কে ॥ ২৪৫২।
শঙ্কর সহিতে কিঙ্কর কহিতে
ছুর ছুর পড়িছে পায়।
কানে কানে আসিয়া কুনু কুনু করিয়া
পৃষ্ঠে বসিয়া খায় ॥ ২৪৫৩।

১—১ দাঁড় কাক (ক)
২ সন্ধ্যায় (ক)

কত কত বেড়িয়া বুলিছে উড়িয়া
সুন্দর করিয়া রব।
ছিদ্র পাল্যে পুনঃ শোণিত ভক্ষণ
খলের লক্ষণ সব ॥ ২৪৫৪ ।
মশার কীর্ত্তন শিবের নর্ত্তন
দাস মহিষের ভঙ্গ।
লোমকূপ সকলে শোণিত নিকলে
জর্জ্জর করিল অঙ্গ ॥ ২৪৫৫ ।
চাপড়ে চট্‌চাট্‌ হেল্যার হট পাট
সট্‌ সট্‌ নড়িছে বর্চ্চ[1] ।
এরূপ মর্দ্দন মশার কর্দ্দম
হাতেক হৈল উচ্চ ॥ ২৪৫৬ ।
মশার পন্‌ পন্‌ শুনিয়ে ঘন ঘন
চক্ষের ঘুচিল ঘুম।
উষ ঘাস করি জড় শঙ্কর জ্বালে খড়
দড় বড় লাগাল্য ধূম ॥ ২৪৫৭ ।
ধূমের জ্বালাতে মশক পালাত্যে
দাস[2] মহিষের ভঙ্গ[2] ।
ভণে রামেশ্বর অস্থির শঙ্কর
জানিল গৌরীর কর্ম্ম[3] ॥ ২৪৫৮ । [১১৭]

ভীমের সহিত শিবের পরামর্শ

প্রভাতে উঠিয়া ভীম ভূতনাথে ভাষে।
চল হর যাব ঘর কাজ নাই চাষে ॥ ২৪৫৯ ।

১ পুচ্ছ (ক) ২—২ সৈন্যের হইল সঙ্গ (ক) ৩ রঙ্গ (ক)

যাত্রাকালে যত্ন কর‍্যা কয়্যাছিল মামী।
একবার তার তত্ত্ব না করিলে তুমি ॥ ২৪৬০।
হৈমবতী হরে তোরা হয়্যা আধ[১] অঙ্গ।
ছ ছমাস রহিলে ছাড়িয়া তার সঙ্গ ॥ ২৪৬১।
মামী মোর সাবাস জাত্যের বেটী বটে।
অনুতাপে তোমা সনে লাগিয়াছে হটে ॥ ২৪৬২।
তোকে দুঃখ দিতে মামী মোকে দেয় জড়্যা।
মটরের মর্দ্দনে মুস্থর গেল উড়্যা ॥ ২৪৬৩।
ভুল্যা মামী ভৃত্যে মারে ভাণ করে সব।
শিব কহে শুনিয়া সেবক-মুখ রব ॥ ২৪৬৪।
কপর্দ্দীর কদর্থন ত্রিপুরার কর্ম্ম।
পর্ব্বতের বেটী মোরে পুড়িলেক জন্ম ॥ ২৪৬৫।
চষালেক চাষ সেই চেতাল্যেক ফির‍্যা।
মিথ্যা নাই বলি বাপু আপনার কির‍্যা ॥ ২৪৬৬।
ঘরে জাত্যে কার অভিলাষ নাই হয়।
চলে নাই চরণ চাষের পাটি বয় ॥ ২৪৬৭।
পাটি[২] বয়্যা গেলে কৃষি হয়্যা হৈল কি।
দিন কত রয়্যা ক্রুত নিড়াইয়া দি ॥ ২৪৬৮।
ফুরাবেক পাটি ধান্য আসিবেক ফল্যা।
তবে যেন সব আসি ঘর হৈতে বুল্যা ॥ ২৪৬৯।
এড়াইতে নার‍্যা ভীম নিড়াইতে জান।
রামেশ্বর বলে জলে হবে সাবধান ॥ ২৪৭০। [১১৮]

১ এক (ক)
২ চাষ (ক)

জোঁকের উৎপাত

ক্ষেতে বস্যা কৃষাণে ঈশান দেন বল্যা।
চারি দণ্ডে চৌদিকে চৌরস কৈল চাল্যা॥ ২৪৭১॥
আড়ি তুল্যা ধারে ধারে বসাইল ধান।
আঁঠু পাত্যা ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥ ২৪৭২।
বাবুচ্যা বরাট্যা চেঁচুড়া ঝাড়া উড়ি।
গুলামুথা পাতি মার্যা পুত্যা যায় মুড়ি॥ ২৪৭৩।
দল দূর্ব্বা সোলা শ্যামা তেশিরা কেস্তুর।
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে তুর তুর॥ ২৪৭৪।
খর খর করিয়া খড়ের ভাঙ্গে ঘাড়।
কুলি কর‍্যা থাইল ধান্যের ধর‍্যা ঝাড়॥ ২৪৭৫।
কিতা জুড়্যা কিতা[১] বেড়্যা মধ্যে গিয়া রয়।
উলট পালট কর‍্যা বার পাঁচ ছয়॥ ২৪৭৬।
এইরূপে সেই কিত্যা সার‍্যা চট্ পট্।
কিত্যা কিত্যা নিড়াইয়া চলে সট্ সট্॥ ২৪৭৭।
বাদ নাই বাঘ যেন বস্যা থাকে বুড়া।
সার্দ্ধযামে[২] সার‍্যা উঠে শত শত কুড়া॥ ২৪৭৮।
ঘাস কাট্যা বোঝা বান্ধ্যা ঘরে যায় চল্যা।
পাটা পাড়্যা প্রাণপণে পোষে তুটী হেল্যা॥ ২৪৭৯।
এইরূপে প্রতিদিন পাটি গুলা করে।
প্রভাতে নিড়াত্যে যায় আস্তে দেড় পরে॥ ২৪৮০।
জানিল যোগিনী জটিলের মনোরথ।
জলমূলে[৩] জলৌকা জন্মাইল শত[৪] শত[৪]॥ ২৪৮১।

১ ভিতা (ক) ২ সন্ধ্যাকালে (ক)
৩ জলে স্থলে (ক) ৪—৪ দুই শত (ক)

ছোট ছোট ছিনা জোঁক ছুট্যা বুলে ঘাসে।
জলে বুলে হাত্যা জোঁক রুধিরের আশে ॥ ২৪৮২
প্রভাতে নিড়াত্যে ক্ষেতে নামে বৃকোদর।
আল্যের উপরে ঘাসে বৈসে দিগম্বর ॥ ২৪৮৩।
জোঁক ধরে দোঁহারে জানিতে নারে কেহ।
সরসর[১] পাট্যে দৃষ্টি দেখে নাই দেহ[১] ॥ ২৪৮৪।
নিড়ান সমাপ্ত কর্‌্যা বৎসরের মত।
হরি ধ্বনি কর্‌্যা উঠে হয়্যা হরষিত ॥ ২৪৮৫।
তখন দেখিল জোঁক হইল মহাভয়।
হাতে পায় ধর‍্যাছে হাজার পাঁচ ছয় ॥ ২৪৮৬।
বিকল হইয়া উঠে বাড় বাড় কর্‌্যা।
প্রাণপণে যত টানে তত যায় ছিড়্যা ॥ ২৪৮৭।
পিছলিয়া যায় পাপ ছিঁড়ে ছাড়ে নাই।
মার মার কর্‌্যা আল্য মহেশের ঠাঞি ॥ ২৪৮৮।
মুকুন্দে মগন ছিল মহেশের মন।
জানে নাই ছিনা জোঁকে ধর‍্যাছে কখন ॥ ২৪৮৯।
ভীম দেখ্যা বলে ভোলা ভয় নাই তোর।
আপনার দেহ দেখ প্রাণ রাখ মোর ॥ ২৪৯০।
চায়্যা চন্দ্রচূড় চুণ নুন দিল ঘস্যা।
রক্তাক্ত শরীর হৈল সব গেল খস্যা ॥ ২৪৯১।
যোত্র[২] কর্‌্যা[২] জল কাটে জল বয়্যা জান।
অর্দ্ধ ভাদ্রপদ মাসে রৌদ্রপাল্য ধান ॥ ২৪৯২।

১—১ রুধির ভক্ষণ করে ধর‍্যা তার দেহ (ক)
২—২ যুক্তি কর্‌্যা (ক)

পিছু পরিপূর্ণ কর্যা বান্ধিলেক জল।
ডুব্যা যায় ঘাস যেন দেখ্যা যায় দল ॥ ২৪৯৩।
আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে নাই করে হেলা।
পদাঘাতে ঘোগ মারে ঘায়্যে দেই চেলা ॥ ২৪৯৪।
ডাক-সংক্রান্তি দিনে ক্ষেতে পুতে নল।
কার্ত্তিকের কত দিনে কাট্যা দিল জল ॥ ২৪৯৫।
ধরণী সুধন্যা হৈল ধান্য আল্য ফুল্যা।
ভোলানাথ রহিলেন ভবানীকে ভুল্যা ॥ ২৪৯৬।
মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥ ২৪৯৭। [১১৯]

বাগদিনী-পালা আরম্ভ

পার্ব্বতী পদ্মাকে[১] বল্যা পাঠাইল[১] যত।
কা[২] হতে[২] না হল্য কিছু নাই আল্য নাথ ॥ ২৪৯৮।
মহেশ মাধব হৈল মহী মধুপুরী।
কৈলাস হৈল ব্রজ আমি রাধা ঝুরি ॥ ২৪৯৯।
শঙ্কর হৈল রাম আমি হৈল সীতা।
পরিত্যাগ দিয়া মোরে রহিলেন কোথা ॥ ২৫০০।
এক তিল যে মোরে ছাড়িত নাই কভু।
সে মোর এখন কোথা কোথা মোর প্রভু ॥ ২৫০১।
কতদিনে কান্তসনে হবে দরশন।
হরমুখে হরিকথা করিব শ্রবণ ॥ ২৫০২।
হাগ্যাইল ছাল্যা ছুটী হারা হয়্যা হরে।
কান্ত বিনে কৈলাস কানন হৈল মোরে ॥ ২৫০৩।

১—১ পদ্মারে বলে পাঠাইলাম (ক)   ২—২ কা হত্যা (ক)

বাগদিনী হৈতে বলে বিধাতার বেটা।
পরিণামে পশুপতি পাছে দেন খোঁটা॥ ২৫০৪।
হাসি হাসি বলে দাসী খোঁটা বড় ভাল।
অল্প কথা বটে মাতা ছল্যা আনি চল॥ ২৫০৫।
যুক্তি কর্য়া পার্ব্বতী পদ্মারে লয়ে সাথে।
অবতীর্ণ মহামায়া মহেশের ক্ষেতে॥ ২৫০৬।
ধান্য দেখ্যা পুণ্যবতী ধন্য ধন্য করে।
সার্থক শিবের চাষ সাবাস শঙ্করে॥ ২৫০৭।
এই পাকে প্রভু মোরে পাসরিয়া আছে।
প্রিয় ধান্য পোতা গেলে পিটা ফেলে পাছে॥ ২৫০৮।
পদ্মা বলে পুত নাই ফুলা ধান্যগুলি।
মূর্ত্তি ফের্য়া মৎস্য ধর মধ্যে কর্য়া কুলি॥ ২৫০৯।
কার্য্য হেতু কাত্যায়নী কিঙ্করীর বোলে।
বিমোহিনী বাগদিনী হৈল সেইকালে॥ ২৫১০।
হোগলের বনে পদ্মা লুকাইয়া রয়।
বান্ধ বান্ধ্যা বিধুমুখী সিঁচ্যা ফেলে পয়॥ ২৫১১।
প্রথমে প্রচুর পুঁঠি লম্ফ দিল কাছে।
বান্ধ বান্ধ্যা বলিল বিস্তর মৎস্য আছে॥ ২৫১২।
ধরে মৎস্য ধান ভাঙ্গ্যা করে বরাবর।
ভূম দেখিতে ভীম আস্তে ভণে রামেশ্বর॥ ২৫১৩। [১২০]

ভীমের সঙ্গে বাগদিনীর কলহ

ধান্য ভাঙ্গে বাগদিনী কোপে ভীম দেখ্যা।
জলন্ত অনল হৈল জল্যা গেল শিখা॥ ২৫১৪।
ক্ষুব্ধ হয়্যা শব্দ কর্য়া উঠে উভরায়।
আরে মাগী কি করিলি কি করিলি হায়॥ ২৫১৫।

খায়্যা কাদা পানি ক্ষেতে ক্ষিতি কৈল হর।
হেন ধান্য ভাঙ্গ কেন বুকে নাই ডর ॥ ২৫১৬।
শিবের সাক্ষাৎ চল সে মারিবে সোঁটা।
বাগদিনী বলে দূর আঁট্যা খাকুয়ার বেটা॥ ২৫১৭।
বলগে বালাই মোর যায় তার ঠাঁঞি।
ষাঁড়ের মায়্যাকে তুই রাকাড়িস্ নাই ॥ ২৫১৮ ।*
তোর শিব কি করিবে তাকে আমি জানি।
আনগ্যা ডাক্যা তারে আস্থা সিচ্যা দেকু পানি॥ ২৫১৯।
বৃকোদর বলে বেটী বড় না দেখি ত্বরা।
আপ্ত কর‍্যা এমন কথা দিন লাগ্যাছে পারা ॥ ২৫২০।
বাগদিনী বলে আমার কি করিবে বুড়া।
ভীম বলে জানিবি যখন ভাঙ্গ্যা দেবে হাড়া ॥ ২৫২১।
ভীমকে বলে ভরম লিয়া যারে বেটা বাস্থুয়া।
শিবের হৈয়া কোন্দল করিস শিব কি তোর মাস্থুয়া॥২৫২২।
ভীম বলে বাস্থুয়া বটি মামা বটে মোর।
তুই যে শিবের ধান ভাঙ্গিস্ ভাতার নাকি তোর ॥২৫২৩।
বাগদিনী বলে আমার ভাতার বটে যা।
শিব জানে আমি জানি তোর বাপের কি তা॥ ২৫২৪।
ছার কপাল ছিরে বাস্থুয়া ছার কপাল ছি।
ভীম বলে চুপ থাক না ভাতার খুড়ির ঝি ॥ ২৫২৫।
চুকে নাই মুখে আর ধান্য ভাঙ্গে গাজে।
মহাকোপে ধায় ভীম মারিবার সাজে ২৫২৬।

* ইহার পর (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
মৎস্য ধরা বৃত্তি কৈল শিবের ভাই ধাতা।
শিবের ক্ষেতে না ধরিব আর ধরিব কোথা ॥

বাগদিনী বলে বেটা ছোঁ তো দেখি মোকে।
ঘাড় ভাঙ্গ্যা রক্ত খাব পুঁতে যাব পাঁকে ॥ ২৫২৭।
কড়মড় কর‍্যা দন্ত কট্‌মট্‌ ঠান।
মহাবীর মনে করে মাগী বড় টান ॥ ২৫২৮।
অসুরদলনী ধায় উঠাইয়া চড়।
ভঙ্গী দেখ্যা ভয় পায়্যা ভীম দিল রড় ॥ ২৫২৯।
ধর ধর কর‍্যা পিছে মারে উড়াতাড়।
ভীমের ভাবনা হৈল ভাঙ্গিলেক ঘাড় ॥ ২৫৩০।
পড়িতে পড়িতে পালাইল চটপট্‌।
শিবের সাক্ষাতে গিয়া বান্ধিলেক জট ॥ ২৫৩১।
হাঁই ফাঁই করে ঘন পিছু পানে চায়।
বাগদিনী আস্যা যেন গিলিলেক প্রায় ॥ ২৫৩২।
ব্যগ্র হৈয়া বিভু বলে বিবরণ বল।
বৃকোদর বলে বুড়া পালাইয়া চল ॥ ২৫৩৩।
বিশ্বনাথ বলে এত ভয় পাল্যে কিসে।
ঘর চড়্যা ঘাড় ভাঙ্গা রক্ত খাত্যে আসে ॥ ২৫৩৪।
কামরিপু বলে ক না কিরে বাপু কে।
বৃকোদর বলে এক বাগদিনী হে ॥ ২৫৩৫।
ধরে মৎস্য ধান ভাঙ্গা করে বরাবর।
রূপে গুণে যৌবনে জিন্যাছে চরাচর ॥ ২৫৩৬।
উঠিয়া বসিল বুড়া পাইয়া সন্ধান।
কত[১] শুনি বাগদিনী কেমন বন্ধান ॥ ২৫৩৭।
আমি তার প্রতিকার করিব সুন্দর।
ভীম কহে ভব শুনে ভণে রামেশ্বর ॥ ২৫৩৮। [১২১]

১ বল (ক)

বাগদিনীর রূপ

শুন সুর-শিরোমণি যে দেখিলু বাগদিনী
একমুখে কি কহিব মামা।
চতুর্ম্মুখে কত বিধি কোটী কল্প কহে যদি
তথাচ রূপের নাহি সীমা ॥ ২৫৩৯।
লক্ষ্মী সরস্বতী কিম্বা উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা
অথবা মোহিনী অবতার।
দেখি তার দেহ আভা ত্রিভুবনে যত শোভা
সকলি পাইল তিরস্কার ॥ ২৫৪০।
মুখের তুলনা তার চরাচরে নাহি আর
অধর অরুণ নিন্দ্য দেখি।
কোকিল জিনিয়া ভাষা খগেন্দ্র জিনিয়া নাসা
খঞ্জন-গঞ্জন দুটী আঁখি ॥ ২৫৪১।
নিন্দিয়া কুন্দের কলি সকল দশনগুলি
চামর নিন্দিয়া কেশ চারু।
নবঘন জিনি বর্ণ গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ
কামের কামান জিনি ভুরু ॥ ২৫৪২।

কণ্ঠে কম্বু পাল্য তিরস্কার।
মালুর নিন্দিয়া স্তন মূর্চ্ছা যায় ত্রিভুবন
মাঝায় মৃগেন্দ্র পরিহার ॥ ২৫৪৩
করিবর জিনি কর নখ নিন্দি শশধর
রামরম্ভা জিনি উরুদেশ।
পরিপূর্ণ রূপে গুণে নির্ব্বচিতে কোনখানে
কদাচ দোষের নাহি লেশ ॥ ২৫৪৪।

ধান্য-ভূমি করিয়াছে আলো।
মোর বোলে পশুপতি প্রত্যয় না যাও যদি
দেখাইয়া দিব আমি চল ॥ ২৫৪৫।
শিব বলে যাব নাই আমি।
বাগদিনী সে ত নয় মোর মনে হেন লয়
কদাচ না হয় — তোর মামী ॥ ২৫৪৬।
বিলম্ব দেখিয়া মোরে ছল্যা নিতে আল্য ঘরে
দৃষ্টিমাত্র হারাইব জ্ঞান।
অভব্য করিয়া মোরে ছলিয়া যাবেক ঘরে
পশ্চাতে খাবেক মোর প্রাণ ॥ ২৫৪৭।
ভীম বলে কিবা বল মামী গৌর এ যে কাল
আমি কি মামীকে চিনি নাই।
মামীর বয়স বাড়া মামী ঢেঙ্গা এযে গেঁড়া
তবে কেন ডরাল্যে গোঁসাই ॥ ২৫৪৮।
শুনিয়া এমন বাণী ব্যস্ত হয়্যা শূলপাণি
বাগদিনী দেখে ভীম সাথে।
ভয়ে ভীম রহে দূরে কামিনী কটাক্ষশরে
অস্থির করিল ভূতনাথে ॥ ২৫৪৯।
যত ধান্য ভাঙ্গ্যা ছিল সকল মর্য্যাদা হৈল
ভালমন্দ না বলিল কিছু।
বিনয় করিয়া পুনঃ কাষ্ঠের পুতলি যেন
ফির্যা বুলে তার পিছু পিছু ॥ ২৫৫০।
পরিচয় ছলে তথা বলেন রসের কথা
বাগদিনী শুনিয়া না শুনে।
দ্বিজ রামেশ্বর কয় এমন উচিত নয়
পরিচয় দেহ ত্রিলোচনে ॥ ২৫৫১। [১২২]

বাগদিনীর পরিচয়

কি নাম তোমার কহ কোন দেশে ঘর।
বল বল বাগদিনী বাস্থ নাহি ডর ॥ ২৫৫২।
মা বাপের নাম বল বট কার বেটী।
স্বামীর বয়স কত ছাল্যা পুল্যা কটী ॥ ২৫৫৩।
ভাতারের ভাব কত বুঝা গেল তা।
সে হৈলে এমন কেন শুধু হাত পা ॥ ২৫৫৪।
তুয়া চান্দমুখ দেখ্যা বুক যায় ফাট্যা।
কোন সাধে তুই হাতে পরায়্যাছে মাঠ্যা। ২৫৫৫।
তোমার ভাতার বুড় জানিল নিশ্চয়।
যুবা নাকি এমন যুবতী ছাড়্যা রয় ॥ ২৫৫৬।
বাগদিনী বলে তুমি বাসে যাও চল্যা।
জ্বলন্ত অনলে কেন ঘৃত দেও ঢাল্যা ॥ ২৫৫৭।
বুড়ার বিদ্রূপে মোর অঙ্গ হৈল কালি।
বুড়া রাক্ষস বুড়া বোকস বুড়া দেখ্যা জ্বলি ॥ ২৫৫৮।
বুড়া বল্যা তোমা সনে কই নাই কিছু।
তুমি সে ব্যথিত হয়্যা বুল পিছু পিছু ॥ ২৫৫৯।
শিব বলে আমাকে ব্যথিত যদি জান।
দয়া কর্যা তুটী কথা কও নাই কেন ॥ ২৫৬০।
দেও পরিচয় রামা দেও পরিচয়।
বুড়ার ব্যগ্রতা দেখ্যা বাগদিনী কয় ॥ ২৫৬১।
বঙ্গদেশে বাস শিখরপুরে ঘর।
স্বামী বুড়া দোলুই দরিদ্র দিগম্বর ॥ ২৫৬২।
বাপের নাম হেম দোলুই সেব্য যার সৌরি।
মায়ের নাম মেনকা আমার নাম গৌরী ॥ ২৫৬৩।

অল্পকালে দুটী পুত্র দিয়াছে গোঁসাঞি।
বহিন বিহীন নাম কার্ত্তিক গণাই ॥ ২৫৬৪।
বুড়াটী বিদেশে বনিতায় নাই রুচি।
মাঠে মাঠে মৎস্য ধরি হাটে হাটে বেচি ॥ ২৫৬৫।*
পার্ব্বতী প্রকৃত পরিচয় দিলা তবু।
আতুরে অজ্ঞান হৈল জ্ঞানময় প্রভু ॥ ২৫৬৬।
মায়ার মহিমা মদনের পরাক্রম।
জানাইতে জীবকে যোগেন্দ্র পাল্য ভ্রম ॥ ২৫৬৭।
তরুণীর বোলে ত্রিলোচন তৃপ্ত হৈলা।
সই সই বল্যা ডাকে সেই নাম বল্যা ॥ ২৫৬৮।
নামে নামে তামে তামে হৈল বরাবর।
সয়্যকে সয়্যার দয়া চাই অতঃপর ॥ ২৫৬৯।
তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে সয়া বুড়া।
বহুদিন আমিহ তোমার সই ছাড়া ॥ ২৫৭০।
হাস্যা হাস্যা ঘেস্যা ঘেস্যা ছুতে যায় অঙ্গ।
বাগদিনী বলে আই মা এ আর কি রঙ্গ ॥ ২৫৭১।
বুড়া সুড়া মনুষ্যা হয়্যা কেমন কর সয়্যা।
মন মজিল পারা মাঠে পায়্যা পরের মায়্যা ॥ ২৫৭২।
দেবদেব বলে মোরে দয়া কর সই।
বাগদিনী বলে আমি তেমন মায়্যা নই ॥ ২৫৭৩।
আপনাকে আঁট নাই পরের মাগ চাও।
এত যদি আস্থা আছে ঘর কেন না যাও ॥ ২৫৭৪।
শিব বলে শুন তো সই তুমি কি আমার পর।
সইটি তোমার তেমন নয় কিসে যাব ঘর ॥ ২৫৭৫।

২৫৬৫ শ্লোক (ক) পুথিতে নাই

শিবের বোলে অঙ্গ জ্বলে বলে বাগদিনী।
আমার সইয়ের কত দোষ কও দেখি শুনি ॥ ২৫৭৬।
ভুল্যা ভোলা তান কাছে তান নিন্দা কন।
তোমার পারা তেনি আমার মনের মত নন ॥ ২৫৭৭।
কঠিন-হৃদয় হন ত সদয় দোষে গুণে জড়।
কোন্দল বিনা রৈতে নারে এই দোষটী বড় ॥ ২৫৭৮।
তুমি যদি সয়্যা বল্যা দয়া কর মোকে।
তোমা লয়্যা ঘর করিব ছাড়্যা দেব তাকে ॥ ২৫৭৯।
শুন্যা মাত্র জ্বলে অঙ্গ বলে মহামায়া।
নিদারুণ বিধানখানি করবে তুমি সয়া ॥ ২৫৮০।
জন্ম আয়ু বটি বাগদিনীর সাঙ্গা আছে।
সাঙ্গা হৈলে সয়্যার অল্পতা হয় পাছে ॥ ২৫৮১।
ধর্ম্মপত্নী ছাড়্যা রবে ধীবরীর ঠাঞি।
তুষ্ট হয়্যা দেবলোকে লজ্জা পাবে নাই ॥ ২৫৮২।
কামিনীর কথা শুন্যা কামরিপু কয়।
ঈশ্বরের কথা সত্য কর্ম্ম সত্য নয় ॥ ২৫৮৩।
বড় ভাই ব্রহ্মা মোর বেদ বক্তা হয়্যা।
কন্যাকে করিতে ক্রীড়া কেন গেল ধায়্যা ॥ ২৫৮৪।
আর ভাই বিষ্ণু মোর কৃষ্ণ অবতারে।
গোপীনাথ নাম তার গোপিনী-বিহারে ॥ ২৫৮৫।
মধুপুরে কুব্জা করিল পরিতোষ।
তেজীয়ান্ পুরুষ পরশে নাই দোষ ॥ ২৫৮৬।
অনলে সকল পোড়ে তাত তুমি জান।
তবে আর কথায় সন্দেহ কর কেন ॥ ২৫৮৭।
ইহা শুনি বাগদিনী বলিছেন পুন।
বাঁচাইয়া লজ্জায় সাক্ষাতে হয় শুন ॥ ২৫৮৮।

ভাতার ছাড়্যা ভাতার ধরে ভাতার-নোড় মায়্যা।
রূপে গুণে যৌবনে বা ধন ধান্য পায়্যা ॥ ২৫৮৯।
রূপ নাই গুণ নাই ধন নাই তোর।
বুড়া ভাতার ধরব কেন চাড় কান্দ্যাছে মোর ॥ ২৫৯০।
তবে করি তুমি যদি আমার কথায় চল।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে কি করিবে বল ॥ ২৫৯১। [১২৩]

শিবের জল-সিঞ্চন

পর পুরুষের পাশে থাকি ছাল্যাপুল্যার পাকে।
ভাত কাপড় দিয়া তোমায় পুষিতে হৈল তাকে ॥ ২৫৯২।
বিরানার বাছা বল্যা বাস্য নাই মনে।
আবদার সবে তার আমার কারণে ॥ ২৫৯৩।
আপনার দোষ গুণ এই কালে কই।
ভাব করে যেই মোরে তার ঘরে রই ॥ ২৫৯৪ ॥
সকল ছাড়িয়া যে আমাকে করে সার।
সেই মোর প্রিয় তাকে ছাড়ি নাই আর ॥ ২৫৯৫।
পরের রমণী পিরীতের তরে মরি।
প্রেম কর্য়া তাকে ত পরাণ দিতে পারি ॥ ২৫৯৬।
অন্ন বস্ত্র অলঙ্কার কিছুই না চাই।
নিত্য লক্ষ লাভ করি ভাব যদি পাই ॥ ২৫৯৭।
অভক্তি করিয়া যে আপনা কাট্যা দেই।
তারে দয়া না করি দারুণ দোষ এই ॥ ২৫৯৮।
মোর গুণে মুগ্ধ হবে নির্গুণ ভাতার।
আপনি সকল করি নাম মাত্র সার ॥ ২৫৯৯।
উভয় অভিন্নভাবে থাকি অবিশ্রান্ত।
সকলে ব্যাপিকা আমি ব্যাপ্য মোর কান্ত ॥ ২৬০০।

এমন আয়্যাত রাখি পতিব্রতা মায়্যা।
মরে নাই মোর পতি বাঁচে বিষ খায়্যা॥ ২৬০১।
শিব বলে তোমার সয়্যের এই ধারা।
হারাইয়া হৈমবতী আমি পালু পারা॥ ২৬০২।
বাগদিনী বলে সয়্যা বড় ভাগ্য তোর।
যে দোষে ছাড়িলে সয়্যে সেই দোষটী মোর॥ ২৬০৩।
সাঙ্গানীর সঙ্গে কিন্তু সুখ পাবে বাড়া।
রহিতে নারিব আমি জাতি বৃত্তি ছাড়া॥ ২৬০৪।
প্রথমতঃ প্রীত কর্য়্যা খোলা দিব হাতে।
সেঁচাইব জল মাছ বহাইব মাথে॥ ২৬০৫।
পাটা পাড়্যা হাটে বস্যা মাছ বেচিব আমি।
গোমস্তা হইয়া কড়ি গণ্যা লবে তুমি॥ ২৬০৬।
শিব বলে আর কেন মাছ বেচিবে হাটে।
রাজরাজেশ্বরী হয়্যা বস্যা থাক খাটে॥ ২৬০৭।
দয়া কর্য়্যা সয়্যার যদ্যপি নিলে সেবা।
ত্রিভুবনে তোমার তুলনা আছে কেবা॥ ২৬০৮।
বাগদিনী বলে সয়্যা ওই তো মন ভাঙ্গে।
কথা যদি কাটিবে কি কাজ বুড়া নাঙ্গে॥ ২৬০৯।
কি বোল বলিলে সই বিদারিলে বুক।
আন খোলা সেঁচি জল ত্যজ মন দুঃখ॥ ২৬১০।
বিচারিলা বিধুমুখী সিঁচাত্যাম নাই।
পরিণামে পাব খোঁটা পশুপতি ঠাঞি॥ ২৬১১।
ঝাঁটি কত সেঁচাল্যে কহিতে ভাল হয়।
ভোলানাথে খোলা দিয়া দাণ্ডাইয়া রয়॥ ২৬১২।
যোগেশ্বর জল সেঁচে জলাধিপে কম্প।
সিঁচ-গাড়ি সমীপে সফরী দিলা লম্ফ॥ ২৬১৩।

ঝট্ ঝট্ ঝাটী ফেলে ঝট্ ঝাটী শুনি।
সাবাসি সাবাসি সয়্যা বলে বাগদিনী ॥ ২৬১৪।
টিকে নাই বাঁধ আর টানালেক জল।
তরুণীর তারিফে ত্রিগুণ হৈল বল ॥ ২৬১৫।
যোগিনী জপিয়া মন্ত্র জল কৈল স্থির।
তবু টুটে বিভু হাতে আঁটে নাই নীর ॥ ২৬১৬।
চক্র কর্য়া চণ্ডী বান্ধ কাট্যা দিতে যান।
দেখ্যা আসি সয়্যা পাছে ভাঙ্গে বান্ধখান ॥ ২৬১৭।
শিব বলে সই তোকে না দেখিলে মরি ॥
দুই জনে যায়্যা জল নিরীক্ষণ করি ॥ ২৬১৮।
বাগদিনী বলে সেঁচ সেঁচ হে গোঁসাঞি।
এত অপ্রত্যয় কেন পলাইব নাই ॥ ২৬১৯।
সেঁচেন দাবড়ি খাইয়া হইয়া নীরব।
বাগদিনী গিয়া বান্ধ কাট্যা দিল সব ॥ ২৬২০।
আসিয়া শিবের কাছে হাস্যে খল খল।
সেঁচে যত আস্যে তত টুটে নাহি জল ॥ ২৬২১।
ধোঁকাল্যেক ধূর্জ্জটিকে ধর্য়ালেক কটি।
ঈশ্বরে ইঙ্গিত করে কিরাতের বেটি ॥ ২৬২২।
তোমার হয়্যা আমি সয়্যা করি হাঁঞিফাঁঞি।
তুমি জল সেঁচ সয়্যা দাণ্ডাইও নাই ॥ ২৬২৩।
এই মুখে বাগদিনী মাগ করিবে তুমি।
এতক্ষণে সব জল সেচিতাম আমি ॥ ২৬২৪।
বিনয় করিয়া তারে বলিছেন প্রভু।
বাপের বয়সে জল সেঁচি নাই কভু ॥ ২৬২৫।
শাসিল সুন্দরী যদি সেঁচিতে না জান।
বাগদিনী মাগকে তোমার সাধ কেন ॥ ২৬২৬

দারুণ কথায় দেব-দেবে পাল্য দুখ্‌খ।
বায়ু-বীজ জপ্যা জল করিলেন শুষ্ক ॥ ২৬২৭।
অল্প জলে মৎস্য বুলে করে ধড়ফড়।
ডরাইয়া ডাকিনী ডিম্বেরে করে গড় ॥ ২৬২৮।
শেষ জল সদাশিব সেঁচ্যা ফেলে কোপে।
জাল পাত্যা ভগবতী ভাসা মৎস্য লোফে ॥ ২৬২৯।
সেঁচ্যা সর্ব্ব করে গর্ব্ব কেমন বটি সই।
কথায় বুড়া বটি কিন্তু কার্য্যে বুড়া নই ॥ ২৬৩০।
হর পাশে গৌরী হাসে ভাষে রামেশ্বর।
আনন্দ করিয়া মৎস্য ধর অতঃপর ॥ ২৬৩১। [১২৪]

বাগদিনীকে শিবের অঙ্গুরী দান

ভাবে মনে কেমনে ভুলায়্যা যাবে ভবে।
জীব হত্যা করি যেন ত্যাগ দেন তবে ॥ ২৬৩২।
মহামায়া মায়া কর‍্যা মৎস্য ধরে ক্ষেতে।
পশুপতি পাথ্যা বয়্যা ফিরে সাথে সাথে ॥ ২৬৩৩।
ধরেন পাবদা পুঁঠি পাঙ্গাস পোটীন।
চিতল চিঙ্গড়ি চেলা চান্দকুড়ি মীন ॥ ২৬৩৪।
ধানছুলি ধোবাথি ধরিল ডানিকোনা।
মৌরলা খলিসা ভোল টেঙ্গরা নয়না ॥ ২৬৩৫।
চেঙ্গরি ধরিল আর চথ্যা দিল ছাড়্যা।
শোল শাল সিঙ্গাল মৃগাল মারে তাড়্যা ॥ ২৬৩৬।
বানি বাটুয়া খুড়সী রোহিত মহামীন।
কালুবাস কাতলা কমঠ পরাবীণ ॥ ২৬৩৭।
ভেটকী ইলিসা আড়ি মাগুর গাগর।
কলুই গড়ুই কুই যত জলচর ॥ ২৬৩৮।

মাথা পুত্যা ছিল গুতে সেহ হৈল ধ্বংস।
পাক কাট্যা পাছু মাল্য পাঁকালের বংশ ॥ ২৬৩৯।
পশুপতি পাথ্যা পাথ্যা ফেরে বয়্যা বয়্যা।
দীপ্তি পাল্য দিব্য মৎস্য রাশি রাশি হয়্যা ॥ ২৬৪০।
চেঙ্গ ধরে চামুণ্ডা চাহিয়া চারি আড়ে।
কুঁচ্যা কাকড়ার তরে হাত ভরে গাড়ে ॥ ২৬৪১।
ভগবতী ভোলানাথে ভুলাবার তরে।
সাধ কর্য্যা শামুক গুগলি হাঁড়ি ভরে ॥ ২৬৪২।
বাগদিনী বিশ্বনাথে বড় কৈল দয়া।
জাড়ি বেঙ্গ ধর্য্যা ধর্য্যা বলে ধর সয়া ॥ ২৬৪৩।
হর বলে হেঁা সই ও গুলা কেনে লব।
বাগদিনী বলে সয়্যা তোমায় আমায় খাব ॥ ২৬৪৪।
কিরাতিনীর কথা শুন্যা কর্ণে দিল হাত।
চুপ্ চুপ্ চন্দ্রচূড় চিন্তে জগন্নাথ ॥ ২৬৪৫।
এত অনাচার তার দেখিয়া সাক্ষাতে।
তবু চান প্রভু তাকে আলিঙ্গন দিতে ॥ ২৬৪৬।
বাগদিনী বলে সয়্যা ছুঁয়ো নাই ছি।
কড়ি পাতি নাই কথা শুধু শুধু কি ॥ ২৬৪৭
দুঃখিনী দেখিতে নারি নিকড়্যা নাগর।
কি দিবে তা দেও আগে হাতের উপর ॥ ২৬৪৮।
তবে তোমা সনে কথা কই এইক্ষণে।
নয়ত শুধু জরাকে যৌবন দেব কেনে ॥ ২৬৪৯।
শিব বলে সই তোর বুদ্ধি নাই কিছু।
সুন্দর পাইবে সুখ স্মরিবেক পিছু ॥ ২৬৫০।
সম্প্রতি চাষের শস্য সব লেহ তুমি।
বাগদিনী বলে তবে বর্ত্তিলাম আমি ॥ ২৬৫১।

বাগদিনী বলে আইমা নিকড়্যা নাগর।
কড়িপাতি নাই কথা ডাগর ডাগর ॥ ২৬৫২।
শিব বলে বল বল তুমি চাও কি।
অষ্টসিদ্ধি অষ্টবসু সব বল দি ॥ ২৬৫৩।
কিরাতিনী বলে মোর কাজ নাই তাতে।
পিতলের অঙ্গুরীটি দেহ মোর হাতে ॥ ২৬৫৪।
পূর্ণ কর‍্যা পিত্তল পরিতে যদি পাই।
বাগদীর মায়্যা আর কিছুই না চাই ॥ ২৬৫৫।
পিত্তল অঙ্গুরী নহে কহে ত্রিলোচন।
মাণিক্য অঙ্গুরী লক্ষ নৃপতির ধন ॥ ২৬৫৬।
দয়া কর‍্যা দামোদর দিয়াছিল মোরে।
ধর ধর বলিয়া ধূর্জ্জটি দিলা করে ॥ ২৬৫৭।
হৈমবতী হরের অঙ্গুরী লয়্যা হাতে।
পালাইতে প্রবঞ্চনা করে প্রাণনাথে ॥ ২৬৫৮।
মধুক্ষর ইত্যাদি ॥ ২৬৫৯। [১২৫]

শিব-বাগদিনী সংবাদ

তোমার অঙ্গুরী নেও মোকে ধর্ম্মপথে দেও
ও কথাটী ক্ষমা কর মোরে।
মোর ভাতার ভাঙ্গী জঙ্গী নিরন্তর বহে টাঙ্গী
কপালে আগুন ডরি তারে ॥ ২৬৬০। *

* ইহার পর (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
পোড়া কপালের তরে যাই নাই বাপ ঘরে
একতিল ছাড়্যা নাঞি রয়।
পিছু পিছু বনে ছুট্যা বৃষের উপরে উঠ্যা
চায়্যা দেখে চতুর্দ্দিক ময় ॥

অন্তরে বাহিরে ঘরে সব ঠাঞি দেখি তারে।
কাছে কাছে আছে হেন বাসি।
দেখিবেক ত্রস্ত হয়্যা অমনি থাকিবে চায়্যা
দোঁহার গলায় দিবে ফাঁসী ॥ ২৬৬১ ।

তমোগুণে তার বড় ক্রোধ।
আমি জানি তার মর্ম্ম দেখিলে কুৎসিত কর্ম্ম
ব্রহ্মারে না করে উপরোধ ॥ ২৬৬২ ।

অকাজ তাহার হবে কি।
তাহার পুণ্যের ফলে তুমি আল্যে মোর কোলে
অনলে পড়িল তার ঘি ॥ ২৬৬৩ ।

মোর মাতা সীতা সতী পিতা সে লক্ষ্মণ যতি
পতি মোর পতিতপাবন।
আমি পতিব্রতা নারী বরঞ্চ মরিলে মরি
তবু ধর্ম্ম না করি লঙ্ঘন ॥ ২৬৬৪ ।

মহিষ-মর্দ্দিনী জায়া কুলিশ কঠিন কায়া
সে যাহা সহিতে নাহি পারে।
মানুষী তোমার সনে মর‍্যা যাব আলিঙ্গনে
বুক মোর দুর দুর করে ॥ ২৬৬৫ ।

তোমার চরিত্র মোকে করিয়াছে ভব্য লোকে
কার্ত্তিকের জন্ম উপাখ্যানে।
আর শুন শিব দণ্ডে সকল ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে
আমি তায় বাঁচিব কেমনে ॥ ২৬৬৬ ।

সদাশিব বলে সই শুন।
দেবতা বঞ্চিলে রতি মানুষী মরিবে যদি
কুন্তী তবে না মরিল কেন ॥ ২৬৬৭ ।

অকুমারী কালে বাপ ঘরে।
সূর্য্যের প্রতাপ সয়্যা রহিল নবীনা হয়্যা
কর্ণপুত্র ধরিল উদরে॥ ২৬৬৮।

পতি অনুমতি কল্য ধর্ম্মকে সুরতি দিল
তাহে হৈল রাজা যুধিষ্ঠির।
বলবান পুত্র হেতু বায়ুকে দিলেন ঋতু
তাহে হৈল ভীম মহাবীর॥ ২৬৬৯।

যোদ্ধা পুত্র কর‍্যা মনে বঞ্চিল ইন্দ্রের সনে
অর্জ্জুনের জন্ম হৈল যাতে।
মধুপুরে কুব্জা ছিল সে নারী কেমনে জীল
রমণ করিয়া রমানাথে॥ ২৬৭০।
রাবণ রাক্ষস রাজ দশ মুণ্ড কুড়ি হাত
জিনিল সকল দেবাসুরে।
সে হারে নারীর ঠাঞি বিহারে বড়াই নাই
অকারণে ভয় কর মোরে॥ ২৬৭১।

ডরাইও নাই সই আমি অতি মূঢ় নই
বড় প্রীত পাবে আলিঙ্গনে।
বুকে তোকে দিব ঠাঞি তিলেক ছাড়িব নাই
সদাই থাকিবে আমা সনে॥ ২৬৭২।

যে কেহ আমারে ভজে আনন্দ সাগরে মজে
তার মনে ভয় নাই আন।
আমার প্রেমের কথা সব জানে গিরিসুতা
কোঁচনী সকল বাসে প্রাণ॥ ২৬৭৩।
কত লোক মোর তরে তপস্যা করিয়া মরে
সে তুমি পাইলে অনায়াসে

শিবের একথা শুন্যা দূরে পরিহার মান্যা
ক্ষেমঙ্করী খল খল হাসে ॥ ২৬৭৪ ।
অজিতসিংহের তাত যশোমন্ত নরনাথ
রাজা রামসিংহের নন্দন ।
সিদ্ধ-বিদ্যা রাজ-ঋষি তাহার সভায় বসি
রচে রাম শিব-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৬৭৫ । [১২৬]

ছলনা করিয়া বাগদিনীর প্রস্থান

অতঃপর আলিঙ্গনে অনুকূলা হও ।
বাগদিনী বলে সয়া বিদগধ নও ॥ ২৬৭৬ ।
কলেবরে কাদাগুলা ধুয়্যা আসি আমি ।
ততক্ষণ বাসর নির্ম্মাণ কর তুমি ॥ ২৬৭৭ ।
শিব বলে সই তোকে না হয় বিশ্বাস ।
ছাড়্যা যাও বল্যা পাছে ছাড়িল নিশ্বাস ॥ ২৬৭৮ ।
উমা বলে এমন যখন হবে মনে ।
মহাপ্রভু মরণ জানিও সেইক্ষণে ॥ ২৬৭৯ ।
পশুপতি পাল্য পতি তপস্যার ফলে ।
বিনামূল্যে বিকায়্যাছি ঐ পদতলে ॥ ২৬৮০ ।
পার্ব্বতী প্রকৃত কয়্যা প্রতারিয়া নাথে ।
কৌতুকে কৈলাস গেলা কিঙ্করীর সাথে ॥ ২৬৮১ ।
এথা হর বাসর নির্ম্মাণ কর্যা ডাকে ।
শীঘ্র আস্য সই কেন দুঃখ দেও মোকে ॥ ২৬৮২ ।
শয্যায় সুসজ্জ হয়্যা উঁকি দিয়া চায় ।
বিলম্ব দেখিয়া পুনঃ ঘর বারি হয় ॥ ২৬৮৩ ।
উঠে বৈসে ওষ্ঠ চাপে চারিপানে চায় ।
পশ্চাৎ বুঝিল প্রিয়া পলাইল হায় ॥ ২৬৮৪ ।

জানকী হারায়্যা যেন রাঘব বিকল।
ভীমের সহিতে ক্ষেতে খুঁজেন সকল॥ ২৬৮৫।
যেন রাসমণ্ডলে গোবিন্দ হৈল হারা।
ক্ষুব্ধ হয়্যা খুজে গোপী বৃন্দাবন সারা॥ ২৬৮৬।
সেইমত সদাশিব সুন্দরী না পায়্যা।
বসিলেন বৃষধ্বজ অধোমুখ হয়্যা॥ ২৬৮৭।
চঞ্চল হৈল চিত্ত চণ্ডিকার তরে।
বৃকোদরে বলে বাছা চল যাই ঘরে॥ ২৬৮৮।
মধুক্ষর ইত্যাদি॥ ২৬৮৯। [১২৭]

শিবের কৈলাস গমন

বৃকোদর বৃষের বিচিত্র সাজ করয়্যা।
শিবের নিকটে দিল বাগডোর ধরয়্যা॥ ২৬৯০।
চট্‌পট্ চন্দ্রচূড় চড়্যা চলে তাতে।
মহিষে চলিল ভীম মহেশের সাথে॥ ২৬৯১।
মনোজ গমনে যান করিয়া কৌতুক।
কৈলাসের সমীপে শিঙ্গায় দিল ফুঁক॥ ২৬৯২
শিঙ্গা শুন্যা শিবলোক সবে আল্য ধায়্যা।
পাসরিল সব দুঃখ চান্দমুখ চায়্যা॥ ২৬৯৩।
আনন্দ দুন্দুভি জয় জয় পুনঃ পুনঃ।
লীলা সারয়্যা গোলকে গোবিন্দ আল্য যেন॥ ২৬৯৪
উগ্রকে দেখিতে ব্যগ্র গুহ গজানন।
গালি দিয়া গৌরী তাকে করে নিবারণ॥ ২৬৯৫।
তোর বাপ বাগ্দী হয়্যাছে ছাড়্যা মোকে।
তার ঠাঞি যায়্য নাই ছুঁয়্য নাই তাকে॥২৬৯৬।

ছলোক্তি শুনিয়া ছাওয়ালের হৈল ভয়।
প্রচণ্ড চণ্ডিকা দ্বার আগুলিয়া রয় ॥ ২৬৯৭।
হাস্যা হাস্যা হর আস্যা যাত্যে ঘর পানে।
দেবী দিল দাবাড়ি রাখিল সেইখানে ॥ ২৬৯৮।
বাগদিকে লাজ নাই ঘর ঢুকে মোর।
ছাল্যাপুল্যা ছুঁইলে ছুতুক হবে ঘোর ॥ ২৬৯৯।
ভাল যদি চায়তো এখান হৈতে যাকু।
যেখানে রাখিয়া আল্য বাগদিনী মাগু ॥ ২৭০০।
হর বলে মোর বাগদিনী মাগ্‌কে।
যার সনে মন মজে সেই জানে তাকে ॥ ২৭০১।
বাসরে বিকল কর্য্যা বাগদিনী বালা।
ভাল ভুলাইয়া গেল হাতে দিয়া খোলা ॥ ২৭০২।
ক্ষেতে ক্ষেতে খুঁজ্যা তাকে লাগ নাই পায়্যা।
অতএব আয়্যাছে আমার কাছে ধায়্যা ॥ ২৭০৩।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চামুণ্ডার বোলে।
লজ্জা পায়্যা সত্য কথা মিথ্যা কর্য্যা টালে ॥ ২৭০৪
গণ্ডগোল করে গৌরী গিরিশ সহিত।
হেনকালে হরিদাস হল্যা উপনীত ॥ ২৭০৫।
হরগৌরী হর্ষ হৈয়া আদরিলা তাকে।
কোন্দলের কারণ কহিল একে একে ॥ ২৭০৬।
মহাজন জানিয়া যথার্থ কথা কয়।
একথা আমার মনে প্রত্যয় না হয় ॥ ২৭০৭।
ত্রিভুবন তাপত্রয় তরয় যার বোলে।
তার ধর্ম্ম লোপ হয় কার কর্ম্মফলে ॥ ২৭০৮।
তবে মামী তুমি মামাকে দোষ দেও।
তোমাকে কহিল কে জানিলে কিসে কও ॥ ২৭০৯।

পার্ব্বতী পত্তন পায়্যা প্রশ্ন কৈল তাকে।
জিজ্ঞাস তো মাণিক অঙ্গুরী দিল কাকে ॥ ২৭১০।
মুনিবর বলে মামা কি বলেন মামী।
হর বলে ক্ষেতে তাহা হারাইনু আমি ॥ ২৭১১
একদিন সিদ্ধি খায়্যা বুদ্ধি গেল নাথে।
নিড়াইতে ক্ষেতে সেই হারাইল তাতে ॥ ২৭১২।
তার তরে ত্রিপুরা ত্যজিল মোর সঙ্গ।
নারদে বলেন মামী এ ত বড় রঙ্গ ॥ ২৭১৩।
বাঁচাইল বিমলা বটে তো এহি কথা।
সাক্ষাতে অঙ্গুরী দিতে হৈল হেঁট মাথা ॥ ২৭১৪।
মুনি বলে মহীতলে হারাইল যাহা।
কহ মামী এথা তুমি কোথা পাইলে তাহা ॥ ২৭১৫।
দুর্গা বলে দয়া কর্য়া দিয়াছিলে যাকে।
সেই দিয়া সব কথা কয়্যা গেল মোকে ॥ ২৭১৬।
কহে মুনি কহ শুনি কি জাতীয় কথা।
সরমে শঙ্কর বলে আর কেন বৃথা ॥ ২৭১৭।
হরিদাস বলে মামী হারিলেন মামা।
অপরাধ এবার আমারে কর ক্ষমা ॥২৭১৮।
জানিলা যোগেন্দ্র যত পাইল যন্ত্রণা।
এই রাক্ষসীর কর্ম্ম ঋষির মন্ত্রণা ॥ ২৭১৯।
ব্রাহ্মণ অবধ্য শত্রু ইহাকে কি কব।
প্রভু পাছে পার্ব্বতীকে প্রতিফল দিব ॥ ২৭২০।
মহেশের মন বুঝ্যা মুনি পাল্য ভয়।
আপ্ত হয়্যা আপনি দুর্গার দোষ কয় ॥ ২৭২১।
কুমুদার কাছে কানে কানে কন শিবে।
ইনি বাগদিনী বুঝ্যা প্রতিফল দিবে ॥ ২৭২২।

নহে ত মামীর ঠাঞি মজাইলে মান।
ইহা জান্যা কর কার্য্য কহিব সন্ধান॥ ২৭২৩।
বৃষধ্বজ বলে বাপু বল বল শুনি।
বিড়ম্বিতে বিবরণ বল্যা দেন মুনি॥ ২৭২৪।
মায়্যার বড়ই সাধ শঙ্খ পরিবারে।
আমি শিখাইলে মামী বলিবে তোমারে॥ ২৭২৫।
দৈবে তুমি দিবে নাই কবে কটূত্তর।
ক্রোধ কর্যা যান যেন মাবাপের ঘর॥ ২৭২৬।
শেষে হয়্যা শাঁখারী সেখানে যাবে তুমি।
চাতুরী করিবে যেন শিখে নাই মামী॥ ২৭২৭।
মূল্য না করিবে শঙ্খ পরাইবে হাতে।
পশ্চাৎ প্রমাদ বাদ পার্ব্বতীর সাথে॥ ২৭২৮।
বাগদিনী হয়্যা যত দুঃখ দিল উমা।
তার শোধ দিতে পার তবে মোর মামা॥ ২৭২৯।
সম্প্রতি সম্মত কর্যা দিয়া যাই আমি।
বিশ্বনাথ বলে বড় যোগ্য লোক তুমি॥ ২৭৩০।*
নারদ বলেন সব তোমার আশিসে।
না করিলে লোকের নিস্তার হবে কিসে॥ ২৭৩১।
উভয়ে একতা কর্যা আশীর্ব্বাদ লয়্যা।
হর্ষ হয়্যা যান ঋষি হরিগুণ গায়্যা॥ ২৭৩২।

২৭৩০-২৭৩৩ শ্লোক পর্য্যন্ত (ক) পুথির পাঠান্তর :—
পশ্চাৎ সকল কথা কয়্যা দিব আমি।
এতবলি বিদায় হৈলা মহামুনি॥
হর গৌরী দুজনার চরণ বন্দিয়া।
হরষিত হৈয়া যান হরিগুণ গায়্যা॥

পালা সাঙ্গ হৈল আশীর্ব্বাদ অতঃপর ।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দয়া করহ শঙ্কর ॥ ২৭৩৩ ।
মধুক্ষর ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ২৭৩৪ । [১২৮]

সপ্তম পালা সমাপ্ত

জাগরণ পালা

হরগৌরীর মিলন মন্ত্রণা

মহামায়া মহেশ্বরে মনোভঙ্গ কর‍্যা ।
মামীকে মন্ত্রণা দিতে মুনি আল্য ফির‍্যা ॥ ২৭৩৫ ।
ব্যথিতে বন্দনা কর‍্যা বসিলেন কাছে ।
হাস্যা বলে ওগো মামী মামা কোথা গেছে ॥ ২৭৩৬ ।
বিল্ব মূলে বিভু বস্যা বলে ত্রিলোচনী ।
হরিদাস হতাশ হইল ইহা শুনি ॥ ২৭৩৭ ।
হায় হায় হৈমবতী হৈল এতদূর ।
অভিন্নে বিভিন্ন ভাব বিধাতা নিঠুর ॥ ২৭৩৮ ।
সর্ব্বকাল সবার সমান নাহি যায় ।
শিব দুর্গার সে প্রীত অপ্রীত হৈল হায় ॥ ২৭৩৯ ।
দুঠাঞি দোহারে দেখ্যা দহে মোর দেহ ।
আপ্ত তুমি ওগো মামী একি আর কেহ ॥ ২৭৪০ ।
পার্ব্বতী না পাসরিতে পারে প্রাণনাথে ।
পশুপতি পার্ব্বতী পাসরে কোন সত্বে ॥ ২৭৪১ ।
দুর্গা বলে দিন কত হয়্যাছে এমন ।
কহে মুনি কহ শুনি কিসের কারণ ॥ ২৭৪২ ।
পার্ব্বতী পূর্ব্বের পর্ব্ব কহিলেন সব ।
কহে মুনি কর্ম্মটি কর‍্যাছ অসম্ভব ॥ ২৭৪৩ ।

বাগদিনী বেশে বটে বিড়ম্বিছ বড় ।
মত্ত হয়্যা মায়্যা যে মর্দ্দের কান্ধে চড় ॥ ২৭৪৪ ।
রাসরসে রাধা পায়্যা রাজীবলোচন ।
চাপিতে কৃষ্ণের কান্ধে কর্য়াছিল মন ॥ ২৭৪৫ ।
নগেন্দ্রনন্দিনী বলে নারদ ঢেমন ।
তখন তেমন কথা এখন এমন ॥ ২৭৪৬ ।
নিবেদে নারদ শুন নগেন্দ্রের ঝি ।
বিড়ম্বিছ বিস্তর আমার দোষ কি ॥ ২৭৪৭ ।
সকল অত্যন্ত হৈলে শোভা নাই করে ।
উমা বলে এখন উপায় বল মোরে ॥ ২৭৪৮ ।
কান্তসনে কৌশল কেমন কর্য়া করি ।
নারদ বলেন কিছু নির্ব্বাচিতে নারি ॥ ২৭৪৯ ।*
দড়ি ছিঁড়্যা দিলে যুড়্যা পড়্যা যায় গির্য়া ।
মনোভঙ্গে মিত্রতা তেমন হয় ফির্য়া ॥ ২৭৫০ ।
সুধা-ধারা পারা যদি সারাদিন কয় ।
মাত্র মুখ মট্টন মনের সনে নয় ॥ ২৭৫১ ।
বুদ্ধি অনুসারে বলি বিচারিয়া মনে ।
সুসার না হয় শঙ্খ দুইটী বাই বিনে ॥ ২৭৫২ ।
লক্ষ্মী সরস্বতী শঙ্খ দুটী বাই পর্য়া ।
হঠাৎকারে হরির লইল মন হর্য়া ॥ ২৭৫৩ ।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী শঙ্খ পর্য়া বিলক্ষণ ।
বিমোহিনী ব্রহ্মার বান্ধিয়া রাখে মন ॥ ২৭৫৪ ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী সর্ব্ব অলঙ্কার পরে ।
শঙ্খ বিনে সেহ কিছু শোভা নাই করে ॥ ২৭৫৫

* ২৭৪৯ শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই ।

শঙ্খ পর‍্যা সবাই স্বামীকে করে বশ।
ভ্রূভঙ্গে ভোলায় ভুবন চতুর্দ্দশ ॥ ২৭৫৬।
শঙ্খ পর‍্যা সকল সংসার করে আলো।
স্বামীর সুভাগা হয় সবাকার ভালো ॥ ২৭৫৭।*
তুমি মামী শঙ্খ পর‍্যা হর হরচিত্ত।
নিকটে নিকটে নাথ থাকিবেন নিত্য ॥ ২৭৫৮।
প্রাণাধিক প্রভুর হইবে প্রিয়তমা।
তোমাকে ত্যজিবে নাই ত্রিলোচন মামা ॥ ২৭৫৯।
যদি শঙ্খ পর তো যেরূপ তুমি মায়্যা।
তিন চক্ষে ত্রিলোচন থাকিবেন চায়্যা ॥ ২৭৬০।
মুনির মন্ত্রণা শুন্যা শঙ্খের নিমিত্ত।
চঞ্চল হৈল বড় চণ্ডিকার চিত্ত ॥ ২৭৬১।
চন্দ্রচূড়ে চাহিব চিন্তিল চন্দ্রমুখী।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে মনে বড় সুখী ॥ ২৭৬২। [১২৯]

গৌরীর শঙ্খ-পরিধান কথা

হরগৌরী দোঁহারে দোঁহার মত কয়্যা।
দেবঋষি গেলেন গোবিন্দ গুণ গায়্যা ॥ ২৭৬৩।
হৈমবতী হরপাশে হাসে মন্দ মন্দ।
কান্তসনে করিয়া কথার অনুবন্ধ ॥ ২৭৬৪।
প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভুর পদতলে।
রঙ্কিণী সে রঙ্কনাথে শঙ্খ দিতে বলে ॥ ২৭৬৫।**
গদ গদ স্বরে বলে করে কাকুর্ব্বাদ।
পূর্ণ কর পশুপতি পার্ব্বতীর সাধ ॥ ২৭৬৬।

* ২৭৫৭ শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই।

** ২৭৬৫ শ্লোক হইতে ২৭৬৮ শ্লোক পর্য্যন্ত (ক) পুথিতে নাই।

দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটী বাই।
কৃপাকর কান্ত আর কিছু চাই নাই॥ ২৭৬৭।
লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাই কই॥ ২৭৬৮।
তুল ডাটি পারা দুটী হস্ত দেখ মোর।
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর॥ ২৭৬৯।
পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে।
তখন তুলিয়া তাঁরে ত্রিলোচন বলে॥ ২৭৭০।
শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসুতা।
অভাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা॥ ২৭৭১।
গৃহস্থ গরীব তার সাত গাঁঠ্যা তেনা[১]।
সোহাগী মাগীর কানে কাটা কড়ি সোনা॥ ২৭৭২।
ভাত নাই ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
মূল খাট্যা মরে তারে মাগী মাগে শাঁখা॥ ২৭৭৩।
তেমন তোমার দেখি বিপরীত ধারা।
রহিতে আমারে ঘরে দিবে নাই[২] পারা॥ ২৭৭৪।
অর্থ আছে আমার আপনি যদি জান।
স্বতন্তরা বট শঙ্খ পর নাই কেন॥ ২৭৭৫।
নিবারিতে নাহি[৩] কেহ নহ পরাধীন।
কৃষ্ণ কহ কদর্থহ কেন সারাদিন॥ ২৭৭৬।
সম্পদ সঞ্চয় কর্য়া সদ্ব্যয় না করে।
ধিক[৪] থাকুক পামর[৪] বঞ্চিত বলি তারে॥ ২৭৭৭।
সগোত্র কলত্র পুত্র প্রপন্নকে অন্ন।
না দেই সে নরাধম নরকে নিমগ্ন॥ ২৭৭৮।

---

১ টেনা (ক)　　২ নাঞি (ক)　　৩ নাঞি (ক)
৪—৪ বড় সেই বর্ব্বর (ক)

মহেশের মন জান মহতের ঝি।
আপনি সে অন্তর্যামী আমি কব কি ॥ ২৭৭৯।
বুড়া বৃষ বেচিলে বিপত্তি হবে ঘোর।
সেই বিনে সম্ভাবনা কিছু নাই মোর ॥ ২৭৮০।
জানে নাই যে জন জানাত্যে হয় তাকে।
ভামিনী ভূষণ পায় ভাগ্যে যদি থাকে ॥ ২৭৮১।
ভিখারীর ভার্য্যা হয়্যা ভূষণের সাধ।
কেনে অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥ ২৭৮২।
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥ ২৭৮৩।
সেইখানে শঙ্খ পর্য্যা সুখ পাবে মনে।
জানিয়া জনক জাগে[১] যাও নাই কেনে[১] ॥ ২৭৮৪।
একথা ঈশ্বরী শুন্যা ঈশ্বরের মুখে।
শূন্য হৈল সব যেন শেল মাল্য বুকে ॥ ২৭৮৫।
দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটী পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ কর্য্যা কাত্যায়নী যায় ॥ ২৭৮৬।
কোলে কৈল কার্ত্তিক গমনে গজানন।
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর গমন ॥ ২৭৮৭।
গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পিছু পিছু।
শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু ॥ ২৭৮৮।
নিদান দারুণ দিব্য দিল দেবরায়।
আর গেলে অম্বিকা আমায় মাথা খায় ॥ ২৭৮৯।
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী।
ভাবিল ভায়ের কিরা ভবানীর প্রতি ॥ ২৭৯০।

-১ গৃহে যাহ এইক্ষণে (ক)

ধায়্যা গিয়া ধূর্জ্জটি ধরিল দুই হাতে।
আড় হয়্যা পশুপতি পড়িলেন পথে ॥ ২৭৯১।
যাও যাও যত ভাব জানা গেল বল্যা।
ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল চল্যা ॥ ২৭৯২।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারি পানে চায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায় ॥ ২৭৯৩।
রামেশ্বর বলে ঋষি আর দেখ কি।
পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি ॥ ২৭৯৪। [১৩০]

গৌরীকে ছলনা করিতে নারদের যুক্তি

মহামুনি বলে মামা মনস্তাপ কেন।
পাসরিয়া পূর্ব্ব দুঃখ পার্ব্বতীকে আন ॥ ২৭৯৫।
হরে বলে হায় তাকে না দেখিয়া মরি।
নারদ বলেন তেঞি নিবেদন করি ॥ ২৭৯৬।
তেঁহু হল্যা বাগদিনী তুমি হও বাঘা।
বড় বনে বাট আগুলিয়া দেহ দাগা ॥ ২৭৯৭।
ভয় ভাব্যা ভবানী ভবনে যেন আস্তে।
পশুপতি বলে পাছে পিঠে চড়্যা বস্তে ॥ ২৭৯৮।
বাঘ তান বাহন বিশেষ আমি জানি।
যাবেক যাবেক চড়্যা যাব নাই আমি ॥ ২৭৯৯।
ব্রহ্মপুত্র বলে বটে বল বিলক্ষণ।
মাঠে-পায়্যা ঝাটে কর ঝড় বরিষণ ॥ ২৮০০।
অনাদি মণ্ডপে গিয়া স্থিতি কর একা।
সুত দারা সবার সেখানে পাবে দেখা ॥ ২৮০১।
একত্র নিবাস কর্যা নিশি জাগরণ।
পার্ব্বতীকে প্রবোধিয়া প্রভাতে গমন ॥ ২৮০২।

তাহা করা তুমি তারে পার নাই যদি।
নিদান দেখাবে মধ্য পথে মায়া নদী ॥ ২৮০৩।
তাহা যদি ত্রিপুরা তরিয়া যাইতে চায়।
তখন কপট কর্ণধার হবে তায় ॥ ২৮০৪।
পার্ব্বতীকে পার করা দিবে নাই তুমি।
ফাঁপরে পড়িয়া যেন ফির‍্যা আস্তে মামী ॥ ২৮০৫।
মুনির মন্ত্রণা শুন্যা মহাদেব ছুটে।
বড় বনে বাঘ হয়্যা বসিলেন বাটে ॥ ২৮০৬।
বাঘ হৈতে বিভুর বাসনা ছিল নাই।
যদি দিল যুক্তি তবে যে করে গোঁসাঞি ॥ ২৮০৭।
চন্দ্রচূড় ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ২৮০৮। [১৩১]

গৌরীকে শিবের ছলনা

বেত আছাড়িয়া বাঘ বেতবন হৈতে।
ডাক দিয়া ডিঙ্গা মার‍্যা দাণ্ডাইল পথে ॥ ২৮০৯।
পুড়া পারা মস্তক পাবক পারা আঁখি।
এমন বিপাক্যা বাঘা বিশ্বে নাই দেখি ॥ ২৮১০।
দর‍্যাখানি মূলা যেন দন্ত দুটী পাটি।
বিদারে বিংশতি নখে বসুধার মাটি ॥ ২৮১১।
ফলঙ্গে ফিরায় লেজ ফুলাইয়া গা।
গর্জ্জিল গহনে পায়্যা গণেশের মা ॥ ২৮১২।
বাঘ দেখি বিধুমুখী বলে বিলক্ষণ।
বিপিনে বিধাতা আন্যা দিলেক বাহন ॥ ২৮১৩।
রহ রে বাহন বলি বোল রাখ মোর।
দেখিনু দুর্গার প্রতি দয়া আছে তোর ॥ ২৮১৪।

বিভু হয়্যা পার্ব্বতীকে ফেল্যা দিল হর।
জনমের মত যাই মা বাপের ঘর ॥ ২৮১৫।
তোমা বিনে ত্রিপুরার নাই ত্রিভুবনে।
বাঘ বড় ব্যথিত বুঝিলু এতদিনে ॥ ২৮১৬।
পর্ব্বত রাজার বেটী পদব্রজে যাই।
অতএব আপনি আস্যাহ ধাওয়াধাই ॥ ২৮১৭।
তোমার বালাই লয়্যা মর‍্যা যাই আমি।
বাপ ঘরে বাহন বহিয়া রাখ তুমি ॥ ২৮১৮।
আর যদি ঈশ্বর আমারে কভু আনে।
শুধিব তোমার ধার সোনা দিব কানে ॥ ২৮১৯।
ইহা বলি চাপিতে চলিল চন্দ্রমুখী।
অন্তর্দ্ধান হৈল্য বাঘ বিপরীত দেখি ॥ ২৮২০।
জানিল যোগিনী জগদীশ্বরের কর্ম্ম।
ভাল হল্য রক্ষা পাল্য পতিব্রতা ধর্ম্ম ॥ ২৮২১।
ত্রিভুবন-তারিণী তনয় লয়্যা সাথে।
পার্ব্বতী প্রস্থান কৈল পর্ব্বতের পথে ॥ ২৮২২।
সুরপুরী চলে শূলী শোকাকুল হয়্যা।
আদেশিল ইন্দ্রকে সকল কথা কয়্যা ॥ ২৮২৩।
ঝড়-বৃষ্টি ত্বরা কর শুন পুরন্দর।
আমার অম্বিকা যেন ফির‍্যা আসে ঘর ॥ ২৮২৪
ইন্দ্র বলে একথা আমারে কর ক্ষমা।
ইঙ্গিতে ইন্দ্রত্ব দূর করিবেন উমা ॥ ২৮২৫।
ঈশ্বরাজ্ঞা অমোঘ আমাকে হয় ভারি।
উভয় সঙ্কটে মোরে রক্ষ ত্রিপুরারি ॥ ২৮২৬। *

* ২৮২৬ শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই।

কাকুর্ব্বাদ করিয়া কহিল করপুটে।
দাস পাছে দোষী হয় দুর্গার নিকটে॥ ২৮২৭।
ঈশ্বর বলেন আমি আশীর্ব্বাদ করি।
তোকে তুষ্ট থাকিবেন ত্রিপুরাসুন্দরী॥ ২৮২৮।
পূর্ব্ব দোষে পার্ব্বতীকে প্রতিফল দি।
উমা জানে আমি জানি তোমার সনে কি॥ ২৮২৯।
শিবের সংবাদ শুন্যা সুখী পুরন্দর।
সম্বোধিল মেঘকে শিবের আজ্ঞা ধর॥ ২৮৩০।
বারিবাহ বায়ু বলবন্ত যত ছিল।
শিবকে সকল সমর্পণ কর্য়্যা দিল॥ ২৮৩১।
ধরাধর-সুতাপতি ধরাধর সাথে।
আল্য আবির্ভাব কর্য়্যা অন্তরীক্ষ পথে॥ ২৮৩২।
প্রলয় পবন বহে হয় বজ্রাঘাত।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে হৈল মহোৎপাত॥ ২৮৩৩। [১৩২]

ঝড়-বৃষ্টি

ঈশানে উরিয়া সকল[১] পূরিয়া[১]
জলধর ধাইল বেগে।
কুল কুল করিয়া অম্বর ঢাকিয়া
আন্ধার করিল মেঘে॥ ২৮৩৪।
পড়িল তরুবর উড়িল বড় ঘর
উৎপাত হৈল ঝড়ে।
চড় চাড় চড় করিয়া গড় গড়
বড় বড় পাষাণ পড়ে॥ ২৮৩৫।

কুল কুল করিয়া (ক)

ঘন ঘন গর্জ্জন বজ্র বিসর্জ্জন
বরিখে মুষলধারা।
জীবন সংশয় সর্ব্বলোকে কয়
প্রলয় হৈল পারা ॥ ২৮৩৬।
গুহ লম্বোদর ভাবিয়া শঙ্কর
আক্ষেপ করিল মায়।
কহে রামেশ্বর ছাড়্যা হর ঘর
কি কাজ করিলে হায় ॥ ২৮৩৭। [১৩৩]

কার্ত্তিক গণেশের সঙ্গে গৌরীর কথা

তুয়া ধর্ম্মে ছিল ধরা তুমি হলে স্বতন্তরা
পতিবাক্য করিলে হেলন।
অনুচিত হেন কর্ম্ম দেখিয়া রুষিল ধর্ম্ম
তব সৃষ্টি নাশের কারণ ॥ ২৮৩৮।
তোমাকে ইন্দ্রের ভয় একর্ম্ম তাহার নয়
অধর্ম্ম ইহার হৈল মূল।
কৈলাসে ফিরিয়া চল এখন হইবে ভাল
ঈশ্বর হবেন অনুকূল ॥ ২৮৩৯।
প্রাণনাথ দিল কিরা্যা তথাপি না গেলে ফির্যা
ঠেল্যা আল্যে ঠাকুরের হাত।
হয়্যা সতী পতিব্রতা না শুন নাথের কথা
অতএব হৈল উৎপাত ॥ ২৮৪০।
গৌরী বলে ওরে বাছা মোরে দোষ দেহ মিছা
বিদায় দিয়াছে তোর বাপ।
পশ্চাতে দিয়াছে কির্যা তায় যেনা গেছি ফির্যা
ইহাতে আমার নাই পাপ ॥ ২৮৪১।

গুহ গজানন কয় তথাপি উচিত নয়
এখনি ফিরিয়া চল মা।
তবে যদি নাই যাবে সঙ্কটে নিস্তার পাবে
মনে কর শঙ্করের পা॥ ২৮৪২।
সর্ব্ব দুঃখ-নিবারিণী পুত্রের বচন শুনি
ভাবনা করিল ভূতনাথে।
শিবের করুণা হৈল অনাদি মণ্ডপ পাল্য
প্রবেশ করিল গিয়া তাথে॥ ২৮৪৩।
যোগী বুড়া সেই ঘরে শুয়্যাছিল অন্ধকারে
ভগবতী বুকে দিল পা।
দ্বিজ রামেশ্বর কয় মটকামারা৷ বুড়া রয়
শিহরিল শঙ্করীর গা॥ ২৮৪৪। [১৩৪]

ছদ্মবেশী হরের সঙ্গে গৌরীর সাক্ষাৎ

গোঁ করা৷ গোঙাল্য বুড়া গৌরী বলে ছি।
গুহ গজানন বলে গোঙাইল কি॥ ২৮৪৫।
ধুঞী জাগাইয়াছিল ফুঁক দিল তায়।
দেখিল দারুণ বুড়া পড়্যা মৃতপ্রায়॥ ২৮৪৬।
দিগম্বর জটাধারী অস্থিচর্ম্মসার।
দুই এক দণ্ড বিনে বাঁচে নাই আর॥ ২৮৪৭।
দশবার ডাকিলে উত্তর নাই দেই।
বুক ভাঙ্গ্যা দিল মাত্র বলিলেক এই॥ ২৮৪৮।
গৌরী বলে গড় করা৷ জানি নাই আমি।
অভাগীর অপরাধ ক্ষমা কর তুমি॥ ২৮৪৯।
পূর্ব্বের পাতকে পরিত্যাগ দিল পতি।
তাথে হৈল ত্রিগুণ তোমারে মাল্যা লাথি॥ ২৮৫০।

আর বার আমার অধর্ম্ম পাছে হয়।
ঘেঁসাঘেঁসি ঘরের ভিতর ভাল নয়॥ ২৮৫১।
ঝাঁকানে মরিয়া যাবে যাও বারি হয়্যা।
বুড়াটী বিপাকে পড়্যা বলে রয়্যা রয়্যা॥ ২৮৫২।
অথর্ব্ব উঠিতে নারি আছি এক কোণে।
দয়া কর দুঃখ কেন দেহ অকিঞ্চনে॥ ২৮৫৩।
ধরাধর-সুতা বলে ধর্যা তুলি আমি।
বিশ্বনাথ বলে বড় নিদারুণ তুমি॥ ২৮৫৪।
ঠাঞী হবে ঠাকুরাণী বস্য সর্যা সর্যা।
বুড়ালোক বাহিরে বাতাসে যাব মর্যা॥ ২৮৫৫।
পুত্রের কল্যাণে মোরে ফেল্যা রাখ পাশে।
পদতলে পড়ে থাকি পরম হরষে॥ ২৮৫৬।
সর্যা বৈস এখন এখানে হবে ঠাঞী।
তোমার দারুণ দেহে দয়া ধর্ম্ম নাই॥ ২৮৫৭।
তিনজনে ধর্যা তোলে তবে বুড়া যায়।
নগেন্দ্র-নন্দিনী বিনা নিবেদিব কায়॥ ২৮৫৮।
জঞ্জাল হৈল জরা যম নাই নেই।
যত্ন কর্যা জায়া যত পারে গালি দেই॥ ২৮৫৯।
বিষ খায়্যা বিষাদে বার্যাল নাই প্রাণ।
মরণ অধিক লয়্যা মাগের বাখান॥ ২৮৬০।
ভাষে উমা মাগ তোমা মন্দ বাসে কেন।
রামেশ্বর বলে তার বিবরণ শুন॥ ২৮৬১। [১৩৫]

ছদ্মবেশীর সহিত গৌরীর কথাবার্ত্তা

যুবতীর জরা-পতি বাঁচে অকারণ।
কত করি কিসেহ তুষিতে নারি মন॥ ২৮৬২।

আহারে বিহারে বুড়া দুই কর্ম্মে কম।
শুয়্যা থাকি শয্যায় সদাই হয় ভ্রম ॥ ২৮৬৩।
এক বলিতে আর শুনি তাথে হয় ক্রোধ।
আমি বুড়া পাগল আমার অল্পবোধ ॥ ২৮৬৪। *
কি বলিতে কিবা শুনি বুড়ালে বর্ব্বর।
তায় মাগী গোঁসা কর্য়া যায় বাপের ঘর ॥ ২৮৬৫।
পুত্র দুটী পিতৃ পরিত্যাগ দিল তারা।
পড়্যা আছি বুড়া লোক হয়্যা বপু হারা ॥ ২৮৬৬।
উঠাবে বসাবে কেবা মুখে দিবে জল।
যুবতী ছাড়িয়া গেল জীবন বিফল ॥ ২৮৬৭।
মনে করি মর্য়া যাই যায় নাই প্রাণ।
হরি হরি কে মোরে করিবে পরিত্রাণ ॥ ২৮৬৮।
ত্রিপুরা বলেন তুমি মনে কর্য়া থাক।
প্রিয়া যদি বটে তবে প্রীতি কর্য়া ডাক ॥ ২৮৬৯।
বুড়া বলে সে তো বটে বল বিলক্ষণ।
তার তরে কি জানি কেমন করে মন ॥ ২৮৭০।
ডাকিতে ডাকিনীকে ডরাই বড় আমি।
কহ আপনার কথা কোথা যাবে তুমি ॥ ২৮৭১।
উমা[১] বলে আমি যত[১] ঐ দুঃখে মরি।
নিঠুর নাথের কথা নিবেদন করি ॥ ২৮৭২।
চন্দ্রচূড় ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ২৮৭৩ [১৩৬]

* ২৮৬৪ শ্লোক (ক) পুঁথিতে নাই
১—১ অম্বিকা বলেন আমি (ক)

গৌরীর আত্মপরিচয় দান

সন্ন্যাসী গোসাঞী শুন সুধাল্যে তো কই।
চিরকাল সাঁচা মায়্যা ছোঁচা বোঁচা নই ॥ ২৮৭৪।
রূপে গুণে কুলেশীলে সকলে অঘাটী।
সারাদিন করি সারা সংসারের পাটী ॥ ২৮৭৫।
আস্থ বল্যা আশ্বাস করিতে নাই কেহ।
কৌশলে কান্তের কোলে কাল হৈল দেহ ॥ ২৮৭৬।
চরিতার্থ করি মাত্র চাই যার পানে।
তথাপি ভাইল নাই ভাতারের মনে ॥ ২৮৭৭।
অন্য লোক সবে মোকে ধন্য ধন্য করে।
বিষ খায়্যা প্রভু তবু চায় নাই মোরে ॥ ২৮৭৮।
সই নাই কার কথা পতিব্রতা সতী।
প্রখরা দেখিয়া পরিত্যাগ দিল পতি ॥ ২৮৭৯।
হাতে তুল্যা আমি ভুল্যা খাল্যাম বিষরাশি।
হিমালয়ের সুতা হয়্যা হল্যাম তার দাসী ॥ ২৮৮০।
এখন আমার তার সার হৈল এই।
দোষ না দেখিয়া মোরে দূর কর্য়া দেই ॥ ২৮৮১।
পারে নাই পুষিতে পোষ্যের হৈল ভার।
পরিত্যাগ করিয়া মাগিল পরিহার ॥ ২৮৮২।
অপরাধ কিবা মায়্যা শঙ্খ মাগ্যাছিল।
তার তরে বিভু মোরে বিসর্জ্জন দিল ॥ ২৮৮৩।
পায় পড়্যা প্রণাম করিয়া প্রাণনাথে।
বাপের বাড়ীতে যাই বিলক্ষণ[১] পথে[১] ॥ ২৮৮৪।

১—১ বালকের সাথে (ক)

বুড়া বলে তোমাকে আমার পরিহার।
কেমন করিয়া মায়া কাট্যা আল্যা তার ॥ ২৮৮৫ ।
সে মরে তোমার তরে তুমি তারে ছাড়।
অথর্ব্বের অপালনে অপরাধ বড় ॥ ২৮৮৬ ।
বোল রাখ বুড়ার বাড়ীকে ফির্‍্যা যাও।
এইবার অম্বিকা আমার মুখ চাও ॥ ২৮৮৭ ।
অপরাধ ক্ষমা কর‍্যা একবার ফের।
আর দ্বন্দ্ব হৈলে মন্দ বল্য যত পার ॥ ২৮৮৮ ।
পরাণ-পুতলী বিনা পার্থিব যেমন।
শৈলসুতা বিনা শিব হবে শব হেন ॥ ২৮৮৯ । *
তার যত প্রভুত্ব তোমার পরাক্রম।
তোমার আয়ত্ত হৈতে নিতে নারে যম ॥ ২৮৯০ ।
ত্রিলোচন তোমার তোমার বই নয়।
তোমাকে জানিয়া জন্ম জরা কৈল জয় ॥ ২৮৯১ ।
আত্মারাম রাম রসে রাখে নাই বই।
শঙ্খ দিতে শঙ্করের সম্ভাবনা কই ॥ ২৮৯২ ।
সম্ভাবনা শিবের সন্ন্যাসী নাই জান।
কপট সন্ন্যাস কর‍্যা দুঃখ পাও কেন ॥ ২৮৯৩ ।
অষ্টসিদ্ধি অষ্টবসু অষ্টলোক পাল।
যার বশ সে পুরুষ অর্থের কাঙাল ॥ ২৮৯৪ ।
হেঁট মাথা হৈয়া কথা না দিবার পাটা।
জ্বালিয়া অনল দিয়া জনকের খোঁটা ॥ ২৮৯৫ ।

* অতিরিক্ত পাঠ :—

তোমা বিনা তারে তুমি জানিবে তেমন।
জলহীন হৈলে মীন জীয়ে নাহি যেন ॥ (ক) পুথি।

যাব নাই তার ঠাঞি জীব যত কাল।
ত্যাগ দিল ভাল হৈল ঘুচিল জঞ্জাল ॥ ২৮৯৬ ।
সেই যদি সর্ব্বদা সেখানে দেই শঙ্খ।
ঘর যাব তবে তার ঘুচিবে কলঙ্ক ॥ ২৮৯৭ ।
আমার অপ্রিয় যেন কেহ নাই করে।
অপ্রিয় করিলে পরিত্যাগ দেয় তারে ॥ ২৮৯৮ ।
যোগী বলে জানা গেল স্বভাব তোমার।
অপ্রিয় কখন কেহ না করিবে আর ॥ ২৮৯৯ ।
তবে যদি বুড়া ভোলা ভুল্যা কথা কয়।
মহতের বেটী হৈলে মাথা পাত্যা লয় ॥ ২৯০০ ।
পর্ব্বত রাজার বেটী পতিব্রতা হয়্যা।
স্বামীকে ছাড়িয়া যাও শিশু সঙ্গে লয়্যা ॥ ২৯০১ ।
জাতি যাত্য আজি যদি যুবা হৈতাম আমি।
কুলের কলঙ্ক তবে কোথা থুত্যে তুমি ॥ ২৯০২ ।
বিধুমুখী বলে মোরে বুড়া হৈল কাল।
কোথাহ ঘুচিল নাই বুড়ার জঞ্জাল ॥ ২৯০৩ ।
বক্যা মর বুড়াটী বুঝিতে নারে কিছু।
বল বুদ্ধি সব গেল বুড়াটীর পিছু ॥ ২৯০৪ ।
শিবের সন্ততি সে কি শিশু বল্যা জান।
চ্যবন চরিত্র বলি মন দিয়া শুন ॥ ২৯০৫ । *
পেট হৈতে পুত্র পড়্যা কোপ দৃষ্টে চায়।
ভস্ম হৈল রাক্ষস উদ্ধার কৈল মায় ॥ ২৯০৬ ।

* অতিরিক্ত পাঠ :—

ঋষির রমণীরে রাক্ষস নিল হর‍্যা।
কাঁদিল কামিনী কোলাহল শব্দ কর‍্যা ॥ (ক) পুথি।

পুরারির পুত্র এত পার্ব্বতীর বেটা।
তারিল তারকা মার‍্যা ত্রিদশের ঘটা ॥ ২৯০৭ ।
বড় বেটা বাকসিদ্ধ যে বলে সে হয়।
আপনে অসুর বৈরি কারে করি ভয় ॥ ২৯০৮ ।
শুম্ভ নিশুম্ভ আদি দম্ভ কর‍্যা মল্য।
সে ত আমি তুমি যুবা হল্যেত কি হল্য ॥ ২৯০৯ ।
তুমি হৈলে তেমন যেমন আমি মায়্যা।
ঘাড় ভাঙ্গ্যা ঘরের ভিতরে যাই তো খায়্যা ॥ ২৯১০ ।
চণ্ডীর চরিত্র শুন্যা চুপ দিল তবে।
নীরব হইয়া তখন নিন্দাইল সবে ॥ ২৯১১ ।
অনিদ্র নিদ্রার ছলে গড়্যাইয়া যায়।
ঠেকিল ঠাকুর গিয়া ঠাকুরাণীর পায় ॥ ২৯১২ ।
রয়্যা রয়্যা রসে রসে গায় দিল হাত।
ব্যস্ত হয়্যা বিশ্বমাতা স্মরে[১] বিশ্বনাথ ॥ ২৯১৩ ।
গোঁসা ছিল গৌরীর গুমানে গেল ভর‍্যা।
ঘরে হইতে ঘুচাইল ঘাড় ধাক্কা মার‍্যা ॥ ২৯১৪ ।
পূর্ব্ব দুঃখে পার্ব্বতী পূরিল পূর্ণকাম।
উচ্চ পিঁড়া হৈতে বুড়্যা পড়্যা বলে রাম ॥ ২৯১৫ ।
চারিপানে চায়্যা চন্দ্রচূড় দিল ভঙ্গ।
ভণে রামেশ্বর ভব-ভবানীর রঙ্গ ॥ ২৯১৬ । [১৩৭]

ছদ্মবেশীর মায়ানদী সৃষ্টি

ঝড় বৃষ্টি নাই আর নিশি অবসান।
বিশ্বমাতা বিহানে বাপের বাড়ী জান ॥ ২৯১৭ ।

১ বলে (ক)

জগন্নাথ জগত কর‍্যাছে জলময়।
মধ্যখানে মহানদী মহাবেগে বয়॥ ২৯১৮।
বিলক্ষণ বিপিন নদীর দুই ধারে।
সলিল না খায় কেহ শ্বাপদের ডরে॥ ২৯১৯।
জলে ভাসে কুম্ভীর আড়ায় ডাকে বাঘ।
তত্ত্ব কর‍্যা ত্রিপুরা বুড়ার পাল্য লাগ॥ ২৯২০।
মধ্য গাঙ্গে ভাঙ্গা নায় ভাস্যা যায় সে।
ডাকিল ডাকিনী মোকে পার কর‍্যা দে॥ ২৯২১।
ঠক বুড়া ঠাঞি জান্যা ঠেকাইল তরি।
তর্জ্জন করেন তারে ত্রিপুরাসুন্দরী॥ ২৯২২।
কালি এক বুড়া পড়্যাছিল মোর পালে।
তেমন হইলে তোমা ডুবাইব জলে॥ ২৯২৩।
সে বলে সজ্জন হৈলে সঙরিবে পিছু।
বুকে কর‍্যা পার করি পাত্যে চাই কিছু॥ ২৯২৪।
কর্ণধারে কড়ি দিয়া তুষ্ট কর মন।
ছাওয়ালের ছয় বুড়ি তোমার তিন পণ॥ ২৯২৫।
একুনে আঠার বুড়ি কড়ি দেহ গণ্যা।
হৈমবতী হাসিল হরের কথা শুন্যা॥ ২৯২৬।
গণেশ-জননী গৌরী আমি গিরি-সুতা।
কর্ণধার কড়ি নিবে কেমন যোগ্যতা॥ ২৯২৭।
মোর নামে ঘোর ভবসিন্ধু হয় পার।
আমি কড়ি দিবরে অবোধ কর্ণধার॥ ২৯২৮।
যে মোর নফর নয় নফর বলায়।
যম হেন জন তাকে নাহি মানে দায়॥ ২৯২৯।
রাজকন্যা আমি রাজরাজেশ্বরী হে।
মোর ঠাঞি কড়ি নাই আশীর্ব্বাদ নে॥ ২৯৩০।

বুড়াবলে বিলক্ষণ তাই চাই আমি।
কড়ি ছারে কিবা কাজ কৃপা কর তুমি ॥ ২৯৩১
পার্ব্বতী বলেন তুমি পার কর ঝট।
বচনে বুঝিল বুড়া বিচক্ষণ বট ॥ ২৯৩২।
চন্দ্রচূড় ইত্যাদি ॥ ঃ ঃ ॥ ২৯৩৩। [১৩৮]

গৌরীর মায়ানদী উত্তরণ

কি করিব কাত্যায়নী কৃষ্ণ কৈল থাঙ্গা।
কর্ণধার ভাল বটি নৌকাখানা ভাঙ্গা ॥ ২৯৩৪।
তিনলোক তারি মোকে তায় নয় ঠেক।
সয় নাই নায় যদি হয় অতিরেক ॥ ২৯৩৫।
নদী হৈল পাথার প্রচুর হৈল জল।
ডহরে ডুবিলে ডিঙ্গা যায় রসাতল ॥ ২৯৩৬।
তিন লোক দুর্গম তারিবা হয় ঘোর।
চারি লোক চাপাত্যে ভরসা নাই মোর ॥ ২৯৩৭।
প্রথমেতে দুটী ছাল্যা থুয়্যা আসি পারে।
তারপর তুমি আমি যাব একবারে ॥ ২৯৩৮।
ইহা বল্যা দুটী ছাল্যা থুয়্যা পার কূলে।
ভগবান ভাঙ্গা নায় ভবানীকে তোলে ॥ ২৯৩৯।
ঈশ্বরী আসন কর্য়া বসিলেন নায়।
ত্রিলোচন বায় তরি তর তর যায় ॥ ২৯৪০।
মধ্য ঘোরে ঘূর্ণায় ঘুরাল্যা বয় বা।
তুঙ্গ তুঙ্গ তরঙ্গ তুলিয়া ফেলে না ॥ ২৯৪১।
ভয় হয় ভাঙ্গা নায় ভর্য়া আল্য জল।
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা যায় রসাতল ॥ ২৯৪২।

মহাবল অনিল সলিল সপ্ততাল।
সুন্দরী বলেন বুড়া সামাল সামাল ॥ ২৯৪৩।
তায় কর্ণধার কেরুয়াল কৈল হারা।
বসিয়া রহিল বুড়া বর্ব্বরের পারা ॥ ২৯৪৪।
ভাঙ্গা নায় ভাস্যা যায় ভুবনসুন্দরী।
কুমার কান্দেন কূলে কোলাহল করি ॥ ২৯৪৫।
ভবানী ডাকিয়া বলে ভয় নাই বাছা।
যত দেখ জলময় সব হবে মিছা ॥ ২৯৪৬।
অগস্ত্য অম্বুধি খাল্য অম্বিকার বোলে।
জহ্নু মুনি গঙ্গাকে গণ্ডূষ কর্য্যা গিলে ॥ ২৯৪৭।
ভবানী ভাবিয়া লোক ভবসিন্ধু তরে।
মহেশের মায়ানদী কি করিতে পারে ॥ ২৯৪৮।
গণ্ডূষে করিল গ্রাস ত্রাস পাল্য দেখ্যা।
পলাইল পশুপতি পার্ব্বতীরে রাখ্যা ॥ ২৯৪৯।
কোথা বা সে কাল নদী কোথা বা সে জল।
হরে জান্যা হৈমবতী হাসে খল খল ॥ ২৯৫০।
অদর্শনে ঈশ্বর আছেন সাথে সাথে।
জানিয়া যোগিনী জানাইল নিজ নাথে ॥ ২৯৫১।
আমি জানি তোমাকে আমাকে তুমি জান।
বিদায় করিয়া বাটে বাটপাড়ি কেন ॥ ২৯৫২।
বাপের বাড়ীতে শঙ্খ বিলক্ষণ পর্য্যা।
আসিব তোমার ঘরে আন যদি ফির্য্যা ॥ ২৯৫৩।
দুর্গা দুটী পুত্র লয়্যা দৃঢ়বেগে চলে।
চৌদিকে চাপাল্য যোগী জাহ্নবীর জলে ॥ ২৯৫৪।
দূর হৈতে দাবানল দেখে আগুপিছু।
অভয়া আগুন পানি মানে নাই কিছু ॥ ২৯৫৫।

সকল সংহরি সতী যায় ক্রোধভরে।
হঠিলাকে হার মানি হর আইল্যা ঘরে ॥ ২৯৫৬।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ২৯৫৭। [১৩৯]

ইন্দ্রের রথ প্রেরণ

পদ্মা জয়া বিজয়া পশ্চাৎ আল্য ধায়্যা।
প্রাণ পাল্য পার্ব্বতীর পদ্মমুখ চায়্যা ॥ ২৯৫৮।
কাত্যায়নী কহিল কেমন তোরা মায়্যা।
এতক্ষণ কোথা ছিলে কার মুখ চায়্যা ॥ ২৯৫৯।
দাসী বলে দোষ পালু দিশা হারাইয়া।
এক বুড়া এখন এপথ দিল কয়্যা ॥ ২৯৬০।
বিমলা বলেন বুড়া বটে সেই জন।
এই গেল আমারে করিয়া বিড়ম্বন ॥ ২৯৬১।
নগেন্দ্রের নগর নিকটে নারায়ণী।
বটবৃক্ষ তলে বস্যা বলে এই বাণী ॥ ২৯৬২।
সেইকালে ইন্দ্রের সারথি লয়্যা রথ।
দূরে হৈতে দুর্গার চরণে দণ্ডবৎ ॥ ২৯৬৩।
কৃতাঞ্জলি মাতলি করিছে নিবেদন।
অজস্র সহস্র নতি সহস্রলোচন ॥ ২৯৬৪।
ওপদ-পঙ্কজে তাঁর বিপদ নিস্তার।
শুদ্ধভাবে সেবা কর্যা সম্পদ বিস্তার ॥ ২৯৬৫।
সমর বিজয় কৈল সঙরণ ফলে।
শচী হেন সীমন্তিনী শোভে যার কোলে ॥ ২৯৬৬।
চয়ন করয় সেই চরণের রজঃ।
অবিকল সকল বাসনা করে অজ ॥ ২৯৬৭।

সহস্র শিরসায় সৌরি সেই ধূলা বয়।
বসুধাকে বহিয়া বিকল নাই হয় ॥ ২৯৬৮।
মহেশ মরম জান্যা জিনিল মরণ।
বুকে কর্যা বিভু বয় অভয় চরণ ॥ ২৯৬৯।
যে দুটী চরণে যত জগতের হিত।
চলিবা সে চরণে চিন্তিলা অনুচিত ॥ ২৯৭০।
অতএব দেবরাজ দত্ত বিশ্বরথে[১]।
বাপের বাড়ীকে যাও বিলক্ষণ পথে ॥ ২৯৭১। * [১৪০]

গৌরীর পিতৃগৃহে আগমন

স্মৃত সহচরী সাথে চাপিয়া মাতলি রথে
ভগবতী যান বাপ ঘর।
পদ্মাবতী আগে চলে হেমন্ত নগরে বলে
হৈমবতী আইল্যা নায়র ॥ ২৯৭২।
বনবাস হৈতে রাম যেমন আইল ধাম
ধায় যেন অযোধ্যার লোক।
দেখি পার্ব্বতীর মুখ পাইল পরমসুখ
পাসরিল যত ছিল শোক ॥ ২৯৭৩।

নগেন্দ্র নগরে মহোৎসব।
অনেক দিবস পরে গৌরী আল্যা বাপ ঘরে
আকাশে উঠিল কলরব ॥ ২৯৭৪।

১ দিব্যরথে (ক)
* অতিরিক্ত পাঠ :—
অজিতসিংহেরে দয়া কর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥ (ক) পুথি

গৌরীর সংবাদ পায়্যা বাপ মা আইল ধায়্যা
দেখি দুর্গা বিসর্জ্জিল রথ।
তোমরা নিঠুর কয়্যা ভবানী ভূমিষ্ঠ হয়্যা
মা বাপে হইলা দণ্ডবৎ ॥ ২৯৭৫।
মেনকা মনের সুখে চুম্ব দিয়া চান্দমুখে
ভবানী[1] ভবনে লয়্যা যায়[1]।
কহিয়া মধুর বাণী আশিস্ করিছে রাণী
বিলাপ করিয়া নানা ভায়[2] ॥ ২৯৭৬।
পাঠায়্যা পরের ঘরে কান্দিয়া তোমার তরে
অভাগী মায়ের দেখ হাল।
আর না পাঠাব আমি ভাল হৈল আল্যে তুমি
মোর ঘরে থাক চিরকাল ॥ ২৯৭৭।
ননীর পুতলী ছাল্যা জ্বলন্ত অনলে ফেল্যা
বাপ দিল কি করিবে মায়।
আমি অভাগিনী মরি সকল খণ্ডাত্যে পারি
কপাল খণ্ডান নাহি যায় ॥ ২৯৭৮।
দিয়া জয় জয় ধ্বনি জলধারা দিয়া রাণী
ভবানী ভবনে লয়্যা চলে।
আনন্দ-দুন্দুভি বাজে পুলকে পর্ব্বত-রাজে[3]
গৌরীর তনয় কর‍্যা কোলে ॥ ২৯৭৯।
প্রধান মন্দিরে নিল রত্নসিংহাসন দিল
পদ্মাবতী পাখালিল পা ॥
দ্বিজ রামেশ্বর ভণে পূজা করে প্রাণপণে
সগোত্রে গৌরীর বাপ মা ॥ ২৯৮০। [১৪১]

১—১ গৌরীর গলায় ধর‍্যা কান্দে (ক) ২ ছন্দে (ক)
৩ নাচে (ক)

হিমালয়ের শারদীয়া পূজা

বন্ধু বান্ধব যত সব হয়্যা জড়।
পর্ব্বত পার্ব্বতী পূজা আরম্ভিল বড় ॥ ২৯৮১ ।
শরতে শারদা পূজা সবাকার ঘরে।
নৃত্য[1] গীত আনন্দিত সকল নগরে[1] ॥ ২৯৮২ ।
পুরমার্গ চতুষ্পথ সার‍্যা সুমার্জ্জন।
বনমালা বান্ধিল বিতান বিলক্ষণ ॥ ২৯৮৩ ।
পতাকা তোরণশোভা সবাকার পুরী।
দ্বারদেশে[2] আলিপনা দিয়া বুলে নারী[2] ॥ ২৯৮৪
দু' সারি পূর্ণিত[3] ঘট ধূপ দীপ[4] জ্বাল্যা।
দশভূজা পূজে উমা সুপ্রতিমা শৈল্যা ॥ ২৯৮৫ ।
পার্ব্বতী পবিত্র কৈল সবাকার পুরী।
আনন্দে বিভোল হয়্যা নাচে নরনারী ॥ ২৮৯৬ ।
সর্ব্ব গৃহে সর্ব্বে দেখে গীত বাদ্য নাট।
যত ঋষি সবে আসি করে চণ্ডীপাঠ ॥ ২৯৮৭ ।
ষোড়শোপচারে পূজা পরিপাটী করি।
নানা পুষ্প নানা ফল বিল্বদল ভরি ॥ ২৯৮৮ ।
নানা জাতি পিষ্টক লড্ডুক নানাবিধি।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন ঘৃত মধু দধি ॥ ২৯৮৯ ।
ছাগ মেষ মহিষ অশেষ বলিদান।
জপ পূজা যজ্ঞ হৈল অশেষ বিধান ॥ ২৯৯০ ।

১—১ নৃত্য গীত আনন্দ-দুন্দুভি ঘরে ঘরে (ক)
২—২ আনন্দে বিভোর হয়্যা নাচে নর-নারী (ক)
৩ পুরট (ক)
৪ ধূনা (ক)

লক্ষ্মী-সরস্বতী আদি যত দেবী দেবা।
শৈলসুতা সহিত সবার হৈল সেবা ॥ ২৯৯১।
কেশর চন্দন চুয়া কস্তুরী সুগন্ধ।
ধূপ-ধূনা সৌরভ সকলে নানা[১] ধন্ধ[১] ॥ ২৯৯২।
ত্রিপুরে ত্রিপুরোৎসব রব সব ঠাঞি।
অভাগা বিমুখ[২] যার পরলোক নাই ॥ ২৯৯৩।
পক্ষাবৃত্তি পূজার প্রথম দিন হৈতে।
দ্বাদশ দিবস পূজা হৈল শাস্ত্রমতে ॥ ২৯৯৪।
তিন দিন বাকি আছে হেনকালে হর।
বিধুমুখী বিনা হৈল বড়ই চঞ্চল ॥ ২৯৯৫।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিনা সুখ নাই মনে।
শুখাইল রাম যেন সীতার কারণে ॥ ২৯৯৬।
ত্রিপুরার তরে ত্রিলোচন করে শোক।
চন্দ্রমুখী বিনা অন্ধকার শিবলোক ॥ ২৯৯৭।
শূন্য হৈল সংসার[৩] শ্মশান হৈল পুরী।
ব্যগ্র হয়্যা উগ্র বলে উপায় কি করি ॥ ২৯৯৮।
চন্দ্রমুখী বিনা চন্দ্র দেখি শূন্যবৎ।
কৈলাস যেমন হৈল কাননের মত ॥ ২৯৯৯।
ত্রিপুরা ত্রিপুরা বিনা অন্য কথা নাই।
তনুমন সব ধন[৪] ত্রিপুরার ঠাঞি ॥ ৩০০০।

১—১ মহানন্দ (ক)
২ কপাল (ক)
৩ সকল (ক)
৪ তার (ক)

অনঙ্গরিপুর হৈল অনঙ্গতরঙ্গ ।
এইক্ষণে কেমনে সুন্দরী করি সঙ্গ ॥ ৩০০১ ।
পদ্মমুখী রয়্যাছে প্রভুর মুখ চায়্যা ।
দুটী বাই শঙ্খ পাই তবে যাই ফির্য়া ॥ ৩০০২ ।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর ।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৩০০৩ । [১৪২]

শিবের শঙ্খ-নির্ম্মাণ

শক্তিহীন শিব যেন জীবহীন দেহ ।
যোগেন্দ্রের যোগমায়া জানে নাই কেহ ॥ ৩০০৪ ।
ঈশ্বরের বশে মায়া আছে অনুক্ষণ ।
তবে যে বিচ্ছেদ হৈল লীলার কারণ ॥ ৩০০৫ ।
শিবালয় শূন্য কর্য়া শশিমুখী যাত্যে ।
শঙ্খের ভাবনা হৈল ভুবনের নাথে ॥ ৩০০৬ ।
আপনে শাঁখারী হব শঙ্খ ভাল চাই ।
কোথা গেলে ভুবনমোহন শঙ্খ পাই ॥ ৩০০৭ ।
বিশ্বকর্ম্মে বলিলে বিলম্ব হবে বাড়া ।
তাবদ কেমনে রব কাত্যায়নী ছাড়া ॥ ৩০০৮ ।
ঈশ্বরের মায়াতে অনেক সৃষ্টি হয় ।
বিশ্বকর্ম্মা বিনে তাঁর কোন্ কর্ম্ম রয় ॥ ৩০০৯ ।
যোগেন্দ্রপুরুষ যোগ পথে দিয়া দৃষ্টি ।
দিব্য দুটী বাই শঙ্খ করিলেন সৃষ্টি ॥ ৩০১০ ।
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন কৈল তায় ।
স্থাবর জঙ্গম চরাচর সমুদায় ॥ ৩০১১ ।
আগে আঁকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মধ্যে মহেশ্বর ।
রক্ত পীতাম্বরে শঙ্খ সাজিল সুন্দর ॥ ৩০১২ ।

বিষ্ণু চতুর্বিংশতি বিচিত্র চিত্র তায় ।
গোপ-গোপী গো-পাল্যা[১] গোকুল[১] সমুদায় ॥ ৩০১৩ ।
কোথাহ পূতনা-বধ শকট-ভঞ্জন ।
কোনখানে কৈল হরি মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ ৩০১৪ ।
কোনখানে উদূখলে বান্ধা দামোদর ।
যমল-অর্জ্জুন ভঙ্গ রঙ্গ তারপর ॥ ৩০১৫ ।
ব্রজরায় বাছুর চরায় বৃন্দাবনে ।
বৎস অঘ বকাসুর বধ কোনখানে ॥ ৩০১৬ ।
কোনখানে ধরি হরি গিরি গোবর্দ্ধন ।
কোথা কেশি বধ কৈল কালীয় দমন ॥ ৩০১৭ ।
কোথা বন-ভোজন কোথা বস্ত্র-চুরি ।
কদম্বের ডালে কৃষ্ণ জলে গোপনারী ॥ ৩০১৮ ।
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড বৃন্দাবনে বাস ।
কংস ধ্বংস কৈরা কৈল দ্বারকা নিবাস ॥ ৩০১৯ ।
রচিত রুক্মিণী আদি রূপসীর মণি ।
যত যদুবংশের সহিত যদুমণি ॥ ৩০২০ ।
পিসিকে দেখেন কৃষ্ণ পাণ্ডবের ঘরে ।
মহাভারতের কথা লিখি তার পরে ॥ ৩০২১ ।
কুরু পাণ্ডবেব যুদ্ধ চতুরঙ্গ দলে ।
অর্জ্জুন-সারথি কৃষ্ণ যুঝে রণস্থলে ॥ ৩০২২ ।
চণ্ডীর চরিত্র চিত্র হয়্যাছে সুন্দর ।
শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ মহিষ শঙ্কর ॥ ৩০২৩ ।
কৈলাসে কলহ কর‍্যা কাত্যায়নী হরে ।
গৌরী গোঁসা কর‍্যা গেল গিরীন্দ্রের ঘরে ॥ ৩০২৪

১—১ গোপাল গোবিন্দ (ক)

মাধব শাখারী লয়্যা শঙ্খের চুপড়ি।
শাশুড়ীর সহিত কর‍্যাছে হুড়াহুড়ি ॥ ৩০২৫।
বিচিত্র শঙ্খের চিত্র বর্ণিবার নয়।
সোম সূর্য্য সহিত সকল রত্নময় ॥ ৩০২৬।
ভুবনের ভ্রমকর্ত্রী ভুলিবেন যাতে।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে দেহ তার হাতে ॥ ৩০২৭। [১৪৩]

শিবের শাঁখারী বেশ

শঙ্খ দেখ্যা শঙ্কর সন্তোষ বড় মনে।
পসরা প্রস্তুত কৈল অনেক যতনে ॥ ৩০২৮।
শঙ্কর ধরিল শঙ্খ-বণিকের বেশ।
তিনকাল পূর্ণ হৈল পাক্যা আল্য কেশ ॥ ৩০২৯।
হেনকালে হরিদাস হরষিত হয়্যা।
হরের নিকটে গেল হরিগুণ গায়্যা ॥ ৩০৩০।
হরপদতলে পড়্যা বলে পুনঃ পুনঃ।
যাবে সাবধানে মামী চিনে নাই যেন ॥ ৩০৩১।
মামীর নিমিত্ত এত তুমি মামা সাধু।
কেবা নাই বিভা করে কার নাই বধূ ॥ ৩০৩২।*
চুপড়্যা শাখারী দেখ্যা মনে লাগে ধন্ধ।
শঙ্খ বেচে শাখারী বসনে কর‍্যা বন্ধ ॥ ৩০৩৩।
চারি যুগে চুপড়্যা শাঁখারী নাই হয়।
অতিরিক্তে হৈলে বা এমন কর‍্যা বয় ॥ ৩০৩৪।
বিশ্বনাথ বলে বাপু বিলক্ষণ বল।
বান্ধিতে বিনোত্তা শাঁখা বস্ত্র নাই ভাল ॥ ৩০৩৫

---

*৩০৩২ শ্লোক (ক) পুথিতে নাই।

হরিদাস বলে হকু হইল সুসার।
যশ কীর্ত্তি যাতে হয় জগত নিস্তার ॥ ৩০৩৬ ।
মাধব শাঁখারী নাম শোধাইলে কবে।
সর্ব্বথা সকল কথা সাবধান হবে ॥ ৩০৩৭ ।
জানে নাই যেন মামী জানে নাই যেন।
দেবঋষি চল্যা গেল বল্যা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০৩৮ ।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৩০৩৯ । [১৪৪]

শাঁখারীবেশী শিবের হিমালয়গৃহে গমন

অভয়ার আভরণ উত্তমাঙ্গে ধর‍্যা।
হরের গমন হৈল হরিধ্বনি কর‍্যা ॥ ৩০৪০ ।
বাঁ হাতে সাঁড়াশী ডাঁড়ি লড়ি সব্য হাতে।
মজিল[১] মায়্যার মন মাধবের সাথে[১] ॥ ৩০৪১ । *
যেই আস্থে শঙ্খ দেখ্যা যাত্যে নারে ফির‍্যা।
ঘোর শব্দ ঘরখানা শাঁখারীকে ঘির‍্যা ॥ ৩০৪২ ।
গোলাহাটে গঙ্গাধর গিয়া দড়বড়।
বসিল[২] বকুল তলে বিছাইয়া খড়[২] ॥ ৩০৪৩ ।

১—১ হরষিত হৈয়া যান হিমালয় পথে (ক)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

গঙ্গাধর গোলাহাটে গিয়া দড়বড়।
বসিলা বকুল তলে বিছাইয়া খড় ॥
দিব্য শাঁখা লইয়া দোকান দিল পথে।
মজিল মায়্যার মন মাধবের সাথে ॥ (ক) পুথি

২—২ বাজার করিয়া ধায় বিমলার চেড়ী (ক)

শঙ্খের সংবাদ শুন্যা দেখি দেখি বল্যা।
শাখারী সম্মুখে গেল সর্ব্বলোক ঠেল্যা॥ ৩০৪৪।
শঙ্খ দেখি সহচরী সাধুবাদ করে।
প্রভুর নির্ম্মিত শঙ্খ পার্ব্বতীর তরে॥ ৩০৪৫।
বিদেশের শাখারী বিশেষ জ্ঞান নাই।
বৃথা বস্যা হাটে চল বিমলার ঠাঞি॥ ৩০৪৬।
অতুল্য অমূল্য শঙ্খ আনিয়াছ যে।
রাজরাজেশ্বরী বিনা নিতে পারে কে॥ ৩০৪৭।
আস্য আস্য শাঁখারী আমার সঙ্গে যাবে।
পার্ব্বতী পরিলে শঙ্খ পুরস্কার পাবে॥ ৩০৪৮।
পরমেশ্বরীর যদি পদধূলি পাবে।
তবু কত কাল নেহাল হয়্যা যাবে॥ ৩০৪৯।
সহচরীর বচনে শাঁখারী বলে কি।
তোরে বড় পার্ব্বতী সে পর্ব্বতের ঝি॥ ৩০৫০
ভাতার ভিখারী তার ভুঞ্জিভাঙ্গ নাই।
হেন শঙ্খ দিতে বল দুঃখিনীর ঠাঞি॥ ৩০৫১।
চড় উঠাইয়া চেড়ী কাড়্যা নিল শাঁখা।
মারণের ডরে মাধু মুখ কৈল বাঁকা॥ ৩০৫২।
অভয়ার চেড়ী[১] ভয় নাই তিন লোকে।
কটি ধর্যা উঠাইল শাখারীর পোকে॥ ৩০৫৩।
শঙ্খের পসরা দিয়া শাঁখারীর মাথে।
আগে পাছে রয়্যা দাসী লয়ে যায় সাথে॥ ৩০৫৪।
যেখানে জননী সঙ্গে জগতের মাতা।
সহচরী শাঁখারী লইয়া গেল তথা॥ ৩০৫৫॥

---

১ দাসী (ক)

চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৩০৫৬ । [১৪৫]

শঙ্খের জন্য নারীদের গোলযোগ

দেখ শঙ্খ বলিয়া তুর্গার হাতে দিল।
হাসি হাসি হৈমবতী হাতপাত্যা নিল ॥ ৩০৫৭ ।
শঙ্খ দেখি সুন্দরী সম্বিত হৈল হারা।
চাহিয়া রহিল চিত্রপুতলীর পারা ॥ ৩০৫৮ ।
জানিল যোগিনী জগদীশ্বরের কর্ম্ম।
শিব হৈল সদয় উদয় হৈল ধর্ম্ম ॥ ৩০৫৯ ।
বসাইল বৃদ্ধকে বিস্তর যত্ন কর‍্যা।
আশীর্ব্বাদ করিব তোমার শঙ্খ পর‍্যা ॥ ৩০৬০ ।
অজর অমর হবে আমার আশিসে।
অতুল ঐশ্বর্য্য দিব রাখিব কৈলাসে ॥ ৩০৬১ ।
নগরের নিতম্বিনী নস্তানাই [১] বড়।
পরপুরুষের সনে পরিহাসে দড় ॥ ৩০৬২ ।
পার্ব্বতীর মাসি পিসি খুড়ি মামী জেঠী।
বুড়াটীকে বেড়িয়া বাক্যের পরিপাটী ॥ ৩০৬৩ ।
সুন্দর দেখিয়া শঙ্খ সুন্দরী সকল।
গোবিন্দের তরে যেন গোপিনী বিকল ॥ ৩০৬৪ ।
সাত বুড়ি শাশুড়ী শঙ্খের পুছে মূল্য।
বিপাকে বুড়াটি হৈল বধিরের তুল্য ॥ ৩০৬৫ ।
হেনকালে মেনকা আল্যাড় [২] কর‍্যা মাথা।
জানে নাই জামাই সহিত কহে কথা ॥ ৩০৬৬ ।

১ নিলাজিনী (ক) ২ আড় (ক)

ওহে বাপু শাখারী এমন শঙ্খ পাই।
কত দিনে নির্ম্মাণ কর‍্যাছ ছুটী বাই॥ ৩০৬৭।
কেমন করিয়া কৈলে কামিলার বেটা।
শঙ্খের উপরে এত নির্ম্মাণের ঘটা॥ ৩০৬৮।
ঠেলা মার‍্যা ঠেলা মার‍্যা ঠাকুরের গায়।
সুন্দর শঙ্খের মূল্য শাশুড়ী শুধায়॥ ৩০৬৯।
পশুপতি পাছু হৈলে পড়ে গিয়া কোলে।
ব্যস্ত হৈল বিশ্বনাথ শাশুড়ীর গোলে॥ ৩০৭০।
কেহ কহে কালা বুড়া কেহ কহে বোবা।
কেহ কহে হাউড়ু-বাউড়ু কেহ কহে হাবা॥ ৩০৭১।
শুন্যা শুন্যা শঙ্কর সন্তাপ করে মনে।
দেশ ছাড়্যা দোষ হল্য দুর্গার কারণে॥ ৩০৭২।
ব্যাপারে পড়ুক বাজ বাকি নাই কিছু।
সয়্যা সয়্যা সদাশিব কয়্যা ওঠে পিছু॥ ৩০৭৩।
পার্ব্বতীয়া মায়্যা পরপুরুষের সনে।
লাজ খায়্যা কয় কথা ভয় নাই মনে॥ ৩০৭৪।
এই শঙ্খ আমার পরিবে যেই মায়্যা।
করিব শঙ্খের মূল্য তার মুখ চায়্যা॥ ৩০৭৫।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ৩০৭৬॥ [১৪৬]

গৌরী-শাঁখারী সংবাদ

মহেশের মায়া মহামায়া ভাব্যা মনে।
কপটিনী কন কথা কপট্যার সনে॥ ৩০৭৭।
শাঁখারী সুন্দর শুন শাখারী সুন্দর।
কি নাম তোমার কহ কোন দেশে ঘর॥ ৩০৭৮।

কটি ছাল্যা কি কি নাম বুড়িটি কেমন।
আমি শঙ্খ পরিব আমাকে কহ পণ ॥ ৩০৭৯।
বুড়াবলে বিলক্ষণ বস্তু মোর কাছে।
কহিতে উচিত কথা ক্রোধ কর পাছে ॥ ৩০৮০।
কেন ক্রোধ করিব কহিল কাত্যায়নী।
কি কবে উচিত কথা কহ দেখি শুনি ॥ ৩০৮১।
জগন্নাথ বলে আমি জানিব কেমনে।
জবাব জিজ্ঞাসা হল্য যুবতীর সনে ॥ ৩০৮২।
বিধুমুখী বলে বিলক্ষণ তুমি বল।
ভয় নাই ভোলানাথ করিবেন ভাল ॥ ৩০৮৩।
শাখারী বলেন শুন শুধাল্যে তো কই।
সর্ব্বলোকে জানে মোরে লুকাছাপা নই ॥ ৩০৮৪।
সুরপুরে ঘরে ঘরে পরে মোর শ াখা।
কুলবধূ বঞ্চিত কপাল যার বাঁকা ॥ ৩০৮৫।
মাধব শ াঁখারী নাম সুরপুরে ঘর।
সাধের সন্ততি দুটী গুহ লম্বোদর ॥ ৩০৮৬।
দুঃখের দেখিয়া দশা দোষ দিয়া মোরে।
গৌরী নামে গৃহিনী গিয়াছে বাপ ঘরে ॥ ৩০৮৭।
এতকালে উপজিল একজুড়ি শঙ্খ।
লক্ষ্মীকান্ত নিতে নারে নিবে কোন রঙ্ক ॥ ৩০৮৮।
মূল্য থাকে তবে সে মূল্যের নিরূপণ।
অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্ম-সমর্পণ ॥ ৩০৮৯।
হরের বচনে হাসে ভাসে মহামায়া।
আমি তোমার সই হইলাম তুমি মোর সয়া ॥ ৩০৯০।
সয়া সই পর নই ঘর কোথা হল্য।
ইহা জাগ্যা আপনে উচিত মূল্য বল্য ॥ ৩০৯১।

অর্থের কাঙ্গাল নই অচলের ঝি।
অকিঞ্চনে অনেক অখিল ভরে দি ॥ ৩০৯২।
সত্য বল তোমার তুষিব আমি মন।
ভাল ভাল ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দিব ধন ॥ ৩০৯৩।
ধূর্জ্জটি বলেন শঙ্খ ধন-সাধ্য নয়।
কর্ম্ম জান্যা কামিলাকে কৃপা হল্যে হয় ॥ ৩০৯৪।
দিতে পারি ঢেরি অর্থ অর্থে নহি কম।
ব্যর্থ অর্থ পুরুষের পদরজঃ সম ॥ ৩০৯৫।
শঙ্খের উপরে যে এমন করে[1] পাটি[1]।
তার নাকি কখন অর্থের আছে ঘাঁটি ॥ ৩০৯৬।
পদতলে ফেল্যা রাখ পর্ব্বতের ঝি।
গুণ শুন শঙ্খের সুন্দরে আছে কি ॥ ৩০৯৭।
পরিলে আমার শঙ্খ পতি নাই ছাড়ে।
ধন-পুত্র[2]-লক্ষ্মী[2] হয় পরমায়ু বাড়ে ॥ ৩০৯৮।
ভুল্যা যায় ভুবন ভাবন হয় ভাল।
উলঙ্গ অঙ্গনা হয় আন্ধারেতে আলো ॥ ৩০৯৯।
জরা হন যুবতী যুবতী জন যে।
নিত্য নব-কিশোরী কান্তের কোলে সে ॥ ৩১০০।
শোভমান সমান সকল কাল রয়।
পাথরে কাছাড়[3] তবু ভাঙ্গিবার নয় ॥ ৩১০১।
একবার শঙ্খ গেলে যুবতীর ঠাঞি।
প্রবেশ হইলে পুনঃ নিঃসরিবে নাই ॥ ৩১০২।
স্বামীর সুভগা হয় সদা রয় কোলে।
পরিহাসে ভালবাসে উঠে বৈসে বোলে ॥ ৩১০৩।

১—১ পরিপাটী (ক) ২—২ পুত্রবতী (ক) ৩ আছাড় (ক)

শঙ্খ হাতে থাকিলে সংসারে কারে ভয়।
রোগ শোক-সন্তাপ তিলেক নাহি হয় ॥ ৩১০৪।
কান্তের সহিত কতকাল থাকে জীয়া।
এমন শঙ্খের গুণ শুধিবে কি দিয়া ॥ ৩১০৫।
দয়া কর‍্যা সয়্যা বল্যা যদি হৈলে সই।
অনেক আত্মতা হৈল এতক্ষণে কই ॥ ৩১০৬।
নামে নামে কান্তে[1] কামে হৈল ঠিক ঠাক।
একবার বিধুমুখী আমার[2] কথা[2] রাখ ॥ ৩১০৭।
অতএব[3] নিকটে নির্ভয় হয়্যা কই।
লগন লাগান সয়া গঙ্গা সন্ধ্যা নই ॥ ৩১০৮।
আপনি করিলে সয়া আপনার গুণে।
তার মত ব্যবহার কর নাই কেনে ॥ ৩১০৯।
উত্তমে অধমে যদি সখ্য ভাব হবে।
উত্তমের আলিঙ্গন অকিঞ্চন লভে ॥ ৩১১০।
লক্ষ্মীর নিবাস বক্ষ সখ্য হেতু হরি।
লক্ষ্মীছাড়া সুদামাকে নিল কোলে করি ॥ ৩১১১
গুহ নামে চণ্ডাল গরিহ[4] যার দেহ।
দূর্ব্বাদল শ্যাম রাম[5] সঙ্গ পাল্য সেহ ॥ ৩১১২।
রাজকন্যা সই হল্যে সয়া অকিঞ্চন।
দয়া কর‍্যা তবু দিতে হয় আলিঙ্গন ॥ ৩১১৩।
অকিঞ্চনে আপনে চরণে রাখ সই।
আমার মনের কথা এতক্ষণে কই ॥ ৩১১৪।

১ কার্য্য (ক) ২-২ পদতলে (ক)
৩ অভয়ার (ক) ৪ গলিত (ক)
৫ অঙ্গ (ক)

সয়া বল্যা যখন শুন্যাছি চান্দমুখে।
তদবধি আমার অবধি নাই সুখে ॥ ৩১১৫।
কথা কও যখন আমার মুখ চায়্যা।
মর‍্যা যেন বাঁচি মৃতসঞ্জীবনী পায়্যা ॥ ৩১১৬।
বিধুমুখী সয়্যার বালাই নিয়ে মরি।
হেন মনে হয় গলে হার কর‍্যা পরি ॥ ৩১১৭।
আরে সই এত যে অমূল্য শঙ্খ মোর।
বিনামূল্যে বিকাইল বালাই লয়্যা তোর ॥ ৩১১৮
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ শঙ্খ বিনামূল্যে দিব।
যতনে করিব সেবা যতকাল জীব ॥ ৩১১৯।
নগেন্দ্রনগরে রব লাড়ি-খুজি[১] কর‍্যা।
দেখিব দুর্গার মুখ দুটী আঁখি ভর‍্যা ॥ ৩১২০।
হরের বচন শুন্যা হাসে যত মায়্যা।
মার মার করিয়া মেনকা আল্য ধায়্যা ॥ ৩১২১।
পশুপতি লুকাইল পার্ব্বতীর পিছু।
বিমলা বলেন মা বল্য নাই কিছু ॥ ৩১২২।
কালা ভোলা বুড়া লোক পরিহাস্য করে।
সয়া সম্বন্ধের তরে সই অধিকারে ॥ ৩১২৩।
এ বয়সে রঙ্গ্যা বুড়া এত জানে রঙ্গ।
যুবাকালে না জানি কেমন ছিল ঢঙ্গ ॥ ৩১২৪।
সয়া সম্বন্ধের তরে শৈলসুতা লয়।
শাঁখারীর যোগ্যতা এমন কথা কয় ॥ ৩১২৫।
দয়া কর‍্যা সয়া বল্যা যদি হইলাম সই।
দুর্ব্বোধ করিতে দূর দুটি কথা কই ॥ ৩১২৬।

১ নাড়ি-খুড়ি (ক)

বৃদ্ধকালে শ্রদ্ধা কর্যা ভজ নারায়ণ।
কৃতান্ত নগরে ক্রমে দিল দরশন ॥ ৩১২৭।
ধূর্জ্জটিকে ধ্যান কর ধর্ম্মে দেহ মতি।
পরিহাস পরিত্যজ পরস্ত্রীর প্রতি ॥ ৩১২৮।
পরস্ত্রীর প্রতি যদি প্রেম কর মনে।
মুদগরে মস্তক ভাঙ্গে শমনের গণে ॥ ৩১২৯।
পরস্ত্রীর প্রতি যদি পাপ চক্ষে চায়।
পরকালে তার চক্ষু পক্ষে খুল্যা যায়[1] ॥ ৩১৩০।
পাপ বুদ্ধে পরস্ত্রীকে পরিহাস করে।
দারুণ দমন তার শমনের ঘরে ॥ ৩১৩১।
পরস্ত্রীর প্রতি যদি মতি করে অন্য।
অধোগতি যায় অধমের অগ্রগণ্য ॥ ৩১৩২।
পরবধূ-গমনে গহীর অপরাধ।
বুড়াকালে বাড়্যায়েছ বিলক্ষণ সাধ ॥ ৩১৩৩।
সতীর প্রতাপ সয়্যা শুন মন দিয়া।
জনম সার্থক হবে জুড়াইবে হিয়া ॥ ৩১৩৪।
শুষ্ক হয় সাগর সতীর অভিশাপে।
সতী নষ্ট করিলে রাখিবে কার বাপে ॥ ৩১৩৫।
সতীশাপে ঈশ্বর আপনে হল্যা অশ্ম।
সতীশাপে সুবর্ণের লঙ্কাপুরী ভস্ম ॥ ৩১৩৬।
সতীর প্রতাপে কুরুবংশ হয় ক্ষয়।
সতীশাপে অনন্ত অবনী শিরে বয় ॥ ৩১৩৭।
সংসারে সতীর পর নাহিক উত্তম।
ব্রহ্মাবিষ্ণু কহেন সতীর পরাক্রম ॥ ৩১৩৮।

১ খায় (ক)

বিষ খায়্যা বাঁচে পতি হেন সতী আমি।
আমাকে ওসব কথা কয়্য নাই তুমি ॥ ৩১৩৯।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৩১৪০। [১৪৭]

শাঁখারীর সতীধর্ম্ম বর্ণনা

সুন্দরী, পরিহার মাগি তোরে।
এ যুবা বয়সে ছাড়িয়া মহেশে
সতীত্ব জানাও মোরে ॥ ৩১৪১।
নারীর কৌমারে পিতা রক্ষা করে
যৌবনে রক্ষিতা প্রভু।
বৃদ্ধে পুত্র পাল্যে নারী তিনকালে
স্বতন্তরা নহে কভু ॥ ৩১৪২।
বৃদ্ধ বলি স্বামী শিবে ত্যজ তুমি
কেমন আঁড়রা মায়্যা।
এহেন রূপসী বাপ ঘরে বসি
বঞ্চসি কার মুখ চায়্যা ॥ ৩১৪৩।
সে বৃদ্ধ নির্ধন তোমাগত প্রাণ
উভয়ে একাঙ্গ বট।
তবে করি ক্রোধ সাধ কিবা বাদ
যৌবন করিলে নট ॥ ৩১৪৪।
কঠিন হৃদয় নাহি ধর্ম্ম ভয়
রাজকন্যা হৈলে বৃথা।
সতীর লক্ষণ বলি শুন শুন
শাঁখারী মূর্খের কথা ॥ ৩১৪৫।

বৃদ্ধ মূর্খ জড় রোগী দুঃখী বড়
দুর্জ্জন দুর্ভাগা পতি।
দেব-বুদ্ধ্যে যেবা করে তার সেবা
সে নারী বলায় সতী ॥ ৩১৪৬।
কার্য্যে দাসী সমা পৃথ্বী সম ক্ষমা
যুক্তি[১] মন্ত্রী সম মাধ্বী[১]।
শয়নে স্বৈরিণী ভোজনে জননী
সে নারী বলায় সাধ্বী ॥ ৩১৪৭।
তোর সতীপনা সব গেল জানা
শঙ্খ পরিবে তো পর।
রক্ষ রামেশ্বরে চল নিজ ঘরে
স্বামীকে সন্তোষ কর ॥ ৩১৪৮। [১৪৮]

শাঁখা পরার উদ্‌যোগ

শিবা বলে সয়া আমি শঙ্করের নারী।
তোর পারা কত জনে শিখাইতে পারি ॥ ৩১৪৯।
তবে আর কি তোমার বৃথা ডাকাডাকি।
ঘর করিতে হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠেকাঠেকি ॥ ৩১৫০
আছিল শঙ্খের সাধ চায়্যাছিলাম শিবে।
তোমার কল্যাণে সাধ পূর্ণ হৈল এবে ॥ ৩১৫১।
দশদিন আস্যাছি দুদিন বই যাব।
তোমার মনে কি হেথা চিরকাল রব ॥ ৩১৫২।
সূর্য্যের কিরণ যেন দেখ জগন্ময়।
সূর্য্যের আশ্রিত কিন্তু সূর্য্য ছাড়া নয় ॥ ৩১৫৩।

১—১ যুদ্ধে মন্ত্রীসম বুদ্ধি (ক)

তেমতি জানিবে সয়া গৌরী আর হর।
একতিল দোঁহে ছাড়া নহে পরস্পর ॥ ৩১৫৪।
শুনি ত্রিপুরার বাণী বলে ত্রিপুরারি।
সই তোর কথার বালাই লয়্যা মরি ॥ ৩১৫৫।
দৈবে[১] তো দেখিলু দার্ঢ্য[১] দিব দুটী বাই।
অতঃপর সয়াকে সৈয়ের দয়া চাই ॥ ৩১৫৬।
শঙ্খ দিলে শেষকালে এই সত্যে থাক্য।
দয়াময়ী দয়া কর্য়া সয়া বল্যা ডাক্য ॥ ৩১৫৭।
পর শঙ্খ পার্ব্বতী প্রভুকে কর্য়া ধ্যান।
বিধুমুখী বলেন বুড়ার বড় জ্ঞান ॥ ৩১৫৮।
মেনকা বলেন মাধু শুন বাপ ধন।
তোমার সইকে শঙ্খ পরাও কর্য়া নিরূপণ ॥ ৩১৫৯
গড় কর গৌরীকে গন্তের নাই দায়।
সকল অত্যন্ত হৈলে শোভা নাহি পায় ॥ ৩১৬০।
অভিমানে উদ্ধত কৌরব গেল মর্য়া।
অতি রূপে সীতাকে রাবণ নিল হর্য়া ॥ ৩১৬১।
অতি দানে বলি বদ্ধ বামনের ঠাঞি।
অতএব বিস্তর[২] গৌরবে[২] কয়্য নাই ॥ ৩১৬২।
ঠার্য়া পদ্মা বলে শুন ঠাকুরের ঝি।
শঙ্খ পর সম্প্রতি মূল্যের সনে[৩] কি ॥ ৩১৬৩।
ফেল্যা দিব পঞ্চ পরামর্শ পণ মত।
পাছে কিছু কও তো পাবেক তার মত ॥ ৩১৬৪।
ঝুঁটি ধর্য়া ঝাঁটা মার্য়া দূর কর্য়া দিব।
গলাটিপি দিয়া শাখা গুণাগার নিব ॥ ৩১৬৫।

১—১ দু হাত দেখিনু ভাট (ক)
২—২ অধিক কৌতুকে (ক) ৩ কথা (ক)

হর বলে হরি হরি সে শাঁখারী নই।
সয়্যের সাধের সয়্যা মারে তারে সই ॥ ৩১৬৬।
মহেশের মাগ সই মহতের ঝি।
বলে শঙ্খ পরিলে বুড়ার চারা কি ॥ ৩১৬৭।
সম্যক[১] সাধের শঙ্খ সয়্যের নিমিত্ত।
নির্ম্মাণ কর‍্যাছি বড় নিবেশিয়া চিত্ত ॥ ৩১৬৮।
শ্লাঘ্য হকু হাতের সার্থক হকু শঙ্খ।
ধর্ম্ম কিন্তু ধেয়াইবে ধনে নাই রঙ্ক ॥ ৩১৬৯।
শুন সয়্যা মোর দয়া দেখিবে পশ্চাৎ।
একবার আমার ঢাকাও দুটী হাত ॥ ৩১৭০।
তৃপ্ত হৈল ত্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে।
আকাশে চন্দ্রমা আনিয়া[২] দিল কোলে ॥ ৩১৭১।
বিহ্বল হইয়া বুড়া বলে বার বার।
অতঃপর সইকে সয়্যার লাগে ভার ॥ ৩১৭২।
আসাযাওয়া করিব আমার হৈল ঘর।
আল্যে হাস্যা কয়্য কথা না বাসিও পর ॥ ৩১৭৩।
শুভক্ষণে শঙ্খ পর‍্য সাজ্যা আস্য সই ॥
চান্দমুখ দেখ্যা আমি চরিতার্থ হই ॥ ৩১৭৪।
দিব্য-বস্ত্র-অলঙ্কার যত আছে তোলা।
সর্ব্বাঙ্গে সাজিবে শঙ্খ পরিবার বেলা ॥ ৩১৭৫।
যে যেমন লাস বেশ কর‍্যা শঙ্খ পরে।
সে তেমন সব দিন দপ্ দপ্ করে ॥ ৩১৭৬।
অতএব অঙ্গ-রঙ্গ রচা কর যায়্যা।
লাস বেশ কর‍্যা আস্য পান একটী খায়্যা ॥ ৩১৭৭।

১ সয়ের (ক)   ২ আপনি (ক)

শৈলসুতা বলে সয়্যা সাধু বট তুমি।
সর্ব্বথা পরিব শঙ্খ সাজ্যা আসি আমি ॥ ৩১৭৮।
রামেশ্বর বলে বুড়া দিবেক যন্ত্রণা।
পর শঙ্খ পদ্মা সনে করিয়া মন্ত্রণা ॥ ৩১৭৯। [১৪৯]

পদ্মার সঙ্গে গৌরীর যুক্তি

কহ পদ্মা কি করি উপায়।
বাগদিনী হয়্যা ক্ষেতে প্রতারিলাম প্রাণনাথে
প্রভু আল্য ছলিতে আমায় ॥ ৩১৮০।
শাঁখারীর শাঁখা নয় আমার যত কথা কয়
সেহ নহে শাঁখারীর কথা।
শাঁখারী জাতের ধর্ম্ম শঙ্খ দিবা যার কর্ম্ম
পরবধূ হয় তার মাতা ॥ ৩১৮১।
আমি জগতের মাতা আমারে এমন কথা
শাঁখারীর যোগ্যতা এত কৈ।
জানিয়া নাথের মায়া তাহারে কর্য্যাছি সয়া
আপনি হয়্যাছি তার সই ॥ ৩১৮২।
ব্রহ্মা বিষ্ণু সেবে যারে সে প্রভু আমার তরে
আপনি নির্ম্মাণ করে শাঁখা।
জানিনু দয়াল শিব আর যত দিন জীব
কভু না করিব মুখ বাঁকা ॥ ৩১৮৩
লোক নানা প্রাণপণে তৃপ্ত করে ত্রিলোচনে
আমি জন্মাবধি দিনু দুঃখ।
বিফল শরীর ধরি নাথের নিছনি করি
তবে সে আমার মনে সুখ ॥ ৩১৮৪।

জাড়ি-বেঙ্গ যেই হাতে দিয়াছিলাম প্রাণনাথে
সেই হস্তে করাব মর্দ্দন।
শঙ্খ পরিবার কালে ভাসিব লোচন জলে
তবে তৃপ্ত হবে ত্রিলোচন ॥ ৩১৮৫ ।
শুনি পার্ব্বতীর কথা পদ্মা কৈল হেঁট মাথা
মারিতে উঠায়্যাছিল চড় ।
ব্যগ্র হয়্যা বলে চেড়ী প্রভুর চরণে পড়ি
এখনি দশনে করি খড় ॥ ৩১৮৬ ।
অচলনন্দিনী কয় এখন উচিত নয়
আগেতে অভীষ্ট সিদ্ধ করি ।
দ্বিজ রামেশ্বর ভণে শুনিয়া আনন্দ মনে
সাজাত্যে লাগিল সহচরী ॥ ৩১৮৭ । [১৫০]

শাঁখা পরার জন্য গৌরীর সজ্জা

শঙ্করীকে কিঙ্করী বসায়্যা বরাসনে ।
বিশেষ করিলা বেশ পরম যতনে ॥ ৩১৮৮ ।
অঙ্গরাগে এমন অদ্ভুত হৈল ছবি ।
পারে নাই তুল্য হৈতে প্রভাতের রবি ॥ ৩১৮৯ ।
চিরাণিতে চিরিয়া চিকুর কৈল বন্ধ । *
মদন মূর্চ্ছিত হৈল দেখিয়া স্বচ্ছন্দ ॥ ৩১৯০ **

* অতিরিক্ত পাঠ :—
চর্চ্চিত করিয়া চুয়া চন্দন সুগন্ধ ॥
বিনোদিয়া বসন পরিল বিনোদিনী ।
সজল জলদ যেন দমকে দামিনী ॥
কুচযুগে কর্ণাটী কাঁচলি কৈল বন্ধ । (ক) পুথি

** অতিরিক্ত পাঠ :—
সুন্দর কপালে দিল চন্দনের বিন্দু ।
রবিকে বেড়িয়া যেন রহিলেন ইন্দু ॥ (ক) পুথি

অভিচার অঞ্জন খঞ্জন আঁখ্যে দিতে।
সম্বরারি বলে মরি সাধ নাই জীতে ॥ ৩১৯১।
ঝলকে অলকলতা অলকার কোলে।
মণ্ডিত হয়্যাছে মণিমুকুতার মালে ॥ ৩১৯২।
চূড়ামণি দীপিকা চূড়ায় দিল তুল্যা।
পৃষ্ঠদেশে পড়িল পুরট ঝাঁপা ঝুল্যা ॥ ৩১৯৩।
কর্ণমূলে কুণ্ডল যুগল যেন রবি।
বিশ্ব বিমোহিত কৈল বদনের ছবি ॥ ৩১৯৪।
নাসামূলে নথ দোলে মোহে মুহচান্দ[১]।
মহেশের মনমৃগ মোহিবার ফান্দ ॥ ৩১৯৫।
কণ্ঠ হৈতে কুচান্ত মণ্ডিত মণি-মাল।
তার মাঝে মাঝে সাজে পুরট-প্রবাল ॥ ৩১৯৬।
কনক কঙ্কণ-চূড়ি করিকর-করে।
দীপ্তি দেখ্যা বিদ্যুত পালাইয়া[২] গেল[২] ডরে ॥ ৩১৯৭।
বিলক্ষণ অঙ্গদ বলয় বাহুমাঝে।
ত্রিভুবন মুগ্ধ[৩] হৈল ত্রিপুরার সাজে ॥ ৩১৯৮।
নানাছন্দ বাজুবন্ধ হেম ঝাঁপা ঝুরি।
পরিয়া পাইল শোভা পরম সুন্দরী ॥ ৩১৯৯।
রতন অঙ্গুরী সব অঙ্গুলির মাঝে[৪]।
রবি শশী পরাভব পাল্য[৫] পদরাজে[৫] ॥ ৩২০০।
রতন নূপুর বাজে রঙ্গিণীর পায়।
চরণে পড়িয়া কত চান্দ গড়ি যায় ॥ ৩২০১।
পদাঙ্গুলি পাশুলী সকল রত্নময়।
চিন্তিলে চরণ-চারু চারি বর্গ হয় ॥ ৩২০২।

মুখচান্দ (ক) ২—২ অস্থির হৈল (ক)
মগ্ন (ক) ৪ মূলে (ক) ৫—৫ মনোভাব ভুলে (ক)

কর্পূর তাম্বুল খাল্য এলাচি লবঙ্গ।
বিধুমুখী বিম্বাধরে বাজাইল রঙ্গ ॥ ৩২০৩।
শঙ্কর-সঙ্গত হয়্যা সুন্দরীর চিত্ত।
প্রকাশিত পূর্ণ কলা প্রভুর নিমিত্ত ॥ ৩২০৪।
সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পর্য্যা।
শাঁখারী সমীপে আল্য ঝলমল্ কর্য্যা ॥ ৩২০৫।
সহচরী সুন্দরী সকল লয়্যা সাথে।
শরীরের শোভা যত সমর্পিল নাথে ॥ ৩২০৬।
ত্রিপুরার মূর্ত্তি দেখ্যা তৃপ্ত হল্য হর।
রামেশ্বর বলে শঙ্খ পর অতঃপর ॥ ৩২০৭। [১৫১]

শঙ্খ পরিধান আরম্ভ

মহামায়া মাধবকে মধ্যখানে কর্য্যা।
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বসিলেন ঘের্য্যা ॥ ৩২০৮।
পূর্ব্বমুখে পার্ব্বতী পশ্চিমমুখে হর।
দিব্যাসনে দোঁহে অভিমুখ পরস্পর ॥ ৩২০৯।
স্বর্ণথালে গঙ্গাজলে শঙ্খ রাখে ধুয়্যা।
গাছি গাছি গুছাইল চক্ষে চক্ষে হের্য্যা ॥ ৩২১০।
যেখানের যেখানি সেখানে রাখে জান্যা।
জয়রাম বল্যা বাম হস্ত নিল টান্যা ॥ ৩২১১।
কঙ্কণাদি আভরণ শীতলায়্যা রাখে।
করে কর চাপিয়া জোঁখার যোত্র দেখে ॥ ৩২১২।
অনুমানে বুঝিয়া অন্যূন অনধিক।
কেহ[১] বলে হৈল হাতের মত ঠিক ॥ ৩২১৩।

১ হাস্যা (ক)

হয় নাই পাছে বল্যা হয়্যাছিল ধোঁকা।
ঠিক হল্য যেন কেহ লয়্যাছিল জোঁখা ॥ ৩২১৪ ।
নরম শরীর হাত নবনীত যেন।
অক্লেশে পরিবে শঙ্খ এই হস্ত যেন[১] ॥ ৩২১৫ ।
দক্ষিণ হস্তের কথা দেখিলে কহিব।
কঠিন হইলে কিন্তু মলিব দলিব ॥ ৩২১৬ ।
গঙ্গাজলে গিরিশ গৌরীর ধুল্য হাত।
শঙ্খ নিল স্মরণ করিয়া জগন্নাথ ॥ ৩২১৭ ।
সমুখ[২] করের শঙ্খ করে দিতে তুল্যা।
ঝলকিতে বদন মদন গেল ভুল্যা ॥ ৩২১৮ ।
চন্দ্রচূড় চঞ্চল চাহিয়া চান্দমুখ।
সমুদ্রে সম্বরে নাই শঙ্করের সুখ ॥ ৩২১৯ ।
ত্রিভাগ পরায়্যা ত্রিলোচন বপু হারা।
চাহিয়া[৩] রহিল[৩] চিত্র-পুত্তলির পারা ॥ ৩২২০ ।
সকল পরায়্যা শেষে উজাইতে[৪] বাই।
বিশ্ব বিমোহিত কৈল বিনোদিনী রাই ॥ ৩২২১ ।
কনকের করাঙ্গুলি কঙ্কণাদি পর্য্যা[৫]।
পশুপতি পরাল্য পরম যত্ন কর্য্যা[৬] ॥ ৩২২২ ।
বাম হস্ত বিমলার বসন দিয়া ঢাকে।
কর টান্যা কোলে আন্যা কত মায়্যা দেখে ॥ ৩২২৩ ।
দুচক্ষে চাহিব কি কহিব একমুখে।
সুন্দরী সাজিল বল্যা সীমা নাই সুখে ॥ ৩২২৪ ।
যশোমন্তসিংহে দয়া কর হরবধু।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥ ৩২২৫ । [১৫২]

---

১ শুন (ক) ২ প্রথম (ক) ৩—৩ চণ্ডীপানে চায়্যা (ক)
৪ উঠাইতে (ক) ৫ করি (ক) ৬ করি (ক)

দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরিধান

দেবদেব দুর্গার দেখিয়া দক্ষ কর।
ভবানীর মুখ চায়্যা ভাবিত অন্তর ॥ ৩২২৬।
কহেন[১] কঠিন[১] কর কর্ম্ম করা বল্যা।
দৃঢ় কর্যা তৈল জলে দিতে হৈল মল্যা[২] ॥ ৩২২৭।
হরের বচন শুন্যা হৈমবতী হাসে
অতঃপর উমা ভর করিল সাহসে ॥ ৩২২৮।
দক্ষিণ করের ভূষা খসাইয়া রাখে।
যত্ন কর্যা জুখিয়া জোঁখার যোত্র দেখে ॥ ৩২২৯।
মাপ জোঁখ বুঝিয়া বলিল দৃঢ়তর।
দুটী গাছি শঙ্খ দুঃখ দিবেক বিস্তর ॥ ৩২৩০।
কহিলেন কাত্যায়নী কপর্দ্দীর কাছে।
অপকর্ম্ম করিলে অধর্ম্ম ভোগ আছে ॥ ৩২৩১।
দারুণ কর্ম্মের তরে দক্ষিণ হস্ত ডাঁট।
বুঝিয়া করিবে কার্য্য বিচক্ষণ বট ॥ ৩২৩২।
ভব্য ময়া দক্ষ[৩] হস্ত দিব্য জলে ধুয়্যা।
যোত্র কর্যা জানুর উপরে নিল টান্যা ॥ ৩২৩৩।
ক্রমশঃ কড়ের শঙ্খ অকঠিন বল্যা।
দুইগাছি গেল দূর দূর গেল চল্যা ॥ ৩২৩৪।
অনায়াসে অক্লেশে ত্রিভাগ হৈল পার।
চিপ[৪] হৈল চতুর্ভাগ চলে নাই আর[৪] ॥ ৩২৩৫।

১—১ কহিল দক্ষিণ (ক)
২ দল্যা (ক) ৩ সব্য (ক)
৪—৪ তিন গাছি আছে ত্রিভুবন অন্ধকার (ক)

উরুতের উপরে উমার হস্ত রাখ্যা।
সহলে সহলে মলে তেলে জলে মাখ্যা॥ ৩২৩৬ ।*
একগাছি অনেক যতনে হৈল পার।
তিন গাছি আছে ত্রিভুবন অন্ধকার॥ ৩২৩৭ ।
দল্যা মল্যা টিপ টাপ কর‍্যা দণ্ডদ্বয়।
এক গাছি পরাইল দুই গাছি রয়॥ ৩২৩৮ ।
সেহি দুই শঙ্খ গাছি পরিবার কালে।
ভাসিবেন ভগবতী লোচনের জলে॥ ৩২৩৯ ।
সইকে আশ্বাস কর‍্যা সয়্যা বুড়া কন।
দণ্ডদুই দুঃখ সয়্যা থাক সোনাধন॥ ৩২৪০ ।
গুটি শঙ্খ দুটী বাই চিপ যদি হয়।
ঢল্ ঢল্ করে নাই ঢেরি দিন রয়॥ ৩২৪১ ।
গুছাইয়া রাখিলে উজায়্যা থাকে বাই।
হল হল্যা হৈলে কিন্তু সুখ পাবে নাই॥ ৩২৪২ ।
দণ্ড দুই দুঃখ সুখ পাবে চিরকাল।
যাবৎ না গলে গাছি তাবৎ জঞ্জাল॥ ৩২৪৩।
শাঁখারীর কথা শুন্যা হাসে যত বালা।
রামেশ্বর বলে হর পার্ব্বতীর খেলা॥ ৩২৪৪ । [১৫৩]

শাঁখারী কর্ত্তৃক গৌরীর করমর্দ্দন

দণ্ড দুই বই[১] শঙ্খ এক গাছি তার।
অনেক যতনে তিন পর্ব্ব হৈল পার॥ ৩২৪৫ ।
গাড়িয়া বসিল শঙ্খ গলে নাই গির‍্যা।
পরালে প্রবেশে নাই আস্তে নাই ফির‍্যা॥ ৩২৪৬ ।

---

* ৩২৩৬—৩২৩৭ শ্লোক (ক) পুথিতে নাই।
১ দল্যা (ক)

মাস চুরি করিয়া মাধব ঠেলে শাঁখা।
কড় কড় করে কর যত যায় ভাঁকা ॥ ৩২৪৭।
মুঠা কর্য্যা মাধব মর্দ্দন করে হাত।
অতঃপর অম্বিকার হৈল মহোৎপাত ॥ ৩২৪৮।
ব্যস্ত হয়্যা বিধুমুখী হস্ত নিল টান্যা।
অঠুকুটা[১] টানিয়া আটক করে বাণ্যা ॥ ৩২৪৯।
বিশ্বমাতা বিশ্বনাথে বাম হস্তে ঠেল্যা।
কান্দে আহা উহু উহু মরি মরি বল্যা ॥ ৩২৫০।
কোলে কর্য্যা কন্যাকে জননী রন বস্যা।
মাসি পিসি দুজনে দুপাশে বসে ঘেস্যা ॥ ৩২৫১।
চন্দ্রমুখী চক্ষুবুজ্যা ঠেস দিয়া মায়।
বুড়া বলে দেখ পাছে পড় মোর গায় ॥ ৩২৫২।
কোমলাঙ্গী কান্দেন করিয়া কাকুর্ব্বাদ।
কাতর হৈয়া কত করেন বিষাদ ॥ ৩২৫৩।
দুর্গার দেখিয়া দুঃখ দহে যত দারা।
দারুণকে দূর কর্য্যা দিতে বল্য তারা ॥ ৩২৫৪।
ইহ নয় শাঁখারী ইহার নয় শাঁখা।
দ্রুত[২] দস্যু[২] দূর কর দিয়া ঘাড় ধাকা ॥ ৩২৫৫।
সহরে শাঁখারী ডাক্যা শীঘ্র আন ধায়্যা।
হায় হায় হায় হেদে হত্যা হৈল মায়্যা ॥ ৩২৫৬
মাধব দাবুড়ি দেয় থাক মাগী ঠেঠা।
এ হাতে পরাবে শঙ্খ শাঁখারীর বেটা ॥ ৩২৫৭।
ধোঁকায় ভুলিয়া গেনু ধোঁকাল্যেক মোকে।
এমন আঁটুন্যা হাত নাহি তিন লোকে ॥ ৩২৫৮।

[১] হাটু দুটী (ক) [২] দস্যুপানা (ক)

মেনকা সুন্দরী মনস্তাপ কর‍্যা কন।
মর্দ্দের মর্দ্দনে মায়্যা টিকে কতক্ষণ ॥ ৩২৫৯ ।
শাসিয়া কহিল শাঁখা বারি কর‍্যা ঘস।
এ বয়সে আমিহ পর‍্যাছি বারদশ ॥ ৩২৬০ ।
মাধব বলেন মাতা কি করিব আমি।
ঝিয়ের আঁড়রা হাত জ্ঞান নাই তুমি ॥ ৩২৬১ ।
আমারে দিয়াছে দুঃখ আমি সে তা জানি।
ঠকঠক্যা হাতে পড়্যা কি করিব আমি ॥ ৩২৬২ ।
তুমি শঙ্খ পর‍্যাছ তোমার হাত ননী।
এতকালে এই শঙ্খ পরিলেন ইনি ॥ ৩২৬৩ ।
বারান্তরে ইহারে গোবিন্দ যদি করে।
ইনিহ উত্তম শঙ্খ পরিবেন পরে ॥ ৩২৬৪ ।
সুন্দরী বলেন সয়া দয়া কর তুমি।
সয়া বল্যা সর্ব্বথা বলিব তবে আমি ॥ ৩২৬৫ ।
তৃপ্ত হল্যা ত্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে।
সেহ শঙ্খ সুন্দর পরাল্য অবহেলে ॥ ৩২৬৬ ।
হৈমবতী সহিত হাসিল শূলপাণি।
হুলাহুলি কর‍্যা সবে কৈল হরিধ্বনি ॥ ৩২৬৭ ।
বিভু সনে ভূষণ করিয়া ভুজলতা।
কৌশল করিয়া কন কৌশলের কথা ॥ ৩২৬৮ ।
রামেশ্বর রচিল রসিক রসোদয়।
হরি প্রীতে হরি বল হকু পাপক্ষয় ॥ ৩২৬৯ । [১৫৪]

শাঁখারীর পুরস্কার

সইকে সাজিল শঙ্খ সবে দেখে চায়্যা।
থাকুক মর্দ্দের দায় মোহ যায় মায়্যা ॥ ৩২৭০

বিকায়্যাছে কত বিধু বিমল বদনে।
তোমা ছাড়্যা সয়া বুড়া বাঁচেন কেমনে ॥ ৩২৭১।
মদনমোহন হন মোহিনীর কাছে।
ধন্য ধন্য সয়াকে ধৈরয ধর্যা আছে ॥ ৩২৭২।
ত্রিভুবন ভ্রমণ কর্যাছি ঢের ঠাঞি।
সয়্যের তুলনা দিতে সীমন্তিনী নাই ॥ ৩২৭৩।
শাঁখারী তো শাঁখা করে পরে ঢের মায়্যা।
শঙ্খিনী সয়্যের হাত সবে দেখে চায়্যা ॥ ৩২৭৪।
শুভক্ষণে হয়্যাছে সয়্যের ভাগ্য ফলে।
রূপ দেখ্যা সয়্যা বুড়া পড়্যা যাবে ভুলে ॥ ৩২৭৫।
কষ্টপাল্যে কিছু কিন্তু হৈল বিলক্ষণ।
বস্যা গেল বাই যেন কড়ার যেমন ॥ ৩২৭৬।
ঘস্যা দিলে পস্যা যাত্য ঘসিবার নয়।
বুক ভাঙ্গা হৈলে শাঁখা খোলাকুচি হয় ॥ ৩২৭৭।
তুষ্ট কর কষ্ট পাই পরায়্যা শাঁখা।
কার্য্যকালে কভু মুখ না করিও বাঁকা ॥ ৩২৭৮।
ত্রিপুরা বলেন তোমা তুষিব নিশ্চয়।
চতুর্ব্বর্গ চাবে যদি পাবে মহাশয় ॥ ৩২৭৯।
সোনা রূপা রতন ভাণ্ডার শত শত।
দেখাইয়া দিব তুমি নিতে পার যত ॥ ৩২৮০।
নিজ নাথে নতি হয়্যা নগসুতা যায়।
নগেন্দ্র[১]-নন্দিনী[১] গিয়া গড় কৈল মায় ॥ ৩২৮১।
কুতূহলে কর্যা কোলে কল্য আশীর্ব্বাদ।
পশুপতি-প্রিয় হও পূর্ণ হকু সাধ ॥ ৩২৮২।

১—১ গজেন্দ্রগমনে (ক)

জন্ম যাকু আয়্যতে জঞ্জাল থাকু দূর।
উজ্জল থাকুক সদা কজ্জল সিন্দুর ॥ ৩২৮৩ ।
চন্দ্রমুখে চন্দ্রমুখী করেন চুম্বন।
বুড়া বলে বসিয়া থাকিব কতক্ষণ ॥ ৩২৮৪ ।
মহামায়া মায়ের সহিত যুক্তি কর‍্যা।
যত্ন কর‍্যা রত্ন নিলা রত্ন থালে কর‍্যা[1] ॥ ৩২৮৫ ।
যত মায়্যা যোত্র কর‍্যা জননী সহিত।
শাঁখারীর সহিত শাঁখেরী[2] উপস্থিত ॥ ৩২৮৬ ।
সবিনয়ে বলিল বিদায় হও সয়া।
মনে রাখ্য মোকে কভু না ছাড়িও দয়া ॥ ৩২৮৭ ।
শাখারী শুনিয়া বলে খাল্যে মোর মাথা।
জীবন যৌবন ছাড়্যা যাত্যে বল কোথা ॥ ৩২৮৮ ।
কদর্থিলে বল্যা কোপে কাছাড়িয়া দাড়ি।
মনস্তাপে মাথায় মারিতে যায় বাড়ি ॥ ৩২৮৯ ।
হাঁ হাঁ কর‍্যা হৈমবতী হাত ধর‍্যা রাখে।
যত্ন কর‍্যা যত মায়্যা হাত ধর‍্যা থাকে ॥ ৩২৯০ ।
কাত্যায়নী কহে কহ কটু হৈলে কেন।
কয়্যা কথা কচাল করহ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২৯১ ।
দিবে বল্যা যৌবন যতনে নিলে শঙ্খ।
এবে ধন দেখাও ধনের নাহি রঙ্ক ॥ ৩২৯২ ।
রুষিয়া রূপসী ভাবে হাসে যত মায়্যা।
কেন সয়া কি কহ লাজের মাথা খায়্যা ॥ ৩২৯৩ ।
কেহ বলে শাঁখা বড় টাকা দুই তিন।
মায়্যা ঘরে কিসের মাতন সারাদিন ॥ ৩২৯৪ ।

১ পুর‍্যা (ক) ২ সুন্দরী (ক)

ডাক্যা দেত মর্দ্দকে মারিয়া দেকু ধাকা।
দুর্গা বলে দূর তার লয়্যা যাকু শাঁখা ॥ ৩২৯৫।
শৈলসুতা শিলের উপরে রাখ্যা হাত।
নির্ভরে নির্ঘাত নোড়া মারে বার সাত ॥ ৩২৯৬।
গুড়া হৈয়া গেল নোড়া গায় হৈল ঘর্ম্ম।
শঙ্খে না লাগিল দাগ শঙ্করের কর্ম্ম ॥ ৩২৯৭।
বড় বড় পাষাণে কাছাড় মারে রয়্যা।
বিস্তর প্রস্তর গেল চুরমার হয়্যা ॥ ৩২৯৮।
বলে কর্ম্ম বাঁকা হৈল শাঁখা হৈল যম।
কুঠারে কাটিতে কর করিল উদ্যম ॥ ৩২৯৯।
মাধব শাঁখারী মানা করে পুনঃ পুনঃ।
শঙ্খের উপরে রক্ত লাগে নাই যেন ॥ ৩৩০০।
ডর পায় ডাকাত বলিয়া লোক মোকে।
শঙ্কটে পড়িনু ভাল শঙ্খ দিয়া তোকে ॥ ৩৩০১।
হাতে পায় ধর্য্যা কন গড় কর্য্যা তারে।
মেনকাদি মায়্যা যদি মহাজনী করে ॥ ৩৩০২।
রয় নাই কার কথা কয় বিপরীত।
পর্ব্বতের পুরে ভাল পর্ব্ব উপস্থিত ॥ ৩৩০৩।
হাস্যা গোল হৈল হৈমবতী পাল্য লাজ।
পার্ব্বতী পদ্মারে বলে ভাল নহে কাজ ॥ ৩৩০৪।
কপালের কথা তায় কিবা যায় করা।
নহে নিজ নাথ হয় বিরানার পারা ॥ ৩৩০৫।
কুতূহলে পদ্মা বলে নিজ মূর্ত্তি ধর।
প্রাণনাথ জান্যা প্রেম আলিঙ্গন কর ॥ ৩৩০৬।
উগ্র বিনা উগ্র মূর্ত্তি অগ্রে কেবা স্থির।
মরিয়া যাবেক হৈলে মনুষ্য শরীর ॥ ৩৩০৭।

দাসীর বচনে দেবী দেখাইলা প্রভা।
ঘর্ঘরনাদিনী[১] ঘোরা ঘন জিনি আভা[১] ॥ ৩৩০৮।
যশোমন্তসিংহে দয়া কর হর-বধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥ ৩৩০৯। [১৫৫]

গৌরীর কালীমূর্ত্তি ধারণ

গৌরী হৈল ভদ্রকালী বিকট দশনাবলি
ঘোর রূপা করাল-বদনা।
চতুর্ভুজা মুক্তকেশী মুখে অট্ট অট্ট হাসি
লহ লহ আলোল রসনা ॥ ৩৩১০।
খড়্গ চর্ম্ম[২] বামকরে দক্ষে পরাভব[৩] ধরে
গলে দোলে নরশির মালা।
প্রভাত কালের রবি জিনিয়া লোচন ছবি
ভয়ঙ্করী দিগম্বরী বালা ॥ ৩৩১১।
শ্রবণেতে[৪] দোলে শব অশনি সমান রব
কটিতটে নর-কর-কাঞ্চী।
শব মাংস করে গ্রাস ত্রিভুবন পাল্য ত্রাস
স্তুতি করে অম্বরে বিরিঞ্চি ॥ ৩৩১২।
রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
ভূমিকম্প অম্বর-নির্ঘোষ।
নাসা পুটে ছুটে ঝড় মূলাদন্ত কড়মড়
দেখিয়া মাধব পরিতোষ ॥ ৩৩১৩।

১—১ ঘর্ঘরনাদিনী ঘোর দেখাইল আভা (ক)
২ মুণ্ড (ক) ৩ বরাভয় (ক)
৪ শ্রুতিমূলে (ক)

ছাড়িয়া মাধবাকৃতি শবরূপে পশুপতি
পড়িলা কালীর পদতলে।
তৃপ্ত হৈলা ত্রিলোচন স্তব করে দেবগণ
নারদ আইল হেন কালে ॥ ৩৩১৪।
হরিদাস হয়্যা নতি করিল অনেক স্তুতি
পূর্ব্ব রূপ হৈলা দুই জন।
সেদিন শ্বশুরাগারে রহিলা সপরিবারে
শাশুড়ীর রন্ধনে ভোজন ॥ ৩৩১৫।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে অন্ন পাক হৈল পরিপূর্ণ
পায়স পিষ্টক নানাজাতি।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে পরিবেশনের কালে
লাজে রাণী নিয়োজে পার্ব্বতী ॥ ৩৩১৬। [১৫৬]

পুত্রদের সহিত শিবের ভোজন

যোত্র কর্য়া পুত্র দুটী বৈসে দুই পাশে।
পাতিত পুরট পীঠে পুরহর বৈসে ॥ ৩৩১৭।
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতের সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি ॥ ৩৩১৮।
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
দুটী হাতে গুটি গুটি যত দিতে পার ॥ ৩৩১৯।
তিন জনে বার মুখ পঞ্চহাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায় ॥ ৩৩২০।
দেখ্যা পদ্মাবতী বস্যা রয় এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে ॥ ৩৩২১।
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্যা হস্ত দিলা শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্র মূর্ত্তি ডাকে ॥ ৩৩২২।

কার্ত্তিক বলেন[১] আগে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়্যা খা ॥ ৩৩২৩।
মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়্যা রন।
শঙ্কর শিখায়্যা দেন শিখিধ্বজ কন ॥ ৩৩২৪।
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে ॥ ৩৩২৫।
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে ॥ ৩৩২৬।
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি ॥ ৩৩২৭।
দড় বড় দেবী আন্যা ভাজা দিল দশ।
খাত্যে খাত্যে গিরিশ গৌরীর গান যশ ॥ ৩৩২৮।
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
খাত্যে খাত্যে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥ ৩৩২৯।
উৎকট[২] চর্ব্বণে ফের ফুরাল্য ওদন[২]।
এককালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন ॥ ৩৩৩০।
চটপট পিশিত মিশ্রিত কর্য্যা যূষে।
বায়ু বেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়্যা আসে ॥ ৩৩৩১।
চঞ্চল চরণে যেন নূপুর বাজে আর।
রণরণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝনৎকার ॥ ৩৩৩২।
দিতে দিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজল কোমল কলেবর ॥ ৩৩৩৩।
ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে ॥ ৩৩৩৪।

১ গণেশ (ক)
২—২ উল্বণ চর্ব্বণে ফির্য়্যা ফুরাল্য ব্যঞ্জন (ক)

খরবাদ্যে সুপদ্যে নর্ত্তকী যেন ফিরে।
সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে ॥ ৩৩৩৫ ।
হরবধূ অম্ল মধু দিতে আরবার।
খসিল কাঁচলি কুচে[১] পয়োধর ভার ॥ ৩৩৩৬ ।
লটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ।
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হৈল শেষ ॥ ৩৩৩৭ ।
ভোক্তার শরীরে মূর্ত্তি ফিরে ভগবতী।
ক্ষুধা রূপ অন্তে কৈল শান্তিরূপে স্থিতি ॥ ৩৩৩৮ ।
উদর হৈল পূর্ণ উঠিল উদগার।
অবশেষে গণ্ডূষ করিতে নারে আর ॥ ৩৩৩৯ ।
হট কর্যা হৈমবতী দিতে আনে ভাত।
শার্দ্দূল ঝাঁপানে সবে আগুলিল পাত ॥ ৩৩৪০ ।
যশস্বিনী যোত্র জানি যাচে বারম্বার।
ক্ষমাকর ক্ষেমঙ্করী ক্ষোভ নাহি আর ॥ ৩৩৪১ ।
আচমন মুখশুদ্ধি সার্যা সুত সনে।
সন্তোষে বসিলা শিব শার্দ্দূল আসনে ॥ ৩৩৪২ ।
পশ্চাতে পার্ব্বতী গিয়া পাখা নিল হাত।
রাণী আল্য আপনে সবারে দিতে ভাত ॥ ৩৩৪৩ ।
গঙ্গাজল দিয়া স্থল করিল কামিনী।
রত্নপীঠ রূপসী রাখিলা তিন খানি ॥ ৩৩৪৪ ।
কন্যাপুত্র দুদিকে পর্ব্বত মধ্যখানে।
গৌরীকে গৌরবে কর্যা দেয়াইলা আগে ॥ ৩৩৪৫
যত্ন কর্যা জনক-জননী দুইজন।
পার্ব্বতীকে পূর্ণ করা করাল্য ভোজন ॥ ৩৩৪৬ ।

---

১ হৈল (ক)

পশ্চাতে পর্ব্বত লয়্যা মৈনাক-নন্দন।
গৃহস্থ গৌরীর বাপ করিল ভোজন ॥ ৩৩৪৭।
দাসদাসী সকলেতে দিয়াছিল পিছু।
চাছ্যা পুছ্যা খাদ্য রাণী রাখ্যাছিল কিছু ॥ ৩৩৪৮।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৩৩৪৯। [১৫৭]

বিশ্বকর্ম্মার কাঁচলি নির্ম্মাণ

অতঃপর পায় পড়্যা প্রণমিয়া হরে।
বিশাই বিষাদ ভাব্যা অভিমান করে ॥ ৩৩৫০।
শিল্প-কর্ম্ম সকল সেবকে দিয়া ভার।
দোষ না দেখিয়া দূর কৈলা অধিকার ॥ ৩৩৫১।
জগৎ মাতা যদি মোর না পরিল শঙ্খ।
অবনী ভরিয়া মোর রহিল কলঙ্ক ॥ ৩৩৫২।
মোরে মনে না করিল মেনকার ঝি।
যাকু মোর জীবন জীবনে সাধ কি ॥ ৩৩৫৩।
ত্রিলোচন তাকে কন তুমি নাই জান।
ত্রিপুরার তাপে মরি তার কথা শুন ॥ ৩৩৫৪।
বাগদিনী বেশে ছলে গণেশের মা।
শাঁখারী হইয়া আমি শোধ কৈল্যা তা ॥ ৩৩৫৫।
ভ্রূভঙ্গে ভুবন ভুলায়্যা হয় ক্ষেপা।
তারে শঙ্খ দিয়া তুমি ভুলাইবে বাপা ॥ ৩৩৫৬।
অধিকার তোমার থাকুক অতঃপর।
কাঁচলি নির্ম্মাণ কর কামিলা সুন্দর ॥ ৩৩৫৭।
কয়্যা দিল কপর্দ্দী কুচের পরিমাণ।
তুষ্ট হয়্যা তবে করে কাঁচলি নির্ম্মাণ ॥ ৩৩৫৮।

বিচিত্র বসনে বেশ[১] চতুর্দ্দশ পুরী।
পূর্ব্বাপরে শোভা করে উদয়াস্ত গিরি ॥ ৩৩৫৯ ।
সোম সূর্য্য উভয় উদয় হয় তায়।
তার মাঝে বিরাজে তারকা সমুদায় ॥ ৩৩৬০ ।
শক্রধনু সহ সৌদামিনী মেঘমালে।
বৃন্দাবনে লীলা খেলা লেখে তার তলে ॥ ৩৩৬১ ।
কালিন্দীর কূলে কত লিখে তরুলতা।
নানাজাতি পুষ্পের নির্ম্মাণ হৈল তথা ॥ ৩৩৬২ ।
ভ্রমর ভ্রমিয়া বুলে ফুলে মধু খায়।
মন্দ মন্দ হৈল গন্ধ মলয়ার বায় ॥ ৩৩৬৩ ।
সকল শাখীর শাখা শোভা পাল্য ফলে।
লক্ষ[২] লক্ষ পক্ষী বৃক্ষে বৃক্ষে বুলে[২] ॥ ৩৩৬৪ ।
রাধাকৃষ্ণ রচে রাস মণ্ডপের মাঝে।
যত কৃষ্ণ তত গোপী চতুর্দ্দিকে সাজে ॥ ৩৩৬৫ ।
হেম মাঝে মাঝে কত সাজে মরকত।
গোবিন্দ সহিতে গোপী নাচিল তেমত ॥ ৩৩৬৬ ।
পরস্পর প্রেম কর‍্যা পসারিয়া বাহু।
শরতের শশী যেন গ্রাস করে রাহু ॥ ৩৩৬৭ ।
অনঙ্গ-তরঙ্গ অঙ্গ উলঙ্গের ঘটা।
চুম্বনে চলিত হৈল চন্দনের ফোঁটা ॥ ৩৩৬৮ ।*

১ চিত্র (ক)
২—২ লক্ষ লক্ষ পক্ষগণ বৃক্ষ ডালে ডালে (ক)
* ৩৩৬৮ শ্লোকের (ক) পুথির পাঠান্তর :—
চুম্বনের চিত্র কর‍্যা চন্দনের ফোঁটা।
খঞ্জন-লোচনে গেল কত ব্রহ্ম … ॥

অধরে উঠিল কার চন্দনের[১] রাগ।
খঞ্জন-লোচনে গেল অঞ্জনের দাগ॥ ৩৩৬৯।
কার কুচে করার্পণ কার কণ্ঠদেশে
কোথাহ রমণী শ্রান্ত হৈল রাসরসে॥ ৩৩৭০।
কৃষ্ণ কোলে কেহ শুল্য কেহ দিল ঠেস।
ঘর্ম্মমুছে মুখচান্দে কেহ বান্ধে কেশ॥ ৩৩৭১।
গোপীকৃষ্ণ নাচে গায় কর‍্যা হাতাহাতি।
কোনখানে বিলক্ষিত[২] বিপরীত ক্ষিতি[২]॥ ৩৩৭২।
স্বর্ণসূত্র সূচে চিত্র রচে নানা মত।
মাঝে[৩] কত সাজে চুণি মরকত[৩]॥ ৩৩৭৩।
দপ্ দপ্ দিব্য রত্ন দীপকের প্রায়।
দীপ্ত করে অন্ধকারে দীপে নাহি দায়॥ ৩৩৭৪।
বিচিত্র কাঁচলি চিত্র করিয়া কামিলা।
বন্দনা করিয়া মাথে বিশ্বনাথে দিলা॥ ৩৩৭৫।
দেখি সুখী সদাশিব কৈল পুরস্কার।
বিশাই বিদায় হৈল কর‍্যা নমস্কার॥ ৩৩৭৬।
কাঁচলি পাঠাইল মুনি শঙ্করীর ঠাঞি।
দেখি শশিমুখীর সুখের সীমা নাই॥ ৩৩৭৭।
যশোমন্তসিংহে দয়া কর হর বধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ঝরে মধু॥ ৩৩৭৮। [১৫৮]

১ তাম্বূলের (ক)
২—২ বিনির্ম্মিত বিপরীত রতি॥ (ক)
৩—৩ মাঝে মাজে সাজে চুণি মণি মরকত॥ (ক)

হরগৌরীর বাসরসজ্জা

পদ্মাবতী পরাইল পৃষ্ঠে বান্ধ্যা ডুরি।
ঝল্‌মল্‌ করে মণি মুকুতার ঝুরি ॥ ৩৩৭৯।
কাঁচলিতে কাঁচা সোনা কুচ গেল ঢাকা।
অবিরল শ্রীফলযুগল যেন পাকা ॥ ৩৩৮০।
উচ্চ হয়্যা রহিল কঠিন কুচ দুটী।
মদন-মোহন-মন বান্ধিবার খুঁটি ॥ ৩৩৮১।
ত্রিভুবন শোভা উচ্চ[১] হৈল উচ্চ কুচে।
ভাবিলে ভকত জন ভবভয় ঘুচে ॥ ৩৩৮২।
মণি মুকুতার হার শোভে তার মাঝে।
ভুবন ভুলিয়া গেল ভবানীর সাজে ॥ ৩৩৮৩।
চিরদিন হরগৌরী ছাড়া দুইজনে ।
পরস্পর প্রেম আলিঙ্গন হৈল মনে ॥ ৩৩৮৪।
হাসি হাসি দাসীকে পার্ব্বতী দিলা পান।
রতন-মন্দিরে কৈল রমণের স্থান ॥ ৩৩৮৫।
সুবর্ণ সম্মার্জ্জনীতে সার‍্যা সুমার্জ্জন।
গঙ্গা জলে গুল্যা ফেলে কুমকুম চন্দন ॥ ৩৩৮৬।
পারিজাতপ্রসূন[২] প্রচুর তায় পেল্যা।
মল্লিকা মালতী জাতী যূথী দিল ঢাল্যা ॥ ৩৩৮৭।
পুষ্প ঝারা বাঁধি সারা সাজাইলা ঘর।
বিচিত্র বিতান রত্ন বেদীর উপর ॥ ৩৩৮৮।
রতন পর্য্যঙ্ক চিত্র-বসনে মণ্ডিত।
রমণ করিবে তাতে রমণপণ্ডিত ॥ ৩৩৮৯।

১ তুচ্ছ (ক)
২ কুসুম (ক)

যত্ন কর্‍্যা চারি খুঁটে বান্ধে রত্ন ডুরি।
ঝল্‌মল্‌ করে তায় হেম ঝাঁপা ঝুরি॥ ৩৩৯০।
দুইদিকে বিচিত্র বালিশ দিল তায়।
ধূপাবলি রাখিল সকল ঝরকায়॥ ৩৩৯১।
থাকে থাকে রাখে রত্ন দীপ সারি সারি।
পুণ্য গন্ধে আমোদিত কৈল নিজ পুরী॥ ৩৩৯২।
করিয়া বিনোদ শয্যা বিনোদ-মন্দিরে।
শিবকে সঙ্কেত কৈল শয়নের তরে॥ ৩৩৯৩।
মহেশ প্রবেশ কর্‍্যা শয়ন আলয়।
দুর্গার কারণে দ্বার পানে চায়্যা রয়॥ ৩৩৯৪।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ৩৩৯৫। [১৫৯]

হরগৌরীর বাসর

দর্পণ-অর্পণ কর্‍্যা অপর্ণার করে।
দুদিকে দুই দাসী দুর্গার বেশ করে॥ ৩৩৯৬।
বসন ভূষণ সব পর্‍্যাছেন আগে।
কেবল শৃঙ্গার বেশ করে শেষ ভাগে॥ ৩৩৯৭।
কুম্‌কুম্‌ চর্চ্চিত কর্‍্যা শ্রীমুখমণ্ডল।
সুন্দর করিয়া দিল সিন্দুর কজ্জল॥ ৩৩৯৮।
খোঁপা[১] বান্ধে চাঁপা[১] ঝাঁপার সহিত।
মোহন-মল্লিকা মালা মস্তকে বেষ্টিত॥ ৩৩৯৯।
কুন্দের কলিকা দিল কর্ণের উপর।
গলে দিল গড়্যা মালা বেড়ি তিন থর॥ ৩৪০০।

১—১ খোঁপায় বান্ধিল চাঁপা (ক)

মধ্যে গড়্যা মল্লিকা মাধবী লতা তায়[১] ।
ভ্রমর ভ্রমরী কত উড়্যা[২] বুলে বায়[২] ॥ ৩৪০১ ।
সুগন্ধ চন্দনে সার‍্যা অঙ্গ-বিলেপন ।
পুষ্পরসে সুবাসিত করিল বসন ॥ ৩৪০২ ।
যেই বেশে শঙ্করে মোহিল শঙ্খপর‍্যা ।
সম্ভাষিতে চলে নাথে সেই বেশ ধর‍্যা ॥ ৩৪০৩
সুবর্ণ সম্পুট ঝারি সহচরী সাথে ।
ঝল্‌মল্‌ কর‍্যা ঝাটে পাল্য প্রাণনাথে ॥ ৩৪০৪ ।
হাতে ধর‍্যা হার্দ্দ্য কর‍্যা বসাইল হর ।
দুয়ারে কপাট দিয়া দাসী গেল ঘর ॥ ৩৪০৫ ।
যেন রাসমণ্ডলে গোবিন্দ পায়্যা রাধা ।
প্রেম আলিঙ্গনে কর‍্যা পিয়ে মুখসুধা ॥ ৩৪০৬
যেন জানকী লয়্যা রাম রঘুবর ।
সাবিত্রী সবিতা যেন শচী পুরন্দর ॥ ৩৪০৭ ।
কঙ্কণের ঝনৎকার নূপুরের ধ্বনি ।
রণরণ বাজে যেন রসাল কিঙ্কিণী ॥ ৩৪০৮ ।
পার্ব্বতীর পূর্ব্ব পর্ব্ব পড়্যা গেল মনে ।
রসিকা রহস্য করে রসিকের সনে ॥ ৩৪০৯ ।
বাগ্দিনী-বেশেতে ব্যাকুল কৈনু তোমা ।
সেই সেই হই সয়্যা দোষ কর ক্ষমা ॥ ৩৪১০ ।
তারপরে যদি মোরে আজ্ঞা কর তুমি ।
নানারূপে রমণ করাত্যে পারি আমি ॥ ৩৪১১

১ পাশে (ক)
২—২ ভ্রমে তার বাসে (ক)

মাধব মোহিনী হয়্যা মোহিলা তোমারে।
তুমি বল তাহা হয়্যা তুষিএ প্রভুরে ॥ ৩৪১২।
আর যে যে কোঁচিনীকে ভালবাস তুমি।
শচী সীতা রাধা কহ তাও হব আমি ॥ ৩৪১৩।
হাসিয়া কহেন হর দোষ কৈন্নু ক্ষমা।
বাগদিনী বেশে আগে তৃপ্ত কর আমা ॥ ৩৪১৪।
পশুপতি অনুমতি পায়্যা মহামায়া।
সেইরূপ বাগদিনী হৈল সেই কায়া ॥ ৩৪১৫।
যশোমন্তসিংহে দয়া কর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥ ৩৪১৬। [১৬০]

বাসরে গৌরীর বাগদিনী বেশ

বিমলা বন্দিয়া হরে বাগদিনী বেশধরে
পূর্ব্ব রূপ সকলি লক্ষণ।
দশনে বিজুরী খেলে গজেন্দ্র গমনে চলে
বলে বাণী বল্লকী যেমন ॥ ৩৪১৭।
দুহাতে দুগাছি মাঠ্যা কাপড় পড়েছে আঁট্যা
খাট কর‍্যা হাঁটুর উপর।
গলায় রসের কাটি হিঙ্গুলের পলা দুটী
পুঁতি বেড়্যা সাজ্যাছে সুন্দর ॥ ৩৪১৮।
অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি খঞ্জন-গঞ্জন দেখি[১]
সুললিত নাকে নাকচোনা।
নবীন নীরদ তনু তরুণ তিমির ভানু
রূপে আলো কৈল কাল্যাসোনা ॥ ৩৪১৯।

---

১ পাখী (ক)

ভুবনমোহন খোঁপা সন্ধী শালুকের ঝাঁপা
পেট্যা পাড়্যা পর্য্যাছে সিন্দূর।
কমল কলিকা কুচ বুকেতে হয়্যাছে উচ্চ
কদম্ব কুসুম কর্ণপুর ॥ ৩৪২০।
পিত্তলের ঝুট্যা পায় যাবক রঞ্জিত তায়
করাঙ্গুলে পিত্তল অঙ্গুরী।
শুধু অঙ্গ সুধাময় অনঙ্গ তরঙ্গ বয়
মহামেঘে যেমন বিজুরী ॥ ৩৪২১।
রামরম্ভা জিনি উরু নিবিড়[১] যেমন গুরু[১]
কৃশ[২] কটি ভুরুর কামান[২]।
হাসিয়া লজ্জার ভরে হানিল কটাক্ষ শরে
হর-মন মোহিল নিসান ॥ ৩৪২২।
মহেশে মোহিত কৈল সয়া বল্যা সম্ভাষিল
পড়িল প্রভুর পদতলে।
ভোলানাথ গেল ভুল্যা আস্তু আস্তু সই বল্যা
হাতে ধর্য্যা বসাইল কোলে ॥ ৩৪২৩।
চান্দমুখে দিয়া মুখ পাসরিল সব দুঃখ
পার্ব্বতীর পালা পরিতোষ।
হরগৌরী পদতলে দ্বিজ রামেশ্বর বলে
দূর কর গতায়াত দোষ ॥ ৩৪২৪। [১৬১]

হরগৌরীর বাসর সম্পূর্ণ

কামরিপু কামুক কামিনী কর্য্যা কোলে।
কৈল কাম দীপ্ত কামশাস্ত্র অনুসারে ॥ ৩৪২৫।

১—১ নিতম্ব যুগল গুরু (ক)
২—২ কৃশ কটি ভ্রূ কাম-কামান (ক)

গণ্ডাধর ললাটাক্ষ কক্ষবক্ষ তায়।
গঙ্গাধর চুম্বন করিল সমুদায়॥ ৩৪২৬।
ধরিয়া কঠিন কুচে করিল মর্দ্দন।
বুকে কর‍্যা দৃঢ় ধর‍্যা দিল আলিঙ্গন॥ ৩৪২৭।
আপাদ-মস্তকে কর‍্যা হস্তকেতে মন।
জানি যুবতীর জ্বালা জাগিল মদন॥ ৩৪২৮।
শশী যেন গ্রাসে রাহু বাহু বেড়্যা ধরে।
নির্ঘাত ষোড়শ বন্ধ নির্দ্দয় নির্ভরে॥ ৩৪২৯।
যদংশেতে প্রকৃতি পুরুষ ত্রিভুবন।
পূর্ণব্রহ্ম-বিহার পুরিলা[১] কোন জন॥ ৩৪৩০।
যোগমায়া বিস্তার করিয়া সেই রাত্যে।
নানারূপে রমণ করাল্য নিজ নাথে॥ ৩৪৩১।
ক্রীড়া কৌতুকের কথা কি কব বিশেষ।
আত্মারাম-রমণে রজনী হৈল শেষ॥ ৩৪৩২।
কোকিল কুক্কুটী কত ডাকে পক্ষী আর।
মধুমক্ষিকার রব ভ্রমর-ঝঙ্কার॥ ৩৪৩৩।
অরুণ উদয় কৈল হৈল সুপ্রভাত।
বিমলাকে ঘরে যাত্যে বলে বিশ্বনাথ॥ ৩৪৩৪।
দশমী দিবস ভাল আর দিন নাই।
বিজয়া বিজয় কর জননীর ঠাঞি॥ ৩৪৩৫।
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ৩৪৩৬। [১৬২]

১ বর্ণিবে (ক)

হরগৌরীর কৈলাস গমন

ঘর যাত্যে হর চায় গৌরী গিয়া কহে মায়
শুনি রাণী শোকে অচেতন।
রাম বনবাস শুনি যেমন কৌশল্যা রাণী
কলস্বরে করেন রোদন ॥ ৩৪৩৭ ।
সুখময়ী রাজকন্যা ভিক্ষু-গৃহে দুঃখ-বন্যা
কেমনে বঞ্চিবা তুমি তায়।
এই দুঃখে মরি আমি পরাণ পুতলী তুমি
কেমনে ছাড়িয়া যাবে মায় ॥ ৩৪৩৮ ।
পাইনু বহুত সুখ পাসরিনু সব দুখ
নিরখিয়া তুয়া মুখচান্দে।
তোমারে বিদায় দিয়া কেমনে ধরিব হিয়া
মনের সহিতে প্রাণ কান্দে ॥ ৩৪৩৯ ।
বসাইয়া বরাসনে পালিব পরাণ পণে
মোর ঘরে থাক চিরকাল।
আমি যতকাল জীব আর তোমা না পাঠাব
ফুল ভরে নাহি ভাঙ্গে ডাল ॥ ৩৪৪০ ।
ননীর পুতলী ছাল্যা জ্বলন্ত অনলে ফেল্যা
বাপ দিল কি করিবে মায়।
আমি অভাগিনী মরি সকলি খণ্ডাত্যে পারি
কপাল খণ্ডান নাহি যায় ॥ ৩৪৪১ ।
গৌরীর গলায় ধর্যা অনেক বিলাপ কর্যা
জননী কান্দিয়া মোহ যায়।
মুছিয়া বদনখানি বলিয়া মধুর বাণী
পার্ব্বতী প্রবোধ করে মায় ॥ ৩৪৪২ ।*

* ৩৪৪২ শ্লোক (ক) পুথিতে নাই।

স্বামী ঘরে কন্যা থাকে ধন্য তার বাপ মাকে
অভাগার ঘরে থাকে ঝি।
বিদায় করহ বল্যা পার্ব্বতী প্রণতি হল্যা
না কান্দ মাথার দিব্য দি॥ ৩৪৪৩।

হিমালয় হয়্যা শোকাকুলি।
সাজায়্যা মেনকা ভার সব দেখে অন্ধকার
পার্ব্বতী লইল পদধূলি॥ ৩৪৪৪।

মাসি পিসি সবে কান্দ্যা গৌরীর গলায় ছাঁন্দ্যা
বিমলা বদনে চুম্ব খায়।
কোলাকুলি হয়্যা সবে অনেক যতনে তবে
কত কষ্টে করিল বিদায়॥ ৩৪৪৫।

বৃষে বৈসে মহেশ্বর মূষিকেতে লম্বোদর
শিখিরাজে সাজে ষড়ানন।
আগে পাছে দাস দাসী দিব্য সিংহরথে বসি
শশিমুখী করিলা গমন॥ ৩৪৪৬।

মৈনাক গোড়াল্য ধায়্যা মা বাপ রহিল চায়্যা
বুক বায়্যা পড়ে প্রেমধারা।
খেলিবার সহচরী আর যত নরনারী
কাঁদিয়া আকুল হৈল তারা॥ ৩৪৪৭।

হার্দ্দ্য কর‍্যা হৈমবতী কহিল সবার প্রতি
ঘরে যাহ মনে রাখ্য মোরে।
মোর স্নেহ সবা প্রতি মনে মোরে রাখ যদি
পাবে দেখা বৎসরে বৎসরে॥ ৩৪৪৮।

শুনি সখী সর্ব্ব লোক তথাপি[১] পাইল[২] শোক
শুখাইল সবাকার হিয়া। *
আশ্বাসিয়া সবাকারে গৌরী গেলা নিজ ঘরে
নায়কেরে কল্যাণ করিয়া ॥ ৩৪৪৯।
করি নানা লীলা খেলা এরূপে কৈলাসে গেলা
হিমালয়ে হইয়া বিদায়।
সুখী হৈল শিবলোক ঘুচিল সবার শোক**
জয়া পদ্মা চামর ঢুলায় ॥ ৩৪৫০। ক
হর-পার্ব্বতীর প্রভা কৈলাস করিল শোভা
আনন্দে দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
কিন্নর গন্ধর্ব্বে মিলি নৃত্য গীত হুলাহুলি
সুখে হর-পার্ব্বতী বিরাজে ॥ ৩৪৫১।
পৌষ মাস পায়্যা পরে পার্ব্বতী কহেন[৩] হরে
পৌষী-কৃত্য কর পশুপতি।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে মহেশ্বর[৪] কুতূহলে
বৃকোদরে দিলা অনুমতি ॥ ৩৪৫২। [১৬৩]

পৃথিবীর শস্য বৃদ্ধি

প্রণমিয়া বিশ্বনাথে বৃকোদর নামে ক্ষেতে
হাতে লয়্যা দুমণের[৫] দায়।

১ ঘুচিল (খ) ২ সবার (খ)
* শুখাইল......** সবার শোক পর্য্যন্ত (খ) পুথিতে নাই।
(ক) দেখিয়া ত সর্ব্বজন হইলন অচেতন
কি হইল্য করে হায় হায় ॥
(খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ।
৩ কহিল্যা (খ) ৪ পশুপতি (খ) ৫ দশ মণের (খ)

নিড়ায়্যা চলিল ধায়্যা দু'দণ্ডে ফেলিল দায়্যা[১]
হইল আড়াই হালা তায় ॥ ৩৪৫৩ ।
দেবীচকে ধান্য তুল্যা শিব সন্নিধানে আল্যা
নিবেদিল শঙ্করের পায় ।
শুনিয়া আড়াই হালা শিব অনুমতি দিলা
আগুন মেটায়্যা দিতে তায় ॥ ৩৪৫৪ ।
হইল চাষের লাভ ভাবিলা ভবের ভাব
ভগবতী না বলিলা কিছু ।
জানিয়া শিবের লীলা যত দেব বন্ধু ছিলা
চলিল ভীমের পিছু পিছু ॥ ৩৪৫৫ ।
দক্ষিণ পবন বয় ধরাইলা ধনঞ্জয়
যিঁহো সর্ব্বদেবতার মুখ ।
হুতি দ্রব্য যত পাল্য অনল প্রবল হল্য
বৃকোদর তাতে দিল ফুঁক ॥ ৩৪৫৬ ।
আকাশ আচ্ছাদিল ধূমে ধান্য পোড়ে যত[২]ক্রমে[২]
দেখি ভীম হল্য মহামোহ ।
ধান্য পোড়া গন্ধ পায়্যা শিবান্তিকে মাল্য[৩] ধায়্যা
অনিবার্য্য লোচনের লোহ ॥ ৩৪৫৭ ।
কিবা[৪] করে প্রভু লয়্যা[৪] পড়িল মূর্চ্ছিত হয়্যা
হর-পার্ব্বতীর পদতলে ।
শিব দিলা অনুমতি প্রবোধিলা পার্ব্বতী
ভকতবৎসলা কিছু বলে ॥ ৩৪৫৮ ।

১ নিলেক (খ)
২—২ যথাক্রমে (খ) ৩ আল্য (খ)
৪—৪ কি করিলে প্রভু কয়্যা (খ)

বৃথা বাছা কর মনস্তাপ।
কৃষির সার্থক হল্য অনলে সঁপিয়া[১] দিল
সত্য হ'ল সেবকের শাপ॥ ৩৪৫৯।
সদাশিব সদানন্দময়।
ইন্দ্রপদ কার[২] বরে অষ্টসিদ্ধি আছে করে[৩]
কটাক্ষে অশেষ সিদ্ধি হয়॥ ৩৪৬০।

আমি চষাইলাম চাষ পূরিতে জীবের আশ
অনল ভুবন[৪] অনুকূল।
তাতে কি করিব আমি সাক্ষাতে দেখিবে তুমি
শিবপদ সবাকার মূল॥ ৩৪৬১।
শুন্যা ভীম সুখী হল্য দ্বাদশ দিবস (?) গেল
পৃথিবী ভ্রমিতে আল্য হর।
গিরিরাজ সুতা সাথে অনল দেখিল পথে
পর্ব্বত সমান বহুদূর[৫]॥ ৩৪৬২।

ভীমে জিজ্ঞাসিল ভগবান।
বৃকোদর নিবেদিল দ্বাদশ বৎসর গেল
অদ্যাবধি পূজে[৬] সেই ধান॥ ৩৪৬৩।
দেখিতে আইল গৌরীহর।
শিবদুর্গা দৃষ্টিমাত্র তৃপ্ত হৈল পাণ্ডবেন্দ্র
ষ্টমান হয়্যা দিল বর॥ ৩৪৬৪।

---

১ অর্পিয়া (খ) ২ যার (খ)
৩ ঘরে (খ) ৪ হবেন (খ)
৫ বৃহত্তর (খ)
৬ পুড়ে (খ)

এক শস্য দিল মোকে নানা[1] শস্য দিব লোকে
দগ্ধ[2] সে শস্থ ভগবতী[2] ।
বল্যা অগ্নি অন্তর্ধান দ্বিজ রামেশ্বর গান
যে যে শস্য জনমিল তথি ॥ ৩৪৬৫ । [১৬৪]

গীত সমাপন

হরি শঙ্কর ধান্য হৈল হাতি পাঞ্জর হুড়া ।
হরকুলি হাতিনাথ হিঙ্গুচি হলুদগুঁড়া ॥ ৩৪৬৬ ।
কালাকানু কাল্যাজিরা কালিয়া কার্ত্তিকা ।
কয়ার[3] চারা কাশীফুল কপোত-কণ্ঠিকা[3] ॥ ৩৪৬৭ ।
কালিন্দী[4] কটকী কুসুমশালি[4] কনকচূড় ।
দুদরাজ দুর্গাভোগ পর্দ্দেশী ধুস্তূর[5] ॥ ৩৪৬৮ ।
কৃষ্ণশালি কেওড়ভোগ কোঙরপূর্ণিমা ।
কলমিলতা কনকলতা কামোদ গরিমা ॥ ৩৪৬৯ ।
খেজুরথুপি খয়েরশালি ক্ষেম গঙ্গাজল ।
গয়াবলি গোপাল-ভোগ গৌরী-কাজল ॥ ৩৪৭০ ।
গন্ধশালি গুয়াথুপী আর গুণাকর ।
চামরশালি চন্দনশালি কৈল তারপর ॥ ৩৪৭১ ।
ছত্রশালি জটাপালি জগন্নাথভোগ ।
জামাইলাড়ু জলারাঙ্গী জীবনসংযোগ ॥ ৩৪৭২ ।
ঝিঙ্গাশালি বলাইভোগ ধুল্যা বিলক্ষণ ।
নিমুঞী নন্দনকালি রূপনারায়ণ ॥ ৩৪৭৩ ।

১ পঞ্চ (খ) ২—২ শেষ স্পর্শ কর ভগবতী (খ)
৩—৩ কয়া কালিন্দী কাশফুল কপোত-কর্চ্চিকা (খ)
৪—৪ কটকী কুসুমশালী কালী (খ) ৫ সিন্দূর (খ)

পাতসা-ভোগ পায়রা-রস পরমসুন্দর।
পিপীড়া-বাঁক তিলসাগরী হৈল তারপর॥ ৩৪৭৪।
বাঁকশালি বাকোই ঝুয়ালি দাড়রাঙ্গী।
বাঁকশালি[১] বুড়ামাত্রা রামশালি রাঙ্গী[২] ॥ ৩৪৭৫।
রাঙ্গামাট্যা রায়গড় রণজয়[৩] কর্য়া।
পুণ্যবতী ধান্য রাখে নাম ধর্য়া ধর্য়া॥ ৩৪৭৬।
নছিপুরী নাওশালি লক্ষ্মী-কাজল।
ভোজনা ভবানীভোগ ভুবন উজ্জ্বল॥ ৩৪৭৭।
ভুবন উজ্জ্বল হৈল ভূত[৪] মুড়িছুলি[৪]।
আজানু অমৃত মধু অন্ধকার ধূলি॥ ৩৪৭৮।
মাট্যা মেথি মহিলাদ[৫] মচ্চি মৌলতা।
মৌকনসী[৬] মতিচুর মুক্তাহার তথা॥ ৩৪৭৯।
সীতাশালি শঙ্করশালি আর শঙ্করজটা।
এইমত আর কত হৈল ধান্য ঘটা॥ ৩৪৮০।
লক্ষ নাম লক্ষ্মী হয়্যা কৈল লোকহিত।
কত নাম লব তার কহিলা কিঞ্চিৎ॥ ৩৪৮১।
পাছু ধর্য়া পার্ব্বতী পশ্চাত কৈল কি।
প্রকাশিল পঞ্চশস্য পর্ব্বতের ঝি॥ ৩৪৮২।
শস্যপূর্ণা পৃথিবী হইল এই মতে।
শুনিলেন শৌনকাদি শুধাইয়া সূতে॥ ৩৪৮৩।
দ্বাদশ বৎসর বস্যা বুনিলেন যত।
নানা রস[৭] রসায়ন[৭] নিবেদিব কত॥ ৩৪৮৪।

১ বাকচুর (খ) ২ ভাঙ্গি (খ) ৩ রণঞ্জয় (খ)
৪—৪ ভূত মুড়াধুলি (খ) ৫ মৈষানাদ (খ) ৬ কালামধু (খ)
৭—৭ উপাখ্যান তাহা (খ)

শিবান্বিতা যত কথা করিয়া বর্ণন।
নাথের অষ্টাহ কৈল নূতন[১] কীর্ত্তন ॥ ৩৪৮৫।
শকে হৈল্য চন্দ্রকলা রাম কৈল্য কোলে।
বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে ॥ ৩৪৮৬।
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হৈল্য সারা।
অবনীতে আল্য যেন অমৃতের ধারা ॥ ৩৪৮৭।
নির্গুণ নির্গুণ জনে কৈল নিয়োজিত।
নির্ম্মল নাথের হৈল নির্ম্মল সঙ্গীত ॥ ৩৪৮৮।
নির্ব্বাচিতে এই গীতে দিতে নাই দোষ।
হরিহর হৈমবতী সবার সন্তোষ ॥ ৩৪৮৯।
ইহাতে আমার কিছু দোষ গুণ নাই।
ভাল মন্দ সব ভব ভবানীর ঠাঞি ॥ ৩৪৯০।
উত্তম মধ্যমাধম সর্ব্বমনোহর।
অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধুনিরন্তর ॥ ৩৪৯১।
যশোমন্তসিংহ সিংহবাহিনীর দাস।
সে রাজসভায় হৈল সঙ্গীত প্রকাশ ॥ ৩৪৯২।
বিদগ্ধ বসুধাপতি অতি বিলক্ষণ।
শক্রসম সভা শোভা করে সুধীগণ ॥ ৩৪৯৩।
পণ্ডিত পৃথিবীপতি পণ্ডিতে মণ্ডিত। *
দ্বিজ রামেশ্বর কহে শিবের সঙ্গীত ॥ ৩৪৯৪। [১৬৫]

ইতি অষ্টাহ পালা সমাপ্ত

১ নৌতুন (খ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
গুণপ্রিয় গুণবান গীতবাদ্যে রত ॥
প্রতাপে পাবক সম সাগর গভীর।
অবিরত ধর্ম্মভীত রাজা যুধিষ্ঠির ॥

রূপে কাম রণে রাম দানে হরিশ্চন্দ্র।
সকলে সামর্থ্য স্মিতমুখ সদানন্দ॥
জগত ভরিয়া জানে যশঃ কীর্ত্তি দানে।
কর্ণপুরে কলিরামে কেবা নাঞী জানে॥
ভঞ্জ ভূমীশ্বর ভূপ ভুবনবিদিত।
রিপুগর্ব্ব খর্ব্ব সর্ব্বগুণসমন্বিত॥
তিঁহস্থানে দিয়া মান বাড়াইলা যত।
নিরূপিত নহে তাহা আমি কব কত॥
সপুত্র কলত্র গোত্র সুখে রাখ শিব।
রক্ষ মহারাজার আশ্রিত যত জীব॥
ভুবন ভরিয়ে ধনে রণে দিবে জয়।
বজ্রসম বাণ যেন ব্যর্থ নাঞী হয়॥
কোঙরের কল্যাণ করহ নিরন্তর।
তিন বর্গ দিবে তারে তারিণী শঙ্কর॥
মহীতলে যথাকালে মেঘে দিবে পয়।
শস্য ভরা হন ধরা ব্রাহ্মণ নির্ভয়॥
শম্ভুরাম ভায়ার ভরণকর প্রভু।
পদছায়া দিয় দয়া ছেড় নাঞী কভু॥
গৌরী পার্ব্বতী সরস্বতী স্বসাত্রয়।
দুর্গাচরণাদি করি ভাগিনেয় ছয়॥
ভাগিনার পুত্র কৃষ্ণরাম বন্দ্যোঘটি।
এ সকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জ্জটি॥
সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়।
পরকালে প্রভু পদতলে স্থান দিও॥
আসর সহিত সদাশিব দেহ বর।
নায়কে কল্যাণ কর গায়কে সুস্বর॥
যাহার কল্যাণে গাই তোমার সঙ্গীত।
তাহার কল্যাণ কর মনের বাঞ্ছিত॥

মণ্ডলের মহেশ্বর হবে বর দাতা।
গদাধরে রক্ষা কর গণেশের মাতা॥
নায়কে গায়কে সুখে রাখ মহেশ্বর।
গ্রন্থ সাঙ্গ হল্য হরি বল সর্ব্বনর॥
যশোমন্তসিংহ রায় পুণ্যের ভারতী।
যার কণ্ঠে বিরাজ করেন ভগবতী॥
দ্বিজ রামেশ্বর রচে শিব ইতিহাস।
সাকিম বরদাবাটী যদুপুর নিবাস॥
পালা হল্য পূর্ণ আশীর্ব্বাদ অতঃপর।
শ্রীযুত অজিতসিংহে রক্ষ মহেশ্বর॥
রাজারাণী রাজকার্য্য রাজ্যের সহিত।
কল্যাণে রাখিবে দিবে যার যে বাঞ্ছিত
রাজা রামসিংহে দয়া কর গৌরী হর।
গ্রন্থ সাঙ্গ বিরচিল দ্বিজ রামেশ্বর॥

ইতি শিবায়ন সমাপ্ত।

নির্ঘণ্ট

অঙ্ঘ্রি—১৬৩
অনীক—১৮৩
অপস্কর—১২২
অবগর—১৪৫
অব্যাজে—১৪০
অম্বুতুল্য—৭১

আঁকসলি—২৪০
আঁঠু—৪২, ৫২
আঁত—৪২
আগুসরে—৮০
আচাভুয়া—৮৫
আপ্ত জন—৭৩
আবাথাবা—৭৪
আম্বা—২৬২
আলকুশী—২৪৪

উখুনপাশী—২২৫
উড়াতাড়—২৫৮
উড়ু—৪৮
উদূখল—৩০৩
উভরায়—২২৫
উরখড়—২৪৭
উরুহ—৩

কপর্দ্দী—৭১
কমঠ—২১
কসনি—২৪১
কাকুর্ব্বাদ—২৮, ২৭৯
কামাঞ্চের—২৩৭
কায়েত—২১৭
কিফাত—২১৭
কুকরী (কুররী—৬৩
কুট্যাদি—১২
কুতকাতে—২১৭
কুন্দল—২৪১
কুলিশ—৮৬
কেরুয়াল—২৯৬
কোঁকাল্য—৮৯
কোদণ্ডা—৮৯

খন্দ—২৩৫
খেটক—২০৭
খোশাল—৭৫

গজবক্ত্র—১
গীর্ব্বাণের—৩৪, ১১৮
গুনাগার—৫৪
গুমানে—১১৮

গুর্ব্বিণী—৮২
গেঁড়া—২৬০

ঘোটনা—১০২

চাক্রিচুয়া—৯৯
চাপান—৪২
চেঁচুড়া—২৫৩

ছামনি—৮১

জম্ভভেদী—১৯১
জম্ভারি—৬১
জারাজোরা—২০৭
জীয়াল্য—৩

ডাবুষ—৩৭

তলবানা—২৪৮
তাতে বাতে—২৩৮
তুণ্ড—১০১
তুম্মেদ—২৩১
তুল ডাটি—২৮০
তুর্ণ—১৭
তোমর—৩৭

দাবড়ি—২৬৬
দিগভ্যম—২৩৭
ধন্ধ—৮

ধাত্তাধাই—৭৯
ধুকড়ি—২৪৩
ধুঞ্জী—২৮৭

নরে (?) সরে—৪
নাইয়রে—২৯
নিকড়্যা—২৬৮
নিছিয়া—৮১
নির্জ্জর—৩৫
নিঃস্বন—২০৬
নেহাল—৫

পট্টিশ—৩৭
পত্তি—১৬৩
পন্নগ—১৭২
পরিবোধ—৫২
পাটীল—৬৩
পারগ—১৬
পিষিত (পিশিত)—১০৫
পুলোমজা—২২২
পুংস—৭
পুরুট-পীঠে (পুরট পীঠে)—৩০
পৃথু—৪৬
প্রেষিত—১৩৫
প্লব (দিগভ্যম)—২৩৭

বউলি—৪৯
বক্ত্র—১
বরাট্য—২৫৩
বাজালে্য—৭

বাগুরা—২০২
বাবুচ্যা—২৫৩
বাস্থয়া—২৫৭
বিনোস্থা—৩০৪
বিবুধের—৩৪
বুলিলে—৫
বৃন্দারক—২৬
বৃষলী—১২৭

ভরম—২২৩
ভোরঙ্গ—২৪৯
মন্দধী—২৬
মন্নিয়োগে—২০৭
মহোদধি—৩৩
মাছ্যাতা—২৪৯
মালুরের—১৫৪
মাস চুরি—৩২৫
মিস্ম—৮৫
মুখচঙ্গ—৪০
মুরচঙ্গ—৭৪
মেলানি—৫৩
মৌষধি—১৯১

যাম্য—১৩৩
যুগ্য—৩
যোত্র—৩৩
যোষিত—১৭১
রক্ষিণী—২৭৯
রক্কের—৫৭

রাওয়া-রাই—৭৯

লাটাপাটা—১০৬
লুকলুকানি—৫৩

শক্র—৩৪
শালি (সালি)—৩৪৮
শিশ্ন—৩৫
সর্পী—২৩
সল্ল্যাদি—২০২
সতস্তরা—৯১
সয়্য—২৬২
সয়্যা—২৬২
সঙরিবে—২৯৪
সাণু—২১
সানিরঙ্ক—৪০
সাস্তন্থন (সস্তলন)—৯৯
সুবুদ্ধিজ—৬৯
স্থগিলে—২০০
স্রুবের—৪৩

হরাস্তিকে—৮৮
হাটক—৪৮
হাল্যা—২৩৭
হিঙ্গ—৮৯
হিণ্ডীর—১০৩
হেটেতে—২১
হেদে—২৪
হেল্যা—২৩৭